MOHIMMOY BHRATRIBRINDA

Bengali translation of Howard Fast's English novel

MY GLORIOUS BROTHERS.

অনুবাদ : প্রফুল্ল চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬১

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়
বি. এম. এণ্টারপ্রাইজ
২২/বি বেথুন রো. কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

মানব মুক্তি ও মানব মর্যাদা রক্ষার্থে,
সুদূর অতীতে অসমাপ্ত যে সংগ্রামে ইহুদী, অ-ইহুদি
যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন—
তাঁদের স্মৃতিতে

নিবেদন

মূল উপন্যাস 'মাই গ্লোরিয়াস ব্রাদার্স'-এর ভূমিকায় হাওয়ার্ড ফাস্ট লিখেছেন :

> খ্রীস্ট-জন্মের দেড়শো বছরের সামান্য পূর্বে ফেলিস্তিনের মুষ্টিমেয় একদল ইহুদি চাষী বিজয়ী সিরিয়-গ্রীক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইহুদি-দের দেশ তখন সিরিয়-গ্রীকদের পদানত।
>
> ত্রিশ বছর ধরে তারা যে সংগ্রাম করে, প্রতিরোধ আর মুক্তি-সংগ্রামের দিক থেকে মানবেতিহাসে তার তুলনা নেই। একদিক থেকে একে মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম আধুনিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলা চলে। এবং উত্তরকালের বহু আন্দোলন এই যুদ্ধ-রীতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে।
>
> সারা দুনিয়ার ইহুদিরা আজও এই কাহিনী স্মরণে চানক বা আলোকোৎসব পালন করে। আমি সেই কাহিনীই নতুন করে বলবার চেষ্টা করেছি। কারণ আমার বিশ্বাস, আজকের এই অশান্তি ও তিক্ততাময় যুগে মানবজাতির সুপ্রাচীন সমাদর্শতার কথা স্মরণ করার আবশ্যক ও উপযোগিতা আছে। এ কাহিনী বলার ফলে যেটুকুই উপকার হোক না কেন, তার জন্য আমি বইয়ে উল্লেখিত প্রাচীনকালের বিস্ময়কর জাতির কাছে ঋণী। কারণ, নিজেদের ধর্ম, জীবনধারা আর দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে তাঁরা এই অপূর্ব নীতিকথার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, অত্যাচার প্রতিরোধ করা পরম ভগবৎ-নিষ্ঠার সামিল।

উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তুর রসোপলব্ধির পক্ষে এইটুকু ভূমিকাই যথেষ্ট। কিন্তু ইতিহাস-নিষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থকার পাঠকদের এমন এক প্রাচীন জগতের পরিবেশে নিয়ে যান যে, তৎকালীন ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা না থাকলে পুরোপুরি রসোপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, উপন্যাসের স্থানে স্থানে এমন কতগুলি অতি-প্রাচীন ঐতিহাসিক কি পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখ আছে যে, সুপ্রাচীন ইহুদি জাতির তথা পুরাবৃত্তাশ্রয়ী মানবেতিহাসের ধারা, প্রকৃতি কি

ঘটনা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক। মনে রাখতে হবে, ঘটনাটি খ্রীস্ট জন্মের দেড় শতাধিক বছর আগেকার। আজকের পশ্চিম এশিয়া তথা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোল তথা সামাজিক পরিবেশ সে যুগে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। খ্রীস্টান জগৎ আর ঐসলামিক জাহান তখনও জন্মলাভ করেনি। মিশর, এসিরীয়া, চালদি, পারস্য, প্রাচীন গ্রীস ও রোম তখন এ দুনিয়ার মালিক। অধিবাসীরা বর্বর, যাযাবর, অর্ধ-যাযাবর, অর্ধ-সভ্য কি সভ্য। একমাত্র একেশ্বরবাদী হিব্রুরা ছাড়া সকলেই পৌত্তলিক। এ দুনিয়ার শেষ-চিহ্ন আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বসুন্ধরার গর্ভে সমাধিস্থ কিংবা কাল-জীর্ণ ধ্বংসস্তূপ। বইখানি পড়তে গিয়ে ফিরে যেতে হবে সেই হারানো প্রাচীন জগতের পরিবেশে, মাঝে মাঝে ফিরে তাকাতে হবে বাইবেলের ইহুদি পুরাবৃত্তের দিকে। পশ্চিমের মানুষের কাছে বাইবেল কাহিনীর পরিচয় আমাদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের মতো। আমাদের কাছে বাইবেলের, বিশেষত খ্রীস্টপূর্ব যুগের অংশ তেমন পরিচিত নয়। তাই সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী ইহুদি জাতির অতি প্রাচীন ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে উপন্যাসের ঘটনাকাল পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক পর্যায়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। কারণ, উপন্যাসের পটভূমির সঙ্গে এই গোটা ইতিহাস জড়িত।

মানবেতিহাসের আলো-আঁধারির যুগে চালদিয়ার উর্ অঞ্চলের আধা-পৌরাণিক চরিত্র দিয়ে ইহুদি ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। ক্রমে পরিবার, গোষ্ঠী আর উপজাতির স্তর অতিক্রম করে এরা জাতিত্ব লাভ করে। যুগে যুগে চরম দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে ইহুদি ইতিহাস। তবু এই বিঘ্ন-কণ্টকিত সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয় আদর্শবোধ ভাস্বর হয়ে আছে। পুরুষানুক্রমে এই দৃঢ় বিশ্বাস তারা আঁকড়ে রয়েছে যে, অতি মহৎ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান ইহুদি জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের আশিস-ধন্য তারা —তারা 'মনোনীত জাতি'। নবীরা বলতেন, মনোনীত জাতির অর্থ, উচ্চতম আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন। আর ভগবান তাদের সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যাতে দুনিয়ার মানুষ পবিত্র শুচিমনে বসবাস করতে পারে। সহজ কথায়, তারা ভগবানের ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত মাত্র।

ইস্রায়েলের প্রাথমিক ইতিহাস মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে : (১) মেসোপটেমিয়া থেকে সেমিতিক জাতির অন্তর্গত যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর হিবারু উপজাতির ফেলিস্তিনে আগমন এবং এক দলের মিশর অবধি অগ্রগমন ; (২) মুশার নেতৃত্বে মরু অতিক্রম করে মিশর থেকে প্রত্যাগমন ; (৩) কানান রাজ্য জয় এবং ফেলিস্তিনে স্থায়ী বসবাসের সূচনা।

বাইবেলের ইতিকথায় ইহুদিদের ইতিহাস শুরু হয়েছে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদী বেষ্টিত অঞ্চলে। ভগবানের আশিস-ধন্য তাদের প্রথম তিন গোত্রপতির

নাম আব্রাহাম, আইজাক আর জেকব। ভগবান এদের এমন বংশধর দেবার অংগীকার করেন যারা মানব জাতির আশীর্বাদের মতো হবে। ঐতিহাসিক দিক থেকে এ ইতিকথাকে আরব মরুভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার অঞ্চলে সেমিতিক উপজাতিসমূহের বিস্তারলাভের রূপক কাহিনী বলা যেতে পারে। যাযাবরদের প্রবাসযাত্রার কোনো পর্যায়ে কোনো কোনো বিচক্ষণ লোক হয়ত তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সে যাই হোক, গোত্রপতিরা ইহুদিজাতির জনক। বাইবেলে কথিত আছে, ভ্রমণের সময় এইসব উপজাতির বহু সন্তান বৃদ্ধি হয়। খুব সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে এদের একটি যাযাবর দল মিশরের নাইল নদী বরাবর বসতি স্থাপন করে। একথা প্রমাণ করবার কোনো ঐতিহাসিক দলিল অবশ্য নেই। তবে ইহুদি পুরাবৃত্তের প্রতিটি কাহিনী মিশরে দীর্ঘ বসবাস আর শান্তিময় পশুচারণ জীবনের উল্লেখ করে থাকে।

সহসা একদিন অবস্থা বদলে যায়। 'মিশরে এমন এক ফারাও-এর উদ্ভব হয় যিনি যোসেফকে চিনতেন না।' মিশরের পরদেশী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে তখন প্রবল সেমিতিক-বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইহুদিদের উপরেও প্রবল উৎপীড়ন শুরু হয় এবং তারা দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মুশা এই ইহুদিদের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করে, দুর্গম মরু অতিক্রম করে ফেলিস্তিনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই মানুষটিই ইহুদি জাতির আসল স্রষ্টা।

মিশরে নির্বাসন ও নির্যাতনের স্মৃতি ইহুদিদের উপর অবিস্মরণীয় চিহ্ন রেখে যায় এবং দুর্বল, সম্পদহারা আর অধিকারচ্যুতদের সম্পর্কে তাদের সামাজিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

স্মরণ রাখতে হবে. উপজাতীয় জীবনেই ইহুদিরা ইস্রায়েলের ভগবান যিহভাকে কেন্দ্র করে একেশ্বরবাদী ধর্ম সৃষ্টি করে। সে মুশার যুগের আগেকার কথা।

বহু বছর ধরে যাযাবর হিব্রুরা মরু অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই বিশ্লিষ্ট যাযাবরদের একমাত্র যোগসূত্র ছিল ঐতিহ্যের সমতা আর ধর্ম-বিশ্বাস। পুরাবৃত্ত বলে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে হিব্রুরা ফেলিস্তিনে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। আকস্মিক কোনো সামরিক জয়লাভের ফলে এ নতুন বাসভূমি লাভ করা যায়নি। ক্রমে ক্রমে বহু বছর ধরে একটির পর একটি দল এখানে বাসা বেঁধেছে। বাসভূমি-লুব্ধ যাযাবর দল অপেক্ষাকৃত সুসভ্য দেশে এসেছে, লড়াই করেছে, মরেছে-মেরেছে, তারপর কিছু এখানে কিছু ওখানে এমনি বিশ্লিষ্টভাবে বসবাস শুরু করেছে। বিখণ্ডিত এই উপজাতীয়দের বহু বছর কোনো সংহতি ছিল না —নিরাপত্তাও ছিল না বহু পুরুষ অবধি। অ-সেমিতিক জাতির ক্রীট ও গ্রীসের দ্বীপ থেকে আগত ফিলিস্তিনদের বিপদ এদের একতা ও সংহতি দেয় এবং ফেলিস্তিনে ইহুদি ইতিহাসের এক নবযুগের সূচনা হয়।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ফেলিস্তিনের উপকূলে এসে ফিলিস্তিনরা সামান্য বাধার সম্মুখীন হয়ে ক্রমান্বয়ে দেশের অর্ধেক অধিকার করে বসে। সল নামে এক তরুণ চাষী এদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব করে ফেলিস্তিন রক্ষা করেন। এই সংকটের মধ্য থেকেই হিব্রু রাজতন্ত্র জন্মলাভ করে, ইস্রায়েলের সন্তানদের বারোটি উপজাতি সংহত হয়। সলকে ঠিক রাজা বলা যায় না। আসলে তিনি ছিলেন মহিমান্বিত বিচারক। আসল রাজা বলতে বোঝায় দাভিদকে (খ্রীস্টপূর্ব ১০১৩)। তিনিই হিব্রু রাজ্য সৃষ্টি করেন, জেরুজালেমের শহর নির্মাণ করে তাকে রাজধানী এবং ইহুদি ধর্মের তীর্থভূমিতে, পরিণত করেন। এই নতুন রাজ্য ভূমধ্যসাগরীয় শক্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দাভিদের আমলে হিব্রু রাজ্যের সীমানা বহুদূর প্রসারিত হয়। কিন্তু তার পুত্র সলোমনের আমলে (খ্রীস্টপূর্ব ৯৭৩) রাজ্যটির সাংস্কৃতিক সীমান্ত আরও প্রসার লাভ করে। কর ধার্য করা সম্পর্কে সলোমন তেমন হুশিয়ার ছিলেন না। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, প্রজারা সরল চাষী, প্রাসাদ হারেম কি শিল্পকলা সম্পর্কে ততটা আগ্রহী নয়। ফলে খ্রীস্টপূর্ব ৯৩৩ সালে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সলোমনের পুত্রের আমলে রাজ্যটি দুইভাগ হয়ে যায়।

হিব্রু রাজ্যের পূর্বে ও পশ্চিমে তখন শক্তিমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠছে। সংহতি থাকলেও এই ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় ছিল না। বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্তি সহজতর করে মাত্র। উত্তরাঞ্চলের ইস্রায়েল রাজ্য আরও দুশো বছর (খ্রীস্টপূর্ব ৭২২ সাল পর্যন্ত) কোনোমতে টিঁকে এসিরীয়ার কবলিত হয়; আর দক্ষিণাঞ্চলের জুদিয়া রাজ্য টিঁকে ছিল খ্রীস্টপূর্ব ৫৮৬ সাল অবধি। তারপর কুক্ষিগত হয় ব্যাবিলনের।

বিজয়ী এসিরীয়া ত্রিশ হাজার ইহুদিকে বাস্তুছাড়া করে সেখানে নতুন বাসিন্দা নিয়ে আসে। বাস্তুছাড়ারা প্রবাসে নির্বাসিত হলো। নির্বাসিতেরা অচিরেই নতুন পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিশে স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলে।

জুদিয়া বিজয়ী ব্যাবিলনও একই নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু জুদিয়ার চাষীরা ছিল ইহুদি জাতির সব চাইতে অগ্রসর গুরুত্বপূর্ণ শাখা। নির্বাসনেও তারা নিজেদের প্রবল জাতীয়তাবোধ বজায় রাখে। নির্বাসনকালে নবী এজিকেল তাদের শেখান যে, জাতি হিসাবে তারা এক মহান্ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী— অভিনব এক প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে তাদের —আর দেশের উপত্যকায় ছড়ানো শুষ্ক অস্থিতেও একদিন নবজীবন সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এই আশার বাণীতে অনুপ্রাণিত নির্বাসিতেরা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা আর বাঁচার আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখে। এখানে মন্দির ছিল না, তবু তাদের মিলনকেন্দ্র সামাজিক দেখা-সাক্ষাতের ঘাঁটির কাজ করত। নির্বাসিতদের এই মিলনকেন্দ্রই উত্তরকালে ইহুদি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ সিনাগগে রূপান্তরিত হয়।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনের শক্তির বুনিয়াদে ঘুণ ধরে এবং খ্রীস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে মদগর্বী ব্যাবিলন পারস্যের পদানত হয়। পারস্যের রাজা সাইরাস খ্রীস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে একদল নির্বাসিত ইহুদিকে ফেলিস্তিনে ফিরে মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন। ছোট একটি দল ফিরে এসে স্থানীয় রাজভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়।

এরপর শ'দুয়েক বছর ফেলিস্তিনে ইহুদি-জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। প্রাচীন সমৃদ্ধি আর ফিরিয়ে আনা গেলো না।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পশ্চিম থেকে নতুন বিপদ দেখা দেয়। আলেকজান্দার ফেলিস্তিন জয় করেন এবং আমৃত্যু কড়াভাবে সাম্রাজ্য কবলিত রাখেন। নতুনতর বিপদ দেখা দিলো তার মৃত্যুর পরে (খ্রীস্টপূর্ব ৩২৩ সাল)। অপুত্রক আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে সেনানীদের মধ্যে লড়াই বাঁধে। সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। খ্রীস্টপূর্ব ১৯৪ সালে ফেলিস্তিন পাকাপাকি-ভাবে সেলুসিদ বংশের অধীনে যায়। সিরিয়ার রাজধানী আন্তিয়ক থেকে এরা রাজ্য শাসন করতেন।

নতুন শাসনে নতুনতর ভীতি দেখা দেয়। বিজয়ীরা লোভনীয় পৌত্তলিক রীতিনীতি আমদানি করে। একেশ্বরবাদী ইহুদিদের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়ে। যুবকেরাই প্রলুব্ধ হয় সব চাইতে বেশী। হেলেনিয়ানা অনুকরণের প্রবল ঢেউ আসে। এই নতুন সাংস্কৃতিক বিজয়ের বন্যায় ইহুদি সমাজ ব্যবস্থা হয়ত ভেসে যেত, কিন্তু বাঁচিয়ে দিলো রাজাধিরাজ আন্তিয়কাস এপিফানেসের অত্যুৎসাহ। জোর করে তিনি ইহুদিদের উপর হেলেনিয়ানা চাপিয়ে দেবার উদ্‌যোগী হন। ইহুদিদের নীরব প্রতিরোধ তাকে নিষ্ঠুরতম পীড়নের প্রেরণা দেয়। ফলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ধর্মরক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের রূপ পায়।

এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে হাসমিয়ান পরিবার। আন্তিয়কের বিশাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ইহুদির এই বিদ্রোহ ইতিহাসে ম্যাকাবির বিদ্রোহ আখ্যা পেয়েছে। ত্রিশ বছর ধরে সংগ্রাম চলে। হাসমিয়ান বংশের শেষ জীবিত বংশধর সাইমন খ্রীস্টপূর্ব ১৪২ সালে কর মকুবের স্বীকৃতি আদায় করেন এবং নিজে জুদিয়ার নেতা ও প্রধান পুরোহিতের আসনে সমাসীন হন। হিব্রু রাষ্ট্র আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়।

হাসমিয়ান পরিবারের নেতৃত্বে এই ইহুদি বিদ্রোহ 'দু'হাজার বছর আগে'র পটভূমি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই মুক্তি-সংগ্রাম ম্যাকাবি জুদাসের সামরিক প্রতিভা আর সংগঠন গুণে কেমন বিস্ময়করভাবে জনযুদ্ধের রূপ পেয়েছিল, ফাস্টের সুনিপুণ বর্ণনায় তা অপূর্বভাবে ফুটেছে। তাছাড়া, উপন্যাসের মধ্যে প্রাচীন ইহুদি সমাজের রীতি-নীতি তথা প্রাচীন সমাজ, সভ্যতা, আচার-আচরণের

একটা ছকও পাওয়া যায়। বইখানি ফাস্টের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তির অন্যতম বলে পশ্চিমে দেশে দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৪৮ সালে প্রথম প্রকাশের পর শুধু ইংরেজিতেই বারোটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ইহুদি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তিনটি। তাছাড়া, ফরাসী, স্পেনিয়, ডাচ, সুইডিস, চেক ও শ্লোভাক ভাষায়ও ইতিমধ্যেই অনূদিত হয়েছে। আশাকরি বাংলা অনুবাদও কৌতূহলী পাঠকদের সমাদর লাভ করবে।

মূল ইংবেজি উপন্যাসে ফাস্ট কতগুলি হিব্রু শব্দ ব্যবহার করেছেন। সমার্থক কিংবা পূর্ণ তাৎপর্য-সম্বলিত বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে অনুবাদের মধ্যে আমিও সেগুলি যথাযথ রাখতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু পাঠকদের সুবিধার জন্য এইসব বিদেশী শব্দ আব প্রাচীন ইতিহাসের কতগুলি ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণানুক্রমে সংযোজনা করে দিলাম।

বরাহনগর

ভাদ্র, ১৩৬১

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

অনুবাদে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ, নাম ও স্থান-পরিচিতি

আদন : প্রভু—স্থানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উপাধি।

আদনাই : পরমেশ্বর।

আন্তিয়কাস এপিফানেস : সিরিয়-গ্রীক সাম্রাজ্যের অধিপতি —রাজধানী আন্তিয়ক।

আব্রাহাম, আইজাক, জেকব : হিব্রু জাতির প্রথম তিন গোত্রপতি।

আরেমিক : আরাম বা সিরিয়ার ভাষা —সেমিতিক ভাষাগোষ্ঠীর উত্তর শাখা।

আলেফ. বে. গিমেল : হিব্রু বর্ণমালা।

ইশায়া : ইহুদি পুরাবৃত্তের এক নবী।

ইসাউ : হিব্রু পুরাবৃত্তে ইদম বলে পরিচিত—ইদমাইটদের গোত্রপতি—আইজাক ও রেবেকার সন্তান —জেকবের জমজ ভাই।

ইস্রায়েল : সভ্যতায় অগ্রসর ফেলিস্তিনের বহিরাগত যাযাবর এবং আধা-যাযাবর সেমিতিক উপজাতি —ফেলিস্তিনে আসবার আগে ব্যাবিলন ও মিশরের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল।

এটোনমেণ্ট পর্ব : ভগবানের নির্দেশ লঙ্ঘনজাত সর্ববিধ পাপমোচনের উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত ইহুদি ধর্মের শুদ্ধি-পর্ব।

এথনারক : জাতির শাসক।

এথেনস : প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতাসমৃদ্ধ শহর —এট্টিকা রাজ্যের রাজধানী।

এসিরীয়া : মেসোপটেমিয়ার একাংশের প্রাচীন নাম —মুখ্যত তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল —এখানে দুনিয়ার প্রথম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় —এসিরীয়ার সেমিতিক বাসিন্দারা মূলত ব্যাবিলনের বাসিন্দা এবং এর সাম্রাজ্য ও সভ্যতাও ব্যাবিলনের সমকালীন।

কার্থেজ : পুরাকালে আফ্রিকার সমৃদ্ধিশালী শহর —শক্তিমান বণিক গোষ্ঠীর সাধারণতন্ত্রের রাজধানী —প্রতিষ্ঠাকাল অজ্ঞাত, সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ৮৭৮-সালে —শহরটি বর্তমান তিউনিসের নাতিদূরে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল।

ক্যারাভান : প্রাচ্য দেশ বা উত্তর আফ্রিকার বণিকদল —নিরাপত্তার জন্য মরু অঞ্চলে এরা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করত।

কিসলেভ : ইহুদি পঞ্জিকার হেমন্ত ঋতুর তিনটি মাসের একটির নাম।

কেইন ও আবেল : ইহুদি পুরাবৃত্তের ভ্রাতৃযুগল —কেইন পরে ভ্রাতৃহত্যা করে।

কোহান, কোহানিম : লেভির গোত্রের একটি শাখার নাম। নিজেদের এরা কোহান বলে পরিচয় দিত।

গিদিয়ন : মিদিয়ানাইটদের বিপদ থেকে ইহুদদের ত্রাণকর্তা —সিরিয়া ও আরব মরুভূমির যাযাবর উপজাতিসমূহ যখন ফেলিস্তিনের কেন্দ্রীয় অঞ্চল আক্রমণ করে, গিদিয়ন তাদের প্রতিহত করেন।

চালদি : প্রাচীন যুগের ভূগোলে ব্যাবিলনিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের নাম —তাইগ্রিস পর্বতের পশ্চিমের আরব ও পারস্য উপসাগরের দিকের অঞ্চল —চালদিয়রা আরবদের মতোই যাযাবর ছিল —পরে স্থায়ী বসবাস শুরু করে —পরিশেষে ব্যাবিলনিয়ার সাম্রাজ্য এদেরই নামানুসারে পরিচয় লাভ করে।

জিউস : গ্রীক পুরাণের দেবরাজ।

জুদিয়া : ফেলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলের নাম —উত্তরে সামারিয়া, পূর্বে জর্দন নদী ও মরুসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিনাই উপদ্বীপ আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর বেষ্টিত অঞ্চল।

জুবিলি : প্রতি পঞ্চাশ বৎসর অন্তর প্রতিপালিত ইহুদি-উৎসব —এ সময়ে জমির আবাদ বন্ধ থাকত —প্রাকার বেষ্টিত শহর ছাড়া অন্যস্থানের জমি-বাড়ি মূল মালিকদের প্রত্যর্পণ করা হতো আর দাসেরাও মুক্তি পেত।

জেরেমিয়া : জুদিয়ার বিখ্যাত নবী —জন্ম খ্রীস্টপূর্ব ৬৫০ সাল।

টায়ার : ফিনিসিয়ার সুপ্রসিদ্ধ বন্দর শহর।

তিশরি : ইহুদি পঞ্জিকার হেমন্ত কালের একটি মাসের নাম —এ মাস থেকে হিব্রু ধর্মীয় বৎসর শুরু হয়।

তেলেন্ত : প্রাচীন গ্রীস, রোম, এসিরীয়া প্রভৃতি দেশের মুদ্রা বা ওজনের মান— এট্রিকার তেলেন্তের মূল্য আনুমানিক ২৪৫ পা ১৫ শি ছিল।

তোরা : হিব্রু নীতি-শাস্ত্র —ভগবানের ইচ্ছার অভিব্যক্তি, বিশেষত মুশার বিধান-সম্বলিত ধর্মীয় অনুশাসন।

দাভিদ : ইহুদি-রাজা—খ্রীস্টপূর্ব ১০১৩ সাল — হিব্রু রাজ্যের প্রকৃত স্রষ্টা—বহু-মুখী সাফল্য ও সুমহান্ ব্যক্তিত্বের জন্য নামটি ইহুদিদের জাতীয় গর্বের প্রতীক।

নিসান : ইহুদি পঞ্জিকার বসন্তকালের মাসত্রয়ের একটির নাম —এই মাসে হিব্রু লৌকিক বর্ষারম্ভ।

নোকরি : অ-ইহুদি।

নোয়া : হিব্রু পুরাবৃত্ত অনুসারে লামেকের পুত্র —আদমের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ —মহাপ্লাবনের পর দুনিয়ার যে নতুন মানব-সমাজ বসবাস করে, পুরাবৃত্ত বলে, ইনিই তাদের আদি পুরুষ —আসন্ন মহাপ্লাবন সম্পর্কে ভগবানের সাবধানবাণী শুনে যিহভার নির্দেশে ইনি একখানা নৌকা তৈরী করে সপরিবারে এবং সর্ববিধ প্রাণীর কিছু কিছু নিয়ে এই নৌকায় আরোহণ করে প্রাণী জগৎ রক্ষা করেন।

পাথিয়া : প্রাচীন ভূগোলে ব্যাপক অর্থে ইউফ্রেতিস ও বক্ষু নদী আর কাস্পিয়ান

সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম —সংকীর্ণ ব্যবহারিক অর্থে মেদিয়া, হিরকানিয়া, আরিয়ানা, মাগিয়ানা আর কারামানিয়ান মরু-বেষ্টিত অঞ্চল পার্থিয়ানদের মূল বাসভূমি ও সাম্রাজ্য —এশিয়া থেকে আগত তুরানী বংশোদ্ভব এরা —হেকাতমপাইলাস রাজধানী —প্রধান সম্পদ অশ্ব —অশ্বারোহী তীরন্দাজ হিসাবে এই যাযাবর জাতি প্রাচীন ইতিহাসে সুখ্যাত।

পাসওভার পর্ব : ইস্রায়েলের প্রথম বংশধরেরা প্রাণরক্ষা আর মিশরের দাসত্ব-মুক্তি স্মরণে নিসান মাসের চোদ্দ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ব।

পিউনিক যুদ্ধ : প্রাচীন রোম ও কার্থেজের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী তিনটি যুদ্ধের নাম।

প্যালাস এথেনি : জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী —এথেনস শহরের অধিদেবী।

ফিনিসিয়া : সিরিয়ার বেলাভূমির একাংশের সুপ্রাচীন নাম।

ফিলিস্তিন : ক্রীট ও গ্রীসের দ্বীপ থেকে আগত জাতি —সম্ভবত অ-সেমিতিক বংশোদ্ভব —খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ফেলিস্তিনের উপকূলে আসে এবং সামান্য বাধা অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে দেশের অর্ধেক অধিকার করে বসে—হিব্রুদের সঙ্গে এদের চির-শত্রুতা —এদেব গাজা শহর এশিয়ার প্রবেশমুখ ও আফ্রিকার তোরণদ্বার আখ্যা পেয়েছিল।

ফেলিস্তিন : ক্যানান, জুদিয়া আর ইস্রায়েল দেশ দ্বারা গঠিত পুরাকালের রাজ্য।

ফ্যালাংস : ঘন-সন্নিবিষ্ট মাসিডোনের পদাতিক-ব্যূহ।

বেদুইন : মরুবাসী যাযাবর।

বেন : পুত্র।

বেঞ্জামিন : জেকব ও রাচেলের পুত্র —পিতার মিশর যাত্রার পর দশজনের পরিবারের গোষ্ঠীপতি হিসাবে দেখা দেন —এফ্রায়েম ও জুদার মধ্যবর্তী অঞ্চল এই গোষ্ঠীর বাসভূমি —যুদ্ধবিশারদ এই গোষ্ঠীটি হিব্রু ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

ব্যাবিলন : মানব সভ্যতার সূতিকাগার —বাগদাদ থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীবেষ্টিত অঞ্চল —উত্তরে মেসোপটেমিয়া —পূর্বে এলাম মরুভূমি —দক্ষিণে পারস্য উপসাগর —পশ্চিমে আরব মরুভূমি —আধুনিক কালের ইরাক আরব দেশের বৃহত্তম অংশ —প্রাচীন অধিবাসীরা সুমেরু জাতির।

মাসিডোন : গ্রীসের উত্তরাঞ্চলের রাজ্য —অধিবাসীরা মাসিডোনিয়ান নামে খ্যাত।

মুশা : ইহুদিদের মিশরী দাসত্বমুক্তির নেতা (খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী)—ইহুদি জাতির জনক —ইহুদি ইতিহাসের প্রধানতম প্রভাবশালী পুরুষ—ইহুদি ধর্ম ও তার অনুশাসনের প্রবর্তক।

মেরহাসভান : ইহুদি পঞ্জিকার হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস।

মোহেল : সুন্নতের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি।

ম্যাকাবি, ম্যাকাবিয়াস (লাতিন বানান) : জনগণের মধ্য থেকে উত্থিত জন-নির্বাচিত নেতার উপাধি। পরে মাটাথিয়াস পরিবারের উপাধিতে পরিণত হয়।

যোশুয়া : মুশার মৃত্যুর পর ইস্রায়েলের নেতা —জর্দন নদী অতিক্রম করে স্বজাতিকে উদ্ধার করার দায়িত্ব এর উপর পড়ে —বিধর্মীদের বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করেন এবং ফেলিস্তিনের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে স্বজাতীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

রাব্বি : ইহুদি শাস্ত্রী —প্রভু —শব্দটি নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

লিজিয়ন : অশ্বারোহীসহ তিন হাজার থেকে ছয় হাজার পর্যন্ত সৈন্য দ্বারা গঠিত প্রাচীন রোমান সৈন্যদল।

লেভিট : গোত্রপতি লেভির বংশজ —ইহুদি মন্দিরের পুরোহিতদের সাহায্য-কারীর উপাধি।

সামসন : হিব্রু পুরাবৃত্তের অমিত বলশালী পুরুষ।

সামারিয়া : জেরুজালেমের উত্তর-পূর্বে খ্রীস্টপূর্ব ৯২৫ সালে ওমরি প্রতিষ্ঠিত উত্তর ইস্রায়েল রাজ্যের রাজধানী —খ্রীস্টপূর্ব ৭২১ সালে রাজ্যটি এসিরীয়দের পদানত হয়।

সিনাগগ : ইহুদিদের ধর্মীয় ও সামাজিক মিলনকেন্দ্র।

সিরিয়া : প্রাচীন জগতের অন্যতম প্রধান রণক্ষেত্র ও ব্যবসাকেন্দ্র— খ্রীস্টপূর্ব ৩২২ সালে আলেকজাণ্ডার রাজ্যটি জয় করেন —তদবধি সিরিয়া, বিশেষত তার রাজধানী আন্তিয়ক গ্রীক জীবনধারার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে— আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তার সেনাপতিরা এখানে নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

সেকেল : হিব্রুদের রৌপ্যমুদ্রা।

সেনেট : প্রাচীন রোমান সাধারণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় পরিষদ।

হারমিস : গ্রীক দেবদূত —বিজ্ঞান ও বাগ্মিতার অধিদেবতা।

হিব্রু : সেমিতিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ইহুদিদের প্রাচীন ভাষা —মেসোপটেমিয়ার হিবারু উপজাতির বংশধর।

হেজেকিয়া : জুদিয়ার দ্বাদশ শাসক ও সংস্কারক —পৌত্তলিকতা-বিরোধী দেশভক্ত —ফিলিস্তিনদের পরম শত্রু।

হেলেনিয়ানা : সাচ্চা গ্রীক জাতির পুরাকালের গ্রীকদের হেলেনিজ বলত— তাদের কতকগুলি আচার-আচরণ —অন্য জাতির পক্ষে হেলেনিয়ানার অর্থ এই আচার-আচরণের অনুকরণ।

হেলেনিকরণ : সাচ্চা গ্রীকদের আচার-আচরণে দীক্ষিত-করণ।

প্রস্তাবনা

আমি সাইমন এখন বিচারাসনে

বছরের সেরা মাস নিসান। বড় মধুর। এই মাসেরই এক বিকেলে ঘণ্টা বেজে ওঠে। আমি সাইমন গিয়ে বিচারাসনে বসলাম। আমার কীর্তিমান ভাইদের মধ্যে আমিই সব চাইতে নিকৃষ্ট। লিখতে যখন বসেছি, সে কথাও বলব। বিচার তো ন্যায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্তত লোকে তাই বলে। আমার বাবা আদন বলতেন, অধিকার, সত্য আর মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা —এই তিনটি জিনিসের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত। অধিকারের প্রকাশ শাস্ত্রীয় বিধানে, সত্যের প্রকাশ জগতে আর ভালোবাসার প্রকাশ অন্তরে। তাঁর সে-কণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে বাজে।

তবে সে অনেক দিনের কথা। লোকে তাই বলে। আমার বাবা বৃদ্ধ আদন মারা গেছেন। কীর্তিমান ভাইদের মধ্যেও কেউ বেঁচে নেই। তখন যা সহজ-সরল ছিল, আজকে আর তা সহজ বলে গণ্য হয় না। সুতরাং যা যা ঘটেছে, তার সব কিছুই যদি লিখি, কিংবা তার প্রায় সবটাও যদি লেখা হয়, কেন না মানুষের চিন্তার বুননি ঢিলে-ঢালা —তা তো আর জানোয়ারের চামড়ার মতো নয়, তাহলেও সে-কথা শুধু একা আমারই জানবার ও বোঝবার কথা। অবশ্য জানা ও বোঝা বলে যদি কোনো জিনিস থাকে। জুদাস জানত। কিন্তু আমার মতো গোটা দেশের বিচারাসনে সে কোনোদিন বসতে পারেনি। এমন শান্তিময় দেশ, এমনি উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে খোলা রাস্তা, এমন আবাদী জমি, মাঠে মাঠে হাসি-খেলায়-মত্ত এমনি ছেলেমেয়ের দল সে কোনোকালে দেখেনি। জুদাস দেখেনি আঙুরের ভারে নুয়ে-পড়া দ্রাক্ষালতা, দেখেনি মুক্তোর মতো ফেটে-পড়া যব আর গোলাভরা ফসল। ভয়লেশহীন মেয়েদের আনন্দ-মুখর গানও সে শোনেনি কোনোদিন।

রোম থেকে আজকে এক দূত এসেছে আমার কাছে! লোকটি বলে, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই নাকি এত দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। হাতে হাত মেলাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা করতে এলে রোমানরা কখন যে সত্য কথা বলে, আর কখনই-বা মিথ্যা কথা বলে, সে বিচারের ভার আপনাদের। রোমের দূত জুদাসের কাছে কোনো কালেই আসেনি।

রুটি মদ আর ফল দিয়ে দূতটির আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলাম। তারপর তার

স্নান আর বিশ্রামের জায়গার বন্দোবস্ত হয়েছে দেখে বললাম, 'রোমে কি কোনো মানুষ নেই ?'

'মানুষ আছে কিন্তু কোনো ম্যাক্কাবি নেই।' হেসে সে বলে। তার পাতলা কামানো ওষ্ঠের ভঙ্গী অন্যান্য হাবভাবের মতোই সাবধানী। 'সেইজন্যই ম্যাক্কাবি যে দেশ শাসন করেন, সেনেট আমাকে সেইখানে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে খুঁজে বার করবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর…'। এইটুকু বলে লোকটি পাঁচ গুণবার মতো সময় ইতস্তত করে। তার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায়। গম্ভীর মুখখানা কেমন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তারপর কথার জের টেনে বলে, 'আর তিনি যদি বন্ধুত্ব কামনা করেন তো তাঁর হাতে হাত মেলাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার এ-হাত রোমেরই হাত।'

'আমি তো শাসন করি না।' আমি বলি। 'ইহুদিদের কোনো শাসক নেই—কোনো রাজা নেই।'

'তবু আপনিই তো ম্যাক্কাবি ?'

'তা বটে।'

'আপনি এদের নেতৃত্ব করেন তো !'

'আমি এদের বিচার করি। অন্তত এখন করছি। যখন নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেবে, হয়ত আমিই করব। আবার এও হতে পারে যে, আর একজন করল। তাতে কিছু এসে যায় না। লোকে আগে যেমন নেতা খুঁজে বার করেছে, প্রয়োজন হয় আবারও করবে।'

'তবু যতদূর মনে পড়ে, রাজা আপনাদের ছিল তো !' চিন্তিতভাবে রোমানটি বলে।

'তা ছিল। তবে আমাদের পক্ষে তারা ছিল বিষের মতো। আমরা তাদের ধ্বংস করেছি, নয়তো তারা আমাদের ধ্বংস করেছে। রাজা ইহুদি হোক, কি গ্রীক হোক, কি…'

'রোমান হোক…।' দূত পাদপূরণ করে। আবার তার মুখে হাসি ফিরে আসে।

'হাঁ, রোমান হোক…'

এরপর উভয়েই চুপ। রোমান আর আমি পরস্পরের মুখ চেয়ে থাকি। খানিকটা বুঝতেও পারলাম তার মাথায় তখন কি খেলছে। অবশেষে কপট গাম্ভীর্যের ভঙ্গীতে সে বলে, 'কার্থেজের একটা লোকও এইভাবে কথা বলত। তা…ইহুদির সবকটা বৈশিষ্ট্যই তার ছিল বলা যায়। কিন্তু আজকে কার্থেজ নুনে ঢাকা। এককুচি ঘাসও আর সেখানে গজাবে না। এমনি ধারা আর একজন গ্রীকও ছিল। কিন্তু জানেন তো, এথেন্স আজকে দাসের বাজার—আমরা সেখানে দাস কেনাবেচা করি। আপনার মনে আছে হয়ত, বছর তিরিশেক

আগে আন্তিওকাস মাসিডোনিয়ানদের নিয়ে মিশর আক্রমণ করে। সেনেট যুদ্ধে সায় দিতে পারেননি। তাই তাঁরা পপিলিয়াস লেনাসের মারফতে একখানা চিরকুট পাঠিয়ে দেন। কোনো সৈন্য পাঠানো হয়নি। শুধু একখানা চিঠির মারফতে সেনেটের অসন্তোষ জানানো হয়! ভাববার জন্য আন্তিওকাস চব্বিশ ঘণ্টা সময় চায়; কিন্তু লেনাস বললে, সে মাত্র চব্বিশ মিনিট সময় দিতে পারে। আমার বিশ্বাস, আঠারো মিনিটেই আন্তিওকাস মনস্থির করে ফেলেছিল।'

'আমরা গ্রীকও নই, মিশরিও নই।' রোমানকে জানাই। 'ইহুদি আমরা। শান্তিকামী হয়ে আসেন তো বন্ধুভাবেই হাতে হাত মেলাব। হুকুমটা যুদ্ধের সময়ের জন্য জমা রাখুন।'

'আপনিই সত্যি ম্যাক্কাবি।' মাথা নেড়ে রোমান বলে। হেসে সে আমার হাতে হাত দেয় এবং সেইদিনই বিকেলবেলা নিবিষ্টমনে আমার বিচার লক্ষ্য করে।

আগেই বলেছি এটা নিসান মাস। মাসের প্রথম। ফুলে ফুলে গোটা দেশ এ সময় ছেয়ে যায়। ভূমধ্যসাগরের বক্ষে দশ-বিশ মাইল দূর থেকেও টের পাওয়া যায় এ সুবাস। পাহাড়ের মাথায়, পর্বতের আশেপাশে চিরসবুজের দল ঝেরে ফেলে দেয় তুষার আর নীহারের বোঝা—স্নান করে নিজেদের গন্ধ তেলে! সিডার গাছের ডগায় ডগায় দেখা দেয় চকচকে সবুজ মঞ্জরী। ছিপছিপে বার্চ-গাছগুলো দেখায় বিবাহ-বাসরে নৃত্যপরা তরুণীদের মতো। দলে দলে মৌমাছি ছুটে আসে মধুর খোঁজে। মানুষের মুখে মুখে খুশির গান। এমন মধুক্ষরা দেশ সারা দুনিয়ায় আর দুটি নেই! কোথাও খুঁজে পাবেন না গন্ধভরা এমন মধুর দেশ, সুফলা এমনি সোনার মাটি।

আমি সাইমন আমার কক্ষে বসলাম। লোকে বলে, ম্যাক্কাবি এখানে বসে বিচার করেন। সেদিন যারা আসে, তাদের মধ্যে এক চামার ছিল। সঙ্গে চোদ্দ পনেরো বছরের একটি বেদুইন দাস। রোমানটি ঘরের এক পাশে বসে। ময়লাটে বেঁটে চেহারা। বেশ গাট্টাগোট্টা। নগ্ন পা কালচে লোমে ঢাকা। প্রশস্ত মুখে টিকলো ডগা-বাঁকানো নাক। আমাদের জাতের লম্বা গড়নের লাল কি পিঙ্গল দাড়িওলা লোকজনের মধ্যে তাকে অদ্ভুত এক পরদেশীর মতো দেখাচ্ছে। আমাদের চারপাশের অ-ইহুদিদের মতো রোমানটিরও কোনো দাড়ি নেই। পরিষ্কার-কামানো গাল। পায়ের উপর পা তুলে পাঞ্জায় থুতনি ভর করে সে সবকিছু দেখছে-শুনছে। ঠোঁটে কপট বাঁকা হাসি-রেখা। নিজেদের সাম্রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ না করার রীতি কায়েম করে, রোমের প্রসারিত হাত পলকের জন্য শান্তিকামী জুদিয়ার কড়া পাঞ্জা স্পর্শ করে তাকে অসভ্য বর্বর বলে মনে করছে। অবাক হয়ে ভাবছে হয়ত, কবে রোমান লিজিয়ন পাঞ্জা কষে এদের

কাবু করবে। —না, আমি খেই হারিয়ে ফেলছি। হাঁ, যে বেদুইন ছেলেটি আর তার ভেড়ার চামড়ার চামার মনিবের কথা বলছিলাম। মনিবটি বেশ কড়া লোক। চামাররা সাধারণত কড়া লোকই হয়। লোকটির অন্তরে হেমলক বিষের জ্বালা, চোখে বর্শাফলকের মতো নিষ্প্রাণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সে আমায় বলে, 'স্বস্তি সাইমন! পলাতক মরুর এই ইঁদুরকে আপনি কি করতে চান?'

রোমানটির দিকে চেয়ে সহসা আমার মনে হলো আমি আর চামার দু'জনেই ইহুদি। কিন্তু আমি সাইমন—গোটা জাতির ম্যাক্কাবি আর এথনারক; আর চামারটি সামান্য নাগরিক মাত্র। কেন যে সে এইভাবে আমার সঙ্গে কথা বলল, সারা দুনিয়ায় একমাত্র ইহুদিরাই তা বুঝতে পারে।

'কেন পালায়?' কটা ছেলেটির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। গাজেল হরিণের মতো লিকলিকে সুন্দর ছেলেটির মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। রঙ ময়লাটে। দেহের গড়ন ছিমছাম। বেদুইনদের চেহারা অমনিই। গোঁফ দাড়ি গজায়নি। গায়ের চামড়া মসৃণ। দাড়িতে বা ক্ষুরের টানে তা কড়া হয়নি। চামার বলে, 'পাঁচ পাঁচ বার পালিয়েছে। দুবার আমি নিজে ধরে এনেছি। দু' দুবার ক্যারাভানরা ধরে এনেছে। তার জন্য নগদ মূল্য দিতে হয়েছে। এবারে আমার ছেলে একে আধমরা অবস্থায় মরুভূমির মধ্যে দেখতে পায়। এখনও দু'বছর ওর দাসত্বের মেয়াদ আছে। কিন্তু ওর জন্য যা খরচ হয়েছে, তাতে আরও ন'বছর খাটতে হয়।'

'সে তো পুরোপুরি আইনেব কথা।' আমি বললাম। 'আমাকে কি করতে বলো।'

'আমি ওকে ছাপ মেরে দিতে চাই সাইমন।'

এইবারে রোমান হাসছে আর ছেলেটি কাঁপছে ভয়ে। আমি তাকে কাছে ডাকি। এগিয়ে এসে সে নতজানু হয়ে বসে।

'উঠে দাঁড়া!' চামার খেঁকিয়ে ওঠে। 'এই শিক্ষাই তোকে দিয়েছি নাকি? হোক না ম্যাক্কাবি তাই বলে একটা মানুষের সামনে তুই নতজানু হবি? নতজানু যদি হতেই হয় তো ভগবানের সামনে হবি।'

'পালাও কেন?' ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করি।

'বাড়ি যাব বলে।' কাঁদো কাঁদোভাবে ছেলেটি বলে।

'কোন চুলোয় তোর বাড়ি রে?' চামার ধমকে ওঠে 'দশ বছর বয়সে ওকে এক মিশরির কাছ থেকে কিনেছিলাম। বেদুইনের আবার বাড়ি আছে নাকি? ওরা তো উড়ো আগাছার মতো আজ এখানে কাল সেখানে গড়িয়ে বেড়ায়। এদিকে আমি ওকে কাজ-কম্ম শিখিয়ে মুক্তির জন্য তৈরী করছি আর ব্যাটা কি না জঘন্য একটা ভেড়ার চামড়ার তাঁবুর লোভে তাই ফেলে পালাবে?'

'কেন বাড়ি যেতে চাও?' ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করি। বুড়ো হয়েছি। বছরের

পর বছর চিরুণীর মতো আমার গা আঁচড়ে চলে যাচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবছি —আগেও ভেবেছি অনেকদিন, আমার মহিমময় ভাইদের মধ্যে একা আমিই কেন পড়ে রইলাম ?

'মুক্তির জন্য।' কাঁদো কাঁদো স্বরে ছেলেটি বলে।

চুপ করে বসে রইলাম। ফিরে তাকালাম কক্ষের পেছনে জমায়েত লোকজনের দিকে। সবাই বিচার-প্রার্থী। কিন্তু আমি বিচার করবার কে ? কি দিয়ে বিচার করব ? আর কেনই বা করব ?

'আইনের বিধানমতো দু' বছর পরে একে মুক্তি দেবে।' আমি বলি। 'আর ছাপ মারবে না !'

'ক্যারাভানকে যে অর্থ দিয়েছি তার কি হবে ?'

'সেটা তোমার নিজের মুক্তির খরচা বলে ধরে নাও চামার !'

'সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস্……।' ক্রোধে আরক্তমুখ চামার বলতে শুরু করে।

বাধা দিয়ে গর্জে উঠলাম, 'তোমার বিচার হয়ে গেছে চামার ! তোমাদেরও জঘন্য ভেড়ার চামড়ার তাঁবুতে ঘুমোতে হয়েছে। সে কত দিনের কথা হে ? এর মধ্যেই ভুলে গেলে ? স্বাধীনতা কি কোটের মতো যে ইচ্ছে করলে পরতেও পারো আবার খুলে ফেলতেও পারো ?'

'কিন্তু আইনের বিধানে……'

'বিধান কি বলে তা আমার জানা আছে চামার। বিধান বলে, তুমি যদি মারধর কর তো ছেলেটি মুক্তির দাবি করতে পারে। আমার কাছে সে-দাবি ও এখুনি করতে পারে, বুঝলে বাছাধন ?'

শেষ অবধি এইভাবেই বিচার শেষ করি। মেজাজটা বিগড়ে যায়। বুড়ো হয়েছি, তাই অকারণেও খেঁকিয়ে উঠি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মন্দিরের অনুষ্ঠান শেষ করে গায়ে শাল জড়িয়ে আমি লোকান্তরিতদের জন্য প্রার্থনা করি। টের পাই, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ক্লান্ত বৃদ্ধ এক ইহুদির বার্ধক্যের গোপন অশ্রু। তারপর খাবার টেবিলে যাই। রোমের প্রতিনিধিও ছিল সেখানে। হরেকরকম জাতির কারবারী সে —বিশটা ভাষার মালিক। তার পাতলা বিজ্ঞ ঠোঁটে সে-ই কপট হাসি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার খুব মজা লেগেছে, না ?'

'জীবনটাই তো মজার ম্যাক্কাবি সাইমন।'

'রোমানের পক্ষে।'

'রোমানের পক্ষে তো বটেই। তবে এমন একদিন আসতে পারে যখন ইহুদিদেরও আমরা তা শেখাব।'

'জীবনটা যে কত মজার হতে পারে গ্রীকরা তা শেখাবার চেষ্টা করেছিল।

তার আগে করেছিল পারসিকরা। তাদেরও আগে চালদিয়রারা চেষ্টা করেছে —তাদেরও আগে করেছে এসিরীয়রা। আমাদের পুরাণে আছে, এক সময় মিশরিরাও চেষ্টা করেছিল তাদের নিজস্ব অদ্ভুত ধরনের মজা শেখাতে।'

'তাই আপনারা বিষণ্ণ! কোনো ইহুদিকে ভালো-লাগা কঠিন। কিন্তু রোমানরা কতগুলো গুণের কদর জানে।'

'পছন্দ করা আমরা চাই না। আমরা চাই সম্মান।'

'রোমানরাও তাই চায়। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো সাইমন, আপনাদের সমস্ত দাসই কি মুক্তি পায়?'

'সাত বছর পরে।'

'মালিককে কিছু দিতে হয় না?'

'কিছু না।'

'তাহলে তো নিজেরাই নিজেদের গরীব করছেন। আচ্ছা, একি সত্যি যে প্রতি সপ্তম দিনে আপনারা কোনো কাজ করেন না —প্রতি সপ্তম বছরে জমি-জমা অনাবাদী পড়ে থাকে?'

'তা-ই আমাদের বিধান।'

'আচ্ছা, এও কি সত্য যে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় আপনাদের ঐ মন্দিরে মানুষের চক্ষুগোচর কোনো দেবতা নেই?'

'সত্যি।'

'তাহলে কিসের উপাসনা করেন আপনারা?'

এখন আর রোমানটি হাসছে না। এইবার সে এমন প্রশ্ন করেছে যার উত্তর আমারও জানা নেই। বললেও সে বুঝবে না। কেন যে আমরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করি, সপ্তম বছরে কেন জমি অনাবাদী রাখি, আর ইহুদি হোক কি না হোক, সাত বছর পরে সারা দুনিয়ার মধ্যে শুধু আমরাই যে কেন সমস্ত মানুষকে মুক্তি দিই তার জবাব দিলেও তা বোঝবার শক্তি রোমানটির নেই। তবু এসব জিজ্ঞাসার কল্পনাও যেন অন্তর কেমন শূন্যতায় ভরে দেয়। উড়ন্ত তপ্ত বালুকাময় মরুর বুকে নোংরা ভেড়ার চামড়ার তাঁবুর বাড়িতে যে বেদুইন বালকটি যেতে চেয়েছে, তখন তার অপলক চোখ দুটিই শুধু আমার চোখের সামনে ভাসছে।

'আপনারা কিসের পুজা করেন সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস? কাকে সম্মান করেন?' আবার প্রশ্ন করে রোমানটি। 'ইহুদি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কি কোনো গুণবান লোক নেই?'

'সমস্ত মানুষই গুণবান।' ধীরে ধীরে বলি। 'সবারই সমান মর্যাদা।'

'অথচ হামেশাই আপনারা বলে থাকেন যে আপনারা ভগবানের মনোনীত জাতি। কিসের জন্য আপনারা মনোনীত সাইমন? তাছাড়া, সব মানুষ যদি

তূল্য-মূল্যের হয়, কি করে আপনারা তাহলে মনোনীত হতে পারেন ? আগে কোনোদিন এ প্রশ্ন কি কোনো ইহুদি নিজেকে করেনি সাইমন ?'

গম্ভীরভাবে আমি মাথা নাড়তে থাকি।

'আপনাকে বিরক্ত করছি না তো সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস ?' রোমানটি বলে। 'মনে হলো, আপনারা খুবই গর্বিত। গর্বিত আমরাও। কিন্তু অন্য জাতিকে আমরা ঘৃণা করি না। অন্যে যা, কিংবা তারা যা করে, তার জন্য আমরা তাদের অবজ্ঞা করি না। দাস-প্রথাকে আপনারা ঘৃণা করেন, অথচ আপনাদের জাতির লোক দাস রাখে। এ কেমন রীতি সাইমন ? এমন চটপট আপনারা ভালো-মন্দ মন্তব্য করে বসেন যে মনে হয় যেন এই ছোট্ট দেশটুকুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল-কেন্দ্র।'

এর কোনো জবাব আমার ছিল না। রোমানটি হরেকরকম জাতির ব্যাপারী ; আর আমি ছোট্ট একটি দেশের ক্ষুদ্র এক জাতির এথনারক। মনে হয়, আমি যেন আমার জ্ঞানের অতীত এক খরস্রোতে ভেসে চলেছি। এই আকস্মিক অনুভূতি দারুণ অস্বস্তিতে অন্তর ভরে দেয়।

তাই আজকে রাতে আমার মহিমময় ভাইদের কাহিনী লিখতে বসেছি। লিখছি সমস্ত মানুষের জন্য। সে ইহুদি হোক, রোমান হোক, গ্রীক হোক কি পারসিক হোক। এই আশা নিয়েই লিখতে বসেছি যে, আমার এই স্মৃতি-কথা হয়ত বুঝতে সাহায্য করবে : কেথেকে আমরা এসেছি —কোথায় চলেছি — কারা এই ইহুদিরা ? আর মিশর দেশে এককালে আমরা দাস ছিলাম, এই অদ্ভুত বাক্য স্মরণ করে কেমন করে আমরা জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা ও দুঃখের দহন অকাতরে সহ্য করে যাই।

প্রথম পর্ব

বৃদ্ধ আদন

আমার বৃদ্ধ পিতা আদনের কথা বলতে গেলেও আগে বলতে হয় জুদাসের কথা। না হলে বাবার কথাও বলা যায় না। জুদাসের চাইতে আমি তিন বছরের বড়। কিন্তু আমার শৈশবের সব স্মৃতিই জুদাসের সঙ্গে জড়িত। কোনো স্মৃতিই নেই সে ছাড়া। আমার বড় ভাই জন শান্ত সুশীল নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু আমরা চার ভাই এমন দস্যি ছিলাম যে আমাদের বাগ মানাবার সাধ্য তার ছিল না। কাজেই পাঁচজনের মধ্যে সে-দায়িত্ব বাবা আমার উপরেই চাপিয়ে ছিলেন। জবাবদিহি আমাকেই করতে হতো। অবশ্য আমিই যে ভাইদের রক্ষক ছিলাম তা নয়। কিন্তু দায়ী ছিলাম আমি। ঝক্কির দায় সবসময় আমাকেই পোহাতে হতো। তবে নেতৃত্ব করত জুদাস। আর সবাইর মতো আমিও তাই মেনে নিয়েছিলাম।

কেমন করে জুদাসের বর্ণনা করব? আমাদের মধ্যে সে-ই ছিল প্রথম ম্যাক্কাবি। নিজের অধিকার বলেই যেন লোকের কাছ থেকে এ মর্যাদা সে পায়। আমরা পেয়েছি তার উত্তরাধিকার। তবু সব চাইতে মজার কথা এই যে, আর সবকিছুই পষ্ট মনে আছে। যদিও সে অনেক দিন আগের কথা। এলিজারের চেহারার গড়ন ছিল প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মতো। হাসি-ভরা মুখখানা মস্ত বড়। মেয়েদের মতো লাবণ্যময় বেঁটে নমনীয় জোনাথান ছিল সৎ ও সরল প্রকৃতির। সেও এলিজারের মতোই হিসেবী আর বুদ্ধিদীপ্ত। রুথের কথাও মনে আছে। সে তখন ছিল বেশ লম্বা আর তুলতুলে নরম। গালের হাড় দু'খানা খানিকটা উঁচু। মাথায় লাল চুলের থোপনা। ঠিক লাল বলা যায় না, বুঝি সোনালী রোদমাখা। কিন্তু জুদাস ঠিক এ রকম নয়। সে-ছাড়া যেমন কোনো স্মৃতি নেই, তেমন তারও কোনো স্মৃতি পুরোপুরি মনে নেই। এ সম্বন্ধে অতি বৃদ্ধ এক রাব্বির সঙ্গে এক সময় আমার কথা হয়। অনেক কিছুই তিনি জানতেন। কিন্তু তার নিজের কালের নয়। সে-স্মৃতি অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, মানুষ, রক্তমাংসে-গড়া মানুষের দেহ পাপ থেকে সৃষ্টি হয়েছে; তার মধ্যে পুণ্যের বিকাশ যেন ভগবানের মহিমার চোখ ধাঁধানো বিজুলী চমকের মতো। এ জিনিস আমার জ্ঞানের অতীত। বিনা আপত্তিতে তাঁর কথায় সায় দিতে পারলাম না। তবে এও ঠিক, জুদাস যদি আর দশজনের মতো হতো, তাহলে তার বর্ণনা করা সহজ হতো।

কিন্তু জুদাস সে রকম ছিল না। কোনো মানুষের সঙ্গেই মিল ছিল না তার।

লম্বা ঋজু চেহারা। আমি ছাড়া ভাইদের মধ্যে সে-ই ছিল সব চাইতে লম্বা। মাথায় রাঙাটে চুল, মুখে রাঙাটে দাড়ি। আমাদের কোহানিম বংশের সকলের চুল-দাড়িই অমনি। রাঙাটে ছোপটাই বেশী। আমার চুল-দাড়িও তেমনি। রুথেরও ছিল এই রকম। তবে নীল-নয়ন লম্বা কোহানিমও যে না ছিল তা নয়। তারাও জুদাসের মতোই ঋজু আর সুদর্শন। কিন্তু রাব্বি বলেছেন, আর সব মানুষের সৃষ্টি পাপ থেকে। আর এই দুর্বলতার জন্যই তো মানুষকে চেনা যায়। আপনারা নিজেরাই তার প্রমাণ পাবেন।

তখন আমরা মোদিনে থাকতাম। গ্রামটি শহর থেকে সমুদ্রে যাবার পথে পড়ে। উত্তর-দক্ষিণ দীঘল এই রাস্তাটি যে কতকালের তা কেউ বলতে পারে না। স্মরণাতীত কাল থেকে লোকে দেখে আসছে পথটি। ছোট্ট গ্রামটি ঠিক বড় রাস্তার পাশে নয়। পাহাড়ের বুক চিরে বাতাসে-নোয়ানো সিডার আর হেমলক বনের মধ্য দিয়ে উপত্যকা পেরিয়ে আঁকাবাঁকা সরু যে গাড়ি-চলার পথটি আবার বেলাভূমির বিস্তৃত বনভূমির মধ্য দিয়ে চলে গেছে, সেই পথেরই পাশে আমাদের গ্রাম। শহর থেকে একদিনের হাঁটা-পথ! নীচু নীচু মাটির ঘরে সবসুদ্ধ শ'চারেক লোক এখানে বাস করত। উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্যই মোদিনের ছিল না। এমনি হাজারো গ্রাম ছিল সারা দেশে। কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়। তবে সবকটাই একই ধরনের মনোরম।

আজ যে-শহরে বসে লিখছি, তার কথা বাদ দিলে গেঁয়ো লোক আমরা। এই দিক থেকে, শুধু এ দিক থেকে কেন, আরও শতেক ব্যাপারে আমরা অন্যান্য জাতির চাইতে আলাদা। কেননা, ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির মধ্যে মাত্র দুটি ভাগ আছে: মালিক ও দাস। কাজকর্মের জন্য যার যতটি দাস দরকার, তাই নিয়ে মালিকরা প্রাচীর-ঘেরা শহরে বাস করেন। দাসেরা থাকে মাটি বা পাতার কুঁড়েতে। উইয়ের ঢিপির চাইতে সেগুলি উঁচু নয়। লড়াই করবার সময় মালিকেরা শত শত ভাড়াটে সৈন্য যোগাড় করে। তারপর হয়ত পাড়াগাঁয়ের মাটির কুঁড়ের দাসেদের নতুন মনিব জোটে। আবার তা নাও হতে পারে। তাতে এমন কিছু ইতর-বিশেষ হয় না। কারণ, শহরের বাইরের মানুষ তো জানোয়ারেরও অধম। জানোয়ারের মতো অর্ধনগ্ন এই মানুষগুলো মনিবের পেট ভরাবার জন্য উদয়াস্ত শুধু মাটি খুঁড়ছে। না জানে লেখা-পড়া, না আছে কোনো সাধ-স্বপ্ন। শুধু খাটছে মরছে আর বংশ-বৃদ্ধি করছে। আমরা আলাদা বলে খুব গর্ব করে একথা বলছি না। দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্যে আমরাই শুধু প্রাচীর-ঘেরা শহরে বাস করি না বলেও বলছি না। না না, গর্ব করি না। গর্বই যদি করব তো কি করে সঙ্গে সঙ্গে এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করতে পারি: আমরাও মিশরে দাস ছিলাম? গর্ব করতে পারি? একথা বলছি শুধু অ-ইহুদি পাঠকদের

বোঝবার জন্য —ইহুদিদের হালচাল বোঝাবার জন্য। তবু তো কত কথা আছে যা বোঝাবার সাধ্য আমার নেই!

আমি শুধু আমার কীর্তিমান ভাইদের গল্প বলতে পারি। আশা আছে, সে-কাহিনী কোনো না কোনো কাজ দেবে। বলছি শুনুন: মোদিনে সেকালে দুই সার পাথুরে ঘর ছিল। মাঝখানে রাস্তা। পাড়ার এক প্রান্তে কর্মকার রুবেনের ঘর। কাজ করবার মতো দুর্লভ লোহা সে কমই পেত। অপর প্রান্তে মোহেল মেলেকের বাড়ি। নটি সন্তানের বাপ লোকটি। এই দুই বাড়ির মাঝখানে রাস্তার দুই পাশেই খান কুড়ি করে ঘর। শীতের দিনে পুরনো ঘরগুলো রোদে ঝিকমিক করে। কিন্তু বসন্তে আর গ্রীষ্মে গাঁয়ের শোভা ফিরে যায়। ঘরে ঘরে হানিসাকল্-লতা আর গোলাপের বাহার চমক লাগায়। জানালায় ধোঁয়ায় গরম রুটি; আর সদ্য-তৈরী পনীর ঝোলে দরজায় দরজায়। হেমন্তকালে শুকনো ফলের মালায় প্রতিটি ঘর সাজানো হতো। মনে হতো যেন হার-পরা কুমারীরা চলেছে নাচের আসরে। মুরগি ভেড়া আর ছেলে-মেয়ের ভিড় রাস্তায় লেগেই থাকত। মরদেরা মাঠে গেলে, রুটি ঠাণ্ডা করতে দিয়ে সন্তানবতীরা গাল-গল্প করতেন দরজায় বসে। কিন্তু এ হাল বদলে যায়। সে-কথা পরে বলছি।

মোদিনের লোকেরা সবাই চাষী। সারা দেশের হাজারো গ্রামের বাসিন্দারাই আমাদের মতো চাষ-আবাদ করে। আঙুরের বাগান, গমের ক্ষেত, ডুমুর গাছ আর যবের জমির মাঝখানে আমাদের ঘিঞ্জি পাড়াটি যেন একটা পিণ্ডের মতো।

এমন অন্নপূর্ণার দেশ গোটা দুনিয়ায় নেই। সারা দুনিয়ায় আর কোনো জাতি আমাদের মতো স্বাধীন মানুষ হিসাবে চাষ-আবাদ করে না। কাজেই যদি বলি যে হাজারো আলোচনার মধ্যে স্বাধীনতা নিয়েই মোদিনে সব চাইতে বেশী আলোচনা হতো, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

আমার বাবার নাম মাট্টাথিয়াস বেন জন বেন সাইমন। তিনি ছিলেন আদন। বরাবরই তিনি আদন ছিলেন। কোনো কোনো গাঁয়ে এক বছরের জন্য কেউ কেউ আদন হয়। পরের বছর হয়ত অন্য কেউ হলো। কিন্তু যতদিনের কথা লোকের স্মরণ আছে, আমার বাবা বরাবরই আদন ছিলেন। আগেই বলেছি আমরা কোহানিম। লেভির গোত্রে আরনের ঔরসে আমাদের বংশের উৎপত্তি। কাজেই মন্দিরের কাজে বাবা যখন বছরের অধিকাংশ সময় শহরে কাটাতেন, তখনও মোদিনে তিনিই ছিলেন আদন।

এ আমরা জানতাম। আমাদের বাপ হলেও তিনি আদন। মা মারা যান আমার বারো বছরে। তারপর থেকে পিতার চাইতে আদনের কর্তব্যের দিকেই তাঁর বেশী নজর যায়। বেশ স্পষ্ট মনে আছে, খুব বেশীদিন না হলেও

মা মারা যাবার বেশ কিছুদিন পরে একবার তিনি মন্দিরে যান। আমাদের পাঁচ ভাইকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। সে-ই আমাদের প্রথম মন্দির-দেখা। মন্দির, শহর, শহুরে লোক সম্পর্কে তার আগে কোনো ধারণাই ছিল না। যে করেই হোক, সে-বারকার খুঁটিনাটি সব কিছুই স্মরণ আছে। নিশ্চয়ই আছে। আর একবারও গিয়েছিলাম বছর কয়েক পরে। ভুলিনি সেবারের কথাও।

ভোর হবার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতেই তিনি আমাদের ডেকে তোলেন। বিছানা থেকে একরকম টেনে তুললেন। ঘুম ভাঙলেও উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কাঁদো-কাঁদোভাবে আপত্তি জানিয়ে আরও খানিকটা ঘুমোতে চাইলাম। বাবার লাল দাড়িতে তখন পাক ধরেছে। এখানে সেখানে দু-চারটে পুরোপুরি সাদা রেখা দেখা যায়। তবু সেই লম্বা সদা-গম্ভীর বিষণ্ণদৃষ্টির মানুষটি তাঁর ভীমবাহুতে তখনও প্রচণ্ড শক্তি রাখেন। বেশবাস তিনি আগেই সেরেছেন। পরেছেন সাদা পাজামা, সাদা ফতুয়া আর ফিকে নীল জ্যাকেট। কোমরে রেশমী কোমর-বন্ধ। জামার ঢিলে হাতা দুটো নিয়েছেন ভাঁজ করে। তাঁর ঝাঁকড়া চুল পিঠের উপর প্রায় কোমর অবধি ঝুলে পড়েছে। লম্বা আ-কাটা দাড়ি বুকের উপর ছড়িয়ে আছে বাহারে পাখার মতো। বাবার মতো লোক আমি জীবনে দেখিনি। শুনিওনি কখনও। ছেলেবেলা ভগবানকে আমার বাবার মতোই মনে হতো। মাট্টাথিয়াস আদন আর ভগবান আদনাই। দু'জনকেই আমি এক করে ফেলেছিলাম। ভগবান ক্ষমা করুন, মাঝে মাঝে এখনও করে বসি।

ঘুম-জড়ানো চোখে কোনোমতে আমরা জামা-কাপড় পরে নিই। তারপর বাইরে ঠাণ্ডার মধ্যে ছুটে যাই হাতমুখ ধুতে। যাবার কথা ভেবে মনে মনে যেমন কতকটা উৎসাহ-উত্তেজনা হয়, তেমনি শংকাও হয় খানিকটা। জন খানিকটা লপসি বানিয়েছিল। ফিরে এসে সবাই সেই গরম লপসি খেয়ে নিলাম, চুল আঁচড়ালাম, তারপর ডোরাকাটা লম্বা পশমী আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। আদনও জড়ালেন একটা। তারপর বিশালকায় এক দৈত্যের পেছনে পাঁচ পাঁচটি কালো-জামা-পরা বেঁটে মূর্তি বেরিয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোক তখন দু'একজন করে উঠতে শুরু করেছে। মহান্ আদন চলেছেন সামনে আমরা তার পেছনে। প্রথমে জন। তার পেছনে আমি সাইমন। আমার পেছনে জুদাস। তার পেছনে এলিজার আর সবার পেছনে জোনাথান। জোনাথানের বয়স তখন সবে আট বছর। এইটুকু হেঁটেই সে হাঁপাচ্ছে।

এইভাবে দীর্ঘ তেরো মাইল চলতে হবে। কঠোর বন্ধুর পথ কখনো পাহাড়ের উপর দিয়ে গেছে —কখনো গেছে উপত্যকার মধ্য দিয়ে। আদনের সঙ্গে তাল রেখে ঠিকমতোই আমরা পবিত্র শহরের তোরণদ্বারে হাজির হই। আমাদের নিজেদের বলতে এই জেরুজালেমই একমাত্র শহর।

ইহুদির পক্ষে প্রথম জেরুজালেম দর্শনের একটা নির্দিষ্ট কাল আছে। কি করে বোঝাই সে-কথা? ভিন্ন জাতের লোকেরা শহরে বাস করে—পাড়াগাঁকে করে অবজ্ঞা। আর আমরা গ্রামাঞ্চল থেকে তাকাই আমাদের শহরের দিকে। এ সত্ত্বেও মনে রাখবেন, আমরা বিজিত জাতি। পৃথিবীর বুক থেকে ইহুদি জাতিকে—প্রতিটি ইহুদিকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরে যেভাবে আমরা বিজিত হয়েছি, ঠিক সেভাবে নয়। এখন আছি মাসিডোনিয়ানদের পায়ের তলায়। পরাধীন আর পদানত। যতক্ষণ শান্তিভঙ্গ না করি, ততক্ষণই শুধু শান্তিতে বাঁচবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আমাদের ওরা দাস করতে চায়নি। অ-ইহুদিদের মধ্যে কথায় বলে, ইহুদিকে দাস বানাও তবু সে তোমার মনিবই থাকবে। ওরা চেয়েছে আমাদের—ধনসম্পদ—চেয়েছে মরু সাগর সৈকতের চুল্লীতে-তৈরী আমাদের কাঁচ আর মাখনের মতো নরম কিন্তু সিডার কাঠের মতো টেঁকসই আমাদের লেবানন ছাগলের চামড়া। কি চমৎকার লাল তার রঙ আর কি চমৎকার খোসবায়! বিজেতারা চেয়েছে চৌবাচ্চা-ভরা জলপাইর তেল, এদেশের রঙ, আমাদের কাগজ, আমাদের চামড়ার কাগজ, মিহি সুতোয় বোনা আমাদের কাপড় আর অফুরন্ত ফসল। এমন অঢেল ফসল এদেশে জন্মায় যে সপ্তম বছরে সব জমি অনাবাদী থাকলেও কেউ উপোস করে না। কাজেই তারা করের উপর করের বোঝা চাপিয়েছে; যত পারে দুইয়ে নিয়েছে আর লুটপাট করেছে দুই হাতে। কিন্তু প্রাণে মারেনি। অন্তত সাময়িকভাবেও আমাদের মনে শান্তি ও স্বাধীনতার একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে রেখেছে।

এতো গেলো গাঁয়ের কথা। শহরের অবস্থা আলাদা। ছেলেমানুষ হলেও সেবার আদনের পেছু পেছু ভাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে লোকে যাকে হেলেনিয়ানা বলে তার বেশ কিছু নিদর্শন দেখতে পেলাম। এ জিনিস তার আগে দেখিনি। সাদা মুক্তার মতো ঝকঝকে শহর। গর্বোন্নত উঁচু চোখজুড়ানো রূপ। এতদিন পরে অন্তত তাই বলেই মনে হয়। বাড়িগুলির মিনার সগর্বে মাথা উঁচু করে আছে। মন্দিরের সু-উচ্চ মিনার যেন তাদের মুকুটমণি! বিরাট বিরাট যে-সব জলাধার থেকে মন্দিরে জল সরবরাহ করা হয়, সেই সব জলাধারের জল দিয়ে শহরের রাস্তা ধোয়া হতো। রোমানরা এ জিনিস কল্পনা করবার বহু পূর্বেই আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে। শহুরে মানুষগুলো কিন্তু অভিনব। গ্রীকদের অনুকরণে তাদের গোঁফ-দাড়ি কামানো—পা নগ্ন। অনেকেরই কোমর অবধি গা খোলা। উৎসুক দৃষ্টিতে তারা আমাদের হালচাল লক্ষ্য করে—কেউ কেউ আবার টিটকিরি দেয়।

'এরা কি ইহুদি?' বাবাকে জিজ্ঞাসা করি।

'এককালে ছিল।' তিনি বলেন। এমন জোরে তিনি কথাটা বলেন

যে বিশ পা দূর থেকেও তা শোনা যায়। 'আজকে এদের দশা গাঁজলার মতো।'

তারপর আবার এগিয়ে চলি। যোদিন থেকে শুরু করে আদন যেমন পা মেপে দৃঢ় পদক্ষেপে একটানা হাঁটছিলেন, এখনও সেইভাবেই চলেছেন। কিন্তু আমরা ছেলেরা যতই উপরে উঠছি, ততই বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারি। ক্রমে শহরের সুন্দর সুন্দর সাদা বাড়ি এবং গ্রীকদের স্টেডিয়াম পার হয়ে যাই। উলঙ্গ ইহুদিরা সেখানে ডিসকাস (চাকা) ছুঁড়ছে আর দৌড়চ্ছে। বহু কাফে, বহু রেঁস্তোরা, বহু গাঁজা-ভাঙের দোকান নজরে পড়ে। রঙচঙমাখা বহু উত্তেজিত রমণীর বিভ্রান্তিকর হুড়োহুড়িও চোখে দেখলাম। তাদের একটি স্তন আবার নগ্ন। আরও দেখলাম অগুনতি বেদুইন সদাগর, মাগীর দালাল, বেশ্যা, বহু মরুভূমির আরব, গ্রীক, সিরিয়ান, মিশরি আর ফিনিসিয়ান। মাসিডোনিয়ার উদ্ধত ভাড়াটে সৈন্যও দেখলাম সর্বত্রই ভারিক্কি চালে চলা-ফেরা করছে। বহু জাতির বহু বর্ণের এই ভাড়াটে সৈন্যদের শুধু একটিমাত্র সহজ সরল যোগসূত্র আছে: সবারই কাজ খুন করা। সেজন্য তাদের মাইনে দেওয়া হয়, হাতিয়ার দেওয়া হয়েছে -- খাওয়ানো হচ্ছে।

আমাদের মতো ছেলেমানুষের পক্ষে এ এক পাঁচমিশালি দৃশ্যের জগাখিচুড়ি। পরে অবশ্য আলাদা আলাদাভাবে এ-রূপ চিনতে পেরেছি। কিন্তু তখন আমরা শুধু একটি জিনিসই চিনেছিলাম। সে ঐ ভাড়াটে সৈনিক। ওদের আমরা চিনতাম—বুঝতাম। এক পুরুষ ধরে যা ঘটে আসছে, বাকী আর সব কিছু তার বিভ্রান্তিকর পরিণতি। ইহুদিদের মধ্যে যারা গ্রীক হতে চেয়েছে, নিজেদের পবিত্র শহরকে যারা গণিকালয়ে পরিণত করেছে, এ দৃশ্য তাদের পরিণামের বহুরূপী ছবি।

অবশেষে অনেক উঁচুতে চড়ে আমরা মন্দিরের সামনে আসি। থেমে দাঁড়ালাম। আদন আশীর্বাণী পাঠ করেন। আদনেরই মতো দাড়িওলা সাদা পোশাক-পরা লেভিটরা তাঁকে অভিবাদন করে মন্দিরের প্রকাণ্ড কাঠের কপাট খুলে দেয়।

গম্ভীর গাঢ়কণ্ঠে আদন বলেন, তোমার প্রভু ভগবানকে ভক্তি কর। কারণ মিশরে আমরা দাস ছিলাম। অনন্তকাল ধরে তাঁর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণের জন্য তিনিই আমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।

ছেলেবেলার কাহিনী শোনাবার ইচ্ছে নেই। তবু খানিকটা খাপছাড়াভাবে এখানে-সেখানে অতীতের অনেক কথা শুনিয়েছি। বলেছি এইজন্য, তাতে করে আমার এবং হয়ত আপনাদেরও পরে সব কিছু বোঝা সহজ হবে। বুঝতে

পারবেন, ইহুদিদের ইহুদিয়ানার অর্থ কি। তা তাদের আশিস-ধন্যই মনে করুন আর অভিশপ্তই মনে করুন ! সে অবশ্য আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। তবে অভিশপ্তই হোক আর আশিস-ধন্যই হোক, তবু তারা ইহুদি। না, ছেলে-বেলার গল্প শোনাব না। ও বয়সে কোনোদিন সময়-বোধ থাকে না ; কিংবা সময় যে চলে যাচ্ছে সে-জ্ঞানও থাকে না। আমি শোনাতে চাই আমার কীর্তিমান ভাইদের অল্প-স্থায়ী অতি-সংক্ষিপ্ত যৌবনের কাহিনী। তবে লোকে বলে, একটা অপরটার জনক। ছেলেবেলায় মন্দির দেখেছি, তারপর গেছি আরও অনেক বার। কিন্তু শেষ বার যখন গেছি, তখন আমি পুরো সাবালক।

সাবালকত্বের যদি কোনো চিহ্ন থাকে তো ভ্রান্তির অবসানই সে-চিহ্ন। তখন শহরটাকে মনে হয়েছে গণিকালয়ের মতো। সাদা পাথরের মধ্যে তখন কোনো যাদুই ছিল না। মন্দিরকে মনে হয়েছে প্রাসাদ বলে। ব্যস, তার বেশী কিছু নয়। সাদা পোশাক-পরা লেভিটদের তখন আর ভগবানের পবিত্র দূত বলে মনে করতে পারিনি। মনে হয়েছে জঘন্য ভীরু গাঁজলা বলে। সাবালকত্বের জন্য মূল্য দিতে হয়। এক জগৎ ছেড়ে মানুষ তখন ভিন্ন-জগতে প্রবেশ করে। এই নতুন জগতের মুরদ তখন যাচাই করে নিতে হয়। সাবধানে মেপে দেখতে হয় প্রতিটি জিনিস।

শুধু রুথের ব্যাপারেই এই পরিবর্তনের ছোঁওয়া লাগেনি। বারো বছর বয়সে তার প্রতি যে মনোভাব ছিল এবং যা ভেবেছি তার সম্পর্কে, আঠারো বছর বয়সেও তাই ভাবতাম। আবার আঠাশ বছরেও ভেবেছি একই কথা। আগেই বলেছি, অনেকবার আমরা মন্দিরে গিয়েছি এবং শেষমেশ একবার গেছি শেষবারের মতো। কিন্তু এই দুই যাওয়ার মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যায়। আমরা বড় হলাম, সেই সঙ্গে বদলেও গেলাম। দেহে নতুন রসের মাতামাতি শুরু হলো। আমরা একটা মানুষ খুন করলাম। তখনও আমরা নাবালক। তারপর রুথও ছিল। মুশা বেন আরন বেন সাইমনের মেয়ে সে। বেঁটে খাটো সাদাসিধে কঠোর পরিশ্রমী এই আঙুর-চাষী ইহুদিটি আমাদেরই নিকট প্রতিবেশী। পাহাড়ের কাছে উনিশ সার আঙুর-ক্ষেত ছিল তার। বেশ দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ মুশা। সব আঙুর-চাষীই অবশ্য কম বেশী দার্শনিকভাবাপন্ন। একদিক থেকে আমাদের আঙুর-চাষীর জাত বলা যায়। মিশরিরা অবশ্য নিজেদের দাস-কলুষিত সমাজের অজ্ঞতাবশে আমাদের সোরেকের জাত বলে ডাকে। নিজেদের এ জিনিস নেই বলে হিংসে করে। প্লামের মতো বড় বড় কালো আঙুরকে সোরেক বলে। যেমন তার শাঁস, তেমনি রস। রসে যেন ফেটে পড়ছে। বসন্তকালে এ থেকে আমরা তিরোশ তৈরী করি, গ্রীষ্মে বানাই কড়া ইয়াইন আর গোটা শীতকাল ধরে বানানো হয় শিকার। গাঢ় লাল এই শিকার মদ খেলে বৃদ্ধ যৌবন পায়—বোকারা হয় বুদ্ধিমান। রোমান কি

গ্রীকরা শুধু 'সুরা' বলেই খালাস। কি জানে তারা গলা সোনার মতো অমূল্য কেরুহিমের? কি জানে খুনখারাবি ফ্রিজিয়ার কিংবা গোলাপী শারনের, কি জলের মতো মিষ্টি স্বচ্ছ ইয়াইন কুশীর? জানে আলুনতিত, ইনোমিলিন বা রোগলিত কাকে বলে? আমাদের এই ছোট্ট মোদিন গ্রামে একা মুশা বেন আরন গভীর দুটো পাথুরে চৌবাচ্চায় বত্রিশ রকম মদ বানাত। মদটা যখন খুব ভালো হতো, সরু কাঁচের গেলাসে করে খানিকটা সে রুথকে দিয়ে আদনের কাছে পাঠিয়ে দিত। টেবিলের পাশে মুখ-হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকত রুথ। আদন যখন প্রথম কাপ ঢালতেন, কি গভীর শঙ্কা আর অস্বস্তিই যে ফুটে বেরুত তার নীল চোখে!

আমরা পাঁচজনেই তার উৎকণ্ঠার ভাগীদার হতাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম আর একবার আদনের দিকে, ফের রুথের দিকে তাকাতাম। মদ ইস্রায়েলদের রক্তের সামিল। হামেশাই একথা আমরা বলে থাকি। মদ আমাদের কাছে পবিত্র পানীয়। তা সে সিডার হিসাবেই পান করা হোক কি তাঁতী লেবেলের মতো তার মধ্যে স্নান করা হোক। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের ত্রুটি আদন কোনোদিনই করতেন না। বলতেন, 'তোমার বাবা মুশা বেন আরন বেন সাইমন বেন এনখ পাঠিয়েছে?' মোদিন গ্রামের প্রতিটি লোকের সাত পুরুষের হিসাব তাঁর নখের ডগায়। এজন্য তাঁর গর্বও ছিল।

রুথ মাথা নেড়ে সায় দিত। অনেক বছর পরে সে আমায় বলেছে, আদনের সামনে তখন তার কি ভয়ানক ভয়ই না করত।

'নতুন মদ?'

মদটা যদি মেশাল হতো, কিংবা মসলা কি মধু মেশানো কি টক হতো তো লজ্জায় দুঃখে রুথ সংকুচিত হয়ে পড়ত।

সাধারণত সে বলত, আদনের তুষ্টি আর মতামতের জন্যই পাঠিয়েছেন। প্রতিটি কথা যেন তাকে জোর করে বলতে হতো। আর বারে বারে তাকাত দরজার দিকে। কিন্তু কি সুন্দর, কত সুন্দরই যে তাকে দেখাত! তার সেই লাল চুল আর অপূর্ব তামাটে চামড়ার রূপ আমায় দিশেহারা করে দিত। মনে মনে ভাবতাম, আদনের বিরুদ্ধাচরণ করে কতদিনে তার দাস হতে পারব?

তখন আদন তাঁর কাঁচের কাপটি ধুয়ে নিতেন। এ কাপটি তাঁর পিতামহের, তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহের সম্পত্তি। খানিকটা মাত্রা কাপে ঢেলে তিনি আলোর সামনে ধরে সেটা পরীক্ষা করতেন। পরীক্ষার পরে নিবেদনের বিধিসম্মত মন্ত্রপাঠ করে গলায় ঢেলে দিতেন। তারপর জানাতেন তাঁর মতামত। 'মুশা বেন আরন বেন সাইমন বেন এনখ বেন লেভিকে আমার অভিনন্দন জানিও।' খুব খুশি হলে আর এক পুরুষেরও উল্লেখ করতেন। 'চমৎকার মদ! অপূর্ব! তোমার বাবাকে

বলতে পারো যে রাজা দাভিদ বেন জেসির খাবারের টেবিলেও এর চাইতে ভালো মদ দেওয়া হতো না।' এই কথা শুনেই রুথ ছুটে পালাত।

তবু সে ছিল আমাদেরই একজন। আমাদের ব্যথায় কাঁদত — আমাদের দুঃখে ব্যথিত হতো। আদনের ভীতি যখন তাদের কেটে যায়, রুথ আর তার মা এসে আমাদের রান্নাবান্না করত, ঘর সাফ করত, আমাদের সেলাই-এর কাজ করে দিত। মোদিনের অন্যান্য মেয়েরাও অবশ্য এসব কাজ করেছে। আমাদের জাতে বংশবৃদ্ধির আশীর্বাদ অঢেল। কিন্তু বেচারী মুশা বেন আরনের মাত্র একটি সন্তান। তাও আবার কন্যা। কাজেই রুথের মা মাট্টাথিয়াসের পাঁচ ছেলেকে দিয়ে সন্তানের দুঃখ ঘোচাতেন। তবে আমার দিক থেকে একে আদৌ অভিশাপ বলে মনে করিনি। মোটেই না। আমি তাকে ভালোবাসতাম এবং জীবনে অপর কোনো মেয়েকেই ভালোবাসিনি।

এইভাবে আমার বৃদ্ধ পিতা আদনের কঠোর শাসন, অনমনীয় মর্যাদাবোধ আর লৌহকঠোর কবজির মধ্যে আমাদের শৈশবের অফুরন্ত দিনগুলি কেটেছে। হঠাৎ একদিন শৈশব খতম হয়ে যায়। চট করে ফুরিয়ে যায় যেন। অন্যায় করলে আমরা শাস্তি পেতাম। তেমন শাস্তি গাঁয়ের কোনো ছেলেই পায়নি। বিশ্বাস করুন, কেমন করে ছেলে শাসন করতে হয়, আদন তা ভালোভাবেই জানতেন। মাত্র নয় বছর বয়সে বাবার মদ খাবার কাঁচের গেলাসটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে জুদাস সেটি ভেঙে ফেলে। হাত থেকে পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আজীবন যে অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিত্ব জুদাসের মধ্যে ছিল, এই বালক বয়সেই তার স্ফুরণ হয়। এ সৌন্দর্য আমার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। গাঁয়ের লোক তখনই তাকে মিঠাই পিঠে এটা-সেটা দিয়ে আদর করত।

এই সময় একমাত্র জুদাস আর আমিই ঘরে ছিলাম। আদন বাইরে ছিলেন। লাঙল দিতে গিয়েছিলেন জনের সঙ্গে। জোনাথান আর এলিজার ঘরে ছিল না। কোথায় যেন গিয়েছিল। ঠিক মনে নেই। ব্যাবিলনে নির্বাসনের পর আমাদের জাত-ভাইরা যখন ফিরে আসে, এই গেলাসটি তখন নিয়ে আসা হয়। আজ সেই সাবেকী বিস্ময়কর গেলাসের টুকরোই ছড়িয়ে আছে পাথুরে মেজেতে। জুদাস যখন আমার দিকে ফিরে তাকায়, তার মুখে চোখে ভয়ের যে বীভৎস ছবি ফুটে উঠেছিল, তা জীবনে ভুলব না।

সে বলল, 'সাইমন —সাইমন! বাবা আমায় মেরে ফেলবেন। এখন কি করি? কি করব বলো না!'

'কেঁদ না।'

কিন্তু কান্না থামাবার সাধ্য তার ছিল না। মনে হলো যেন তার বুক ভেঙে

যাবে। আদন ফিরে এলে বেশ ধীরভাবেই বললাম যে কাজটি আমি করেছি। আদন আমায় শুধু একটি চড় মারলেন। সে-ই প্রথম টের পেলাম বৃদ্ধের সরল বাহুতে কি প্রচণ্ড শক্তি! চড়ের চোটে হুমড়ি খেয়ে দেয়ালের ধারে ছিটকে পড়ে গেলাম। জুদাস কথাটা চেপে রাখতে পারেনি। রুথের কাছে সে বলে দেয়। ঘরের পেছনে আমি রোদের মধ্যে শুয়েছিলাম। রুথ ছুটে এসে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে এবং চুমু খেয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'এই, তুমি ভালো, বড় ভালো সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস! সত্যিই মধুর তুমি!' জানি না এ সব কথা কেন লিখছি। জুদাস তখনও ছেলেমানুষ। বয়সে তার কাছাকাছি হলেও আমি এ সময় সাবালক। সাবালকত্বের বিচার যেভাবে করা হয় সেই অনুসারেই বলছি। যাই হোক, এমন ঘটনা ছেলেবেলায় খুব বেশী ঘটেনি। ধীর মন্থরে বেশ শান্তিতেই আমাদের শৈশব কেটেছে।

তখন আমরা পাহাড়ের গায়ে শুয়ে থাকতাম—ছাগল চরাতাম—ভেড়ার লোমের মতো খণ্ড খণ্ড মেঘ গুণতাম—মাছ ধরতাম শীতল স্রোতজলে। একবার উত্তর দক্ষিণ দীঘল প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অবধি গিয়েছিলাম এবং ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখলাম: বিশ হাজার মাসিডোনিয়ান সৈন্য যাচ্ছে মিশরিদের সঙ্গে লড়াই করতে! ঝকঝকে হাতিয়ারের সে কি সদম্ভ মিছিল! রোমের নীরব অঙ্গুলি হেলনে আবার তারা যখন ফিরে যায়, পাহাড়ের মাথায় চড়ে আমরা তখন তাদের উপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম। আর একবার পাঁচ ভাই মিলে গোটা সকাল পশ্চিম মুখো হেঁটে যাই। উঁচু একটা টিলার উপর চড়তেই নীল শান্ত ভূমধ্যসাগরের সীমাহীন উজ্জ্বল বিস্তার দেখতে পেলাম। একটি মাত্র পাল ছিল সাগরের বুকে। জোনাথান তখন বলে, 'ঐ পথে আমিও একদিন পশ্চিমে যাব।'

'কি করে?'

'জাহাজ নিয়ে।' সে বলেছিল।

'কোনোকালে ইহুদি জাহাজের কথা শুনেছ?'

'ফিনিসিয়ানদের জাহাজ আছে—গ্রীকদেরও আছে। আমরা তাই নিয়ে নিতে পারি।' গম্ভীরভাবে সে জবাব দেয়।

আমরা তিনজনে হেসে উঠি। কিন্তু জুদাস হাসেনি। একদৃষ্টে সে সাগরের দিকে চেয়ে থাকে। তার পরিচ্ছন্ন মুখে তখন সবেমাত্র দাড়ির রেখা পড়েছে। সেদিন তার চোখে যা দেখেছিলাম, আগে কোনোদিনই তেমন কিছু দেখিনি।

জোনাথান আমাদের সবার চাইতে বেঁটে। পুরোদস্তুর বড় হয়ে যখন সে গাজেল হরিণের মতো ক্ষিপ্রগতি আর তারের মতো নরম কিন্তু পোক্ত হয়, তখনও বেঁটেই ছিল। একবার একটা বুনো শুয়োর ধাওয়া করে সে চিৎ করে ফেলে

এবং অনায়াসে গলা কেটে দুভাগ করে। জুদাস বেদম চটে যায়। রাগের চোটে সে জোনাথানের হাতে এমন ঘুষো মারে যে তার হাতখানা অবশ হয়ে যায়। ছোরাখানাও পড়ে যায় হাত থেকে। জোনাথান উঠে জুদাসের উপর লাফিয়ে পড়বার আগেই আমি দু'জনকে ধরে ছাড়িয়ে দিই।

'শুধু শিকারের জন্যই শিকার করছে। জানে এ মাংস অখাদ্য —কারও কোনো কাজে আসবে না, তবু মারল তো!' চীৎকার করে জুদাস বলে।

'তাহলেও ভাইয়ের গায়ে হাত তুলবে না!' গম্ভীরভাবে বললাম।

অতীত জীবনের সোনালী দিনের ইতিহাসের পাতা থেকে ছিঁড়ে এনে একটি কাহিনী শোনালাম! আমরা পাঁচ ভাই —আদন মাট্টাথিয়াসের পাঁচ ছেলে সব সময় একসঙ্গেই থাকতাম। সিংহ শাবকের মতো বড়ও হয়েছি একসঙ্গে। তারপর একসঙ্গে কাজ-কর্ম হাসি-খেলা করেছি। আবার কখনো কখনো কেঁদেছিও একসঙ্গে। সোনালী রোদে পুড়ে একই সাথে আমাদের গায়ের রঙ কটা হয়ে গেছে!

দুধ-মধুভরা সুপ্রাচীন এই ইস্রাইল দেশ। দেদার আঙুর ক্ষেত, ডুমুর গাছ আর গম-যবের ক্ষেত গোটা দেশে। মাটিতে লাঙল দিতে গিয়ে আবহমান-কাল আমরা কোনো না কোনো ইহুদির অস্থি ওলটাচ্ছি। অতল এ দেশের উপত্যকার মাটির স্তর। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে এমন অপূর্ব বনভূমি সাজানো রয়েছে যে তার শোভার কাছে ব্যাবিলনের বিখ্যাত শূন্য-উদ্যানও হার মানে। এই মধুভরা দেশে একদিন আমাদেরই হাতে একটা মানুষ খুন হয়। সেইদিনই আমাদের রৌদ্রস্নাত দীর্ঘ শৈশব চিরবিদায় নেয়। খতম হয়ে যায় খেলাধূলা ছুটাছুটি আর বেপরোয়া দুরন্তপনা। গাঁয়ের পথে আমাদের হরেক রকম খেলা আর মিঠে গন্ধভরা ঘাসের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে কাটানোও সে-ই শেষ। লেবেল পণ্ডিতমশাই ধমক দিয়ে বলতেন, তোরা কি ম্লেচ্ছ হবি নাকি! ভগবানের পবিত্র বাণী কি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তোদের কানে ঢোকাতে হবে? চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছিস না কি? গোমড়া মুখে আমরা তার ধমকানি শুনতাম। এ ঘটনার পর তা-ও বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় পাইন বনে লক্ষ্যহীন ঘোরাফেরা, বরফের মধ্যে গুহাগহ্বরে খোঁজাখুঁজি আর ফাঁদ পেতে বুনো তিতির পাখী ধরা।

আমাদের হাতে যেদিন রক্তপাত হয়, সেই থেকে জীবনের এমন এক দিন ফুরিয়ে গেলো যার নির্দিষ্ট কোনো আরম্ভ নেই। শুরু হয় আমার মহিমময় ভাইদের গৌরবদীপ্ত সংক্ষিপ্ত যৌবন। সেই কথাই তো বলতে চাই। এমনভাবে সে-কাহিনী লিখতে চাই যাতে তা একটা গল্প হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাত সম্পর্কে প্রহেলিকার জবাব দিতে পারে —যাতে এমন কি রোমানরাও বুঝতে

পারে যে দুনিয়ার মধ্যে শুধু আমরাই কেন প্রাচীরের প্রহরা ছাড়া বসবাস করি —কেন আমাদের কোনো ভাড়াটে সৈন্য নেই—আর কেনই বা আমাদের মন্দিরে মানুষের দৃষ্টিগোচর কোনো দেব-বিগ্রহ নেই ?

মোদিন থেকে বেথেল, বেথেল থেকে জেরিকো অবধি গোটা পাহাড়ে অঞ্চলের এক রক্ষক ছিল। তিনশো বিশটি গ্রামের রক্ত-চোষা আর তাদের নিঙড়ানই এই রক্ষকের কাজ। লোকটির নাম পেরিক্লিস। সামান্য হেলেনিয়ানা ছিল তার মধ্যে। আরও অনেককিছুই ছিল অবশ্য! সামান্য হেলেনিয়ানা যাদের মধ্যে আছে, কিংবা তার এক ফোঁটাও যাদের নেই, তারাই জঘন্যতম হেলেনিজ। কারণ, হেলেনিয়ানায় তারা গ্রীকদের উপরেও টেক্কা দিতে চায়। আর পাঁচ-দশটা জিনিসের মধ্যে কিছুটা ইহুদি ছোঁয়াচও ছিল পেরিক্লিসের মধ্যে। এইজন্য বারম্বার নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করবার চেষ্টায় এমনভাবে সে নিজের হাত কলুষিত করে ফেলত যে সাধারণত অতটা হবার কথা নয়। তবে সাধারণত যতটা হতো তাও নেহাত কম নয়। সে কলঙ্কের বোঝাও বেশ!

এ যে সময়কার কথা বলছি তখনও ইহুদিদের নির্মূল করে আমাদের দেশকে উন্নত পৃথিবীতে উন্নত দেশ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কাজেই পেরিক্লিসের একমাত্র কাজ ছিল, যতটা পারা যায় আমাদের নিঙড়ানো। রাজাধিরাজ আন্তিয়কাস ইপিফানেসের সঙ্গে তার চুক্তি ছিল যে আমাদের এই তিনশো বিশটি গ্রাম থেকে বছরে সে রাজাধিরাজকে একশো রুপার তেলেন্ত মুদ্রা নজরানা দেবে। আন্তিয়কাস নিজেকে রাজাধিরাজ বলেই পরিচয় দিতেন। ছোট্ট এক দেশের ছোট্ট একটি জেলার পক্ষে এ বড কম অর্থ নয়! কিন্তু এ যত অর্থই হোক না কেন, এ ছাড়াও রাজাধিরাজকে দেয় প্রতি দুই তেলেন্তে নিজের জন্য এক তেলেন্ত উপরি আদায় না করে সে ছাড়ত না। তার ফলে তাকে মোচড দিতে হয়েছে এবং সে-ব্যাপারে পেরিক্লিস এতটুকু কসুর করেনি। এ ছাড়া শ'চারেক দোআঁশলা ভাড়াটে সৈন্য ছিল। তারাও প্রত্যেকে নিজেদের খেয়াল মাফিক নিচড়েছে।

ভুঁড়িওলা বিশালকায় জওয়ান লোক পেরিক্লিস। গোলগাল দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ থেকে ভাঁজপড়া লালচে মাংস ঝুলে পড়ত। তাহলেও তার চেহারায় পুরুষের চাইতে মেয়েলী ভাবই বেশী। রুবেন বেন গাদের চার বছরের ছেলে আশারকে একদিন সিডার ঝোপে অর্ধেক নাড়ীভুঁড়ি-ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। সত্য হোক কি মিথ্যে হোক, চারিদিকে রটে যায় যে এ পেরিক্লিসেরই কাজ। তার অনেক কীর্তির কথা আমরা জানতাম। জোনাথান যে গল্পটা বলত তা মনে করলেও পাপ হয়।

এবারেও আমরা জোনাথানের চীৎকার শুনি। ছোট্ট যে উপত্যকায় আমরা ভেড়া চরাই, সেখানে ওঠবার সময় জুদাস এবং আমি শুনতে পাই।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা দৌড় দিই এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপত্যকার মুখে

হাজির হই। দেখি, ভেড়াগুলো গোল হয়ে পাক খাচ্ছে আর তারই মধ্যে পেরিক্লিসের হাত ছাড়াবার জন্য জোনাথান মোড়ামুড়ি দাপাদাপি করছে। ঘাসের উপর বসে দুটি সিরিয়ান সৈন্য এ দৃশ্য দেখছে আর দাঁত বার করে হাসছে। তাদের হাতিয়ার ইতস্তত ছড়ানো।

তার পরেকার ঘটনা চটপট ঘটে যায়। আমাদের দেখতে পেয়ে জোনাথানকে ছেড়ে দিয়ে পেরিক্লিস এক পা হটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জুদাস ছোরা নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রীকটির পরনে একটা পিতলের বক্ষস্ত্রাণ। তারই তলায় দু' দু'বার জোরসে ছোরার কোপ মারে জুদাস। ফিনকি-দিয়ে-ছোটা খুন দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আজও সে কথা মনে আছে। ভাড়াটে সৈনিক দুটি খুব চটপট নড়াচড়া করেনি। মনে হয় যেন খুব ধীরভাবে উঠছে। প্রথমটি উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি তার চোয়ালের উপর মাথার মতো একখানা পাথর ছুঁড়ে মারি। দ্বিতীয়টি তখন বর্শা হাতড়াতে শুরু করে এবং গোটা কয়েক হোঁচট খেয়ে দৌড় মারে। এই সময় এলিজারও এসে পড়ে। পলকের মধ্যে সবটা দেখে নিয়ে সে ভাড়াটে সৈনিকটির উপর লাফিয়ে পড়ে। দশ পা ছুটেই এলিজার তাকে ধরে ফেলে এবং গলায় এক হাত আর বক্ষস্ত্রাণের নীচের দিকে এক হাত দিয়ে তাকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে শুরু করে দেয়। এলিজার তাকে একটা বলের মতো অনায়াসে নাড়াচাড়া করে। তখন এলিজারের বয়স মাত্র ষোলো বছর। কিন্তু ঐ বয়সেই মোদিনের যে কোনো লোকের চাইতে সে মাথায় উঁচু এবং শক্তিশালী ছিল। ধপাস করে পড়ে যায় সিরিয়ানটি। বর্শাটা কুড়িয়ে নিয়ে এলিজার তার বুকের উপর দাঁড়ায়। চটপট কাজ শেষ হয়ে যায়। পাথর দিয়ে অপর সৈনিকটির মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। রক্তমাখা ঘিলু বেয়ে পড়ে মাটিতে। রক্তাপ্লুত পেরিক্লিসের সব কিছুই ততক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তিনটি লাশ পড়ে আছে। আমরাই তাদের খুন করেছি। ব্যস, আমাদের শৈশব খতম।

খুঁজে-পেতে আদনকে বার করি। দেখি, জনদাদাকে নিয়ে তিনি আল বাঁধছেন। স্মরণাতীত কাল থেকে এইভাবেই জমি তৈরী হচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে প্রথম একটা দেয়াল বানানো হয়, তারপর নীচু থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি এনে আল-ঘেরা জায়গাটি ভরে দেওয়া হয়। বৃষ্টির জল ধরবার জন্য যে-কোনো প্রান্তে একটা চৌবাচ্চা তৈরী করা হতো। এইভাবে তৈরী টুকরো টুকরো জমিতে বছরে পাঁচটা ফসল হতো। বৃদ্ধ এবং জনদাদা রোদের মধ্যে কাজ করছিলেন। উভয়ের ঢিলে সুতীর পাজামা হাঁটু অবধি গুটানো আর কাদামাখা। ঘামে তাদের খালি পিঠ চিকচিক করছে। আল তৈরী করবার জন্য ভারী পাথুরে হাতুড়ি দিয়ে

আদন এখানে সেখানে বুঝে বুঝে বাড়ি মারছেন। পাথর ভেঙে দেয়ালের আকার পাচ্ছে। আমাদের আসতে দেখে সোজা হয়ে শিরাল হাতে হাতুড়িটা ঝুলিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন।

জোনাথান তখনও কাঁদছে। জুদাসের চেহারা কাগজের মতো ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই এলিজার আবার ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছে। ভীত হয়ে পড়েছে পয়লা খুন করে হত্যার ক্ষমাহীন চরম পাপের ভয়ে। আদনের কাছে আমিই ঘটনাটি খুলে বলি। করতলে হাতুড়িটি ঘষে গাঢ়স্বরে তিনি বলেন, 'ঠিক মরে গেছে তো?' তাঁর মস্তবড় লাল দাড়ি খোলা বুকের উপর চিকচিক করছিল।

'হাঁ গেছে।'

'জোনাথান বেন মাট্টাথিয়াস?' তাঁর ডাক শুনে জোনাথান তাকায়। 'চোখ মোছো।' আদন বলেন। 'তুমি কি মেয়ে যে ঐভাবে চোখের জল ফেলছ? একটা কুত্তা মরেছে, তাতে কাঁদবার কি? লাশ কটা কোথায়?'

'যেখানে পড়েছিল সেইখানেই আছে।'

'সেইখানেই ফেলে এসেছ? নেহাত বোকা তুমি সাইমন—নেহাত বোকা।'

'কোহানের পক্ষে ......।' আমি সেই শাস্ত্রীয় বিধানের কথা বলতে শুরু করেছিলাম যাতে কোহানদের পক্ষে মৃতদেহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কথা শেষ করবার পূর্বেই আদন রওনা হন। আমরাও তার অনুগামী হয়ে আবার সেই ছোট্ট উপত্যকায় ফিরে আসি। কোনো কথা না বলে আদন এক ঝাঁকানি দিয়ে পেরিক্লিসের লাশটা কাঁধে তুলে নেয়। ধরাধরি করে আমরাও বাকী লাশদুটি নিলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম যেখানে বাবা আল তৈরী করেছিলেন সেইখানে। নিজের হাতেই আদন গ্রীক এবং ভাড়াটে সৈন্যদুটির অস্ত্র ও বর্ম খুলে নিলেন। তারপর জোনাথানকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে আনলেন এবং গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিয়ে তার ভুরুতে চুমু খেলেন। জোনাথান আবার কাঁদতে শুরু করে। তাই দেখে ধমক দিয়ে আদন রূঢ় গলায় বললেন, 'আর কেঁদো না। কখ্খনও কাঁদবে না বলে দিলাম।'

এ পর্যন্তও কেউ দেখতে পায়নি। অ-দেখা অবস্থাতেই লাশ তিনটি আমরা নতুন-তৈরী দেয়ালের ভেতরের দিকে শুইয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখলাম। তারপর সবাই মিলে দিনভর কাজ করে দেয়াল তৈরীর কাজ শেষ করা হয়। মাটির শেষ ঝুড়ি ফেলা হয়ে গেলে আদন বললেন, 'ঘুমো—চিরকাল অঘোরে ঘুমিয়ে থাক। ইহুদি হয়ে যারা খুন করল, কোহান হয়ে যারা মৃতদেহ স্পর্শ করল, ভগবান যেন তাদের ক্ষমা করেন। যে-লোভের মোহে তোরা এদেশে

এসেছিস, ভগবান যেন তোদের অন্তর থেকে সে লোভ ছিনিয়ে নেন। আর এই দেশ থেকে তোদের মতো সমস্ত জঞ্জাল যেন সাফ করে দেন।' তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'বলো, তথাস্তু!'

'তথাস্তু!' আমরা বললাম।

'তথাস্তু!' আদন বললেন।

এরপর আমরা জামাকাপড় পরে নিলাম। জোনাথান ভেড়া নিয়ে ফেরবার পর সবাই মিলে রওনা হলাম মোদিনের দিকে। লতা পাতায় জড়িয়ে জুদাস সবকটি বর্ম এবং হাতিয়ার নিয়ে আসে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর টেবিলে একটি মাত্র দীপ জেলে আমরা বসে রইলাম। আদন আমাদের উপদেশ দিলেন। প্রাচীন ভব্যতার রীতি অনুসারে আমাদের প্রত্যেক ভাইকে চারপুরুষের উল্লেখ করে সম্বোধন করে বললেন, 'শোনো পুত্রগণ! শোনো জন বেন মাট্টাথিয়াস বেন জন বেন সাইমন, শোনো সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস বেন জন বেন সাইমন, শোনো জুদাস বেন মাট্টাথিয়াস বেন জন বেন সাইমন, শোনো এলিজার বেন মাট্টাথিয়াস বেন জন বেন সাইমন! আমার পাঁচ পুত্র তোমরা। আমার দুঃখে, আমার নিঃসঙ্গতায় তোমরাই আমার অবলম্বন। তোমরাই আমার বার্ধক্যের সান্ত্বনা। আমার ক্রোধের ঝাল আর মারধর তোমরা অকাতরে সয়েছ। আজকে তোমাদেরই মতো একজন মানুষ হিসাবে বলছি, ভগবানের আদেশ যারা লঙ্ঘন করে, তাদের আর ফেরবার পথ নেই। একদিন আমরা পবিত্র ছিলাম, কিন্তু আজ আর নেই। হত্যা করা পাপ, তবু আমরা হত্যা করেছি। স্বাধীনতার মূল্য আমরা দিয়েছি। রক্ত দিয়েই চিরদিন তার হিসাব হয়। যোশুয়া, গিদিয়ন, এমন কি মুশাকেও সে-মূল্য দিতে হয়েছে। আজ থেকে আর আমরা ক্ষমা চাইব না—চাইব শক্তি,

এরপর তিনি চুপ করে যান। সহসা তাঁর বয়সটা যেন পষ্ট হয়ে ওঠে। মুখে গভীর বলিরেখা—নিষ্প্রভ কটাচোখে দুঃখ-তাপের ছায়া। আর দশজন ইহুদির মতো এই বৃদ্ধ ইহুদিরও একমাত্র কামনা পিতৃপুরুষের মতো বসুন্ধরার কোলে শান্তিময় চির-বিশ্রাম। একে একে তিনি আমাদের সবারই মুখের দিকে তাকান। শঙ্কিত অনিশ্চিত সে-দৃষ্টি। কি তিনি দেখলেন জানি না। জ্যেষ্ঠ জনের মুখ লম্বাটে হাড় বার-করা বিষণ্ণ। আমার দেহাবয়ব সাদাসিধে—কুৎসিত বল্লেই হয়। জুদাস যেমন লম্বা তেমনি সুন্দর। তার পরিচ্ছন্ন বাদামী চামড়ায় কোঁকড়ানো দাড়ি গজিয়েছে। এলিজারের মুখ প্রশস্ত—শিশুর মতো সরল। সে এমন সরল প্রকৃতির যে সব সময় আমার, জুদাসের কি জোনাথানের ফরমাস পালনের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। তার মধ্যে একাধারে ছিল সামসনের মতো বল আর তার চাইতেও বেশী সরলতা। জোনাথান আমাদের

সবারই চাইতে আলাদা। অজ্ঞাত এক লক্ষ্যের প্রতি অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা আজীবন এই ক্ষুরধার চঞ্চল কিন্তু শৃঙ্খলিত বালকের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। পাঁচ ছেলে —পাঁচ ভাই—।

'আমার হাতের উপর হাত রাখো।' সহসা টেবিলের উপর করতল চিৎ করে তিনি বলে উঠলেন। পরস্পরের দিকে ঝুঁকে আমরা তাঁর হাতে হাত রাখলাম। সে ছবি কি ভোলা যায়? ভাইদের মুখ প্রায় আমার মুখে ছুঁয়ে ছিল। তাদের শ্বাস মিশে ছিল আমার শ্বাসে। প্রায় অনুনয়ের সুরেই বাবা বলে চললেন, 'আমাকে এক প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কেইন যেদিন আবেলকে খুন করে, সেই থেকে ভাইদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। আমার কাছে শপথ কর যে চিরকাল তোমাদের হাত এক থাকবে —পরস্পরের জন্য তোমরা প্রাণ দেবে!'

'তথাস্তু —তাই হোক।' ফিস ফিস করে আমরা বললাম।

'তাই হোক।' আদন বললেন।

জনদাদা বিয়ে করে। দিনটির কথা বেশ মনে আছে। কারণ সে-ই আমাদের শেষ উৎসব। পরের দিনই মৃত পেরিক্লিসের শূন্য পদের দায়িত্ব নেবার জন্য আপেলেস আসে। মেলেক বেন আরনের মেয়েকে বিয়ে করে জন। বড় মধুর সরল স্বভাব সারার। মেলেক লোকটা সুন্নত করে। আর মোদিন গ্রামের মধ্যে তার বাগানেই সব চাইতে বড় আর সব চাইতে মিঠে ডুমুর ফলে। লোকে বলত, সারা তার বাবার বাগানের ডুমুরের মতো মধুর। মোদিনের লোকের এমনি গর্ব যে, এই উপলক্ষে আইন-সম্মত মেয়াদ শেষ হবার অনেক আগেই তারা বারোটি দাসকে মুক্তি দেয়। মেয়াদ শেষ হবার আগে তো আর তারা মুক্তি চাইতে পারত না! জ্ঞাতি-কুটুম্বে মোদিন গ্রাম ভরে যায়। এমন কি বহুদূরের জেরিকো থেকেও জ্ঞাতিরা আসে। আর জ্ঞাতি-কুটুম্বিতার কথা ধরলে গোটা জুদিয়ায় এমন লোক কে আছে যার জ্ঞাতি-কুটুম্ব নেই? চল্লিশটা কচি ভেড়া বলি দিয়ে সেদিন রান্না চড়ানো হয়। গোটা উপত্যকা ভরে যায় জাল্লার গন্ধে। ঘরে ঘরে হাঁড়ি-ভরা মেরকাহা আচারের খোসবায়। মুরগি জবাই করা হয় এক দঙ্গল। তারপরে হৃদপিণ্ড ফুসফুস যকৃত ছাড়িয়ে রুটি মাংস আর তিনরকম সাবেকী মদ ভরে সেগুলো বারোয়ারি উনুনে রোস্ট করতে দেওয়া হয়। এর সব কথাই মনে আছে, কেননা এই দিনই বড় রকম একটা জিনিস শেষ হয়ে যায়। একটা গোটা জীবনে ছেদ পড়ে। অঢেল আঙুর ডুমুর আপেল কুমড়ো তরমুজ কপি গাজর বোঝাই পিপে ছিল একটা। সদ্য তৈরী রুটি আর গ্রীকদের ডিসকাসের (চাকতি) মতো গোল সোনালী রুটি ছিল স্তম্ভের মতো সাজানো। সারাদিন সেই স্তম্ভ ভেঙে রুটি আনা হয়েছে

আর খোসবায়-ভরা জলপাইয়ের তেলে চুবিয়ে খাওয়া হয়েছে। দিনের বেলা লেভিটরা নেচেছে চারবার। কুমারী মেয়েরা খেলাধুলা করেছে আর গান গেয়েছে : 'কবে আমি সুন্দর তরুণ পাব ? কবে আসবে আমার সাহসী প্রেমিক ?' তারপর গ্রামের প্রান্তে এজমালি মঠে হাত ধরাধরি করে তারা বিয়ের নাচ নেচেছে; আর নৃত্যপরা হাস্যময়ী সেই কুমারীদের ঘিরে পুরুষেরা তাল দিয়েছে পা ঠুকে কিংবা করতালি দিয়ে।

নাচের পর রুথের দেখা পাই। জনের চাইতে আমি দু' বছরের ছোট। তাকে কি বলতে হবে তা ভালো করেই জানতাম। রুথের দেখা পেলাম তাদেরই উঠোনে, কিন্তু জুদাসের বাহুবন্ধনে।

মনে হচ্ছে আমি বুঝি কেবল জুদাসের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছি —তার খুঁত বার করতে চাইছি। অথচ কোনো লোক কোনোদিন তার খুঁত ধরেনি। কিন্তু দোষ-ত্রুটি-অনিশ্চয়তা-দ্বিধা-ভয়ভীতি ছিল আমার —জুদাসের নয়। দীর্ঘ-বাহু লম্বা-চওড়া কুৎসিত-দর্শন ছিলাম আমিই। বিশ বছর বয়সে আমারই টাক পড়ে আসে। আমিই তেমন চটপটে ছিলাম না। খানিকটা হাবাই ছিলাম বলতে গেলে। ভাইদের মধ্যে আমি সাইমনই মেনে নিয়েছিলাম, কিভাবে হাতে হাত মিলিয়েছি। আমিই বিবেচনা করতাম সেই কথা। ওদের কেউ তা জানত না। এ সত্ত্বেও ভগবান জানেন, এমন ঘৃণা আমার হয় যে নাচ-গান পান-ভোজন ছেড়ে, মোদিন ছেড়ে, আমি চলে গেলাম এবং রাত অবধি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালাম। মনে হলো, আমি হয়ত নিজের মায়ের পেটের ভাইকেই খুন করে বসতে পারি। জানি, আমি কোনো ক্ষমাই পাব না। শেষ অবধি রাত দুপুরের পর ফিরে আসি।

মাট্রাথিয়াসদের বাড়ির সামনে বৃদ্ধ আদন দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলে সাইমন ?'

'বেড়াচ্ছিলাম।'

'এমনি রাতে কোনো ইহুদি যদি একলা বেড়ায় তো বুঝতে হবে তার মনে শান্তি নেই।'

'আমার মনেও নেই মাট্রাথিয়াস!' তিক্তকণ্ঠে বললাম। জীবনে এই প্রথম বাবাকে নাম ধরে সম্বোধন করলাম। কিন্তু তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। ঈর্ষা-দ্বেষের অতীত এই বৃদ্ধ সেই চাঁদের আলোয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রদ্ধেয় প্রাচীন দাড়িওলা এই বৃদ্ধ ইহুদির আপাদমস্তক সাদা আল-খাল্লায় ঢাকা। মাথার আচ্ছাদন থেকে কালো ডোরাগুলো প্রথমে লম্বাভাবে ঝুলে পড়েছে। ভয়াল সে ছবি! তারপর গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ডোরাগুলো যেন তাঁকে মাটির সঙ্গে শিকড়ের মতো আটকে রেখেছে।

'তাহলে এখন আর তুমি ছেলেমানুষটি নও। বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলবার মতো সাবালক হয়েছ!' তিনি বললেন।

'জানি না সাবালক হয়েছি কিনা। নিজেরই সংশয় আছে।'

'আমার নেই সাইমন।' তিনি বলেন।

তাঁর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকবার জন্য পা বাড়ালাম কিন্তু লৌহ কঠিন হাত বাড়িয়ে তিনি বাধা দিলেন। শান্তভাবে বলেন, 'দ্বেষ নিয়ে ওখানে যাবে না'।

'কি জানেন আপনি আমার দ্বেষের কথা?'

'তোমাকে আমি চিনি সাইমন। তোমাকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখেছি —মায়ের স্তন্যপান করতে দেখেছি। ভালোভাবেই চিনি তোমাকে। তোমাদের আর ভাইয়েদেরও চিনি।'

'চুলোয় যাক আর সব!'

কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই চুপ করে রইলাম। তারপর বেদনা জড়িত কাঁপাগলায় আদন বললেন, 'বলো, এখনও তুমি ভাইয়েদের রক্ষক কিনা!'

জবাব দিতে পারলাম না। অসহায়ের মতো নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো সব শূন্য —সব কিছু আমায় ছেড়ে চলে গেছে। আদন তখন আমায় দুইহাতে জড়িয়ে ধরলেন। খানিকক্ষণ ঐভাবে জড়িয়ে রইলেন! তারপর আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তিনি একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন চাঁদের আলোয়।

অনেক কথাই বোঝানো যায়। কিন্তু তাতেও কিছুই হয় না। যতই আমার মহিমময় ভাইদের কথা বলি না কেন, ততই মনে হয় যেন কিছুই বুঝিনি। শুধু একটি মাত্র জিনিস চির-উজ্জ্বল চির-ভাস্বর অপরিবর্তনীয় অমলিন হয়ে থাকে। সে আমার বাবার ছবি —আমাদের সুপ্রাচীন দেশের চাঁদের আলোয় দাঁড়ানো বৃদ্ধ আদনের চেহারা। আপাদমস্তক শালে জড়ানো এই বৃদ্ধ ইহুদিকে তখন যেমন দেখেছিলাম, সে-ছবি এতদিন পরেও ঠিক তেমনিভাবে আমার চোখের উপর ভাসে। সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই ইহুদিই বলতে পারেন, মিশরে আমরা দাস ছিলাম। এ অনেক আগের কথা। আমাদেরই জাতির ভ্রমণক্লান্ত বিশ্রামকামী বারোটি গোষ্ঠী মরুভূমি পার হয়ে তখন ফেলিস্তিনের বনঘেরা পাহাড় আর উর্বর উপত্যকা দেখতে পায়।

পেরিক্লিস মারা যাবার পর আপেলেসকে পাঠানো হয়। পেরিক্লিস ছিল নেকড়ের মতো। কিন্তু আপেলেস একাধারে নেকড়ে এবং শুয়োর। পেরিক্লিসের মধ্যে তবু খানিকটা হেলিনিয়ানা ছিল; কিন্তু আপেলেসের মধ্যে তার লেশমাত্র ছিল না।

আমি মরে যাবার পর, এমন কি আমার সন্তান কিংবা তাদের সন্তান সন্ততির পরেও যারা পড়বেন, হেলেনিজ কথাটার অর্থ তাদের ভালো করে বোঝা দরকার। আমরা যাকে হেলেনিয়ান বলি তাতে কোনো জাতিকে বোঝায় না। বোঝায় না কোনো সংস্কৃতি কিংবা এথেনস্‌কে। এক সময় গ্রীকরা সুমহান্ গৌরবের অধিকারী হয়েছিল। আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় সে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য চির-জাগরূক। কিন্তু এ তার সোনার স্বপ্নও নয়। জুদিয়াতে যারা মানুষ হয়েছে, যারা কারুকার্যশোভিত পাত্র, কাপড়, যন্ত্রপাতি কি এমনি আরও দশ-পাঁচটা জিনিস নাড়াচাড়া করেছে, এমন কি যে-ভাষায় এখানে কথা বলা হয়, কে না জানে তার সব কিছুই গ্রীকদের অবদান? কিন্তু এই গ্রীকদের সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা পাইনি। আমরা জেনেছি উত্তুরে সিরিয়ান সাম্রাজ্যের মদগর্বী বেজন্মা মহাপ্রভুদের। হেলেনিয়ানা যে কি বস্তু তার সংজ্ঞা তারা নিজেরাই ঠিক করেছে, আর তাই শিখিয়েছে আমাদের পীড়নের মাধ্যমে। এইভাবেই তারা আমাদের হেলেনিয়ানায় দীক্ষিত করে। জ্ঞান ও সৌন্দয দিয়ে নয়—দীক্ষিত করে ভয় বিভীষিকা আর ঘৃণা দিয়ে।

আপেলেস এই নীতির চূড়ান্ত ফল—হেলেনিকরণের চরম ও পরম পরিণতি। খানিকটা মিশরি ভাবের মেশাল ছিল তার মধ্যে। এছাড়া খানিকটা খানিকটা আরও কিছু ছিল। জনদাদার বিয়ের পরের দিন বিছানাওলা এক শিবিকা মোদিনে আসে। বিশটি দাস বইছিল পালকিটা। চল্লিশজন ভাড়াটে সৈন্য ছিল পালকির সামনে আর চল্লিশজন ছিল পেছনে। পষ্টই বোঝা যায়, পেরিক্লিসের মতো দুর্ভাগ্য যাতে না ঘটে সেদিকে বেশ হুঁশিয়ার ছিল আপেলেস। সতর্কতায় কোনো খুঁত রাখেনি।

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে আমাদের দোকান-পাটের সামনে পালকিখানা মাটিতে রাখা হয়। মাটিতে রাখতে গিয়ে পালকিবাহী একটি দাস পা মচকে পড়ে যায়। তিড়িং করে লাফিয়ে পালকির বাইরে এসে আপেলেস চারদিকে তাকায়। হাতে রূপোর তার দিয়ে বুননো একটা চাবুক। গুটিসুটি মেরে মাটিতে বসে দাসটি মোচড়ানো পায়ে হাত বুলোচ্ছিল। এক লাফে আপেলেস তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চাবুক মেরে দু'জায়গায় লোকটির পিঠ কেটে দেয়। বেঁটে-খাটো মানুষ হলেও বেশ চটপটে লোক আপেলেস। মোটা-সোটা প্রায় শুয়োরের মতো। মাথা থেকে পা অবধি রাঙাটে মাংসের ভাঁজ। লোকটা মোটেই সুদর্শন নয়। তথাপি জমকাল খাটো ঘাঘরা আর ছোট্ট এক আঙরাখা পরে দুনিয়ার কাছে রূপ জাহির করছে। যেন সানুনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছে দেখো ঘাঘরায় আমার দেহের কত সামান্য অংশ ঢাকা।

পালকি নামাতে-না নামাতেই মোদিনের আবালবৃদ্ধবনিতা ভিড় করে নতুন রক্ষককে দেখতে আসে। পেরিক্লিসের অবর্তমানে দুটি সপ্তাহ শান্তিতে কেটেছে।

কেউ মুখ ফুটে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি ; তবু মনে মনে সকলেই স্বস্তিবোধ করেছে। সবাই অবশ্য জানত যে এ সুখের দিনও শেষ হবে। সব ভালো জিনিসই তো এমনি করে ফুরিয়ে যায়।

দাসটির পিঠে যখন সে চাবুক মারে, আমরা তখন সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

দাস ও চাকর বোঝাতে আমাদের ভাষায় একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। কোনো দাসকেই আমাদের মধ্যে সাত বছরের বেশী দাসত্বে রাখা যায় না! স্মরণাতীত কাল থেকে এই-ই আমাদের শাস্ত্রের লিখিত বিধান। মুক্তির এই পবিত্র বিধান অনন্তকাল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এককালে আমরাও মিশরে দাস ছিলাম। সারা দুনিয়ার প্রতিটি মুক্ত-মানুষ পিছু বহু দাস আছে। প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি শহর চলছে দাসের কাঁধে ভর করে। কিন্তু আমাদের জাত প্রায় দাসহীন। শুধু আমাদেরই দাস বিকিকিনির কোনো বাজার নেই। নর-নারী কেনা-বেচার বাজার সামাজিক বিধানে নিষিদ্ধ। কোনো প্রভু যদি তার দাসকে মারে তো আমাদের বিধানে সে-দাস মুক্তির দাবি করতে পারে। কিন্তু সভ্য জাতির রীতি আলাদা। কাজেই নতুন রক্ষকের চরিত্রের প্রথম প্রকাশ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করি।

ভাড়াটে সৈনিকেরা বর্শা উঁচিয়ে আমাদের সরিয়ে দেয়। মাঝখানকার খোলা গোল জায়গায় পায়চারি করে আপেলেস বেশ খানিকটা চাল দেখায়। তারপর থুতনিটা গলার উপর চেপে পেট ফুলিয়ে পা ফাঁক করে হাত পেছনে দিয়ে দাঁড়ায়। বার কয়েক ঠোঁট চেটে খাসি মোরগের মতো চড়া গলায় অস্ফুট আরেমিক ভাষায় সে জিজ্ঞাসা করে, 'এ কোন গ্রাম? ভারি বিচ্ছিরি জায়গা। গ্রামের নাম কি?'

কেউ জবাব করল না। তখন লেসের একখানা রুমাল বার করে আলতো-ভাবে সে নাকের উপর বুলোয়। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'ইহুদি। ইহুদির গন্ধে আমার ঘেন্না করে! ব্যাটাদের চেহারা হালচাল আর দেমাক দেখলে গা জ্বলে যায়! দাড়িওলা জঘন্য জানোয়ার যত! সহজ করে আবার বলছি, ইহুদিদের আমি ঘৃণা করি!' তারপর মুশা বেন সাইমনের বারো বছরের ছেলে দাভিদের দিকে তর্জনীর ইশারা করে জিজ্ঞাসা করে, 'এই গ্রামের নাম কি?'

'মোদিন।' ছেলেটি জবাব দেয়।

'আদন কে?' আবার জিজ্ঞাসা করে আপেলেস।

সামান্য এগিয়ে বাবা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর গায়ে ডোরাকাটা আলখাল্লা। হাতদুটো ভাঁজকরা। বাজপাখীর মতো মুখখানা ব্যঞ্জনাহীন। অসামান্য মহিমান্বিত সে মূর্তি। 'তুমিই আদন?' ব্যঙ্গের স্বরে আপেলেস

জানতে চায়। 'শত শত নোংরা গ্রাম আর প্রত্যেকটার এক একটা করে মোড়ল। কেউ আদন —কেউ এটার মুরুব্বী —কেউ ওটার মুরুব্বী!' প্রায় নাকী-স্বরেই সে ব্যঙ্গ করে। 'নাম কি তোমার? নাম কিছু আছে না নেই?'

'আমার নাম মাট্টাথিয়াস বেন জন বেন সাইমন।' গম্ভীর গাঢ়কণ্ঠে আদন জবাব দেন। খাসি মোরগের কক্-ককানির সঙ্গে বৈষম্য দেখাবার উদ্দেশ্যেই যেন গলার স্বরটা তিনি আরও খানিকটা গম্ভীর করে নিলেন।

'তিন পুরুষের হিসাব!' মাথা নেড়ে আপেলেস বলে। 'বিটকেল হোক, দীন ভিখারী হোক, কি দাস হোক, এমন কোনো ইহুদি কি কোনো কালে ছিল যে ব্যাটা তিন ছয় কি বিশ পুরুষের ফিরিস্তি দিতে পারে না?'

'কোনো কোনো জাত না জানলেও, আমরা আমাদের বাপ-দাদার নাম জানি।' মোলায়েমভাবে বাবা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে আপেলেস ঠাস করে তাঁর গালে চড় মারে।

আদন নড়লেন না। কিন্তু তাবৎ লোকের মধ্যে একটা আর্ত চীৎকার ওঠে। জুদাস আমার পাশেই ছিল। লাফ দিয়ে সে এগোবার চেষ্টা করতেই হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত করি। ভাড়াটে সৈনিকদের উদ্যত বর্শা আর সবাইকে নিরস্ত করে। আপেলেসের সঙ্গে আমার পরিচয় এই সবে শুরু। কিন্তু যে ঘৃণিত জঘন্য রক্তের লোভে এতগুলো রক্ষক বহু ইহুদি গ্রাম কসাইখানায় পরিণত করেছে, তার পরিচয় ইতিপূর্বেই পেয়েছি।

'ঔদ্ধত্য আমি সইব না। অবাধ্যতাও না।' আপেলেস বলে। 'রক্ষক আমি। যে মহান্ স্বাধীন সংস্কৃতির জন্য গ্রীসের নাম আর সভ্যতা সমার্থক হয়েছে, সেই সংস্কৃতির খানিকটা তোমাদের বোঝানো আর এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে তার প্রচার করাই আমার কাজ। পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে বুঝবে, কিংবা পূর্ব পশ্চিমকে বুঝবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। তবু মানবজাতির কল্যাণের জন্য খানিকটা চেষ্টা করতে হবে বৈকি! এজন্য স্বভাবতই অর্থের প্রয়োজন। তা অর্থের অভাব হবে না। কঠোর হতে আমি চাই না। নায্য লোক আমি। ন্যায়-ধর্ম অনুসারেই শাসন করব। যাই হোক, রাজপ্রতিনিধিদের নিরাপদে চলাফেরার ব্যবস্থা করতেই হবে। পেরিক্লিস হুশ করে শূন্যে মিলিয়ে যায়নি। তাকে খুন করা হয়েছে। সে-হত্যার শোধ তুলতেই হবে। প্রতিটি গ্রামকে এজন্য দায়ী করা হবে। এইভাবেই গোটা দেশে আইন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে —এইভাবেই ফিরে আসবে শান্তি ও নিরাপত্তা।'

এরপর আপেলেস থামে; নাকের ডগায় আবার রুমালখানা বুলোয়। তারপর সহসা হাঁক দেয়, 'জেসন!'

পিতলের বর্মপরা ঘামে-ভেজা নোংরা ভাড়াটে সৈনিকের ক্যাপ্টেনটি অমনি লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসে।

'এদের যে কেউ।' অস্ফুটকণ্ঠে আপেলেস বলে।

ভাড়াটে সৈনিকের ক্যাপ্টেনটি গ্রামবাসীদের সারির সামনে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। শিক্ষক লেবেলের আট বছরের মেয়ে দেবোরার সামনে সে থেমে দাঁড়ায়। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি। যেমন চটপটে তেমনি ফুটফুটে সাদা মুখ। পিঠে কালো চুলের জোড়া বেণী। ভাড়াটে সৈনিকের ক্যাপ্টেনটি চট করে খাপ থেকে তরোয়াল বার করে এমন কায়দায় মেয়েটির গলায় বসিয়ে দেয় যে সে একটা আর্তনাদও করতে পারেনি। রক্তাপ্লুত হয়ে নীরবে মাটিতে নেতিয়ে পড়ে।

কেউ নড়ল না। শুধু মায়ের বুক-ফাটা কান্না আর বাপের আর্ত চীৎকার। কিন্তু আর সবাই চুপ —অনড়। একটা গুঞ্জন ওঠে। আপেলেস তখন পালকিতে ফিরে যায়। উদ্যত বর্শা আর তরোয়াল নিয়ে ভাড়াটে সৈনিকেরা পালকি ঘিরে রাখে। তারপর দাসেরা আবার পালকি কাঁধে নেয়। আপেলেস চলে যায় মোদিন ছেড়ে।

দেবোরার মায়ের বুক-ফাটা চীৎকার তার অনুসরণ করে। ক্রমেই সে ক্রন্দনের স্বর চড়াতে থাকে।

নিজের শোকগৃহে মেয়ের শোয়ানো শবের পাশে শোকার্ত লেবেলকে দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। হাত পা ছুঁড়ে অঝোরে কাঁদছে শুধু। বেদনাক্লিষ্ট মুখ এই ছোট্ট মানুষটি এতদিন আমাকে আলেফ বে গিমেল প্রভৃতি শিখিয়েছে। পড়া শিখিয়েছে লাঠির ভয় দেখিয়ে। এলিজারের পিঠে হামেশাই এ-লাঠি পড়ত। কোনো সকালে যদি তার ব্যতিক্রম হতো তো ভয়ে ভয়ে সে ফিক করে হেসে ফেলত। আজকে সেই মানুষই সমস্ত গাম্ভীর্য আর ক্ষমতা হারিয়ে শোকে মুহ্যমান অবস্থায় দাপাদপি করে।

তার স্ত্রী কাঁদছে আর এক ঘরে। মেয়েরাও শোক করছে তার সঙ্গে। কিন্তু লেবেল বসে আছে ছেলেদের মধ্যে। জামা-কাপড় শতছিন্ন। মুখে-দাড়িতে ছাইমাখা। শুধু ছটফট করছে আর ককিয়ে কাঁদছে।

আমি বললাম, 'শেষকৃত্যের জন্য আদন এখুনি আসবেন।'

'ভগবান আমার উপর বিমুখ —ইস্রায়েলের উপরও বিমুখ!'

'তখন আমরা শেষকৃত্য করব।'

'তাতে কি আমার মেয়ে ফিরে পাব? তিনি কি ওর প্রাণ দিতে পারবেন?'

'সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে লেবেল।'

আর কি বলতে পারতাম?

'ভগবান আমার উপর বিমুখ......'

তারপর আমি মাট্টাথিয়াসের ঘরে যাই। সিডার কাঠের মস্তবড় একটা টেবিলের পাশে তিনি বসেছিলেন। যতদিনের কথা মনে পড়ে, এই টেবিল-

খানাই আমাদের পারিবারিক জীবনের মিলন-কেন্দ্র। সকালে এখানে বসে রুটি খাওয়া হয়, রাত্রে খাই দুধ। এইখানে বসেই পাসওভার উৎসব পালন করা হয়, আর এইখানেই ভাঙা হয় এটোনমেণ্টের উপোস। সেই টেবিলেই মাথায় হাত দিয়ে বাবা বসেছিলেন। ডোরাকাটা আলখাল্লাটা তখনও তাঁর গায়ে। এলিজার আর জোনাথান চুলোর পাশে গুটিস্থুটি মেরে বসে আছে। জুদাস কিন্তু পায়চারি করছে আর শিস দিয়ে করুণ স্বর ভাঁজছে।

'এই যে সাইমন।' আদন বললেন।

'সব কিছু জানে সাইমন।' বোঁ-করে আমার দিকে ঘুরে হাত দু'খানা বাড়িয়ে চড়াগলায় জুদাস বলে। 'আমার হাত কি রক্ত-মাখা, না পরিচ্ছন্ন?'

টেবিলের পাশে বসে আমি খানিকটা দুধ ঢালি এবং রুটি ভেঙে নিই।

আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তারস্বরে জুদাস বলে, 'তুমিই তো আমায় আটকে রাখলে! কুত্তাটা যখন বাবাকে মারে, তুমিই তো আটকে রাখলে! আর মেয়েটাকে যখন······'

'তুমি মারা গেলে কি নতুন কিছু হতো?'

'লড়াই করে মরাও ভালো।'

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। খেতে খেতে সায় দিয়ে বলি, 'তা বটে! ওরা আশী জন —সবাই সশস্ত্র, সবাই বর্মপরা, আর গোটা মোদিনে আশীজন লোকও নেই। বল্লম বা তরোয়ালও নেই কারও। ভাড়াটে সৈনিকদের কাছ থেকে যা যোগাড় করেছি তা ছাড়া বর্মও নেই একটিও। এ অবস্থায় চটপটই ওরা কাজ সাবাড় করতে পারত। গোটা গ্রাম রক্তে ভেসে যেত। ছোরা আমাদের আছে; আর তীর-ধনুক···।' কয়েকটা চিবানি দিয়ে খানিকটা দুধ খেয়ে নিলাম। মনের তিক্ততাও খানিকটা কমে আসে। 'তীর-ধনুকও আছে মাটির তলায়। এক সময় আমরা ধানুকীর জাত বলে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আজকে কোথাও ধনুক পাওয়া গেলে প্রাণদণ্ড হয়। তাই সেগুলো মাটির তলায়।'

'এইভাবেই তাহলে বাঁচতে হবে!' জুদাস বলে।

'জানি না। আমি সাইমন বেন মাত্তাথিয়াস —সাধারণ চাষী। আমি ভবিষ্যৎদর্শীও নই, পয়গম্বর কিংবা রাব্বিও নই। আমি কি জানি?'

বাহু প্রসারিত করে হাত দু'খানা টেবিলের উপর রেখে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে জুদাস বলে, 'তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

'ভয় খানিকটা পেয়েছি বটে। আজই ভয় পেয়েছিলাম। আবারও পাব।'

জুদাস তখন ধীরে ধীরে বলে, 'একদিন ···ভয় যারা পাবে না একদিন, তাদের আমার অনুগামী হতে বলব। কোথায় তখন থাকবে তুমি?' সেইদিনই বুঝলাম, এই উনিশ বছরের ভাইটি অন্য সব লোকের চাইতে আলাদা।

'খুব হয়েছে !' আদন বললেন। 'সব সময় তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করবে নাকি ? দেশে শোকতাপের অভাব নেই। গোটা দেশ রক্তে নেয়ে গেছে। আজ রাত্রে লেবেলের বাড়ি গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাও। ভগবানের কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা কর। আমিও যাচ্ছি।'

আমি খেতে থাকি। জুদাস কিন্তু আগের মতোই পায়চারি করতে থাকে। তারপর আচমকা সে থেমে দাঁড়ায়, আদনের মুখোমুখি হয়ে বলে, আজ থেকে কোনো মানুষের কাছে আমি ক্ষমা চাইব না।

সময় চলে যায় ! রৌদ্রস্নাত আমাদের এই দেশে সব ব্যথাই চটপট সারে। খুব বেশী দিন পরের কথা নয়, একদিন দেখি, জুদাস পাহাড়ের গায়ে মেষ চরাচ্ছে। আমার দিকে চেয়েই সে হেসে ওঠে। সে-হাসি আজও আমার মনে পড়ে। তার হাসি, আমার ভাই জুদাসের হাসি ভোলবার জিনিস নয়, সে-হাসির আকর্ষণও এড়ানো যায় না।

'এসো, আমার পাশে বসো সাইমন —আমার ভাই হও।' সে বলে।

পাশে বসে বললাম, 'আমি চিরদিনই তোমার ভাই।'

'জানি —জানি। কিন্তু তবু তোমায় আঘাত করি। কেন এমন হয় বলতে পারি না। সারা জীবন তোমায় ব্যথা দিচ্ছি। তাই না সাইমন ?'

'না, তা সত্যি নয় !' আমি বলি। ইতিমধ্যেই সে আমায় বশে এনেছে। কোনো লোককে যদি জয় করতে হয় তো এইভাবেই সে তাকে বশে আনে।

'অথচ নিজে কোনোদিন ব্যথা পেয়ে যদি ভুলতে চেয়েছি, যদি কখনো চোখের জল মোছাবার প্রয়োজন হয়েছে তো আদনের কাছে যাইনি, মরা মায়ের কাছেও যাইনি কোনোদিন — যাইনি জনের কাছেও. তখন তোমার কাছেই ছুটে গেছি ভাই সাইমন !'

তার দিকে চাইতে পারলাম না। সেই পাথর-খোদা সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, সেই আয়ত সুনীল চোখের দিকে তাকাবার কোনো ইচ্ছাও আমার ছিল না।

'যখন ভয় পেয়েছি, তখনও তোমারই বুকে ছুটে গেছি সাহস ফিরে পাবার জন্য।'

'কবে রুথের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে ?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'একদিন হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি কি করে জানলে সাইমন ? সব কিছুই তুমি জানো, তাই না ? দিনকাল ভালো হলে একদিন হবে নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু দিনকাল আর ভালো হবে না।'

'নিশ্চয় হবে। বিশ্বাস কর সাইমন, নিশ্চয় হবে।'

তারপর দু'জনেই খানিকক্ষণ পাশাপাশি শুয়ে থাকি। আমি চেয়ে থাকি শূন্যে ; আর জুদাস একদৃষ্টে লক্ষ্য করে উপত্যকার মুখের আঁকাবাঁকা গিরিপথ। সবকটি গিরিপথই সমভূমি-মুখো।

'মানুষ কি করে লড়াই করে?' সহসা সে প্রশ্ন করে।

'তার মানে?'

'কিভাবে লড়াই করে মানুষ?'

'এ অদ্ভুত প্রশ্ন!'

'অথচ মনে মনে আমি শুধু এই প্রশ্নই আলোচনা করছি।' জুদাস বলে। 'দিনের পর দিন আর কোনো প্রশ্নই মনে জাগেনি। শুধু ভেবেছি, কেমন করে মানুষ যুদ্ধ করে? জবাব দিচ্ছ না কেন সাইমন? কেমন করে লড়াই করে?'

জবাব না দিয়ে উপায় নেই। জুদাসের ভাই হও, তার চাকর হও কি অনুগামী হও, অন্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সে-সম্পর্ক তার সঙ্গে রাখবার উপায় নেই। সে তোমাকে আপন করে নেবে—একাত্ম করে ফেলবে। কথার যদি কোনো সত্তা থাকে তো মনে হবে, তুমি যেন তার কথায় ভর করে ঝুলছ।

'কি করে যুদ্ধ করে? কেন, অস্ত্র নিয়ে—সৈন্য নিয়ে!'

'বাহিনী নিয়ে, না!' জুদাস বলে। 'বাহিনী মানে ভাড়াটে সৈন্য। সব বাহিনীই তাই। ভাড়া-খাটা মানুষ! সারা দুনিয়ার মানবজাতি তিন ভাগে বিভক্ত।' চিৎ হয়ে শুয়ে বাহু প্রসারিত করে একদৃষ্টে সে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকে জুদিয়ার নীল আকাশের পানে। পাতলা লেসের মতো ছেঁড়া মেঘ আনাগোনা করছে সে আকাশে। মনে হয় যেন নতুন শণ লেগে আছে তাঁতে। তারপর মোলায়েমভাবে বলে, 'মাত্র তিনটি দল আছে। একদল দাস, আর একদল দাসের মালিক আর তৃতীয় দল ভাড়াটে সৈন্য। ভাড়াটে সৈন্য মানে ভাড়াটে খুনী। মাইনের জন্য খুন করাই তাদের পেশা। সে গ্রীসের জন্য হোক, মিশরের জন্য হোক, সিরিয়ার জন্য হোক কি পশ্চিমের নতুন প্রভু রোমের জন্যই হোক! নিশ্চয়ই জানো সাইমন, রোমের জন্যও করছে। কিন্তু রোম এদের নাগরিক অধিকার দেয় বলে কম মাইনে দিচ্ছে। তবু সব জায়গার হালই এক—সর্বত্রই ভাড়াটে সৈন্য!' মুহূর্তের জন্য সে চুপ করে; তারপর আবার বলতে থাকে, 'মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমরা সিরিয়ার ভাড়াটে বাহিনীকে মিশরের দিকে যেতে দেখেছিলাম? নোকরিদের মধ্যে যুদ্ধের রূপ বরাবর এক। কোনো রাজা হয়ত দশ-বিশ-চল্লিশ হাজার ভাড়াটে ফৌজ সংগ্রহ করল; তারপর চলল কোনো শহরের বিরুদ্ধে অভিযানে। সেই শহরের রাজা যদি যথেষ্ট ভাড়াটে সৈন্য যোগাড় করতে পারে তো কোনো মাঠে মুখোমুখি হয়ে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত খুনোখুনি চলে। না হলে তারা শহরের ফটক বন্ধ করে দেয় আর শুরু হয় অবরোধ। যুদ্ধে লাভের হিসেবটাই বড়—আর কিছু নয়। আচ্ছা সাইমন, কখনো কি ভেবে দেখেছ, সাত বছর পরে কেন আমরা দাসদের মুক্তি দিই?'

'এই তো শাস্ত্রের বিধান।' আমি বলি। 'চিরকালই এই রীতি ছিল। আমরা নিজেরাও তো মিশরে দাস ছিলাম। কি করে ভুলবে সে কথা?'

'আদনও এই জবাবই দিতেন।' হেসে বলে জুদাস। 'মিশরের কাহিনী অনেক দিন আগেকার। আচ্ছা, ভেবে দেখো না কেন, দাস, দাসের মালিক আর ভাড়াটে ফৌজ ছাড়া আর একটা জাতও দুনিয়ায় আছে—তারা ইহুদি।'

'কিন্তু দাস তো আমরাও রাখি।' আমি বলি।

'আমরা তাদের মুক্তি দিই—তাদের বিয়ে করি। আমাদের সঙ্গে এক করে নিই। ভাড়াটে ফৌজ আমাদের নেই কেন?'

'জানি না। কখনও সে-কথা ভেবে দেখিনি।'

'তবু আমাদের নেই তো! যখন যুদ্ধ থামে, সিরিয়ার গ্রীক কি মিশরিরা যখন আমাদের দেশে আসে, ছোরা আর তীর-ধনুক নিয়ে আমরা তাদের সম্মুখীন হই! অশিক্ষিত এক জনতা মুখোমুখি হয় সুশিক্ষিত বর্মপরা একদল খুনীর। মুখোমুখি হয় এমন একদল মস্তিষ্কহীন লোকের—যুদ্ধের জন্যই যাদের জন্ম, যুদ্ধের জন্যই যারা প্রতিপালিত, আর শুধু যুদ্ধের জন্যই যাদের বেঁচে-থাকা। সেদিন মোদিনে যেমন কুচিকুচি করে কাটতে পারত, তেমনি কুচিকুচি করেই এরা কাটে আমাদের।'

খানিক বাদে আবার সে বলে, 'ভাড়াটে ফৌজ আমাদের থাকতে পারে না। ভাড়াটে ফৌজ যদি রাখো তো যুদ্ধ না করে উপায় নেই। না হলে তাদের মাইনে দেবার অর্থ পাবে কোথায়? আমরা যুদ্ধ করি শুধু নিজেদের দেশরক্ষার জন্য। নোকরিদের মতো, কি অজ্ঞাত-কুলশীলদের মতো যদি আমরা সোনা কি দাসের লোভে লড়াই করি তো আমরা তাদেরই মতো হয়ে যাব।'

তারপর আপন মনে সে বলে যায়, 'সেদিন আপেলেসকে আমি দু'ভাগ করে ফেলতে পারতাম—তাকে নিঙড়ে ফেলতে পারতাম পাকা তরমুজের মতো। গতর খাটিয়ে একদিনও সে কাজ করে দেখেনি নিশ্চয়। যখন সে স্নান করে, গা মোছাবার জন্য একটা দাস তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলে ধরে। তবু সে আশীজন ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে এসেছে, আর আশী হাজারের বল আছে তার পেছনে।'

'সত্যিই তো!'

'ব্যাটা আমাদের নোংরা ইহুদি বলে গালাগাল দেয়—বাবার গালে চড় মারে—একটি বালিকার গলা কেটে ফেলে—তিনশো গ্রামেই এমনি অত্যাচার চালায়, তবু আমরা চুপ করে থাকি!'

'থাকি তো!'

'হাঁ, যতক্ষণ অসহ্য না হয় ততক্ষণ থাকি; তারপর বিশৃংখল জনতার মতো যখন তাদের সম্মুখীন হই, তারা আমাদের কচুকাটা করে।'

এই ভাইয়ের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া কি বলবার আছে আমার ? সে যেভাবে দেখছে, তেমনিভাবে কোনোদিনই আমি ভেবে দেখিনি।

'দাস আমরা রাখি না।' একইভাবে জুদাস বলে যায়। 'কারণ দাস রাখলে প্রয়োজন সোনার, তার মানে যুদ্ধের। কারণ, সোনা তো আর খুব বেশী নেই! তারপর আর একজন যেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে, অমনি নিজেকে বাঁচবার জন্য শহর ঘিরে প্রাচীর তুলতে হয়। কিন্তু আমাদের এ সবের কোনোটার বালাই নেই—না আছে শহর, না-আছে দাস, না আছে সোনা, না আছে ভাড়াটে বাহিনী।'

'তা বটে, এর কোনোটাই আমাদের নেই।' সায় দিয়ে বলি।

'কিন্তু আমাদের আছে দেশ। কচুকাটা না হয়ে যাতে যুদ্ধ করা যায়, তার একটা পথ যে-করেই হোক বার করতে হবে। প্রাচীর না তুলে এদেশের মাটিকেই প্রাচীর বানাতে হবে। যেমন করে হোক, পথ বাতলাতে হবেই।'

একদিন খুব ভোরে দিবা-রাত্রির সন্ধিক্ষণে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দিন ও রাত্রির সঙ্গমে চরাচরে তখন অসীম এক ধূসর রূপ ফুটে বেরিয়েছে। দুটোই এই মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়েছে যেন। রাব্বিরা বলেন, দুনিয়ায় যখন দিন-রাত মাস-বছর ছিল না, যখন শুধু অবিচ্ছিন্ন চরাচর-ব্যাপী এক মহাশূন্যতা ছিল, এই মুহূর্ত সেই কালের চিরন্তন স্মারক। ভাইয়েরা, আমি এবং আদন বরাবরই আমাদের ঘরের বড় কামরাটায় শুতাম। ঐ একটি মাত্র কামরাই ছিল। মেঝেতে খড়ের বিছানা পেতে শোওয়া হতো। জনের বিয়ের পর এখন শুই পাঁচজনে। পাশ ফিরে দেখি, অস্পষ্ট কালো ছায়া-মূর্তির মতো আদন জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে পেরিক্লিসের তরোয়ালখানা। নিশ্চয়ই রাত্রে যে কোনো সময় সেখানা বার করে এনেছেন। তরোয়ালখানা আমরা চালের কড়ির ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নীরবে, প্রায় নিঃশব্দে আমি তাঁর ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করতে লাগলাম। খাপ থেকে খুলে তিনি তরোয়ালখানা ধরে রাখলেন। ধরবার ভঙ্গী দেখে তাঁকে আনাড়ী বা অনভ্যস্ত বলা যায় না। কয়েক মুহূর্ত চলে যায়। খোলা তরোয়ালখানা ধরে তেমনিভাবেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। কোনো ভয় বা শঙ্কা আমার হয়নি। কিন্তু কৌতূহল হয়। অবাক হয়ে ভাবি, মনে মনে কি ভাবছে এই বৃদ্ধ! সুপ্রাচীন ইস্রায়েলের শ্রদ্ধেয় প্রবীনদের মানসিক চিন্তাধারার সঙ্গে যিনি নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন, অমনি-ভাবে তরোয়ালখানা ধরে কি কথা তাঁর মনে জাগছে?

খানিক বাদে তিনি তরোয়ালখানা নাড়াচাড়া করতে থাকেন। মনে হয় যেন ওজনটা আন্দাজ করে নিচ্ছেন, বুঝি পরখ করে দেখছেন অসিচালনার কায়দা-কৌশল, যাতে সময় উপস্থিত হলে কোনো অসুবিধা না হয়। তারপর

আস্তে আস্তে তিনি একটা নিভৃত কক্ষের দিকে যান। সে-ঘরে জলপাইয়ের তেল-ভরা বড় বড় মাটির কলসী রাখা হয়। একটার ঢাকনি তুলে তরোয়ালখানা তিনি তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। তারপর আবার ঢাকনি দিয়ে কলসীটার মুখ আটকে দেন। বেশ নিরাপদ জায়গাতেই রাখা হয়। তাছাড়া, হাতের কাছেই রইল তো!

আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি।

এই ঘটনার প্রায় হপ্তা দুয়েক পরে —সামান্য এদিক-ওদিক হতেও পারে, অর্ধনগ্ন আলুথালু রক্তাক্ত পা, তিনটি স্ত্রীলোক সহসা একদিন টলতে টলতে মোদিনে আসে। একজনের বুকে মরা শিশু, একজন তরুণী, আর অপরজন বৃদ্ধা। এরপর চার-পাঁচ দিন ধরে মোদিন ও পড়শী গ্রামে স্রোতের মতো শরণার্থী আসতে থাকে। এই তিনটি মেয়ে দিয়েই তার শুরু।

সবারই মুখে এক ধরনের সংক্ষিপ্ত মর্মান্তিক কাহিনী। জেরুজালেমের বাসিন্দা এরা। শহুরে লোক। অনেকেই নিজেদের ইহুদি বলে মনে করে না। এরা চেয়েছে গ্রীক হতে, কিংবা হেলেনিয়ানায় গ্রীকদেরও হার মানাতে। সভ্য সংস্কৃতিবান এরা। দাড়ি রাখা, সুতীর প্যান্ট-পরা কি ডোরাকাটা আলখাল্লা গায়ে দেবার অভ্যাস এরা অনেক আগেই চুকিয়ে ফেলেছে। এদের পরনে ঘাঘরা, পা দুটো নগ্ন। এমন কি সুন্নতের চিহ্ন লুকোবার জন্যও এদের অনেকেই যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচার করিয়েছে। অনেকেই কথা বলে গ্রীক ভাষায়; আর ভাব দেখায় যেন হিব্রু কি আমেরিক ভাষা তেমন ভালোভাবে বলতে জানে না। কাজেই যা ঘটেছে তাতে এদের দশা আরও মর্মান্তিক হয়ে পড়েছে।

রাজাধিরাজ আন্তিয়কাস এপিফানেস এ-দেশ শাসন করতেন আন্তিয়ক থেকে। জেরুজালেমের জন্য তিনি এক নতুন রাজপ্রতিনিধি পাঠান। এই নতুন লাটের নাম আপোলোনিয়াস। মোদিনের পক্ষে আপেলেস যা, ব্যাপক অর্থে, জেরুজালেমের পক্ষে এই নতুন লাটও তাই। আশীর জায়গায় তিনি দশ হাজার ভাড়াটে ফৌজ নিয়ে আসেন। তাছাড়া, এই নতুন-ইহুদিদের সংস্কৃতির কদরও লোকটা বোঝে না। যাই হোক, মাইনে আদায় করবার জন্য এক রবিবারে তিনি ভাড়াটে সৈনিকদের রাস্তায় ছেড়ে দেন এবং তরোয়ালখানাও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেন। দিনটি বেছে নিয়েছিলেন ভালোই। এই পবিত্র বারে কোনো ইহুদিই আত্মরক্ষার জন্যও হাত তুলবে না। দিনভর ভাড়াটে সৈনিকেরা খুন-খারাবি চালায়। শেষ অবধি এমন অবস্থা হয় যে, তাদের হাতিয়ার উঁচু করবার মতো শক্তিও থাকে না। আংটির জন্য তারা আঙুল কেটে নেয়। ব্রেসলেটের জন্য কাটে গোটা হাতখানি। গোটা শহরটাকে তারা কসাইখানায় পরিণত করে। আধপাগলা উদভ্রান্ত জীবিতেরা বলে যে পথে ঘাটে এক হাঁটু

রক্ত জমে যায়। মন্দিরটি ভেঙেও ওরা তচনচ করে -এমন কি বেদীর উপর শুয়োর বলি দেয়।

যে লোক এই সংবাদ দেয়, বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রধান পুরোহিত মেনেলস কোথায় ?'

'আপোলোনিয়াস তাঁকে কিনে নিয়েছে।'

বাবা বরাবরই প্রধান পুরোহিতকে ঘৃণা করতেন। নাম ও বেশবাস উভয়তই লোকটা গ্রীক-অনুকারী। তবু একথা তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি।

'মিথ্যে কথা বলছ তুমি।'

'ভগবান সাক্ষী! তিন তেলেন্ত দিয়ে তাঁকে কিনেছে। তাছাড়া, শুয়োরের রক্ত-মাখা ঐ বেদীর সামনেই মেনেলস উপাসনা করেছেন।'

'কথাটা মিথ্যে নয়!' আর সকলেও সাক্ষী দেয়।

বাবা তখন ঘরে ফিরে যান। রান্নাঘরে ঢুকে একমুঠো ছাই নিয়ে তিনি চুলে-মুখে মাখেন। তারপর অশ্রুবিগলিত চোখে মৃতদের জন্য প্রার্থনা করেন।

জুদাস আমায় বলে, 'স্নান করে জামা-কাপড় পরে নাও। আদন মন্দিরে যাচ্ছেন। আমরাও যাব তাঁর সঙ্গে।'

'তিনি কি পাগল হলেন নাকি ?'

'নিজেই না হয় জিজ্ঞেস কর। তাঁর এমন হাবভাব আমি জীবনে দেখিনি।'

বাবার কাছে চললাম। ভাবলাম, গিয়েই বলব, আপনি কি পাগল হলেন নাকি ? নিজের এবং আমাদের জীবনের ঝক্কি নিচ্ছেন কেন ? সিংহের গহ্বরে মাথা ঢুকিয়ে কি লাভ ? এমনি আরও অনেক কথাই জিভের ডগায় ছিল। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে কিছুই বলতে পারলাম না।

'চান করে নাও সাইমন।' শান্তভাবে আমায় বললেন। 'ভালো করে তেল আর মশলা মেখে নিও। ভগবানের মন্দিরে চলেছি আমরা।'

মাট্টাথিয়াস আর তাঁর পাঁচ ছেলে আবার জেরুজালেমের মন্দিরে চলল। এই শেষ-যাত্রা। আগে বহুবার যেমন গিয়েছি, এবারেও তেমনিভাবে সার বেঁধে চললাম। সামনে বাবা, তাঁর পেছনে জন, তার পেছনে আমি, আমার পেছনে জুদাস, জুদাসের পেছনে এলিজার আর সব শেষে জোনাথান।

আমরা সবাই এখন সাবালক। সাবেক দিন ফুরিয়ে গেছে। এমন কি জোনাথানও আর ছেলেমানুষটি নেই। তার ঠুনকো লাবণ্য মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কঠিন তারের মতো নরম অথচ পোক্ত আর দৃঢ় একটা কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সে কাঁদবে না। তার দিকে চেয়ে মনে পড়ে, একবার মিথ্যে কথা বলার জন্য জুদাস তাকে কি মারটাই না মেরেছিল। এখন

দু'জনেরই রূপান্তর হয়েছে। জুদাসের দাম্ভিকতা বিদায় নিচ্ছে। সর্বক্ষণ নিজের সৌন্দর্য আর লাবণ্য সম্পর্কে সচেতন এক অতি জঘন্য ধরনের বিনয়ী লাজুক দেমাক তার ছিল। কিন্তু আজ সে-অহমিকার রূপান্তর ঘটছে। ক্রমে সেই দম্ভ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের একাগ্রতার রূপ পাচ্ছে। এ সময়ে সেই রূপান্তরের আভাস মাত্র মালুম হচ্ছে। জুদাসকে যদি হিংসা করে থাকি, বরাবরই যদি তার উপর দ্বেষ-পোষণ করে থাকি, তাহলে সে-হিংসে তখন আমার মধ্য থেকে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। তখনই জুদাসকে এমন দেখাত যে তার বয়সের হিসাব করা অর্থহীন। যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিনই সে বয়সের হিসেব-নিকেশের বাইরে থাকবে। জন এবং এলিজার সরল সাদাসিধে। তাদের বোঝা যায়। কিন্তু জুদাস আমার বুদ্ধির অতীত। আর জোনাথান পারার মতো সদা পরিবর্তনশীল। অনবরতই যে বদলে যাবে।

বিষণ্ণ দেশ-গাঁ পেরিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। যে যে গাঁয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, কোথাও আনন্দের লেশমাত্র নেই। আমাদের গন্তব্যস্থলের কথা শুনে তাদের উৎসাহ যেন আরও নিভে যাচ্ছে। মাট্টাথিয়াসকে যারা চেনে, তারা জিজ্ঞাসা করে, কোথায় চলেছেন আদন? সংক্ষেপে তাদের জানানো হয়, পবিত্র মন্দিরে! শঙ্কায় তারা মাথা ঝাঁকান।

শহরের যতই কাছে আসছি, ততই বেশী বেশী ভাড়াটে সৈন্য চোখে পড়ছে। দেখি, পথের ধারে শুঁড়িখানায় বসে তারা মদ গিলছে। কোথাও কোথাও মেয়ে নিয়ে ঢলাঢলি করছে। ভাড়াটে সৈনিকদের জন্য সবসময় মেয়ে যোগান দেওয়া হতো। আবার কোথাও দেখি, দল বেঁধে মার্চ করে চলেছে।

এতক্ষণে পৌঁছানো গেলো! আদন ইতিপূর্বেই পোশাক ছিঁড়ে মৃতদের জন্য উপাসনা করেছেন। কাজেই তাঁর মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া ফুটে বেরোয়নি। জেরু-জালেমের অবিশ্বাস্য ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়েও তাঁর গতি শ্লথ হয়নি।

শহরের প্রাচীর শুধু ভেঙেই ক্ষান্ত হয়নি। উন্মাদের মতো ভেঙে চুরমার করে তার উপর অগণিত গোঁজ পুঁতে রাখা হয়েছে। প্রতিটি গোঁজের মাথায় ইহুদিদের ছিন্নমুণ্ডের মিছিল। গোটা শহর পচা মাংসের দুর্গন্ধে ভরপুর। রাস্তার শুকনো রক্ত কেউ ধোয়নি। জানলা ও বারন্দা থেকে আসবাব পত্র ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। সর্বত্র ভাঙা চেয়ার-টেবিল-খাট এবং বাসন-কোসনের টুকরো ছড়ানো। পোড়া ঘর-বাড়ির খাঁচাগুলো বীভৎস-দর্শন। মাঝে মাঝে দু' একখানা কাটা হাত বা পা নজরে পড়ে। সব কটা পচা পূতিগন্ধময় —মাছিতে ঢাকা। কবর দিতে নিয়ে যাবার সময় হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে। শহরের সর্বত্র কুকুর ছুটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে ভাড়াটে সৈনিকদের পথচলার শব্দ কানে আসে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে তারা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো ক্ষতি করছে না। এ ছাড়া শহরের পথ-ঘাট জনশূন্য।

বহুদিন আগে ছেলেবেলায় সেই প্রথমবার যখন দাভিদের এই গৌরবময় শহরে আসি, সেবারেও এবারকার মতো ক্রমে ক্রমে উপরে উঠে মন্দিরে আকরাও হয়েছে। মন্দিরটি এখনও খাড়া আছে তা বেশ মালুম হয়। তার ওধারে মাসিডোনিয়ানদের তৈরী সৈনিকদের বসবাসের বিশাল পাথুরে আকরাও (কেল্লা) নজরে পড়ল। কেল্লার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। বস্তুত তাকে আরও দুর্ভেদ্য করার জন্য নতুন প্রাচীর তোলা হচ্ছে। তার চারপাশে বড় লোকের চলা-ফেরার টের পেলাম। কিন্তু মন্দিরটিকে শহরের প্রাচীরের মতোই ভেঙে তচনচ করা হয়েছে—ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে মন্দিরে ঝুলানো মূল্যবান সবকিছু। পালিশ করা দেয়ালে আঁকা হয়েছে অশ্লীল লিঙ্গের প্রতীক আর জানোয়ারের সঙ্গে নর-নারীর যৌন-সঙ্গমের বীভৎস রেখাচিত্র। ভালোই করেছে, সভ্যতার সংস্কৃতির রূপ তো চেনা গেলো!

লেভিটরা তখনও তোরণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পরনে পূজারীর পরিচ্ছদ। আমরা ঢুকতেই তারা বাধা দেবার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু মাট্টাথিয়াসকে দেখে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে পথ ছেড়ে দেয়। আমরা ঢুকে যাই।

ভগবানের অন্দর মহলে, পরম পবিত্র প্রকোষ্ঠে আমরা প্রবেশ করি। এই ঘরেই সাপ্তাহিক বারোখানা রুটির ভোগ আর মোমের দীপাধার রাখা হয়। কিন্তু ঘরখানির দশা কসাইয়ের দোকানের মতো। শুক্‌নো শুয়োরের রক্তে বেদী অপবিত্র। বেদীর মাথায় একটা শুয়োরের মুণ্ড। কাটা মুণ্ডটা যেন অপলকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। একপাশে মস্ত বড় একটা পাত্র-ভরা শুয়োবের মাংস। মেঝেতে হরেকরকম নোংরা জঞ্জাল ছড়ানো।

দরজার সামনে মাট্টাথিয়াস পলকের জন্য থমকে দাঁড়ান। তারপর আবার এগিয়ে যান। জীবনে সর্বপ্রথম সেই সময় আমার বৃদ্ধপিতা আদনের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ রূপ চিনতে পারি। মন্দির আর তিনি যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। রোম, আলেকজান্দ্রিয়া, এথেনস কি ব্যাবিলনের ইহুদিরা এই মন্দিরের দিকে মুখ করে উপাসনা করে। তবু তাদের কাছে মন্দিরটি সামান্য একটা শব্দ কি ছবি বই আর কিছু নয়। অনেকের ভাগ্যেই জীবনে মন্দির-দর্শন হয় না। কিন্তু আদন কখন এই মন্দির না দেখেন? কখন এর মধ্যে হাঁটা-চলা না করেন? কখনই বা এখানে তিনি প্রার্থনা না করেন? কোহান তিনি। মন্দিরের গায়ে আঁচড় দেওয়াও তাঁর গায়ের মাংস কাটার সামিল! বেদীর উপর শুয়োরের মুণ্ড দেখে তাঁর মনের যে কি অবস্থা হয়েছিল, কি করে তা জানব বলুন?

তবু তিনি বিচলিত হননি। সরাসরি বেদীর সামনে এগিয়ে গিয়ে ঐ নোংরার মধ্যেই দাঁড়ান। আমরাও তাঁর অনুসরণ করি। মুণ্ডটা সরিয়ে দেবার জন্য জুদাস হাত বাড়ায়।

'যেভাবে আছে থাক।' গাঢ়কণ্ঠে আদন বলেন।

জন মৃদুস্বরে মৃতদের উদ্দেশে প্রার্থনা শুরু করে। কিন্তু আদন তাকে বাধা দিয়ে বলেন, 'এখানে নয়! এর মধ্যে তুমি মৃতদের উদ্দেশে প্রার্থনা করতে চাও?'

মিনিট কয়েক চলে যায়। আমাদের দিকে পেছন ফিরে আদন দাঁড়িয়েই আছেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি মুখ ঘোরান। তাঁর নিরাসক্ত অবিচল ভাব আমায় অবাক করে। আলখাল্লাটা তিনি পিঠের উপর ঠেলে দিয়েছেন। চালের ফাঁক দিয়ে রোদ পড়ে তাঁর ফিকে রেশমী জ্যাকেটের উপর খেলা করছে। তাঁর দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। লম্বা লম্বা চুলও পেকেছে। ধীর শান্তভাবে তিনি আমাদের দিকে তাকান। একে একে প্রতিটি ভাইয়ের মুখের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। মনে হলো যেন আমাদের মুখের মধ্যে কোনো একটা গুণপনার সুনিশ্চিত আভাস পাবেন আশা করেই তাকাচ্ছেন। শেষ অবধি একদৃষ্টে তিনি জুদাসের দিকে তাকান।

'পুত্র!' আস্তে ডাকেন।

'আজ্ঞা করুন বাবা!' জুদাস জবাব দেয়।

'এই জায়গা যখন সাফ করবে, ভালো করেই কর।'

'যে আজ্ঞে বাবা!' ফিস ফিস করে বলে জুদাস।

'শাস্ত্রমতে ক্ষার মেশানো জল দিয়ে তিনবার সাফ করবে। তিনবার সাফ করবে ছাই দিয়ে। তারপর আবার তিনবার করবে জর্দন নদীর ঠাণ্ডা পরিষ্কার বালি দিয়ে।'

'তাই হবে বাবা!' এমন অস্ফুট কণ্ঠে জুদাস জবাব দেয় যে তা পষ্ট শোনা যায়নি। তার চোখেও জল টলমল করছে।

'এরপর আবার তিনবার পরম যত্নে ধোবে ঠাণ্ডা জল দিয়ে।'

'যে আজ্ঞে বাবা!'

তারপর জনের কাছে গিয়ে আদন তার ঠোঁটে চুমু দিলেন। তারপর দিলেন আমাকে। আমার পর জুদাসকে। তারপর এলিজারকে। সব শেষে জোনাথানকে। তখন তিনি বলেন, 'এখানে আর কিছুই করবার নেই। চলো বাড়ি যাই।'

মন্দির ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু তোরণের কাছে এসে আদন থমকে দাঁড়ান। একজন লেভিটের হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় থাকো?'

ঘাবড়ে গিয়ে লোকটি বলে, 'আকরায়'।

'সেখানে আরও ইহুদি আছে?'

'আছে!'

'কতজন হবে?'

'প্রায় হাজার দুয়েক।'

'সবাই ধনী?' আদন বলে চললেন। 'সবাই সম্পত্তিবান? সংস্কৃতিবান লোক?'

'হাঁ, সংস্কৃতিবান।' লেভিটটি বলে।

'পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বীপ।' চাপা গলায় আদন বলেন। 'ইহুদিদের দেশে এক টুকরো এথেনস, কেমন তাই না?'

লেভিটটি ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। আদনের শান্ত আচরণের অর্থ সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

'রাজাধিরাজের মিত্র, কেমন, তাই না?'

'হাঁ, রাজাধিরাজের মিত্র।' লেভিটটি বলে।

'ভালো কথা। প্রাচীর-ঘেরা বাড়িতে তারা নিরাপদে বহাল তবিয়তেই আছে। দশহাজার ভাড়াটে সৈনিকের প্রহরা অশিক্ষিত জাত-ভাইদের ক্রোধ থেকে বাঁচাচ্ছে। আচ্ছা, প্রধান পুরোহিত মেনেলসও কি সেখানে?'

'হাঁ! হাঁ! সেখানেই।'

'মেনেলসকে বল, মাট্টাথিয়াস বেন জন বেন সাইমন মোদিন থেকে এখানে এসেছিল সভ্যতার স্বাদ নেবার জন্য। বল, তার পাঁচ ছেলেও ছিল সঙ্গে। হাঁ, আরও বল, আর একদিনও আমরা আসব।'

তারপর আবার আমরা মোদিনের দিকে রওনা হই।

দ্বিতীয় পর্ব

তরুণ ম্যাক্কাবি

আপনি যদি ইহুদি জাতির লোক না হন, যদি আপনি বাইরের লোক, মানে পর হন, অর্থাৎ আমরা যাকে নোকরি বলি আপনি যদি তাই হন তো কি করে বোঝাব আমাদের জাতের লোক যখন ম্যাক্কাবি বলে কি তাতে বোঝায়! কেমন করে বোঝাই ম্যাক্কাবি শব্দের তাৎপর্য ?

সুপ্রাচীন শব্দ ম্যাক্কাবি। শব্দের প্রতি অদ্ভুত শ্রদ্ধা আমাদের জাতের। ধর্মশাস্ত্র, শব্দমাহাত্ম্য আর নীতিশাস্ত্রানুশাসনে বিশ্বাসী জাতি আমরা। আমাদের বিধানে লেখা আছে, কাকেও দাস করে রেখো না —কোনো দাসকে মূর্খ করে রাখবে না। যে জগতে খুব সামান্য লোকই লেখাপড়া জানে, আমাদের নগণ্য ভিস্তিওলারা পর্যন্ত সেখানে লিখতে-পড়তে পারে। তাছাড়া শব্দকে আমরা মূর্খের মতো অহেতুক ব্যবহারের বস্তু বলে গণ্য করি না। ম্যাক্কাবি শুধু প্রাচীন শব্দই নয় —ভারি অদ্ভুত শব্দ। মুশার পাঁচখানি পুঁথি পড়ুন, প্রাচীন কালের যাবতীয় লেখা পড়ুন, কোথাও ম্যাক্কাবি শব্দের সন্ধান মিলবে না। কোথাও লেখা নেই এই শব্দ।

শব্দটির প্রকৃতি এই ধরনের : এটি কোনো উপাধি নয় যে কেউ গ্রহণ করবে। এ মর্যাদা জনসাধারণের দান! শুধু তারাই দিতে পারে। বাবার আমলে কোনো ম্যাক্কাবি ছিল না ; তাঁর বাবার আমলে কি পিতামহের কালেও ছিল না। কিন্তু প্রাচীনদের কাছে, রাব্বিদের কাছে যদি আপনি গিদিয়নের কথা তোলেন তো তাঁরা তাকে গিদিয়ন বেন যোশুয়া বলবেন না। অথচ এইটেই তার নাম। ধীর মৃদুভাবে বলবেন ম্যাক্কাবি। তবু কতজন আর আছে গিদিয়নের মতো ? দাভিদ সম্পর্কে এ কথা তাঁরা বলবেন না। ভগবানের মুখোমুখি দাঁড়াবার সৌভাগ্য যার হয়েছিল সেই মুশাকেও না। কিন্তু বলবেন হেজেকিয় বেন আহজকে কি আরও দু'একজনকে। বলবেন, ওরা ছিলেন ম্যাক্কাবি।

মেলেক কি আদন কিংবা রাব্বির মতো শব্দ এটা নয়। অদ্ভুত শ্রদ্ধেয় অর্থে এগুলোর মানে 'আমার প্রভু।' অবশ্য পুরোপুরি এ অর্থ ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। কিন্তু ম্যাক্কাবি কারও প্রভু নয়। কেউ তার ভৃত্য বা দাস নয়। কালে ভদ্রে জনতার মধ্য থেকেই তার উদ্ভব আর থাকেও তাদের সঙ্গে। অমনি লোককেই ম্যাক্কাবি বলা হয় ; কারণ লোকে তাকে ভালোবাসে। কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন মাকাবেথ শব্দ থেকে ম্যাক্কাবির উৎপত্তি। মাকাবেথ শব্দের অর্থ হাতুড়ি। এই লোক নাকি জনসাধারণের হাতের হাতুড়ির মতো। আবার কারও কারও

মতে, এক সময় শব্দটির অর্থ ছিল 'ধ্বংস করা'। যে এই নামে অভিহিত হতো, জনসাধারণের শত্রুনাশ করাই ছিল তার কাজ। কিন্তু আমি যতদূর জানি, এমন আর দ্বিতীয় শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। সামান্য গুটিকয়েক লোকই এই মর্যাদা পেয়েছেন। এ মর্যাদা লাভের উপযুক্ত খুব কম লোকই দেখেছি।

রাব্বি রাগেশ বলতেন, মাত্র একজন লোকই এ মর্যাদা পাবার উপযুক্ত এবং তাকেই তিনি সে সম্মান দেন।

জেরুজালেম থেকে মোদিনে ফিরে এলাম! আমাদের উপত্যকার প্রাচীর গোটা দুনিয়াকে দূরে ঠেলে রাখে। পাহাড়ে অঞ্চলের প্রতিটি উপত্যকা মরূদ্যানের মতো। আর্ত নর-নারীর প্রতিটি কাতরোক্তি পর্যন্ত সে আটকে রাখতে পারে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মামুলি নিয়ম বাঁধা ধরায় কাল বয়ে যায়। বয়ে যায় বছরে জমি থেকে পাঁচটা ফসল পাওয়ায় —ফসল পাকা, ফসল-কাটা, চারা পোঁতা আর বীজ বোনার কাজে। তবু প্রতিটি দিন আলাদা এবং প্রতিদিনই যেন শেষদিন।

একদিন কোদাল হাতে আমি মাঠ থেকে ফিরে আসি। ঘামে চুপচুপে নোংরা গা! খালি পা, প্যাণ্ট হাঁটু অবধি গুটানো। দেখি, জলপাইয়ের তেলের কলসী থেকে আদন তরোয়ালখানা বার করছেন! জুদাস জানলার কাছে দাঁড়ানো। তার বেশবাস ভ্রমণের উপযোগী। পাহাড়ে পাহাড়ে কঠোর ভ্রমণের উপযুক্ত সাজে সেজেছে। ভারী স্যাণ্ডাল পরা পা পট্টি দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে। ডোরাকাটা আলখাল্লাটা বেলট্ দিয়ে কোমবে বাঁধা কিন্তু পিঠের উপর ভাঁজ করা। টেবিলের উপর রুটি, শুকনো ডুমুর আর কিসমিসের একটা পুঁটলি। দু'জনের মুখের দিকেই তাকালাম, কিন্তু কেউ কথা বলল না। তখন জলপাত্রের কাছে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। হাত মোছবার সময় দেখি, পেছনের উঠান থেকে এলিজার ঘরে ঢুকছে। হাতে জুদাসের শিঙের ধনুক আর কিছু তীর। পেছনের উঠানেই পোঁতা ছিল এগুলো।

জুদাসের হাতে তীর-ধনুক দিয়ে সে বলে, 'এই নাও ফের জিজ্ঞাসা করছি —যেতে পারি?'

'না'। জুদাস সংক্ষেপে জবাব দেয়।

আদন তরোয়ালখানা মুছছেন। বলেন, 'তোমার পক্ষে এখানা বেজায় ভারী হবে। তুমি তো তরোয়াল চালাতে অভ্যস্ত নও পুত্র!'

'শিখবার অনেক কিছুই আছে! তবে আমার বিশ্বাস, তরোয়াল খেলা খুবই সহজ। খাপটা আমায় দেবে কি?' এলিজারকে জিজ্ঞাসা করে জুদাস।

'কোথায় যাচ্ছ?' আমি জানতে চাই।

'জানি না।'

'কোথায় যাচ্ছে ?' বাবাকে জিজ্ঞাসা করি।

বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকান। ধনুকের একটা ছিলা আঙুলে পেঁচিয়ে গোল করে জুদাস থলির মধ্যে রেখে দেয়। ছোট্ট ধনুকটি ও তীরগুলি রাখে কোটের তলায় বেলটে আটকে।

'জবাব দাও!' ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করি। 'জিজ্ঞাসা করছি কোথায় চলেছ ?'

'বলছি তো —জানি না।'

'কে জানে ?'

'পাহাড়ে যাচ্ছি।' খানিকটা ইতস্তত করে জুদাস বলে, —'গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াব। জনতার মধ্যে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কেন ?'

'জানতে চাই কি তারা করবে।'

'কি করাতে চাও তাদের দিয়ে ?'

'জানি না। সেই জন্যই তো যাচ্ছি।'

টেবিলের পাশে পাতা বেঞ্চির উপর বসে পড়ি। এলিজার খাপটা নিয়ে আসে। জুদাস তরোয়ালখানা খাপে ভরে। পিঠে ঝুলিয়ে নেয় আলখাল্লার তলায়।

জুদাসের এই কাজকর্মের মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসচেতনতা নেই। এই অবিশ্বাস্য বাস্তব সত্য আমায় ক্ষুব্ধ করে। তবু তার অপূর্ব চেহারার দিকে না চেয়ে পারিনি। লম্বা আলখাল্লা ঝুলছে পিঠে। লম্বা চওড়া শক্তিমান চেহারা। অতুলনীয় তার মাথার ভঙ্গী। গালে রাঙাটে কটা দাড়ি। আঁটসাট গোল টুপির তলায় ঝুরি ঝুরি চুল পড়েছে কাঁধের উপর। একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম, কি সে করতে চায়। জোনাথান এইসময় রুথকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। জুদাস ও রুথ দু'জনেই একসঙ্গে উঠনে চলে যায় এবং সামান্য পরেই ফিরে আসে।

'আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।' শেষ অবধি বলে ফেলি।

'আমি একলাই যেতে চাই।' সে জবাব দেয়। তার সঙ্গে তর্ক করার জো নেই। এমন গুণ তার ছিল যাতে তর্ক করা চলে না —যুক্তি তর্ক স্তব্ধ হয়ে যায়। জনও ঘরে আসে। এখন আমরা সবাই আছি। জুদাস তাদের চুমু খায় এবং আমাকে তার সঙ্গে বাইরে যাবার ইশারা করে।

বাইরে এসে খানিকক্ষণ সে আমার দিকে চেয়ে থাকে; তারপর জড়িয়ে ধরে। এই অবস্থায় বরাবরের মতোই আমার তপ্ত তিক্ত ক্রোধ উড়ে যায়।

'দেখো কিছু যেন না হয়।' সে বলে।

'কি হবে শঙ্কা করছ ?'

'জানি না সাইমন। বলতে পারি না। অন্ধকারে আমি পথ খুঁজছি। ওদের দেখো!'

দিন যায়। দিনের পর দিন যায়। প্রতিদিনই অবস্থা একটু একটু খারাপ হয়। খুব বেশী নয়, তবে খানিকটা বটেই। ছোট্ট গৌমদ গ্রামটি মোদিন থেকে ঘণ্টা খানেকের হাঁটা পথ। আপেলেসের ভাড়াটে সৈনিকেরা সেখানে একটা গোটা পরিবারকে খুন করে। অপরাধ, তাদের ঘরের চালে তিনটি তীর পাওয়া গেছে। গৃহকর্তা বেঞ্জামিন বেন কালেবকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।

এদেশে এ জিনিস নতুন। রাজাধিরাজ আন্তিয়কাসের পাশ্চাত্ত্য থেকে আমদানি করা জিনিস। জ্যান্ত অবস্থায় বেন কালেবকে দরজার সঙ্গে পেরেক ঠুকে ঝুলিয়ে রাখা হয়; আর দিনভর ভাড়াটে সৈনিকেরা তাকে ঘিরে রাখে। লোকটার আর্ত চীৎকার তারা সোল্লাসে দেখেছে। তারপর দুই একদিন পরে আমাদের দক্ষিণের এক গ্রামে—জোরাতে, চারটি মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। গাঁয়ের যে লোকটি তাদের ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টা করে তাকে খুন করা হয়। গ্যালিলি, সামরিয়া, ফিনিসিয়া, প্রভৃতি স্থানে ইহুদিরা যেখানে অ-ইহুদিদের সঙ্গে শহরে বসবাস করে, সেখানে তাদের অবস্থা হয় আরও শোচনীয়। পীড়ন ও বেদনার মর্মান্তিক কাহিনী জুদিয়ায় আমাদের কানে আসতে থাকে। তথাপি মোদিনের মামুলি জীবন মোটামুটি আগের মতোই চলে। এখানে আমরা ফসল কেটে আনি—গম মাড়াই—ফল শুকোই—সন্তান-সন্ততি জন্মায়—বুড়োরা মারা যায়। আমরা কলসী ভরে রাখি নতুন জলপাইয়ের তেল দিয়ে—রাতে টেবিলে বসে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করি—গল্প করি পুরনো সুখের দিনের কিংবা আগামী অমঙ্গলের। আমরা সাবেক গান গাই আর গল্প শুনি বুড়োদের মুখে।

জুদাস চলে যাবাব চারদিন পরে সন্ধ্যাবেলা গাঁয়ের জন বারো লোক মাট্রাথিয়াসের টেবিলে জমায়েত হয়! মদ্যপান এবং নাট ও কিসমিস চিবাতে চিবাতে স্বভাবতই তারা নিতান্ত জরুরী বিষয়ে আলোচনা করে। আলোচনা হয় বিদেশী আক্রমণকারীর পায়ের তলায় দুর্বহ জীবন সম্পর্কে। আমাদের জাতি ইতিপূর্বেই এখানে-সেখানে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগেছে। দুঃখকে আমরা হাসি দিয়ে জয় করতে শিখে গেছি। না শিখে উপায় নেই। না হলে অনেক আগেই আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। বেশ মনে পড়ে, সাইমন বেন লাজার রাজাধিরাজ আন্তিয়কাস এবং তিনটি বিজ্ঞতাভিমানী মূর্খের গল্প বলেছিলেন। বহুবার শুনেছি এ কাহিনী। অত্যাচারিত জাতির সাহিত্যে এমনি মর্মান্তিক কাহিনী অনেক থাকে। মনে পড়ে, প্রাণভরে রুথকে দেখবার জন্য সব কথা আমার কানে আসেনি। মায়ের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বসে ছিল রুথ। যেন

উৎসুক হয়ে শুনছে গল্প। ভগবান সাক্ষী, আমি ভেবেছিলাম জুদাসের জন্যই শুনছে। প্রদীপের আলো বাঁকাভাবে তার মুখে পড়ে পালিশ-করা ব্রঞ্জের মতো চামড়ায় একটা চকচকে ভাব সৃষ্টি করেছে। তার মাথার ঈষৎ হেলানো ভঙ্গী, চোয়ালের হাড়ের তলার ছায়া, তার লাল চুলের খোঁপায় যে-ছবি সেদিন রাতে দেখেছি, আজও তা পষ্ট মনে আছে। আগে বা পরে এমন মেয়ে আমি দেখিনি। জুদাস ছাড়া কে তার যোগ্য? প্রাচীন কোহানিম বংশে সে ছাড়া আর কে তার পাশে দাঁড়াতে পারে? চেহারায়, মুখে, অন্তরে কে যুগল হতে পারে তার সঙ্গে?

এইসময় একটা ছাগল ডেকে ওঠে। ডাকটা আমার কানে আসতেই নীরবে বেরিয়ে যাই। না হলে পড়শীদের গরম আলোচনায় বাধা পড়বে যে। ভাবলাম, খোঁয়াড়ে হয়ত পাহাড় থেকে শেয়াল এসেছে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাহাড়ের গায়ে গেলাম। এইখানে এক পাথুরে খাঁচায় পশু রাখা হয়। ছাগল ডাকেনি। দুটো ভেড়ার শিঙে শিঙে আটকে গেছে বলে একটা যন্ত্রণায় ডাকছে। ভেড়া দুটোকে ছাড়িয়ে দিলাম। সেদিনকার সন্ধ্যা এমনি ঠাণ্ডা, এমন মনোরম, চাঁদটা এমন গোল আর উজ্জ্বল ছিল যে ফিরে আসতে ইচ্ছে করল না। চাঁদ দেখা যায় এবং স্নিগ্ধ সমুদ্রের হাওয়া গায়ে লাগে এমনি একটা জায়গায় জলপাই গাছের তলায় কাত হয়ে রইলাম।

আধঘণ্টা খানেক পরে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকে, 'সাইমন! সাইমন!'

'কে ডাকে সাইমন বলে?' জিজ্ঞাসা করি। ভালোভাবেই জানতাম কে ডাকছে। আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে ওঠে—হাত ভিজে যায় সহসা।

'পাগল ছেলে!' খোঁয়াড়ের পাশ দিয়ে আসবার বেলা রুথ বলে। আসবার সময় গুনগুন করে সে গাইছিল, 'বসে বসে কে স্বপ্ন দেখে রূপসী কন্যার?'

'তোমার কি ভালো লাগছে না সাইমন?'

'ভাবলাম খোঁয়াড়ে শেয়াল পড়েছে বুঝি। এখানে তোমার আসা উচিত হয়নি।'

'কেন?' আমার মুখোমুখি দাঁড়ায় রুথ। খালি পায়ের আঙুল দিয়ে আমার স্যাণ্ডাল খোঁটে। 'কেন আসা উচিত হয়নি সাইমন? তুমি তো শেয়ালের হাত থেকে ছাগল বাঁচাতে এসেছ! আচ্ছা, দাভিদের মতো শেয়াল না দেখে যদি সিংহ দেখতে?'

'এই তিনশো বছর জুদিয়ায় কেউ সিংহ দেখেনি।' বিষণ্ণভাবে জবাব দিলাম।

'কখনও তুমি হাস না, তাই না? কিছুতেই তোমার হাসি পায় না সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস? আমার বিশ্বাস, এই মোদিনে, শুধু মোদিনে কেন, গোটা

জুদিয়ায় —সারা দুনিয়ায় তুমিই সব চাইতে অসুখী। আমার পেছন থেকে একটা সিংহ এসে যদি তোমায় গিলে ফেলে তো কি মজাই হয়!'

'তার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

'আলখাল্লাটা যদি পেতে দাও তো একটু বসতে পারি।' হেসে বলে রুথ।

মাথা নেড়ে আলখাল্লাটা বিছিয়ে দিলাম। রুথ বসে পড়ে আমার পাশে। বুঝলাম, সে আমার কথা বলার অপেক্ষা করছে। অথচ আমি যে কি বলব বুঝে উঠতে পারছি না। চুপ করেই বসে থাকি। ধাপে ধাপে চাঁদ উঠছে আকাশে আর গলানো রুপার মতো জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে জুদিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে। শেষমেশ সে বলে, একসময় তুমি আমায় ভালোবাসতে সাইমন; অন্তত আমি তাই ভাবতাম।

অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি।

'তাই ভাবতাম। অনেক দিন ভেবেছি।' আনমনে সে বলে যায়। 'যতবার মাট্টাথিয়াসের বাড়িতে এসেছি, প্রতিবারেই মনে হয়েছে, সাইমন কি ঘরে আছে? আমার দিকে চাইবে কি? হাসবে আমায় দেখে? কথা বলবে? আমার হাত ধরবে?'

ক্রোধ ও হতাশায় তিক্ত হয়ে শুধু এইটুকুই মুখ দিয়ে বেরুল, 'আজ সবে চার দিন হলো জুদাস বাড়ি ছেড়ে গেছে!'

'কি বল্লে?' হকচকিয়ে সে আমার দিকে তাকায়।

'শুনেছ তো!'

'সাইমন, কি সম্পর্ক আমার জুদাসের সঙ্গে? তোমার কি হলো সাইমন? কি করেছি আমি তোমার? আমার প্রতি তুমি পাথরের মতো —বরফের মতো প্রাণহীন আচরণ করছ। শুধু আমার প্রতি কেন? তোমার বাবার উপর—জুদাসের উপরেও করছ।'

'অকারণে করেছি কি?'

'কি কারণ তোমার আছে জানি না সাইমন!'

'জুদাস বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে তার সঙ্গে তুমি বাইরে গেলে···'

'জুদাসকে আমি ভালোবাসি না!' বিরক্তভাবে সে বলে।

'সে কি জানে একথা?'

'জানে।'

আমি তখন অসহায়ের মতো মাথা ঝাঁকাই। বলি, 'সে তোমায় ভালোবাসে। আমি জানি, ভালোবাসে। জুদাসকে আমি চিনি। তার প্রতিটি ভাব, প্রতিটি চিন্তার তাৎপর্য আমার জানা। যা সে পেতে চেয়েছে বরাবরই তা পেয়ে এসেছে। তার ঐ নচ্ছার বিনয়ের অর্থ···'

'সেইজন্যই বুঝি তাকে ঘৃণা কর?'

'ঘৃণা আমি করি না।'

দুই হাতে সে আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে; তারপর কোলের উপর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, 'সাইমন, সাইমন! সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস, মোদিনের সাইমন! আর কত নামে তোমায় ডাকব? আমার সাইমন, অদ্ভুত সুন্দর, অপূর্ব বিজ্ঞ আর হাঁদা সাইমন আমার! অপর কোনো লোকের কথা নয় সাইমন, একলা শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। কত স্বপ্ন দেখেছি, একদিন তুমি হয়ত আমায় ভালোবাসবে? না ঠিক ভালোবাসা নয়! ভেবেছি, আমার কাছে থাকবে, কথা বলবে মাঝে মাঝে—কখনও বা তাকাবে আমার দিকে। এটুকুও পাবার উপায় নেই, তাই না সাইমন?'

'জুদাস তোমায় ভালোবাসে।'

'তোমার গোটা জীবনটাই কি জুদাসময় সাইমন? এলিজার জোনাথান আর জন ছাড়া কি আর কিছুই নেই? এদের জন্য অপরাধের বোঝা কেন তুমি বইছ? জুদাস আমায় আলিঙ্গন করেছে। তার জন্য আমার করুণা হয়। কিন্তু আমি তো তার নই! আমি কারও ছিলাম না সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস, তবে শুধু একজনের হতে পারতাম।'

'তার প্রতি তোমার করুণা হয়?' ফিসফিস করে বললাম। 'জুদাসকে করুণা কর?'

'সত্যই মায়া হয় সাইমন! কথাটা বুঝতে পারছ না?'

বললাম, 'না পারছি না!' চাঁদের আলোয় সে চুপ করে বসে থাকে। কি করে বোঝাই বলো, কেমন সে দেখতে? কেমন দেখাচ্ছিল তাকে! হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরি, তারপর আলখাল্লা দিয়ে জড়িয়ে দু'জনেই জলপাই গাছের তলায় শুয়ে থাকি।

খানিক বাদে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াই। ঘুরে বেড়াই চূড়া থেকে চূড়ায়; শেষমেশ বনঘেরা এক পাহাড়ের মাথায় চড়ি। বাতাস সেখানে চির সবুজের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যায়। যেমন ফুরফুরে তেমনি বিবিধ গন্ধ মধুর এখানকার মুক্ত হাওয়া। তারই মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা দু'জনে: আমি সাইমন আর এই মেয়েটি। দুঃখ-কষ্ট, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর মৃত্যুর ভয়-ভাবনা সে হরণ করে নিয়েছে—আমায় চিনিয়েছে এক অজানা জীবন—মাট্টাথিয়াসের তরুণ গর্বিত শক্তিমান পুত্রের অন্তরে জাগিয়েছে হাসি-অশ্রুমাখা এক অপূর্ব অনুভূতি।

'সেধে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে হয়েছে।' সে বলে। 'কাতর মিনতি করতে হয়েছে তোমার বাহুর বাঁধনে নেবার জন্য।'

'না, না!'

'না না বল্লে কি হবে! করতে হলো তো!'

'না প্রাণ, না! আমারও সবকিছু মনে আছে। ভুলিনি, একবার আমার পা কেটে গেলে ধুয়ে মুছে তুমি পট্টি বেঁধে দিয়েছিলে। মনে মনে বলেছিলাম, জগৎ জয় করে তোমায় উপহার দেবো।'

'মোদিনে এনে?'

'হাঁ, মোদিনে এনে! আদনকে যখন তুমি মদ এনে দিলে…'

'একবার ফেলে দিয়েছিলাম!'

'তোমার জন্য আমার অন্তর কেঁদে ওঠে। যখন তুমি কেঁদেছ, আমার সারা অন্তর হাহাকার করে উঠেছে।'

'জুদাস পানপাত্র ভেঙে ফেললে আদন যখন তোমায় মারেন, আমিও তেমনিভাবেই আমার সাইমন, আমার সুন্দর সৎ নিরীহ সাইমনের জন্য কেঁদেছি।'

'ওকথা বল না!'

'কেন? কেন বলব না? আমি তোমায় ভালোবাসি সাইমন। প্রথম ভালোবেসেছি একটি ছেলেকে, আর এখন বাসছি এক পুরুষকে।'

তবু যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তখন শুধু এই কথাই ভেবেছি, কেমন করে জুদাসকে বলব একথা?

দুঃসহ সুখে হপ্তা চারেক কাটে। কথাটা গোপন থাকেনি। মোদিনের মতো জায়গায়—যেখানে গোটা গাঁয়ের অর্ধেক লোক পরস্পরের আত্মীয়, কোনো কথাই সেখানে গোপন থাকে না। আমার দিকে চাইবার সময় রুথের মুখ যারা দেখেছে, কিংবা আমার মুখ লক্ষ্য করেছে রুথের দিকে তাকাবার সময়, যা বোঝার অমনি তারা বুঝে নিয়েছে।

সে চার সপ্তাহের কথা বলা কঠিন। তবু আমায় বলতে হবে। কেননা পরে আমার এবং অপর চার ভাইয়ের যা ঘটেছে, বিশেষ করে ম্যাক্কাবির যা ঘটেছে, তাই বোঝার জন্যই বলা দরকার। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ দুনিয়ায় ইহুদিরা আগন্তুকের মতো। দু'দিনের জন্য এসেছে এবং প্রতিদিনকেই তারা শেষদিন বলে গণ্য করতে বাধ্য। লোহার চেয়ে কঠিন বাঁধনে আমরা পরস্পরকে বাঁধি। এমন সব জিনিসের মধ্যে আমরা পবিত্রতা আরোপ করি যা ভিন্ন জাতের মধ্যে পবিত্র নয়। জীবন আমাদের কাছে পবিত্রতম। আত্মহত্যাকে আমরা জঘন্যতম পাপ বলে মনে করি। কিন্তু ভিন্নজাতের লোকের কাছে এ সব নিতান্ত গতানুগতিক ঘটনা। জীবন সম্পর্কে এই পবিত্রতা আরোপ করি বলেই ভালোবাসা আমাদের কাছে পূজার সামিল। কারও কাছে প্রাণ খুললে আমরা দরাজভাবেই খুলি।

রুথ এবং আমি, দু'জনেরই এক অবস্থা। আমরা পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী হয়ে

পড়ি। আদন তখন কি ভাবতেন বলতে পারি না। জানি না তিনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন কিনা। জুদাসকে আবার আমি ব্যথা দিলাম—একথা মনে করেছেন কিনা তাও বলতে পারব না। হামেশাই তিনি ভাবতেন একথা। আমার অন্তর তখন নতুন সুর বাঁধছে। রুথ আমার—গোটা দুনিয়ার মালিকই গান গায়, আমার মন সিনাগগের দিকে টানে না। আমার প্রাণেও প্রতিধ্বনি ওঠে সেই সুরের। আমি প্রেমে পড়েছি। একঘণ্টা রুথের দেখা না পেলে সে-বিরহ অন্তহীন, সব যেন অন্ধকার মনে হয়।

দু'জনেই তখন পরস্পরকে চিনতে পারি। সে আমায় আত্ম-বিশ্লেষণ করতে শেখায়। অন্তরের অন্তস্তলে ঢুকে বুঝতে শেখায় আমার ও জুদাসের মধ্যেকার গোপন তিক্ত সম্পর্ক আদতে কি। কি সে সম্পর্কের তাৎপর্য। এই লম্বা রূপসী নারী আমাকে কত ভালোভাবেই সে চেনে! আমি আর কতটুকু জানি তাকে? মনে পড়ে, একবার তার কাছে জুদাসের কথা তোলায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ব্যস, সে-ই শেষ। আর কোনোদিন তার কথা পাড়িনি।

'জুদাসকে চেন বলে বড়াই করেছিলে—এতটুকু চেন না। আমাকেও চিনতে পারনি। তোমার চোখে আমি জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ নই।'

অপলক দৃষ্টিতে আমি সেই পা-লম্বা, উন্নত-বক্ষ রাণীর মতো নারীর দিকে তাকাই। জীবনে যত মেয়ে দেখেছি বা যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, তাদের সবারই চাইতে জীবন্ত সে।

'একি সাবেক দিন?' সে বলে। 'তখন একটা পুরুষের দশটা স্ত্রী আর দশ দশটা উপপত্নী থাকত। মেয়ে সন্তান যদি জন্মাত তো তার নাম পর্যন্ত লেখা হতো না। আমার যদি মেয়ে হয় তো……'

'তোমার?'

'হাঁ, যদি আমার মেয়ে হয়, সে তোমার স্নেহ-আদর পাবে তো?'

'তোমার যদি মেয়ে হয়!' আমি বলি।

'সাইমন! তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন সাইমন! জুদাস রূপবান—পুরুষের মতো পুরুষ। তুমিও তেমনি! আমি তো বরাবর তাই জানি। তোমাদের বাড়িতে যখন এসেছি, তখন মাট্টাথিয়াস আর তার ছেলেদের বাড়িতেই এসেছি। এমন বাড়ি আর হয় না! তুলনা নেই এ বাড়ির! আমায় কি তোমার কাছে নতজানু হয়ে মিনতি করতে হবে সাইমন?'

'না প্রাণ, না!'

'সাইমন, যখন আমার মনের কথা জেনেছ, আর তুমি দ্বিধা করতে পারবে না, আমি হলপ করে বলছি! আমি তোমায় শক্তি যোগাব সাইমন! দুর্দিন আসছে, তাও আমি জানি। জানি, আমাদের ছেলেরা কোথায় তখন থাকবে। কিন্তু আমি তখন তোমায় শক্তি যোগাব সাইমন! সামনে দীর্ঘ-জীবন পড়ে আছে। একদিন

না একদিন আবার সাবেক দিন ফিরে আসবে —সুখে-শান্তিতে নিশ্চিন্ততায় আবার ঝলমল করবে রৌদ্রস্নাত গোটা দেশ।'

আমার মতোই সে দেশকে ভালোবাসে। একজন ইহুদির মতোই ভালোবাসে দেশের মাটি আর তার ফল-ফুল। উর্বর তার নারীদেহ। অনুগামী পুত্রকন্যা লাভ সুনিশ্চিত। সেই শাশ্বত বীজ আবার বোনা হবে —বার বার বোনা হবে ক্ষেতে। আদনকে বললাম যে কোনো এক মাসে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

'সাবালক তুমি।' তিনি বলেন। 'বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'আপনি পিতা, আমি আপনার আশীর্বাদ চাই।'

'তবু আগে আমায় জিজ্ঞাসা করনি তো!'

'আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসি।'

'তোমার ভাই কোথায়?' আদন বলেন।

'তাকে কি আমি পাঠিয়েছি? কোথায় গেছে তাও কি আমায় বলে গেছে? আমার গোটা জীবনই কি ভাইদের খোঁজ নিয়ে কাটবে? চিরকাল হদিস নিতে হবে —ভাইরা কোথায়?'

'এই তোমার জীবন কিনা জিজ্ঞাসা করছ?' গাঢ়কণ্ঠে আদন বলেন। 'তোমার জীবন আমারও নয়, তোমার নয়! এ জীবন ভগবানের! গোটা ইস্রায়েল দুঃখের সাগরে ভাসছে, কিন্তু তোমার কাছে নিজের সুখশান্তি ছাড়া আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না!'

'তাতে খুব কি অন্যায় হয় না কি?'

'তুমি আমায় ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের কথা শোনাচ্ছ সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস? আমি কি তোমায় এমনভাবে লালন-পালন করেছি যে তুমি ইহুদি হয়ে ওঠনি? এমনিভাবেই মানুষ হয়েছ যে শাস্ত্রের বিধান আর তোমার কাছে পবিত্র নয়? এরি মধ্যে ভুলে গেলে যে মিশরে আমরা দাস ছিলাম?'

'সে হাজার বছর আগের কথা!' আমি চেঁচিয়ে উঠি।

'সেদিন মন্দিরে গিয়ে আমি যা দেখেছি, তুমিও তাই দেখে এসেছ। সেও কি হাজার বছর আগেকার কথা?' নিরুত্তেজ কণ্ঠে আদন বলেন।

রুথকে সবই বললাম।

সে বলে, 'উনি বুড়ো হয়েছেন সাইমন। ওঁর কাছে থেকে আর কি আশা করতে পারো? মন্দিরের দশা দেখে ওঁর বুক ভেঙে গেছে।' রুথের দৃষ্টি আমার চোখ খোঁজে। 'সাইমন, সাইমন!'

'ভগবান সাক্ষী, আমি নিরুপায়।'

'তুমি আমায় ভালোবাস তো সাইমন?'

'সারা দুনিয়ায় এমন ভালো আর কাউকে বাসিনি।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে সাইমন! আমি হলফ করে বলতে পারি!'

পারতপক্ষে আমি মাট্টাথিয়াসের দরজা মাড়াইনি! বসে থাকতাম মুশা বেন আরনের ঘরে। ছেলেবেলা থেকে লোকটা আমায় ভালোবাসে। বসে বসে তার ভ্রমণকাহিনী শুনতাম। এইটাই রুথদের বাড়ি। আমার পাশেই সে থাকে। উন্মুখ হয়ে থাকে আমার হাতে হাত মেলাবার জন্য। অপলকে চেয়ে থাকে আমার দিকে। বহুত ঘুরেছে মুশা; দেখেছেও অনেক কিছু। গ্রীক বা ফিনিসিয়দের মতো আমরা বেনের জাত নই। দেশের মাটির সঙ্গে শিকড়ে বাঁধা ঘরমুখো জাতি আমরা। কাজেই আমাদের মধ্যে এমন লোক ক্বচিৎ মেলে। গেমেল বা টায়ারের মতো বিরাট মদের বাজার সে নিজের চোখে দেখেছে। এমন কি আলেকজান্দ্রিয়া অবধি গেছে! জুদিয়ার মদের জন্য সেখানে যে কোনো দাম মেলে। ভূমধ্যসাগর তীরের লাল টকটকে ক্রীতদাসদের সে দেখেছে, দেখছে রোমানদের হলদে চুল জার্মান ভাড়াটে সৈনিকদের। কালা-আদমী, কটা-আদমী সবই সে দেখছে। তার খুব ভালো লাগত এদের গল্প বলতে। তথাপি প্রায়ই সে বলত: 'ঘুরে দেখবার বহুত জায়গা আছে সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস; কিন্তু আর ইচ্ছে করে না। দাসত্ব আর নিষ্ঠুরতা দেখে যখন পেট ভরে যায়, তখন বিদেশ থেকে নিজের দেশে না ফিরে উপায় নেই। দুনিয়ার একি হাল হলো? মনে হয় যেন আব্রাহাম, আইজাক আর জেকবের ভগবান মুখ ফিরিয়েছেন। অর্থ আর অর্থ, ক্ষমতা আর ক্ষমতা এই দুটোর লোভ ছাড়া কিছুই নেই!'

রুথ আর আমি বসে বসে ভাবী-সন্তানের গল্প করতাম। মেয়ে হলে নাম রাখব দেবোরা; আর ছেলের নাম হবে দাভিদ। রুথ বরাবরই সুন্দরী! ইদানীং তার রূপের এক নতুন ছটা বেরিয়েছে। এই মোদিন গ্রামের যারা তাকে আঁতুড় ঘরে দেখেছে, যারা বড় হতে দেখেছে তাকে, আজকে তাদের চোখেও রুথকে নতুন লাগে। লোকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে বলে, যেন সাবেক ইস্রায়েলের রাণী —সাবেক কালের লাল কোহান! পথে ঘাটে বুড়োদের সঙ্গে দেখা হলেই শান্তিবাণী উচ্চারণ করে তারা আশীর্বাদ করেন, ভগবান করুন, রাজার মতো ছেলে হোক তোমার বংশে।

পাহাড়ের আশেপাশে দেখা হলেই রুথ সুরেলা মধুর কণ্ঠে প্রেমের গান গায়। স্মরণাতীত কাল থেকে যে গান চলে আসছে, গায় সেই সাবেক সঙ্গীত:

> প্রেম যেন হায় প্রবল মরণসম…
> প্রণয় পিয়াস মেটেনা সাগর জলে,
> না ডোবে বন্যা স্রোতে;
> যদি কোনো জন প্রেমের লাগিয়া

সকলি বিকায়ে দেয়,
তবু যেন হায়, প্রেম রয়ে যায়
সেই চির-অবজ্ঞায় !

এইভাবেই প্রেমের সূচনা —এইভাবেই তার সমাপ্তি। এ অনেক আগের কথা। আর সব কিছুর মতো চোখের জলও শুকিয়ে যায়। আগেই বলেছি, দিন কাল চটপট না হলেও একটু একটু করে খারাপ হচ্ছিল। আপেলেস কিংবা তার লোকজন আসার মধ্যে যে দুই-তিন হপ্তার ব্যবধান থাকত, সেই ফাঁকেই আমরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারতাম। তবু অন্যান্য গ্রামের তুলনায় মোদিনকে অনেকদিন রেহাই দেওয়া হয়। আমাদের কর বাড়তে থাকে। অপমানের লাঞ্ছনাও বেড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অপমানটাই শেষ অবধি দুর্বহ হয়ে ওঠে। একবার এনখকে চাবকে মৃতপ্রায় করা হয়। যাই হোক, এসব ঘটনা আমাদের পক্ষে দুঃসহ নয়। কিন্তু জুদাস চলে যাবার হপ্তা পাঁচেক পরে আপেলেস নিজে হঠাৎ একদিন শ'খানেক অনুচর নিয়ে মোদিন গ্রামে হাজির হয় এবং গাঁয়ের সবাইকে স্কোয়ারে ডেকে পাঠায়।

অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ আপেলেস। সাধারণ মানুষ যেমন ভালোবাসা এবং শিষ্টাচারে সুখী হয়, এ লোকটার সুখ নিষ্ঠুরতায়। মানুষটা যে কেবল বিকারগ্রস্ত তা-ই নয়; মানসিক বিকার তার অন্তরের সমস্ত বৃত্তি বিপরীতমুখী করেছে। চৌকিদার হয়ে সে মুটিয়ে গেছে, হাসিখুশি হয়েছে আগের তুলনায়। লোকটা যেন পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট মানুষের জীবন্ত প্রতীক। ইহুদিদের খুন করা, তাদের চাবকানো, তাদের উপর পীড়ন করা আপেলেসের পক্ষে মদ-মাংস খাওয়ার সামিল। পালকি থেকে তার লাফিয়ে নামা, হলদে ঢিলে জামা সরিয়ে দাঁড়ানো এবং খাটো গোলাপী ঘাঘরার উপর চটাৎ করে শব্দ করার ভঙ্গীতেই তা সুপ্রকাশ। সুখী লোক আপেলেস। বর্তমান পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলবার আগেই আমাদের উপহাস করে। অস্ফুট গলায় বলে, 'চমৎকার গ্রাম মোদিন! কিন্তু বড্ড বেশী উর্বর! বড্ড উর্বর। আমার বন্ধু আদন কই?' আপেলেস ডাক দেয়।

বাবা এগিয়ে এসে জনতার সামনে দাঁড়ান। গত কয়েকমাসে তাঁর চেহারার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। কটা চোখ দুটো আগের চাইতে অনেক ম্লান দেখায়। গোটা মুখভরা ঢিলে চামড়ার ভাঁজ। অসুরের মতো বিশাল খাঁচাটাও আগের মতো টান নেই। উচ্চতা বেশ খানিকটা কমেছে। কেমন একটা পরাভবের হতাশ্বাস যেন বাসা বেঁধেছে তাঁর মনে। জুদাস বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর এই হতাশ্বাস ক্রমেই বেড়েছে একটু একটু করে। ডোরাকাটা আলখাল্লা পরে ভাবলেশহীন মুখে নীরবে তিনি আপেলেসের মুখোমুখি দাঁড়ান।

বেশ চড়া গলায় সাগ্রহে আপেলেস বলে, 'শুনে সুখী হবে, ইহুদিদের জন্য

রাজাধিরাজ বহুত চিন্তা করেছেন। তাঁর পরিষদের শেষ বৈঠকে স্থির হয় যে এই প্রদেশের পুরোপুরি হেলেনিকরণের কাজ চটপট সমাধা করতে হবে। গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সেই বৈঠকে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বিশেষ কয়েকটা ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—চালু করতে হবে গোটাকয়েক সিদ্ধান্ত। ন্যায়ত এবং আইনানুসারেই অবশ্য করা হবে। তথাপি কয়েকটা সিদ্ধান্ত কায়েম করতে হবেই। বিধান-ভঙ্গকারীরা স্বভাবতই শাস্তি পাবে।'

টেনে হাঁফ ছাড়ে আপেলেস। নাকটা কুঁচকে সে হলদে ঢিলা জামাটার ভাঁজ ঠিক করে নেয়। মোটা একখানা হাত কোমর হাতড়ে রুমাল বার করে এবং সন্তর্পণে প্রতিটি নাসায় ঠেকায়।

তারপর হেসে বলে, 'কিন্তু বিধান ভাঙা চলবে না। নিশ্চয়ই তোমরা স্বীকার করবে যে তোমাদের ধর্মের জঘন্য কুসংস্কার আর তোমাদের ঐ 'অনুশাসন' সভ্যতার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার পদ্ধতি সমস্ত গ্রীকের পক্ষে অপমানজনক। ওসব তোমাদের বন্ধ করতে হবে। লেখাপড়া শিখলে ইহুদিদের জঘন্য আচার-নিয়ম আরও প্রসার আরও বদ্ধমূল হয়। কাজেই তোমাদের স্কুল স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। তোমাদের কুসংস্কার আর অজ্ঞতার মূলাধার পাঁচখানি পুঁথি। তা আর পড়া কি আবৃত্তি করা চলবে না। এই আদেশ কার্যকরী করার জন্য আমার লোকজন তোমাদের সিনাগগে ঢুকে গোল করে বাঁধা পুঁথি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলবে। রাজাধিরাজের তাই হুকুম।' কথা শেষ করে সন্তর্পণে আবার সে নাকে রুমাল ঠেকায়।

রুথ আমার পাশেই আছে। আপেলেসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাহুতে তার আঙুলের চাপ অনুভব করি। কিন্তু আমি তখন আদনকে লক্ষ্য করছি। পলকের জন্যও চোখ ফেরাইনি তাঁর দিক থেকে। বেশ বুঝতে পারছি, জনতার যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে এলিজার, জন এবং জোনাথানও লক্ষ্য করছে তাঁকে। আর সকলের দৃষ্টিও তাঁর কাছেই জানতে চাইছে: এই সবই শেষ কি না। আগের বারের মতো এবারেও আদন অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। পেশীর ঈষৎ কম্পন কিংবা চোখের পলকেও তাঁর মনোভাব বিন্দুমাত্র ধরা পড়েনি। একটি ভাড়াটে সৈনিক তাঁর পাশে—ভাড়াটেরা গোল করে ঘিরে আছে জনতাকে: বিশটি অশ্বারোহী ভাড়াটে সৈনিক ধনুকে তীর সংযোজন করে সতর্কদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাবৎ লোকের হাবভাব। তীরগুলো নিতান্ত আলগাভাবে তাদের আঙুলে-ধরা।

আমাদের সামনেই আপেলেসের চারজন অনুচর সিনাগগে ঢোকে এবং বেদীর পেছনের পর্দা ছিঁড়ে সতেরোখানি পুঁথি নিয়ে আসে! অনুশাসন লেখা গোল করে মোড়া ঐ সতেরোখানি পুঁথিই মোদিনের যাবতীয় সম্পদ। এই পুঁথি আমার কত পরিচিত! গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পরিচিত এ পুঁথি। পড়তে

শিখে কতবার যে পড়েছি! কতবার যে চুমু খেয়েছি! আঙুল দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি প্রাচীন চামড়ার কাগজে লেখা এই কালো হিব্রু শব্দগুলো। দীর্ঘ নির্বাসন অন্তে শত শত বৎসর পূর্বে ইহুদিরা যখন ব্যাবিলন থেকে দেশে ফিরে আসে, এর আটখানি পুঁথি তখন নিয়ে আসা হয়। তিনখানা নাকি দাভিদের রাজত্বের সময় লেখা। কিংবদন্তী আছে, একখানা নাকি দাভিদ বেন জেসির স্বহস্তে লেখা। টীকাও নাকি তার নিজের। পরম যত্নে এসব রক্ষা হয়েছে। অতি-মিহি রেশমী কাপড় দিয়ে প্রতি সাত বছর অন্তর প্রত্যেকটি পুঁথিতে নতুন মলাট দেওয়া হতো। এমন সূক্ষ্মভাবে সেলাই করা হতো যে সাদা চোখে তা দেখাই যেত না। তারপর সেই মলাটে সূচের কারুকার্য করা হতো। বিপদ-আপদ এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় কত যত্নে যে এই সম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছে! আজ সভ্যতার নামে এক মদগর্বী রাজার বিকৃতমস্তিষ্ক ভৃত্যের আদেশে সেই অমূল্য সম্পদ পোড়ানো হচ্ছে!

পুঁথিগুলো যখন শুকনো একটা খড়ের পাঁজার উপর এলোপাতাড়িভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়, জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে। ভাড়াটে সৈনিকদের একজন এক ঘরে ঢুকে এক কলসী জলপাইয়ের তেল নিয়ে ফিরে আসে। তারপর মুখের ঢাকনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুঁথির উপর তেল ঢেলে দেয়। আর একটি ভাড়াটে সৈনিক চুলো থেকে একখানা জলন্ত আঙার নিয়ে আসে এবং হাওয়া দিয়ে তেল-মাখা পাঁজায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

দাসের কাঁধে চড়ে আপেলেস এই সময় রওনা হয়। তাবৎ লোকের দৃষ্টি তখনও আদনের দিকে। আমার বিশ্বাস, বাবা যদি এতটুকু উত্তেজনা প্রকাশ করতেন তো সেদিন গোটা গ্রাম, প্রতিটি গ্রামবাসী খতম হয়ে যেত। জানি না তাঁর মনে কি হচ্ছিল। অনুমান করতে পারি শুধু। দেখি, উত্তেজনাভরে তাঁর দেহ শক্ত হয়ে মৃদু মৃদু কাঁপছে। কিন্তু এই চাপা উত্তেজনা জনতা লক্ষ্য করতে পারেনি। কারণ লোকে পরে বলেছে, মাত্তাথিয়াস পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। পাথর তিনি হননি। সানুচর আপেলেস চলে যাবার সময় তাঁর অন্তরে রক্ত ঝরেছে। অশ্বারোহীরা অপেক্ষা করে। ধনুকে তীর সংযোজন করে লক্ষ্য করে জলন্ত খড়ের পাঁজা এবং জনতার ভাবগতি। অযত্নে লালিত পশুর পিঠে-চড়া জঘন্য মানুষ এরা। কোনোকালে স্নান করে না। কোনো সাধ, কোনো স্বপ্ন, ভালোবাসার কোনো চিহ্ন নেই এদের জীবনে। অজ্ঞতার অন্ধকারে-ডোবা নির্মম মানুষ। খুন করাই এদের একমাত্র বৃত্তি। বেশ্যার সঙ্গে রাত্রিবাস এদের জীবনের চরম আনন্দ! গাঁজা-ভাঙ খাওয়া কিংবা মদ্যপানে বেহুঁশ হয়ে থাকা এদের একমাত্র বিলাস! অধঃপতিত অমানুষ করা হয়েছে এদের; আর অন্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে ইহুদিদের প্রতি চরম ঘৃণা। কেননা আর যাই হোক, ইহুদিরা এদের ভাড়া করবে না। ঘোড়ার পিঠে বসে এরাই অপেক্ষা করে। একখানা

পুঁথি আগুন থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে ছিল। তখনও সেখানায় আগুন ধরেনি। তাতে একপাশ শুধু হলদেটে এবং বাদামী হয়ে উঠেছে। রুবেন বেন যোসেফ নামে ন'বছরের একটি বালক —নিরীহ এক চাষীর ছেলে, কাঠ বিড়ালির মতো দৌড়ে গিয়ে ছোঁ মেরে পুঁথিখানা নিয়েই ছুট দেয়।

সাঁ করে একটা তীর এসে তার উরুতে বিঁধে বসে। ছুঁড়ে-মারা পাথরের মতো গোটা কয়েক পাক খেয়ে পড়ে যায় ছেলেটি। রুথ, আমার লম্বা সাহসী অপরূপ রুথ তিন পা এগিয়ে তাকে কোলে তুলে নেয়। ভাড়াটে সৈনিকেরা তখন বাকী তীরকটি ছোঁড়ে এবং মোড় ঘুরে জোর কদমে চলে যায়। আমার শুধু এইটুকুই মনে আছে যে, ছোরা হাতে নিয়ে উন্মাদের মতো চীৎকার করতে করতে আমি তাদের ধাওয়া করি। কিন্তু এলিজার আমায় ধরে ফেলে এবং ধস্তাধস্তি করে আটক রাখে। ছুরিখানা পড়ে যায় হাতের মুঠো থেকে।

রুথ মারা যায় কিন্তু ছেলেটি বাঁচে। কোলে জড়িয়ে ধরে পিঠ দিয়ে তাকে রক্ষা করেছে। শাণিত তীরের সামনে নিজের দেহ ঢাল করে বাঁচিয়েছে ছেলেটিকে। খুব বেশী যন্ত্রণা তাকে ভুগতে হয়নি ; কেননা দুটি তীর সরাসরি তার হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করে। আমি জানি। নিজের হাতে সে-তীর আমি টেনে তুলি। রুথকে কোলে তুলে তার বাপের বাড়িতে নিয়ে আসি এবং সারারাত তার মৃতদেহের পাশে বসে থাকি। পরদিন সকালেই জুদাস ফিরে আসে।

গোটা কয়েক বিষয় সম্পর্কে লিখতে পারছি না। অবশ্য আমার মহিমময় ভাইদের কাহিনীর মধ্যে সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। সে-রাত্রে কি মনোভাব যে আমার হয়েছিল তা প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। মনে হয়েছে, এ রাত বুঝি অন্তহীন। তবুও যে করেই হোক রাত কেটে যায়। খানিক বাদে লোকজন চলে যায় ; মুশা বেন আরন আর তার স্ত্রী নিছক অবসাদের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে! জেগে রইলাম আমি একলা। মনে হয় না যে ঘুমিয়েছি ; তবু দু'-চারবার ঝিম কি আর আসেনি! টেবিলের উপর হাত রেখে মাথা গুঁজে বসেছিলাম ; হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলি। তখন ভোর হয়ে গেছে। দেখি, জুদাস দাঁড়িয়ে আছে।

পাঁচ সপ্তাহ আগে যে বাড়ি ছেড়ে গেছে, এ সেই জুদাস নয়। বেশ প্রভেদ আছে ; কিন্তু চট করে সে পার্থক্য আমার মালুম হয়নি। তবু আঁচ করলাম যে, বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল এক বালক আর ফিরে এসেছে আলাদা এক মানুষ। তার বিনয়ী ভাব উধাও হয়ে গেছে, তবু এখনও সে বিনয়ী। পিঙ্গল চুলের এক জায়গায় সাদা ছোপ লেগেছে, মুখে দেখা দিয়েছে চিন্তার রেখা। এক গালে একটা আধ-শুকনো কাটার দাগ। তার চুল উসকো-খুসকো খাড়া খাড়া, গায়ে দীর্ঘ ভ্রমণের ধুলোমাটি। কিন্তু এ-তো ওপরকার ছাপ। অন্তরে আরও অনেক

কিছু ঘটেছে। তবু উপরকার পরিবর্তন দেখেই মালুম হয় যে সে অনেকটা বুড়িয়ে গেছে—আগের সে-লাবণ্য আর নেই। বিশালকায় পুরুষ-সিংহের মতো গম্ভীর তার এখনকার চেহারা—নতুন ছাঁদের অপূর্ব রূপ।

মনে হয়, অনেকক্ষণ আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়েছিলাম। তারপর সে বলে, 'সে কোথায় সাইমন?'

রুথের মৃতদেহের কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে মুখটা খুলে দিলাম। মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে। তারপর আবার ঢেকে দিলাম।

'খুব কষ্ট পেয়েছিল কি?' শুধু এই কথাই সে জিজ্ঞাসা করে।

'মনে হয় না! ওর হৃদপিণ্ড থেকে দুটো তীর বার করেছি।'

'আপেলেসেরই কাজ?'

'হাঁ, আপেলেসের!' আমি বলি।

'তুমি ওকে খুবই ভালোবাসতে, না সাইমন?' সে বলে।

'আমার সন্তান ওর গর্ভে। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার কামনা-বাসনা শেষ হয়ে গেছে।'

'আবারও তুমি বাঁচবে!' শান্তভাবে সে বলে। 'এটা শোকগৃহ সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস! বাইরে রোদে এসো।'

তার পেছু পেছু বাইরে এসে আমরা গ্রামের রাস্তায় দাঁড়ালাম। গাঁয়ের লোক তখন সবে জাগছে। এ জাগা বাঁচার আগ্রহের প্রাত্যহিক স্বাক্ষর। কোথায় যেন একটি শিশু হেসে ওঠে। পাখা ঝাপটে গোটা তিনেক মোরগ পালিয়ে যায় ধুলো উড়িয়ে। জোনাথান এবং এলিজার বেরিয়ে আসে মাট্টাথিয়াসের বাড়ি থেকে। তারাও যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে।

'আদন কোথায়?' জুদাস খোঁজ নেয়।

'জন আর রাব্বি রাগেশকে নিয়ে তিনি সিনাগগে গেছেন।'

'আমাকে খানিকটা জল এনে দাও তো!' জোনাথানকে বলে জুদাস। 'প্রার্থনার আগে হাতমুখটা ধুয়ে নেব।' জোনাথান তাকে এক ঘড়া জল এবং তোয়ালে এনে দেয়। মুশা বেন আরনের বাড়ির সামনেই সে হাতমুখ ধোয়। সিনাগগে যাবার পথে গাঁয়ের লোক নীরবে জুদাসকে স্বাগত জানায়। মেয়েরা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কাঁদে, আবার কেউ বা করুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়।

'এগিয়ে চলো।' ভাইদের ইশারা করে জুদাস বলে। আমার কাঁধে হাত দিয়ে সে পেছনে পেছনে চলে।

'কার কাছে শুনলে রুথের কথা?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'আদনের কাছে।'

'সব কিছু?'

'বাকিটা আন্দাজ করতে পারি সাইমন। একটা কথা তোমায় শুনতে হবে সাইমন; যখন দিন আসবে, আপেলেসকে তুমি কিছু করতে পারবে না — সে কাজ আমার ভাগে।'

কথাটা আমল দিলাম না। রুথ মারা গেছে; আর কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

'কথা দাও সাইমন!'

'তাই হবে — ওতে কিছু এসে যায় না।'

'এসে যায়! এ যেমন একদিক থেকে শেষ, আবার নতুন সূচনাও বটে।'

সিনাগগের সামনে এসে আমরা ভেতরে ঢুকি। বেদী আচ্ছাদনহীন অপবিত্র। ছেঁড়া পর্দাগুলোও বদলানো হয়নি। আদন আর একটি লোককে বৃত্তাকারে ঘিরে গাঁয়ের লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। জুদাস সামনে আসতেই লোকজন ভাগ হয়ে তাকে পথ করে দেয়। দেখি, আদনের পাশে বেঁটে অদ্ভুত কুৎসিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সদা-সতর্ক একটি লোক দাঁড়ানো। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশের উপরে।

'রাব্বি রাগেশ।' জুদাস বলে। 'আর এ আমার ভাই সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস।'

মোড় ঘুরে রাগেশ আমার মুখোমুখি দাঁড়ান। এমন হুঁশিয়ার চঞ্চল লোকটা যে না-দেখলে বিশ্বাস হয় না। ছোট নীল চোখদুটি যেন সব সময় জলজ্বল করছে। আমার দু'হাত ধরে তিনি বলেন, 'সালাম। মাট্টাথিয়াসের পুত্রকে সানন্দে স্বাগত জানাচ্ছি। আশীর্বাদ করি, ইস্রায়েলের আশ্রয়স্থল হও!'

'আপনারও শান্তি হোক!' ছাড়াছাড়াভাবে বলি।

'আজ বড় দুর্দিন।' রাগেশ বলে যান। 'তবু হতাশ হয়ো না সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস! অন্তরে ঘৃণা উথলে উঠুক।'

মনে মনে ভাবি, ঘৃণা উথলে উঠবে! আমায় তালিম দেওয়া হচ্ছে! ভালোবাসা, আশা এবং শান্তি কি জিনিস একসময় টের পেয়েছি। আজকে শুধু ঘৃণা! আর কিছুই বেঁচে নেই, আছে শুধু ঘৃণা।

রাব্বি রাগেশ অতিথি। তিনিই প্রার্থনা পরিচালনা করেন। সেই ঠাণ্ডা প্রভাতে আপাদমস্তক ডোরাকাটা আলখাল্লায় ঢাকা লোকগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর রাব্বি রাগেশ মন্ত্রোচ্চারণ করেন:

'শা মা ইসরোয়েল, আদনাই এলহানো, আদনাই এছ্‌ছাদ…'

('শোনো হে ইস্রায়েল, ভগবান আমাদের প্রভু, ভগবান এক')

আমি মুশা বেন আরনের খোঁজ করি। সে-ও আছে। তারপর সূর্য ওঠে। আলোর বান ডাকে প্রাচীন সিনাগগে। তখন আমরা মৃতের জন্য প্রার্থনা করি। আমিও যেন মৃত। বেঁচে আছি তবু যেন মৃত। প্রার্থনা শেষ হয়। গাঁয়ের প্রায় সমস্ত লোক তখন সেখানে — আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই এসেছে।

'ভগবান কি চান ?' প্রার্থনার ভঙ্গীতে রাব্বি রাগেশ বলেন। 'তিনি চান আনুগত্য।'

'আমেন — তথাস্তু।' জনতা বলে ওঠে।

'অত্যাচার প্রতিরোধ করা কি ভগবানের আনুগত্যের সামিল নয় ?' বেঁটে আগন্তুক ধীরভাবে জানতে চান।

'তাই হোক !' জনতা বলে।

'সাপ যদি গোড়ালিতে ছোবল মারে তো তাকে পায়ে মাড়িয়ে সাবাড় করতে হবে না ?'

'তথাস্তু !' জনতা বলে। মেয়েরা চাপা গলায় কাঁদে।

'ইস্রায়েল যদি অত্যাচার-পীড়িত হয় তো তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না ?'

'তথাস্তু !' আবার বলে জনতা।

'ইস্রায়েলের বিচার করবার কোনো লোক যদি না থাকে তাহলে কি ভাবতে হবে যে ভগবান তার প্রতি বিমুখ !'

'তথাস্তু।' তাবৎ লোক আবার বলে ওঠে।

'না, জনতার মধ্য থেকে ম্যাক্কাবির উত্থান হবে ?'

'আমেন।' জনতা বলে।

রাগেশ জবাবে বলেন, 'আমেন ! তাই হোক !'

লোকজনের মধ্য দিয়ে হেঁটে তিনি জুদাসের কাছে যান এবং তার দুই কাঁধে হাত দিয়ে সামনে নিয়ে আসেন — চুমু খান তার ঠোঁটে। বলেন, 'এঁদের কাছে সব বলো !'

আগেই বলেছি, জুদাস বিনয়ী ছিল, কিন্তু সে-বিনয় উধাও হয়ে গেছে। সিনাগগের সামনে এগিয়ে গিয়ে সে ঝলকানো রোদের মধ্যে দাঁড়ায়। দীর্ঘ ভ্রমণে নোংরা আলখাল্লাটা তখনও তার বিশাল কাঁধে ঝুলছে। মাথাটা ঈষৎ হেলানো। তার পিঙ্গল দাড়ি এমনভাবে ঝিকমিক করছে, মনে হয় বুঝিবা ওর মধ্যে আগুন লুকানো রয়েছে। আমি তখন বাবার দিকে তাকাই। অসঙ্কোচে কাঁদছে বৃদ্ধ আদন।

'দেশের মধ্যে আমি ঘুরেছি।' জুদাস বলে। এমন আস্তে সে কথা বলতে শুরু করে, যে কথা শুনবার জন্য জনতাকে কাছে এগিয়ে আসতে হয়। 'নিজের চোখে দেখেছি মানুষের দুর্গতি। দেখেছি, কি কষ্ট তারা পাচ্ছে ! মোদিনের মতো সর্বত্রই এক অবস্থা। জুদিয়ার কোথাও সুখ নেই। যেখানেই গিয়েছি, সেইখানেই লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কি করবে ? কি করবে ভাবছো' ?'

জুদাস থামে। সিনাগগের সেই স্তব্ধতার মধ্যে তখন শুধু একটিমাত্র শব্দ শোনা যায় — সে রুথের মায়ের কান্না। স্বর আরও চড়িয়ে গম্ভীর গলায় জুদাস

তখন বলে, 'কেন কাঁদছেন মা? চোখের জল ছাড়া আর কি আমাদের আছে? চোখের জলের জন্য এখানে আমি আসিনি। অনেক কেঁদেছি, অনেক কেঁদেছে ইস্রায়েল। হাজার হাজার লোকের হিম্মত দেখেছি। কিন্তু একটিমাত্র মানুষের সন্ধান আমি পেয়েছি যিনি জানেন কি করতে হবে। তিনি এই রাব্বি রাগেশ। গোটা দক্ষিণাঞ্চলের লোক তাঁকে পিতৃতুল্য স্থান করে। দান গ্রামে ইনি জনতাকে জিজ্ঞাসা করেন, নিজের পায়ে ভর করে মরা ভালো না নতজানু হয়ে বাঁচা ভালো? তোমরা ইহুদিরাই না সাবেক আমলে শপথ করেছিলে যে এমন কি ভগবানের কাছেও নতজানু হবে না? কাজেই ভাড়াটে সৈনিকেরা যখন আসে, তাবৎ লোককে ইনি পাহাড়ে নিয়ে যান। আমিও ছিলাম সঙ্গে। দশদিন আমরা গুহায় বাস করি। অস্ত্র বলতে আমাদের ছিল কিছু ছোরা আর গোটা কয়েক ধনুক। তবু তাই দিয়েই আমরা লড়াই করতে পারি। কিন্তু ফিলিপ্পাস রবিবারে ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে আসে। পবিত্র দিন বলে তাবৎ লোক লড়াই করতে অস্বীকার করে। ভাড়াটে সৈনিকেরা সেই অবস্থায় তাদের কেটে কুচি কুচি করে। তবু আমি আর রাগেশ লড়াই করেছি। এবং আরও লড়াই করবার জন্য এখনও বেঁচে আছি। এখন আমার পিতা আদন মাট্টাথিয়াসকে জিজ্ঞাসা করছি, কি অভিপ্রায় ভগবানের? আমরা নিহত হব, না লড়াই করব?'

তাবৎ লোক আদনের দিকে তাকায়। তিনি তাকান জুদাসের দিকে। এই-ভাবে কয়েক মিনিট কেটে যায়। অবশেষে আদন বলেন, 'রবিবার পবিত্র বটে, কিন্তু জীবন পবিত্রতর।'

'বাবা কি বলছেন শুনুন!' জুদাসের কণ্ঠস্বর আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

মেয়েরা তখনও কাঁদছে; কিন্তু পুরুষেরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জুদাসের দিকে। যেন আগে কোনোদিন তাকে দেখেনি।

নিজের মনোভাব কি করে বোঝাই? কি ছিলাম আর এই নারী—আমার জীবনের একমাত্র নারী মারা যাবার পর কি যে হয়ে গেলাম, কি করে বলি? বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে, মাট্টাথিয়াসের পুত্র সাইমনের পক্ষে অসম্ভব। লিপিকারগণ লিখে গেছেন যে আমি দারপরিগ্রহ করেছি। কিন্তু সে পরের অনেক পরের কথা। তখন আমার অন্তরে জেগেছিল নিষ্প্রাণ এক ঘৃণা। আর জুদাসের অন্তরে ছিল ভিন্ন কিছু। মোদিনের সব চাইতে শক্তিশালী আয়াসী মানুষ এলিজার। কিন্তু সেই সৎপ্রকৃতির বিশালকায় যুবকও বদলে গেছে। জোনাথানকে তখনও ছেলেমানুষ বললেই হয়, তবু সেও বদলে যায়। এদের মধ্যেও অদ্ভুত ধরনের এক পরিবর্তন দেখা দেয়। নিরীহ নির্বিবাদী মানুষ জন। প্রায় সন্তের মতো। আর দশজন ইহুদির মতো সেও স্বাভাবিক জীবনের দৈনন্দিন

পরিক্রমায় জড়িয়ে পড়েছে। দিনভর মাঠে মাঠে কাজ করে, রাত্রে সপরিবারে খাওয়া-দাওয়া করে, তারপর সিনাগগে বসে পুঁথি নিয়ে পড়াশুনা করে। এই পবিত্র পুঁথিই আমাদের ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রবচনের জাত বলে পরিচিত করেছে। কেননা এই-গ্রন্থেই তো লেখা আছে :

হে জেকব, কি সুন্দর তোমার তাঁবু! হে ইস্রায়েল, কি পবিত্র তোমার বাসগৃহ!

'হে জেকব, তোমার তাঁবু! হে ইস্রায়েল, তোমার বাসগৃহ!' কি মধুর তার পরিবেশ, কি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা! শান্তিবাদী জাতি আমরা। ভেবে দেখুন, স্মরণাতীত কাল থেকে চিরাচরিত আমাদের স্বাগত জানাবার রীতি। একজন বলে 'সালাম', অপরজন বলে 'আলাইকুম সালাম'। তার মানে 'স্বস্তি' এবং 'আপনারও স্বস্তি হোক।' ভিন্ন জাতের লোকে যা খুশি বলুক, আমরা যখন পানপাত্র তুলে ধরি, তখন একটিমাত্র জিনিসের স্মরণেই আমরা 'টোস্ট' করি। সে জিনিস 'লাচিয়াম' (জীবন)। আমাদের শাস্ত্রেই তো লেখা আছে : শান্তি, জীবন আর ন্যায়ধর্ম আর সব কিছুর চাইতে পবিত্র।

শান্তিকামী সহনশীল জাতি আমরা। দীর্ঘ আমাদের স্মৃতি। সে-স্মৃতি এত দীর্ঘ যে যখন আমরা দাস ছিলাম, দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধা ছিলাম মিশর দেশে, তখনকার কথা পর্যন্ত সর্বদা স্মরণে রাখি। যুদ্ধের মধ্যে আমরা কোনো গৌরব খুঁজে পাই না। আমাদেরই শুধু কোনো ভাড়াটে সৈন্য নেই। এসত্ত্বেও আমাদের সহনশীলতা অন্তহীন নয়।

কিভাবে আপেলেস ফিরে আসে আর চিরকাল ইহুদিদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য লিপিকারগণ কেন যে তার নাম লিখে গেছেন, সে কথা বলা দরকার। সে ফিরে আসার আগেই আমরা মাট্টাথিয়াসের বাড়িতে মিলিত হই। আমরা পাঁচ ভাই, আদন, রাব্বি রাগেশ আর কামার রুবেন বেন তুবেল। অদ্ভুত লোক এই কামার তুবেল। বেঁটেখাটো মানুষ কিন্তু বেশ চওড়া, আর এত শক্তিশালী যে হাতের চাপ দিয়ে অনায়াসেই লোহার ডাণ্ডা বাঁকিয়ে ফেলতে পারে। গায়ের রঙ কালো; কালো চামড়া, কালো চুল আর আপাদমস্তক কোঁকড়ানো কালো লোমে ভরা। সুপ্রাচীন পরিবার তুবেলদের -- বেঞ্জামিনের বংশ। নির্বাসনের শ'খানেক বছর আগেও তারা লোহার কাজ করত। বরাবর কাজ করেছে হাপর আর হাতুড়ি নিয়ে। নির্বাসনের সময় তারা দেশ ছেড়ে যায়নি। জানোয়ারের মতো তিন পুরুষ কাটিয়েছে গুহায় গুহায়। সমস্ত ধাতুর কাজই তার জানা। আর সব ইহুদি ধাতুকারদের মতো মরু সাগরের সিলিকেটের গোপন রহস্যও তার জানা। কি করে মেশাল দিতে হবে, কি করে গলাতে হবে আর কি করেই বা ফু দিয়ে কাঁচ তৈরী করতে হবে, সে তথ্য তার নখাগ্রে। লেখাপড়াজানা মানুষ

সে নয় ছেলেবেলায় তার নীতিশাস্ত্র (তোরা) পড়ার ধরন নিয়ে টিটকিরি দিতাম। কিন্তু একদিন প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করায় ঠাস করে আমার রগে এক চড় কষিয়ে আদন বলেন, ঠাট্টা করতে হয় বোকাদের করবে। কিন্তু স্বপ্নেও যা ভাবতে পারো না এমন গোপন রহস্য যার জানা. তাকে আর ঠাট্টা করবে না।

এ দিন সন্ধ্যাবেলা তাকেও আসতে বলেছেন আদন। আমাদের বাড়িতে খুব বেশী যাতায়াত তাব ছিল না। তার স্ত্রী জামা ঘষে চকচকে করে দেয়। বরফের মতো সাদা সেই পোশাক পরে সে আসে ; কিন্তু ঘরে ঢোকে সসংকোচে। আদন তাকে আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসবার ইঙ্গিত করতেই মাথা ঝেঁকে সে বলে, আদনের অনুমতি হলে আমি দাঁড়িয়েই থাকব।

অতি বিচক্ষণ লোক বাবা। তাই আর পীড়াপীড়ি করলেন না। আমাদের আলোচনার সময় সারাক্ষণ সে দাঁড়িয়েই থাকে। তার নীরবতা, তার গভীর অপরিবর্তনীয় স্থৈর্য রাব্বি রাগেশের অস্থির প্রাণ-চাঞ্চল্যের সামনে এক অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে। তিলমাত্র স্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না রাগেশ। প্রতিনিয়ত পায়চারি করছিলেন গোটা ঘরে আর মাঝে মাঝে আমাদের দিকে ফিরে করতলে মুষ্ট্যাঘাত করে তাঁর বক্তব্য জোর দিয়ে পেশ করছিলেন। বলছিলেন, 'প্রতিরোধ কর! প্রতিরোধ কর! প্রতিরোধ কর! গোটা দেশ জুড়ে একটি মাত্র ধ্বনি তুলতে হবে। যেখানে ইহুদি আছ সেইখানেই প্রতিরোধ কর! বিজয়ীকে আঘাত কর! শত্রুর আগমন সঙ্কেতের আলোকবর্তিকার মতো দেশময় এই একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়ে তুলতে হবে!

'সেও পালটা আঘাত হানবে!' আদন ধীরে ধীরে বলে ওঠেন।

'আঃ! এ রকম কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে!' রাগেশ চেঁচিয়ে ওঠেন।

'আমার রক্তও আপনারই মতো টগবগ করে ফোটে।' ঠাণ্ডা মেজাজে বাবা বলেন। 'সমস্ত লোকের সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম, সেই সময় আপেলেস আমায় চড় মারে। তাবৎ লোক যাতে আর এক নতুন প্রভাত দেখতে পায় তার কথা ভেবে আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। মন্দিরে ঢুকে যখন দেখলাম যে বেদীর উপর শুয়োরের মাথা রয়েছে, তখনও নিজের দুঃখ এবং ক্রোধ হজম করি। মরা খুবই সহজ রাব্বি। বেঁচে থেকে লড়াই করবার একটা পথ দেখান!'

'ফিরবার পথ আর নেই।' জন সায় দিয়ে বলে। তার লম্বা মুখখানা যেমন বিষণ্ণ তেমনি উদ্বিগ্ন। 'দক্ষিণে যা হয়েছে, এদিকে তা হবার জো নেই রাব্বি রাগেশ। সেখানে মাত্র জনকয়েক লোক পাহাড়ে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আদন মাট্টাথিয়াস বেন জন গ্রীকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন শুনতে পেলে গোটা দেশের লোক বিদ্রোহ করবে। তারপর বিশ-ত্রিশ-হাজার কি লাখ ভাড়াটে সৈন্য

নিয়ে যখন তারা আসবে, সারা ইস্রায়েলে কাঁদবার জন্যও একজন অবশিষ্ট থাকবে কি ?'

'আমরা লড়ব !' তারস্বরে রাগেশ বলেন। 'তুমি কি বলো সাইমন ?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

'ভুল লোককে জিজ্ঞাসা করেছেন। বাঁচার চাইতে যে মরতেই উৎসুক তাকে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ ? তবে প্রচণ্ড খুনোখুনি হবেই। আমাদের বাপ-পিতামহেরা লড়াই করবার সময় যেমন ঘটেছিল, আবারও তার পুনরাবৃত্তি হবে ! ছ'বছর বয়েসে ওরা ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করে ; তারপর সেনানিবাসে রেখে তাদের বড় করে। দিনরাত তারা খুনের কায়দা অভ্যাস করে। ঐ একটি মাত্র বিদ্যেই জানে আর ঐ জন্যই বেঁচে থাকে। খুন করার জন্যই এরা আধমণী বর্ম পরে, ঐ জন্যই ভারী ঢালের আড়ালে থেকে লম্বা সার বেঁধে লড়াই করে। খুন করার জন্যই যুদ্ধ-কুঠার কিংবা তরোয়াল চালায় ! এদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্বল শুধু ছোরা আর ধনুক। ভারী হাতিয়ার কিংবা বর্মের কথা যদি বলেন—আচ্ছা রুবেন, মোদিনে যত ধাতু আছে তা দিয়ে কতজনকে সশস্ত্র করতে পারো ? সবাইকে বল্লম, তরোয়াল, ঢাল এবং বক্ষস্ত্রাণ দিতে হবে। ধরো, শুধু এই কটাই দিলে। পা রক্ষার সাঁজোয়া, শিরস্ত্রাণ কিংবা বাহু রক্ষার বর্ম নাই দিলে !'

'লোহা দিয়ে বানাতে হবে ?' কর্মকার জিজ্ঞাসা করে।

'লোহা দিয়ে।'

একটু ভেবে রুবেন আঙুলে গুনে নেয় ; তারপর বলে, 'সমস্ত লাঙলের ফলা কাস্তে আর কোদাল পিটে যদি হাতিয়ার তৈরী করা হয় তো বিশজনের হালকা বর্ম হতে পারে। কিন্তু তাতে বহুত সময় লাগবে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রুবেন। 'তাছাড়া সব লাঙল দিয়ে যদি হাতিয়ার বানান তো ফসল আসবে কোত্থেকে ?'

'তাও যদি সম্ভব হয় !' আমি বলি। 'ধরুন, মরুভূমিতে বাস্তুহারা জীবন যাপন করার সময় ভগবান যেমন আমাদের মান্না (অমৃতবিশেষ) দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে প্রয়োজনীয় লোহা যদি মিলেই যায়, তাহলেই বা লোক পাচ্ছেন কোথায় ? সারা ইস্রায়েল থেকে লাখ লোক যোগাড় করা যাবে ? তাছাড়া, তাদের খাওয়াচ্ছে কে ? জমি কে চাষ করবে ? থাকবে কে ? আর লাখ লোক যদি আদৌ যোগাড় করা যায় তাহলেও তাদের লড়াই করতে শেখাতে কত বছর লাগবে ?'

'লড়াই করতে আমরা জানি।' জুদাস বলে।

'গ্রীকদের কায়দায় চতুষ্কোণ ব্যূহ রচনা করে ?'

'সেইটেই কি যুদ্ধের একমাত্র কায়দা ? দু'বছর আগে চতুষ্কোণ ব্যূহ রচনা করে গ্রীকরা যখন রোমানদের সম্মুখীন হয়, তখন কি হয়েছিল ? পিলাম দিয়ে (এক ধরনের বল্লম) রোমানরা গ্রীকদের ফ্যালাংস্ (ঘনসন্নিবিষ্ট সার-বাঁধা

চতুষ্কোণ ব্যূহ) কচুকাটা করে দেয়। একদিন আর একজন হয়ত ভাড়াটে সৈনিকদের আরও নতুন ধরনের হাতিয়ার চালনা শেখাবে। না, নতুন অস্ত্র আমরা চাই না। আমরা চাই নতুন ধরনের যুদ্ধ। এ রাজা বা সে রাজা যখনই দেশের মধ্যে ভাড়াটে সৈন্য পাঠায়, কোনো এক সমতল ক্ষেত্রে তাদের সম্মুখীন হয়ে আমরা প্রাণ দিচ্ছি — এ কোন ধরনের যুদ্ধ? কচুকাটা হবার জন্য এক একটা জনতাকে আমরা পাঠিয়েছি একটা মারণযন্ত্রের সামনে। একে যুদ্ধ বলে না — এর নাম বলি।'

আদন সামনে ঝুঁকে পড়েন! তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'তুমি কি ভাবছ পুত্র?'

'কেমন করে মানুষ যুদ্ধ করে! গোটা বছর আমি আর কিছুই ভাবিনি। ওরা যুদ্ধ করে লুঠতরাজ ও স্বর্ণের লোভে, ক্রীতদাসের জন্য। আমরা যুদ্ধ করি আমাদের দেশের জন্য। ওদের ভাড়াটে সৈন্য আর অস্ত্র-শস্ত্র আছে। আমাদের আছে গোটা দেশ আর স্বাধীন মানুষ. এইটেই আমাদের হাতিয়ার! দেশ আর দেশের মানুষ আমাদের অস্ত্র আর বর্ম। ছোরা এবং ধনুক আমাদের আছে। আর কি চাই? কিছু বল্লম হলে ভালো হয় বোধহয়। তা রুবেন অনায়াসেই হপ্তাখানেকের মধ্যে একশো বর্শাফলক পিটে দিতে পারবে! কি হে, পারবে রুবেন?'

'বর্শাফলক, তা পারব।' কর্মকার ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। 'বর্শাফলক তৈরী করা তো আর বক্ষস্ত্রাণ কিংবা তরোয়াল তৈরীর মতো মেহেনতের কাজ নয়!'

'ওরা ওদের কায়দায় যুদ্ধ করবে —আমরা লড়ব আমাদের কায়দায়।' তারস্বরে কথাটা বলে জুদাস সবারই মুখের দিকে তাকায়। 'রাব্বি রাগেশ যখন তাঁর লোকজনকে গুহার মধ্যে নিয়ে যান, অসঙ্কোচে তারা অনুগমন করে এবং সেখানে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। রাব্বিকে তখন আমি ঠিক চিনতাম না! কিন্তু তা কেন হবে? আমরা তো অনেকদিন ধরেই মরছি। এবার মরবার পালা ওদের!'

'কেমন করে জুদাস, কেমন করে বলো না!' জন বলে।

'ওরা আমাদের খোঁজাখুঁজি করুক। পাঠাক সৈন্যবাহিনী! সৈন্য বাহিনী ছাগলের মতো পাহাড়ে চড়তে পারে না, কিন্তু আমরা পারি। প্রতিটি পাথরের পেছনে প্রতিটি গাছে তীর নিয়ে থাকতে হবে। কোনো সময় আমরা তাদের মুখোমুখি হব না, বাধাও দেবো না কোনো সময় কিংবা তার চেষ্টাও করব না। কিন্তু সব সময় তাদের পেছু লেগে থাকতে হবে। এমনভাবে আড়াল থেকে তাদের বেধঁাতে হবে যে আমাদের তীরের শঙ্কায় রাত্রেও তারা যাতে ঘুমোতে না পারে। কোনো সরু পথে ঢুকতে যাতে ভরসা না পায়

এমনিভাবে সারা জুদিয়ায় ফাঁদ পাততে হবে। ইচ্ছে হয় দেশের মধ্যে সৈন্য-চালনা করুক—প্রতিটি পাথর সজীব হয়ে উঠবে। আমাদের খোঁজাখুঁজি করলে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে আমরা কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাব। কিন্তু কখনো যদি গিরিপথের মধ্য দিয়ে সৈন্য নিয়ে যায় তো কুচি কুচি করে সাপের মতো কাটব।'

'যখন তারা গ্রামে ঢুকবে?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'গ্রাম জনশূন্য খালি হয়ে যাবে! গোটা জুদিয়ার সব জনপদে সৈন্য মোতায়েন রাখা কি সম্ভব?'

'গ্রাম যদি পুড়িয়ে দেয়?'

'পাহাড়ে থাকব! দরকার হয় গুহায় গুহায় কাটাব! দেশের মাটি যেমন আমাদের শক্তির উৎস, তেমনি যুদ্ধও আমাদের শক্তি যোগাবে।'

'কতদিন চলবে এমনিভাবে?' জন জিজ্ঞাসা করে।

চট করে রাগেশ জবাব দেন, 'চিরকাল—দরকার হয়ত শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত।'

'চিরকাল এ ভাব চলবে না।'

টেবিলের উপর বিশাল বাহু ভর করে বসেছিল এলিজার। মাথা তুলে সে জুদাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মুখ হাসিভরা। মুখ জোনাথানেরও হাস্যোজ্জ্বল। কিন্তু তা আনন্দে নয়। একটা কি যেন সে দেখতে পেয়েছে! প্রদীপের আলোয় তার তরুণ মুখখানা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে—চোখে আনন্দের ঝিলিক।

সে রাতে ঘুম এল না। বাইরে বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের কোলে একটি লোক দাঁড়ানো। তার কাছে গেলাম। দেখি, পশমী আলখাল্লা মুড়ি দিয়ে চাঁদের আলোয় ঘুমন্ত উপত্যকার দিকে চেয়ে আদন মাট্টাথিয়াস দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখেই ডাকলেন, 'এসো সাইমন!' বৃদ্ধ বাপের পাশে ছেলে থাকলে সে জোর পায়। তাঁর আরও কাছে গেলাম। আমার কাঁধে তিনি একখানা হাত রাখলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি খুঁজছেন বাবা?' গা ঝাঁকানি দিয়ে তিনি বলেন, 'হয়তো মৃত্যুদূতকে। এ জুদিয়ায় হামেশাই তো তার আনাগোনা চলে! আর চেয়ে আছি এই রূপালী পাহাড়ের দিকে। ভালো করে আর একবার দেখে নিচ্ছি! সাইমন, এরা আমার বড় আপনার জিনিস সাইমন! এ দেশ আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটে কিনা! তুমিও বেড়িয়ে পড়েছ, কেননা দুঃখ আর ঘৃণা ছুরির মতো তোমার অন্তর কেটে খান খান করছে। বিশ্বাস করবে সাইমন, একদিন আমিও এক নারীকে এমনিভাবেই ভালোবাসতাম। প্রসবের সময় সে মারা যায়। সেই থেকে আমার অন্তর পাথরের মতো কঠোর হয়ে গেছে। চীৎকার করে ইস্রায়েলের ভগবানকে ডেকে বলেছি, তুমি আমায় পাঁচপুত্র

দিয়েছ বটে ; কিন্তু ছুনিয়ায় একমাত্র যাকে ভালোবাসতাম তাকেই কেড়ে নিলে।! কিন্তু ন্যায়-নিষ্ঠ ভগবান কথা দিয়ে মানুষের দুঃখ বিচার করেন। ভেবে দেখো, শেষ বয়সে তিনি আমায় কি শাস্তিই না দিয়েছেন! আমার পাঁচ ছেলের একজনও আমার কঠোরতা এবং ঔদাসীন্য সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধাচরণ করেনি। এমন কি, নিজেদের মধ্যেও ঝগড়া-ঝাটি করেনি। পূণ্যস্মৃতি জেকবের সন্তানদের সম্পর্কেও একথা বলা যায় না। তাহলে তোমার অন্তরই বা পাথর হয়ে যাবে কেন ?'

'আপনি আমায় আনন্দে হাসতে বলেন ?' আমি বলি।

বৃদ্ধ মাথা নাড়েন। বুকের উপর প্রলম্বিত তার সাদা দাড়ি নড়ে ওঠে। বলেন, 'তাই বলি সাইমন! সবাই আমরা এ ছুনিয়ায় ছু'দিনের জন্য এসেছি। জলপাই গাছের ছায়ায় মাট্টাথিয়াস যখন এক নারীকে চুমু খেয়েছে, সে-ই বা কতদিনের কথা বলো! চোখ বুজলে মনে হয় যেন কালকের কথা! প্রাচীন এই ইস্রায়েল ভূমিতে আমরা মাত্র ছু'দিনের অতিথি। ভগবান আমাদের কান্না চান না, চান হাসি। মৃতেরাই শুধু শান্তিতে ঘুমোয়। জীবন্তদের সদানন্দময় হয়ে থাকতে হবে। না হলে আর লড়াই কোরো না সাইমন! যদি মৃতদের দৃষ্টান্ত আঁকড়ে থাকতে চাও তো কি করে লড়াই করবে ? কি করে আশা করবে ? বিশ্বাসই বা করবে কি করে ?'

'অন্তরে ঘৃণা নিয়ে !' আমি বলি।

'ঘৃণা ? বিশ্বাস কর পুত্র, ঘৃণা ইহুদিদের মনে আগুন জ্বালায় না। যে পুঁথি ওরা পুড়িয়েছে, কি লেখা আছে তাতে ? লেখা আছে : সারা দেশময় মুক্তির বাণী ঘোষণা কর। প্রতিটি অধিবাসীকে মুক্তি দাও! তোমাদের পক্ষে সে এক মহোৎসবের (জুবিলি) দিন। তাহলেই তোমরা প্রতিটি মানুষকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেবে —প্রত্যেককে ফিরিয়ে দেবে তার পরিবার। ইশায়া কি মানুষকে ঘৃণা করতে আহ্বান করেছেন ? না তাদের অন্তরে জলধারার মতো ন্যায়নিষ্ঠা এবং প্রচণ্ড নদীস্রোতের মতো ন্যায়পরায়ণতা প্রবাহিত করতে বলেছেন ? শত্রুর জন্য ঘৃণা সঞ্চিত রাখো পুত্র, কিন্তু তোমার নিজের জাতভাইদের ভালোবাসো —তাদের উপর ভরসা রাখো। আর তা যদি না পারো তো ছিলায় তীর সংযোজন করবার আগেই ধনুক রেখে দাও। ভেবে দেখো সাইমন, কে ম্যাক্কাবি হবে তা বলবার অধিকার কি ভগবান একমাত্র ঝড়ের মূর্ত প্রতীক ঐ বেঁটে রাগেশকেই দিয়েছেন ? সে অধিকার জনতার। নিজেদের মধ্য থেকে তারাই গড়ে তুলবে তাদের ম্যাক্কাবি। জানি, জনসাধারণ জুদাসকেই অনুসরণ করবে। কারণ সে জীবন্ত শিখার মতো। আমি বাপ হলেও তুমি ভাই বলে তোমায় বলছি, জুদাসের মতো লোক কোনোদিন ইস্রায়েলে জন্মায়নি। ভগবান ক্ষমা করুন, এমন কি গিদিয়নও ওর মতো নন! কিন্তু শিখা পুড়ে শেষ হয়ে

যায়। কে তখন সেই ছাই কুড়িয়ে তার মধ্য থেকে নতুন জীবন গড়ে তুলবে? সাইমন, সাইমন……'

'ভেতরে চলুন!' আমি বলি। বৃদ্ধ তখন সম্পূর্ণ আমার উপর ভর করেছেন, কাঁপছেন মৃদু মৃদু। 'রাতের হাওয়া বড় ঠাণ্ডা!'

'হাঁ, চলো!' তিনি বলেন। 'হাঁদা বুড়োর মতো অনেক বকবক করেছি, তার অনেক কথাই হয়ত সমীচীন নয়।'

আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে নামি। আদন আমার কাঁধেই ভর করে ছিলেন।

পরদিন মুশা বেন আরনের বাড়িতে যাই। নিঙড়ানো আঙুর যেমন চুপসে যায়—কারও কোনো কাজে লাগে না, আঙুর চাষীর অবস্থাও তেমনি। তার, স্ত্রীও বসে আছে ছায়ার মতো। মাথায় একখানা কালো শাল জড়ানো। আরন বলে, 'ভেতরে এসো সাইমন! এসো পুত্র, জুতো খুলে আমাদের সঙ্গে বসো। পলকের জন্যও তাহলে মনে ভাবতে পারব যে মেয়েও আমাদের সঙ্গেই আছে!'

'সেকথা আমরা ভাবব না।' ছাড়া ছাড়াভাবে স্ত্রী বলে।

'মাট্রাথিয়াসের পুত্রকে এই মদপাত্র দিলাম।' আমার জন্য মদ ঢেলে আরন বলে। 'নতুন মদ দিয়ে এইভাবেই তাকে তোমাদের বাড়িতে পাঠাতাম! মাট্রাথিয়াস বেন জন ভালোমন্দ চেখে দেখবেন বলে। সাইমন, সাইমন, এ বাড়ি বড় শূন্য!'

'ওর কথা কি না বলেই পারো না?' স্ত্রী জানতে চায়। 'যে মারা গেছে তাকে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিতে পারো না?'

'আচ্ছা, এই চুপ করলাম! আমি কি ওর ঘুমের ব্যাঘাত করছি? এই লোকটা তাকে ভালোবাসত—এই সেই সাইমন বেন মাট্রাথিয়াস। ওর কাছে আর কি কথা বলব? ছেলেবেলায় ও ছিল তার খেলার সাথী, যখন বড় হয় তখন হলো জীবনের সাথী। ওর কাছে আর কি বলি বলো?'

'আপেলেসের কথা।' সে বলে।

'নরকে পচে মরুক। ওর নাম উচ্চারণ করলেও পাপ হয়।'

'আপেলেসের কথাই বলো।' আবার স্ত্রী বলে।

'ওর সঙ্গে দুটো কথা বলো সাইমন!' আরন আমায় অনুরোধ জানায়। 'দুটো কথা বলো! কোনো খাবার, এক বিন্দু মদ কি এক টুকরো রুটিও খাচ্ছে না। কেবল ছায়ার মতো বসে আছে। দুটো কথা বলো ওর সঙ্গে!'

'ঢের ঢের কথা শুনেছি।' রুথের মা বলে। 'আদনের ছেলেরা আর আমায় কি কথা শোনাবে? আমি ওদের মায়ের মতো; কিন্তু আমার নিজের পেটের একটি সন্তানই ছিল! সাইমন, আপেলেস মোদিনে ফিরে এলে কি করবে?'

দু'জনেই আমার দিকে তাকায়। আমি মাথা নাড়ি। আর এক পাত্র মদ ঢেলে রুথের মায়ের দিকে বাড়িয়ে ধরি। 'খান, মা! শোকের সময় কেটে গেছে!'

রুথের মা উঠে দাঁড়ায়, আমার হাত থেকে মদের পাত্র নেয় এবং চুমুক দিয়ে নিঃশেষে খেয়ে ফেলে।

রুবেনের কামারশালার হাপর ও নেহাই পাহাড়ের গায়ে ছোট একখানা চালায়। চালার ভাঙা পাথুরে দেয়ালটি পাহাড়ের মতোই পুরনো। ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয় জায়গা এটি। আমিও অনেক গেছি ছেলেবেলায়। এখনও জায়গাটি আমার প্রিয়। মা হয়ত তোমাকে একটা ফুটো কলসী দিয়ে পাঠাল, না হয় বাপ পাঠাল ভাঙা কোদালের ফলা দিয়ে। কাজ হয়ে যায় তবু লোকে ফাঁদে-পড়া মানুষের মতো পড়ন্ত বেলা অবধি অপেক্ষা করে। মনে হয় যেন ঐ বেঁটে চওড়া ঝুলের মতো কালো লোকটার মোহে পড়েছে। তার শক্তিধর বাহু যেন তার কাজ-করার ধাতুর জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বিশাল হাতুড়িটাকে মনে হয় ধ্বংসের বিভীষিকাময় যন্ত্রের মতো। তার হাপর বুঝি কোনো ড্রাগনের মুখগহ্বর। উত্তাপ ও ফুলকির জগতে সে বাস করে। প্রাণহীন ধাতুও যেন তার হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে রুবেন; অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনায় তাদের। কোনো গল্পের সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। একবার রুথকে নিয়ে আমি এখানে আসি। সেদিনকার কথা পষ্ট মনে আছে। রুবেন যখন আমাদের কালো-ভুরু হাত-লাল কেইনের গল্প শোনায়, রুথ ভয়ে আমার গায়ে লেগে থাকে। বলে কেইনের পাতাল প্রবেশের কাহিনী। সেইখানেই প্রথম নাকি পরীদের সে ধাতুর কাজ করতে দেখে। তারপর তার উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের এমন বর্ণনা শোনায় যে রুথ শেষ অবধি কেঁদে ফেলে। 'কেঁদ না খুকী!' সঙ্গে সঙ্গে রুবেন গলে যায়। লোমশ হাতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'কেঁদ না সোনা আমার, আমার ইস্রায়েলের রাণী —আমার সুন্দরী!' কিন্তু রুথ এমন ছটফট আরম্ভ করে যে শেষ অবধি তাকে ছেড়ে দিতে হয়। রুথ দৌড়ে গিয়ে আমাদের ফসলের ক্ষেতে লুকিয়ে থাকে! আমি খুঁজে বার করে তাকে সান্ত্বনা দিই।

কামারশালার এ ঘটনা যেন কালকেরই ঘটনা বলে মনে হয়। কেননা ছেলেমেয়েরা তখনও রয়েছে। কাছে আসতে যতটা সাহসে কুলিয়েছে ততটুকুই ঘেঁষেছে; আর রুবেন হাতুড়ি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কোমর অবধি জামা খুলে জুদাস তার জন্য ধাতু ধরে রয়েছে। হাতুড়ির ক্লাং ক্লাং শব্দ করতে করতে রুবেন বলে, 'এই যে, সাইমনও এসেছ দেখছি। আমায় কাজ শেখাতে এসেছ নাকি? তোমাদের দু'জনের জন্মের আগে থাকতেই আমি ধাতু পোড়াচ্ছি। দু'-চারটে জিনিস যে না দেখেছি তাও নয়। মুশা বেন আরনের সঙ্গে লোহা

কিনতে একবার পাহাড়ে গিয়েছিলাম। মাটি থেকে সেখানে লোহা খুঁড়ে বার করা হয়। চোখ-বাঁধা উলঙ্গ দাসেরা সেখানে ছুঁচোর মতো হামাগুড়ি দিয়ে গর্তে ঢুকে যায় আর রাতে জানোয়ারের মতো খোঁয়াড়ের মধ্যে চিঁহি চিঁহি করে কাঁদে। ঘুমোয়ও বেড়ার মধ্যে। আরাতের ঢালুতে স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছি। প্রলয়কালে এইখানেই নোয়ার নৌকা (আর্ক) মাটি পায়। ধাতু তোলবার জন্য সারা দুনিয়া থেকে গ্রীকরা এখানে দাস নিয়ে আসে। তবু যখন বল্লম বানাই তেমন ভালো হয় না, গোড়ার দিকটা হালকা হয়ে যায় আর মাথাটা হয় ভারী।'

'হাতিয়ারই মানুষের দাস —মানুষ হাতিয়ারের দাস নয়!' জুদাস বলে।

'কথাটা শুনলে তো সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস!' রুবেন হাসে। লোহা পিটবার সময় হাতুড়ি থেকে ফুলকি ছোটে। 'আমায় শোনাচ্ছে বল্লম আর হাতিয়ারের কথা! তুমি যখন সবে হাঁটতে শিখছ, যখন কাপড়ে মুড়ে কোলে করে বেড়াত তোমায় নিয়ে তখনই আমি টায়ারে ছিলাম। সেই সময় একদল রোমান সৈন্য আসে। মনে রেখো, সে-ই প্রথম আসে। আমি তাদের পিলাম পরখ করে দেখি। সের তিনেক ধাতু আর সের তিনেক কাঠের বাঁট। হাতিয়ার বটে! আরে ব্বাস্ রে! আরাতের ওপাশে যে বুনো লোক বাস করে তাদের বর্শাও দেখেছি। পাতার মতো তিন ফুট লম্বা ধাতু। পার্থিয়ানদের সাপের মতো বিচ্ছিরি বল্লমও দেখা আছে। খন্তার মতো সিরিয়ানদের বর্শা বলো, তিনজনে ধরাধরি করে চালাবার মতো চৌদ্দ ফুট লম্বা গ্রীকদের বল্লম বলো, ব্রঞ্জ মুখে লাগানো মিশরিদের বাজে বর্শা বলো কি বেদুইনদের বল্লম বলো, সবই দেখা আছে। রোমান সেনাপতি আমায় বলে, কে তুমি? আমি বললাম, জুদিয়ার এক ইহুদি —নাম রুবেন বেন তুবেল —ধাতুর কাজকর্ম করে থাকি। সে আমার ভাষা বুঝত না, আমিও বুঝতাম না তার ভাষা। একজন লোক দো-ভাষীর কাজ করে। সে বলে, ইহুদি আগে কখনও দেখিনি। আমি বলি, আমিও রোমান দেখিনি কখনও। তখন সে বলে, সমস্ত ইহুদিই কি তোমার মতো বলবান আর কুৎসিত? আমি বললাম, সমস্ত রোমানই কি পরদেশীদের গালাগাল দেয়? তোমার হাতেও যেমন কুৎসিত অস্ত্র আর জিভটাও তেমনি কুৎসিত! আমি তখন যুবক ছিলাম জুদাস বেন মাট্টাথিয়াস। দুনিয়ার কোনো কিছুই গ্রাহ্য করতাম না। তারপর সে এক অনুচরের হাত থেকে একটা পিলাম তুলে নেয়। সুন্দরপানা একটি ছেলে রাস্তা দিয়ে একটা খচ্চর টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এই দেখো ইহুদি! —এই বলেই সে খচ্চরটার মধ্যে পিলামটা বসিয়ে দেয়। চেয়ে দেখি, কাঠখানা খচ্চরটার গায়ে চেপে রয়েছে আর লোহার ডাণ্ডাটা ওধারে ফুট দুয়েক ফুঁড়ে বেরিয়েছে। 'এই আমাদের হাতিয়ার, বুঝলে ইহুদি?' সে বলে। ছেলেটি ভয়ে ও দুঃখে চীৎকার করতে থাকে। রোমানদের

লিজিয়নে (সৈন্য-বাহিনী) মাইনেও ভালো আর গৌরবের পথও উজ্জ্বল! আগেই বলেছি, ভয় বলতে তখন কিছু জানতাম না। ছেলেটির দিকে একটি রৌপ্যমুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে রোমানটির মুখের উপর থুক করে থুথু ফেলে চলে এলাম। তা সে আমাকেও খুন করে ফেলতে পারত। কিন্তু তখনও ওরা আগন্তুক। সবে এসেছে কিনা!'

সত্য হোক কি না হোক, ছেলেরা তার গল্প শুনতে ভালোবাসে। হাঁ-করে তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক বিস্ময়ে শুনে যায়। জুদাস তখন ফেকড়ি ডালের মতো হালকা তাতানো লাল টকটকে বর্শা ফলকটা তুলে ধরে।

'ঠাণ্ডা করে নাও।' কামার বলে। বর্শা ফলকটা জুদাস এক বালতি ঠাণ্ডা জলের মধ্যে চুবিয়ে নেয়। ধোঁয়ার মধ্যে আমার কানে আসে শুধু কামারের হাতুড়ির ঠন্ ঠন্ শব্দ।

'বড্ড ঠুনকো!' সে বলে। 'বড্ড হালকা হে! বর্ম এর আঘাত মানিয়ে নেবে। কোপ মানাতে পারবে।'

'কিন্তু মাংস পারবে না।' নিরুত্তেজ গলায় জবাব দেয় জুদাস। 'ঠিক পথ খুঁজে পাবে দেখো। বানিয়ে যাও রুবেন, বানিয়ে যাও।'

তিসরি মাসে নতুন বছরের মধুর গন্ধ যখন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, আপেলেস ফিরে আসে সেই সময়। সবকিছুরই আরম্ভ ও শেষ আছে। এমন কি মোদিনেরও।

জুদাস ভালোভাবেই পরিকল্পনা তৈরী করে। অক্লান্ত সে। দিন রাত সে খাটে, ফন্দি আঁটে আর নতুন নতুন পরিকল্পনা করে। দিনের পর দিন জড়ো হয় লম্বা হালকা বর্শা। অপরাধীর গ্রাম মোদিন। মাটি খুঁড়ে আমরা ধনুক বার করি। নতুন নতুন তীর বানাই। লাঙল দিয়ে বানানো হয় বল্লম। শান দিয়ে ছোরাগুলো করা হয় ক্ষুরধার। এখুনি—ইতিমধ্যেই লোকজন জুদাসের কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী পেশ করতে শুরু করে। 'ছটি সন্তান জুদাস বেন মাট্টাথিয়াস···।' 'ছেলেমেয়ের বন্দোবস্ত করা যাবে?' 'ছাগল-ভেড়া নিয়ে লোকে কি করবে?' 'আমাদের ছাগল-ভেড়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে!' গুরুমশাই লেবেল বলেন, 'আমি শান্তিবাদী লোক।' অশ্রুজলে ভেজা রক্তিম নীলচোখ নিয়ে তিনি আদনের কাছে আসেন। 'কিন্তু আজকের ইস্রায়েলে শান্তিবাদী লোকের স্থান কোথায়?' জুদাসকে ডেকে পাঠান আদন। সে সব শোনে এবং মাথা নাড়ে।

'আমাদের ছেলেমেয়েগুলো বন-বাদাড়ে অসভ্যের মতো মানুষ হবে?'

'না।' লেবেল বলে।

'না লেখা-পড়া-না জানা ইহুদিদের মতো হবে?'

লেবেল মাথা ঝাঁকান।

'তাহলে অন্তরে শান্তি ফিরিয়ে আনুন লেবেল।'

জুদাস তখন আদনকে বলে যে মোদিনের সামান্য দাসকটিকে মুক্তি দিতে হবে।

'কেন?'

'কেননা মুক্ত মানুষেই শুধু মুক্ত মানুষের মতো লড়াই করতে পারে।' জুদাস বলে।

আদন তখন বলেন, 'তাহলে জনসাধারণকে বলো··· । প্রকাশ্য উপত্যকায় এই আমাদের প্রথম সভা।' কাছাকাছির গৌমদ ও দেমা গ্রাম থেকে লোকজন শুনতে আসে। সিনাগগে এত লোক ধরে না, কাজেই ভাঙা সাবেক পাথুরে প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে জুদাস জনতাকে বলে :

'আমার অনুগামী হবার সাহস যার নেই তেমন লোক আমি চাই না। স্বাধীনতার চাইতে স্ত্রী-পুত্রের উপর দরদ যাদের বেশী তাদেরও চাই না। একটা কিছু ঢালবার সময় মেপে যারা ঢালে, সেই অতি-হিসেবীদেরও আমার দরকার নেই। আমি শুধু একটিমাত্র পথের নিশানা জানি। সে পথ একমুখো। এ পথে যে চলবে, হালকা হয়েই তাকে চলতে হবে। কোনো ক্রীতদাসেরও আমার প্রয়োজন নেই। হয় তাদের তাড়িয়ে দাও, না হয় অস্ত্র তুলে দাও তাদের হাতে।'

'অমনধারা কথা বলবার তুমি কে হে?' তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

'মোদিনের এক সামান্য ইহুদি আমি।' জুদাস বলে। অবিশ্বাস্য সরল হতে পারত সে। কিন্তু তাকে কথা বলতে হচ্ছে কিছু ধূর্ত লোকের সামনে। 'ইহুদির যদি কথা বলবার অধিকার না থাকে তো আমি চুপ করব।' প্রাচীর থেকে সে নামতে শুরু করে। কিন্তু জনতা চীৎকার করে বলে, 'বলো! বলো!'

'উপহার নিয়ে আমি আসিনি।' শুধু এই কথাই সে বলে। 'এসেছি রক্তমাখা হাতে; আমার কথা শুনলে তোমাদের হাতও রক্তমাখা হবে।'

'তবু বলো।' জনতা পীড়াপীড়ি করে।

পরে গৌমদের বিশজন সশস্ত্র লোক যখন তার খোঁজ করে। গাঁয়ে তারা জিজ্ঞাসা করে, 'ম্যাকাবির দেখা কোথায় পাব?'

মোদিনের লোক তখন মাট্টাথিয়াসের বাড়ি দেখিয়ে দেয়। আপেলেস ফিরে আসবার আগে এ সব ঘটে।

আগেই বলেছি, আমাদের গাঁয়ের মধ্য দিয়ে উপত্যকা বরাবর পথ চলে গেছে। জুদাস অনেক কিছুই করে; কিন্তু এ ভার আমি নিলাম। রোজ সকালে গাঁয়ের একটি ছেলেকে আমি উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় বসিয়ে রাখতাম। পথের বহুদূর পর্যন্ত সেখান থেকে লক্ষ্য রাখা যায়। পুবদিকে পাহাড় ও উপত্যকা বেয়ে নেকলেসের মতো গাঁথা গাঁয়ের মধ্য দিয়ে পথটি চলে গেছে,

জেরুজালেম অবধি। কিন্তু পশ্চিম দিকে পথটি ধাপে ধাপে নেমে গেছে জঙ্গলের মধ্যে; আর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গেছে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। একদিন জোনাথান যেত —ফের দিন যেত অন্য কেউ। যতক্ষণ দিনের আলো থাকত, রোদে পুড়ে ঐ পাহাড়ের মাথায় তারা বসে থাকত, আর কচি চোখে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে থাকত বক্ষস্ত্রাণ কিংবা বর্শাফলকের ঝলকানি দেখবার আশায়। জানতাম তারা আসবে —শিগগিরই এসে পড়বে। কারণ আমাদের মতো দেশে কোনো গোপন কথাই গোপন থাকে না! প্রতিটি সংবাদ বাতাসের মতো ঘুরে বেড়ায় উপত্যকায়-উপত্যকায়, গ্রামে-গ্রামে।

জুদাসের মতো মহৎ বিশ্বাস আমার নেই। সবল-দুর্বল ধনী-দরিদ্র সবরকম লোকই আছে। চৌকিদার এবং তার লোকজনের গল্প বলাও সহজ। কিন্তু পরীক্ষার সময় কি হবে? জোনাথান এবং এলিজার ইতিমধ্যেই জুদাসকে পূজা করতে শুরু করেছে। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ইচ্ছা তাদের কাছে শাস্ত্রানুশাসনের সমান। যেভাবে ওরা তার কথা শুনত, কিংবা তার ভাবসাব লক্ষ্য করত, তা দেখে আমারও যে হিংসে হয়েছে কেমন করে একথা অস্বীকার করি? যখনই এই সব লক্ষ্য করেছি, পুরনো ঘৃণা, পুরনো ঈর্ষা, সাবেক ক্রোধ আমার মধ্যে উথলে উঠত। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতাম, কেন সে আর দশজনের মতো নয়? নিজেকে অপরাধের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছি। কারণ অন্তরের অন্তস্তলে আমি জানতাম যে জুদাস এখানে থাকলে রুথ আজকে বেঁচে থাকত। আমার ক্ষোভ হতো যে, এজন্য সে আমায় ভর্ৎসনা করল না, কোনো দোষ দিলো না কিংবা একটা রাগের কথা পর্যন্ত বলল না? তবু জন যখন সহানুভূতির আশায় আমার কাছে আসে, তার দিকেই আমি আকৃষ্ট হই।

'তুমিও এর জন্য মেতে উঠলে?' সে জানতে চায়। জনের স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা।

'কিসের জন্য?'

'যুদ্ধের জন্য —খুনোখুনি করে মরার জন্য! শাস্ত্রে বলে, ন্যায় পথে চলো—শান্তির পথে চলো। কিন্তু জুদাস যখন কথা বলে, আমাদের চিন্তাধারা থেমে যায়।'

'কি তুমি ভাবো জন?' আমি জানতে চাই।

'অন্তত এইভাবেই তো আমরা বেঁচে আছি!'

'এতই মায়া জীবনের!' আমি খেঁকিয়ে উঠি। 'জীবন কি এতই ভালো, এমন মধুর, এমনই ন্যায়ধর্মী?' নিজেকে ধরা দিয়ে বসলাম। আমি কি আদনের মতো হয়ে গেলাম নাকি? একি আমার ভাই, না অচেনা আগন্তুক? নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মুখ দিয়ে নিষ্ঠুরতম কথা বেরিয়ে যায়, 'তুমি কি মাত্তাথিয়াসের ছেলে না বেজন্মা? তুমি কি ইহুদি?'

এ আঘাত চাবুক মারার সামিল। জন হকচকিয়ে যায়। চাবুকের চাইতেও এ আঘাত কঠোর। কারণ, এ লোকটা এমন সৎ প্রকৃতির যে জীবনে কোনো লোককে গলা চড়িয়ে পর্যন্ত একটা কথা বলেনি—ভগবানের ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছে নিরীহ ইহুদিদের মতো তথাস্তু বলে। খানিকক্ষণ সে আমার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে থাকে; তারপর মাথা হেঁট করে চলে যায়।

আপেলেস ফিরে আসে এর পরে।

সকালবেলা তেরো বছরের নাথান বেন বোরাক হরিণের মতো ক্ষিপ্র-পদে পাহাড় থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসে আর চীৎকার করে ডাকে, 'সাইমন! সাইমন!' সবাই সে চীৎকার শুনতে পায়। যখন তার কাছে যাই, রীতিমত ভীড় ঠেলে যেতে হয়েছে আমাকে। 'কোনদিক থেকে?' জিজ্ঞাসা করি। 'পশ্চিম থেকে।' 'কত দূরে আছে?' 'দু-তিন মাইল হবে, ঠিক বলতে পারব না! যে ঝলকানি লক্ষ্য করতে বলেছিলেন আমি শুধু তাই দেখতে পেয়েছি; তারপর লোকও দেখতে পাই। তাই দেখে ছুটে এসেছি।' 'সময় পাওয়া যাবে।' জনতাকে আশ্বাস দিয়ে জুদাস বলে। 'ঘরে গিয়ে জানলা-খড়খড়ি বন্ধ করে বসে থাকো।' রুবেন তাকে একটা রূপোর হুইসল্ তৈরী করে দিয়েছে; সঙ্গেই ছিল সেটা। 'যখন ডাকব, চলে আসবে। যাদের বল্লম আছে তারা তাই নিয়ে আসবে, আর বাকী সবাই আসবে তীর-ধনুক নিয়ে। ভালো করে তীর পরীক্ষা করে নিও আর তাক করে ছুঁড়ো।'

'গৌমদের লোকদের ডাকা হবে না?'

'আর সে সময় নেই।' জুদাস বলে। 'এবার শুধু মোদিনের পালা।'

'আমরা পাহাড়ে গেলেও তো পারি।' একজন বলে ওঠে।

'আপেলেসের কাছে নতজানু হতেও পারা যায়! যাও, যে যার বাড়ি চলে যাও! যার সাহসে কুলোবে না তাকে আসতে হবে না—ঘরেই বসে থাকে যেন!'

তাবৎ লোক তার কথা শোনে। সমস্ত দরজায় খিল পড়ে। গ্রাম নীরব হয়ে যায়। আদন, রাব্বি রাগেশ, জুদাস, এলিজার এবং আমি স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করি। আমার কোমর-বন্ধে ছোরা আর জুদাসের আলখাল্লার তলায় পেরিক্লিসের দুই পাশে ধারওলা লম্বা তরোয়ালখানা। জোনাথানও ঘর থেকে ছুটে এসে আমাদের দলে যোগ দেয়। আমার ইচ্ছা সে ফিরে যাক; কিন্তু জুদাস আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে নিষেধ করে। আমি চুপ করে যাই। একটু বাদে জনও আসে—সঙ্গে আলখাল্লাপরা রুবেন বেন তুবেল। রুবেনের মুঠোয় সেই বিরাট হাতুড়িটা। ঘেঁষাঘেঁষি করে আমরা অপেক্ষা করি। সহসা ভেরীর আওয়াজ কানে আসে। তারপর বর্মের ঠুনঠান শব্দ। তারপর দেখি পালকিতে বসা আপেলেসকে। সঙ্গে এক সারিতে বিশজন করে তিন সার

ভাড়াটে সৈন্য। ঘোড়সওয়ার এবার নেই। দেখে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ভাড়াটেদের সঙ্গে সাদা পোশাক-পরা এক লেভিট ইহুদিকেও দেখলাম। চিনতেও পারলাম। লোকটা জেরুজালেমের মন্দিরের পাণ্ডা।

দাসেরা পালকি নামায়। লাফিয়ে নামে আপেলেস। সোনার কাজকরা ঢিলে জামা আর ছোট্ট-লাল ঘাঘরায় তাকে কি বিভৎস জঁাকালই না দেখাচ্ছিল। জুদিয়ার ঠাণ্ডা সকালে সভ্যতার মূর্ত-বিগ্রহ আপেলেসের সেই মূর্তি আমার পষ্ট মনে আছে। সযত্নে বিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল; মদনদেবের ধনুর মতো বাঁকা ঠোঁটে আলগোছে রুজ মাখা। রক্তিম গাল সযত্নে কামানো! গলায় সোনার হার। খাসি মোরগের মতো উঁচু বুক সোনার কাজ করা ঢিলে জামাটা ঠেলে ধরেছে। বুটিদার ঘাঘরাটা ফাঁক হয়ে আছে মোটা উরুর জন্য। পা দু'খানা উঁচু রূপোর স্যাণ্ডালের মধ্যে ভরা। স্যাণ্ডাল জোড়া টোলপড়া পায়ের গুলের সঙ্গে জড়ানো।

'এই যে আদন মাট্টাথিয়াস।' সে আমাদের স্বাগত জানায়। 'মহান্ জাতির মহান্ নেতা!' বাবা ঘাড় নাড়লেন কিন্তু কিছু বললেন না। 'আচ্ছা, এই কি অভ্যর্থনা?' অস্ফুট গলায় সে বলে। 'এই আটজন লোক কি তোমার চৌকিদারের যোগ্য সংবর্ধনার আয়োজন?'

'লোকজন ঘরে আছে।'

'তাদের মোরগের-খুপরিতে!' আপেলেস হাসে।

'চান তো তাদের ডাকতে পারি।' সসম্মানে শান্তভাবে আদন বলেন।

'এখুনি।' আপেলেস সাগ্রহে সম্মতি দেয়। 'আমাদের মেজাজের সঙ্গে তোমার খাপ খায়। সব কিছু করবার একটা সভ্য পন্থা আছে। জেসন!' লেভিটটিকে ইশারা করে সে চেঁচিয়ে ডাকে।

ইতস্তত করে ইহুদিটি তার কাছে আসে। লোকটা ভয় পেয়েছে। মুখখানা টুপির মতো সাদা হয়ে গেছে। পষ্টই দেখা যায়, তার ছোট দাড়ি এবং ছোট গোঁফ-জোড়া কাঁপছে।

'আসুন যোসেফ বেন সামুয়েল, মোদিনের দীন আতিথ্য গ্রহণ করুন।' বাবা ধীরভাবে বলেন।

'সালাম।' ফিসফিস করে বলে লেভিটটি।

'প্রাচীন সংবর্ধনা-রীতি —বড় দরদভরা সংবর্ধনা।' আদন বলেন। 'আপনার শান্তি হোক যোসেফ বেন সামুয়েল। লেভির বংশের এক প্রাচীনকে পেয়ে আমাদের গৃহ আজ ধন্য।'

'উনি পূজার জন্য এসেছেন!' অস্ফুট কণ্ঠে হেসে বলে আপেলেস। 'মহারাজ তাঁর দীন চৌকিদারকে বললেন, এই কালো জাতের অসভ্য পূজা পদ্ধতিতে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অদৃশ্য ভগবানের পূজারীরা কুটিল কুৎসিত

হয়। দীন চৌকিদারকে রাজা যখন এই কথা বললেন, তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারি না! তবু সদাশয় জেসনকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। উনি লেভিট; কাজেই তোমাদের নিজেদের পদ্ধতিতেই তোমরা পূজা করতে পারবে।' সে তখন বেঁটে মোটা হাতে করতালি দেয়; সঙ্গে সঙ্গে দুটি ভাড়াটে সৈন্য একটি ব্রঞ্জে তৈরী বেদী নিয়ে এগিয়ে আসে এবং আমাদের সামনে রাখে। বেদীটি তারা বয়ে নিয়ে এসেছে। বেশ হালকা বেদী—ফুট চারেক উঁচু হবে। মাথায় এথেনির মূর্তি।

'পালাস এথেনি।' বেদীটির চারপাশে ঘুরে আপেলেস বলে। 'এ আমারই পছন্দ···জ্ঞান! প্রথমে জ্ঞান, তারপর সভ্যতা। তাই না? তারপর জিউস, এবং ক্ষিপ্রপদ হারমিস। আস্ত মানুষই সাচ্চা মানুষ, তাই না? আগুন জ্বালাও জেসন, ধূপ-ধুনো পোড়াও! তারপর সবার সামনে আদন এই মহান্ নারীর পূজা করবেন।'

'হাঁ, আগুন জ্বালান যোসেফ বেন সামুয়েল।' বাবা বলেন। 'পালাস এথেনি—তারপর জিউস এবং ক্ষিপ্রপদ হারমিস। জ্বালান আগুন যোসেফ বেন সামুয়েল!'

আদনের দিকে চেয়ে, পলকের জন্যও তাঁর দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে লেভিটটি বেদীর কাছে এগোয়। তখন পট করে এক পা এগিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে বাবা ইহুদিটিকে টেনে আনেন এবং চক্ষের নিমেষে ছোরা বার করে তার বুকে বসিয়ে দেন। ব্যাপারটা এমন চটপট ঘটে যায় যে আমি ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারিনি।

'এই তোমার পূজা আপেলেস!' লেভিটটিকে বেদীর উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবা গর্জে ওঠেন। 'জ্ঞানের অধিদেবীর পূজা!'

জুদাসের হুইসলের কর্কশ আওয়াজ সকালের হাওয়া কাঁপিয়ে তোলে। যে দুটি ভাড়াটে সৈন্য বেদী বয়ে এনেছিল, বল্লম উঁচিয়ে তারা আমাদের দিকে তেড়ে আসে। এলিজার ইতিমধ্যে বেদীটা তুলে তাদের গায়ে ছুঁড়ে মারে। চিৎ হয়ে পড়ে যায় লোক দুটি। আপেলেস দৌড় দেবার চেষ্টা করে। জুদাস অমনি লাফিয়ে পড়ে তার উপর। পয়লা থাবাতেই সোনার ঢিলে জামাটা খুলে যায়। অর্ধনগ্ন আপেলেস টাল খেয়ে পড়ে যায় এবং গড়াতে থাকে। জুদাসকে উপরে দেখে সে হন্যে হয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করে। জুদাস খালি হাতেই তাকে খুন করে। মোগরছানার মতো উঁচু করে ঘাড় ধরে আচমকা টান মারে। সঙ্গে সঙ্গে ককানি বন্ধ হয়ে যায়। মুণ্ডটা গড়াগড়ি খায় মাটিতে।

তারপর সেই প্রথম জুদাসকে লড়াই করতে দেখি। ভাড়াটে সৈনিকেরা তখন আমাদের তাড়া করে। ঢাল দিয়ে আড়াল করে কোদালের মতো বল্লম উঁচিয়ে রুখে আসে আমাদের দিকে। জুদাস তরোয়াল টেনে বার করে।

এলিজার যে দুটি ভাড়াটে সৈন্য কুপোকাত করেছে, আমিও তাদের একজনের একটা বল্লম তুলে নিই। এলিজার যেন কোত্থেকে একটা মদ তৈরীর কাঠের মুগুর যোগাড় করে। আট ফুট একটা ডাণ্ডার মাথায় বাঁধা দশ সের কাঠ। গভীর চৌবাচ্চার মধ্যে আঙুর পেষার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। কর্মকারও হাতুড়ি নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফসল আছড়াবার কাঠের মুগুরের মতো লম্বা ভারী ডাণ্ডাটা ঘুরিয়ে এলিজার বর্শার সামনের সারটি ভেঙে দেয়। জুদাস তার পাশেই। একহাতে তরোয়াল, অপর হাতে ছোরা। বিরাম নেই, পলকের জন্য বিশ্রাম নেই, অনবরত ক্ষিপ্রগতিতে দুটোই চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যতটা ক্ষিপ্র হতে পারে বলে কল্পনা করেছি, তার চাইতেও ক্ষিপ্রভাবে সে সর্বক্ষণ ছুটাছুটি করছে আর কেটে-কুপিয়ে যাচ্ছে। আর তরোয়াল ঘুরিয়ে সবসময় সে নিজের চারদিকে এক অভেদ্য ইস্পাতের বেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছে।

খুব বেশীক্ষণ লড়াই চলেনি। আমার অংশ নগণ্য। যুদ্ধোন্মাদ এক ভাড়াটে সৈনিকের বল্লম আমার আলখাল্লা ছিঁড়ে দেয়। আমি তাকে জাপটে ধরি। বল্লমটা তার ঢালের উপরেই ভেঙে ফেলি। দু'জনেই মাটিতে গড়াগড়ি খাই। সে তার তরোয়াল বার করবার চেষ্টা করে। গলার ধাতব আবরণের জন্য আঙুল বসাতে পারছি না বলে সেইটেকেই গালাগালি করি। সে আধখানা তরোয়াল টেনে বার করতেই আমি গলা টিপে মারার চেষ্টা ছেড়ে দিই এবং অনবরত তার মুখে ঘুষি মারতে থাকি। মরে যাবার পরেও তার রক্তমাখা মুখে ঘুষি মেরেছি। তারপর তার তরোয়ালখানা খুলে নিই। এসব কাজে বহুক্ষণ লেগেছে বলে মনে হয়; কিন্তু বড়জোর দু'-এক মিনিটের বেশী লাগেনি। মোদিনের লোকজন ইতিমধ্যেই বল্লম ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গোটা দুনিয়া যেন ফেটে যাচ্ছে যুদ্ধের কোলাহলে। ভাড়াটে সৈনিকদের ঢালের আড়াল দেওয়া-সার ইতিমধ্যেই ভেঙে গেছে। আলাদা আলাদাভাবে জনকয়েক জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে ধরাশায়ী, আর কিছু ছুটে পালাচ্ছে।

কিন্তু জুদাস, এলিজার ও রুবেনকে তারা ঘিরে রেখেছে। এদের কুচি কুচি করে যেন ভাড়াটে সৈনিকদের উপাস্য দেবতাকে উপহার দিতেই হবে, না হয় দুনিয়া বুঝি শেষ হয়ে যাবে। ভাইরা যেখানে লড়াই করছে, আমিও সেদিকে যাই। আদনও ছোরা হাতে ছুটে আসেন। তাঁর আলখাল্লা ছেঁড়া, গায়ে রক্তমাখা। আর একটা মানুষও আমি খুন করি। মানুষ খুন করার জঘন্য কাজ যে কত সহজ আজও তা আমার মনে আছে। তলপেটে তরোয়াল সেঁধিয়ে ঠিক বর্মের নীচে লোকটার মেরুদণ্ড দু'ভাগ করে ফেলি। দেখি, আদনও ঘায়েল করেছেন আর একজনকে। সত্যিই বৃদ্ধ ব্যাঘ্র। তারের মতো পোক্ত হাতে কি অসীম শক্তি! এরপর সব শেষ হয়ে যায়। জুদাস, এলিজার, রুবেন, বাবা এবং আমি হাঁপাতে থাকি এবং জোরে জোরে শ্বাস নিই। জন বারো মৃত ও

মুমূর্ষু আমাদের পায়ের কাছে। ভাড়াটে সৈনিকদের মধ্যে আর যারা বেঁচে আছে, প্রাণভয়ে তারা পালিয়ে যায়।

পথ দিয়ে ছুটে পালায় আর ধনুক নিয়ে তাড়া করে ইহুদিরা তাদের বধ করে। ভাড়াটে সৈনিকেরা ঘরের মধ্যে পালায় কিন্তু ইহুদিরা সেখানেও তাদের ধাওয়া করে। নেকড়ের মতো লড়াই করে তারা নিহত হয়। সারা গায়ে তীর বেঁধানো অবস্থায় যারা পাহাড়ের গা দিয়ে ছুটে পালায়, তাদেরও টেনে নামানো হয়। কাউকে আমরা বন্দী করিনি। যাদের সঙ্গে লড়েছি ভাড়াটে সৈন্য তারা। একজন জলপাইয়ের তেলের একটা চৌবাচ্চার মধ্যে গুটিসুটি মেরে ছিল; তেলে ভেজা অবস্থায় টেনে বার করে তার বুকেও বল্লম সেঁধিয়ে দেওয়া হয়।

মোদিনের যুদ্ধ এইখানেই শেষ। আটজন মাত্র ইহুদি মারা যায়। অবশ্য বাবা সহ আঘাতের চিহ্ন জন পঞ্চাশেকের গায়ে ছিল। কিন্তু ভাড়াটে সৈনিকদের একজনও ফিরে যেতে পারেনি। আপেলেস মরেছে—মরেছে লেভিট। নোকরিদের মধ্যে পালকিটানা দাসেরাই শুধু বেঁচে থাকে।

আমার মহিমময় ভাইদের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট আমি সাইমনই আজকে এ কাহিনী শোনাচ্ছি। দেখতে দেখতে মোদিনের যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং রুথের হত্যার শোধ তোলা হয়। প্রতিহিংসা অসার বস্তু। আমাদের গাঁয়ের পথে রক্তের স্রোত বয়ে যায়। নব্বুইটা মৃতদেহ ছড়ানো আমাদের গোটা উপত্যকা কবরখানার মতো দেখায়। একপক্ষে এটা যেমন শেষ, তেমনি নতুন সূচনাও বটে। কেননা সেই যুদ্ধের পর মোদিনের সমস্ত লোক বদলে যায়। সে সময়কার মোদিনের যে সামান্য জন-কয়েক লোক এখনও পড়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে লোকে বলে, ভাড়াটে সৈনিকদের প্রথম আমরা যখন খুন করি, উনি তখন উপত্যকায় উপস্থিত ছিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শান্তিকামী ধর্ম-ভীরু এক জাতি খুন করতে শিখে গেলো। বেশ ভালোভাবে এ বিদ্যা আমরা শিখে নিলাম। জুদাস আর আমি আপেলেসের শিবিকাবাহী একদল দাসের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। কাটা কাটা ভাবে জুদাস তাদের বলে যে দুয়ের যে কোনো একটা পথ তারা বেছে নিতে পারে; হয় আমাদের দলে যোগ দিয়ে সুন্নত করে ইহুদি হয়ে আমাদের পক্ষে লড়তে পারে—না হয় চিরতরে জুদিয়া ছেড়ে চলে যেতে পারে। বোকার মতো তারা চেয়ে থাকে। কিছুই বোঝেনি। আবারও জুদাস বুঝিয়ে বলে। এবারেও হাঁ-করে তারা মূঢ়দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। তাদের ভীতি-বিহ্বল চোখের আয়নায় তখনও সদ্য-সমাপ্ত রক্তক্ষয়ী বীভৎস নির্মম সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের ছবি ভাসছে। কেউ এ যুদ্ধে আশ্রয় চায়নি—কাকেও দেওয়া হয়নি আশ্রয়।

কোথায় যাবে তারা ? মনে-মুখে তাদের দাসত্বের ছাপ। আগেও দাস ছিল —চিরকালই থাকবে। কোনো আশা, কোনো সাহস নেই তাদের মধ্যে। সারা গায়ে আপেলেসের ধাতব চাবুকের কাটা-দাগ। কিন্তু আপেলেসকে তারা চেনে। আমরা অচেনা দাড়িওলা জানোয়ার। আমাদের ওরা চেনে না। শেষ অবধি পা টেনে টেনে তারা উপত্যকার মধ্য থেকে বেরিয়ে যায় —চলতে থাকে পশ্চিমমুখো। হয়ত কোনো নতুন প্রভু তাদের খুঁজে বার করবে —আবার পরাবে দাসত্বের শৃংখল।

অনেক কাজ আছে। আশ্চর্যের বিষয়, তেমন শোক কেউ করেনি। এমন কি ইহুদিদের জন্যও না। অথচ কত ঘনিষ্ঠ তাদের সম্পর্ক! স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি মিলে প্রতিটি পরিবার যেন এক একটি পুণ্য মন্দির। আমাদের মৃতদের কবর দিলাম। তারপর ভাড়াটে সৈনিকদের লাশ জড়ো করে, অস্ত্র ও বর্ম খুলে একই কবরে পুঁতে রাখলাম। একটি মাত্র লাশ অপবিত্র করা হয়। সে লাস আপেলেসের। যুদ্ধে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তমাখা মুশা বেন আরন আপেলেসের মাথা কেটে নেয়। প্রথমে জন-কয়েক লোক তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে কিন্তু আদন রূঢ়কণ্ঠে বলেন, 'যা খুশি করতে দাও —যা করে শান্তি পায় পাক।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আঙুর চাষী। হাতে তেলো চুলের গোছা ধরা আপেলেসের কাটা-মুণ্ড। টুপ টুপ করে রক্ত পড়ে পথে পথে। চীৎকার করে তার স্ত্রী লোকটার পেছু পেছু ছোটে। আপেলেসের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এককালে তাকে অবিচল রেখেছে; কিন্তু এখন সে চেঁচিয়ে বলছে, 'একি ভয়ানক অভিশাপ তুমি নিয়ে আসছ? তুমি কি মানুষ, না জানোয়ার?'

'জানোয়ার!' বিড়বিড় করে আরন বলে। 'সরে যা মাগী!'

শেষ অবধি বাজারের স্কোয়ারে এসে সে থামে। এইখানেই সব চাইতে বেশী লড়াই হয়েছে। ব্রঞ্জের বেদীটাও রয়েছে এখানে। চোখ মুখ টান করে সে বেদীটা ঠিক করে দেয়; তারপর এথেনির সরু মূর্তিটার উপর আপেলেসের মুণ্ডটা বসিয়ে দেয়।

'এই-ই আমার পূজা!' সে বলে। কাটা মুণ্ডটার উপর থুথু ফেলে সে চলে যায়। এই সেই নিরীহ দার্শনিকভাবাপন্ন বেঁটে লোকটি! এক বছর আগেও রক্ত দেখলে যে আঁতকে উঠত। কেমন করে এই পরিবর্তন হলো, যথাসময়ে বলব।

আমরা আমাদের উদ্‌যোগ শেষ করে ফেলি। আমাদের গৃহপালিত পশু— যত ছাগল ভেড়া খচ্চর ছিল, এক জায়গায় জড়ো করা হয়। খচ্চরের পিঠে গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিসপত্র চাপানো হয়। হাতে কাঁধে যা নেওয়া যায়, তা আমরা নিজেরাই নিয়ে চললাম। যা নিয়ে যেতে পারলাম না, তা নষ্ট করে

দেওয়া হয়। মধুর জলপাই তেলের চৌবাচ্চাগুলো নোংরা করে রাখা হয়। মদের বিরাট বিরাট পিপেগুলো ভেঙে ফেলি। এতকালের পরিচিত সবকিছুর কাছে শেষ বিদায় নিয়ে চলেছি। আমাদের সরল গভীর গোটা জীবন-প্রবাহের এইখানেই শেষ। মোদিনের কাছে বিদায় —বিদায় আমাদের ধাত্রী উপত্যকার কাছে। আমাদের ভস্মীভূত পবিত্র পুঁথি, আমাদের প্রাচীন পাথুরে সিনাগগ— আমাদের ও পূর্বপুরুষের অক্লান্ত চেষ্টায় তৈরী আল দেওয়া জমি —সবকিছুর কাছে শেষ বিদায় নিয়ে চলেছি। হাজার বছর ধরে ইহুদিরা যে সমাধিক্ষেত্রে ঘুমিয়ে আছে তার কাছেও বিদায় নিচ্ছি। সবাই জানে এ বিদায়ের লগ্ন; তবু কেউ আপত্তি করেনি —কেউ কাঁদেনি। তারপর শেষরাত্রে ক্যারাভান চলতে শুরু করে। আবার আমরা যাযাবর —আবার আমরা গৃহহারা।

এইভাবেই মোদিনের গোটা গ্রাম বাড়ি ছেড়ে উত্তরমুখো চলতে থাকে। কিন্তু এবারে আমরা সশস্ত্র। এবার আমাদের হাতে আছে বল্লম তরোয়াল আর তীর ধনুক। আল দেওয়া জমির পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে যতই উপরে উঠছি ততই আমাদের ঐক্য দৃঢ় হচ্ছে। গৌমদ গ্রামে বিশ্রামের জন্য থামা হয়। গাঁয়ের লোক আমাদের দুধ ফল মদ এনে দেয়। যখন গৌমদ ছেড়ে যাই, বারোটি পরিবার আমাদের সঙ্গী হয়। কাকেও আমরা দলে ভেড়াবার চেষ্টা করিনি— কোনো বক্তৃতাও করা হয়নি। তারা যখন জিজ্ঞাসা করে, 'কত দিনের জন্য?' আমরা বলেছি, 'যতদিন মুক্ত না হই। শাস্ত্র-বিধানমতে যতদিন গোটা দেশ তিন তিনবার সাফ করা না হয়।'

রাত্রির জন্য নির্জন এক পাহাড়ের গায়ে ছাউনি ফেলা হয়। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদের স্মরণে আমরা প্রার্থনা করি। এতক্ষণে গোটা দিনের ক্লান্তি ও অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পর গুটিকয়েক শিশু কেঁদে ওঠে। মায়েরা গান গেয়ে তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করে: 'ঘুমো আমার মেষ শাবক, আমার লক্ষ্মী পশমে ঢাকা মেষ-শাবক! ঘুমো ভগবানের খেদানো ছেলে! অন্ধকারে ভয় পেও না; পবিত্র তোমার হৃদয় আলোয় আলোময় করবে অন্ধকারকে…'। এত প্রাচীন এই গান যে মুশা পর্যন্ত তার মায়ের মুখে শুনেছেন।

আগুনের পাশে বসে আছি, এমনি সময় জুদাস আমার হাত ধরে টান দেয়। দু'জনে মিলে পাহাড়ের চূড়ায় চড়তে থাকি। শেষ অবধি ভূমধ্যসাগর পষ্ট দেখা যায়। গোটা সাগরের বুক অস্তরাগের গোলাপী রঙে রঞ্জিত। জুদাস তখন হাতের ইশারায় মোদিন গ্রাম দেখায়। সেই উপত্যকার মধ্যেও একটা আভা দেখলাম; কিন্তু সে আভা অস্তরাগের নয়। গ্রামটি জ্বলছে। ঘণ্টাখানেক আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি। কারও মুখে কথা নেই, শুধু চেয়ে থাকি জ্বলন্ত গ্রামের দিকে। শেষ অবধি জুদাস বলে, 'এর মূল্য দিতে হবে। প্রতিটি লেলিহান শিখা, প্রতি রক্ত-ফোঁটা, প্রতিটি আঘাতের জন্য মূল্য দিতে হবে।'

'তাতে মোদিন আর ফিরে পাব না।'
'মোদিনকেও আমরা ফিরিয়ে আনব।'

কোথায় যাব আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। এফ্রায়েম অরণ্য মোদিন থেকে দু'দিনের পথ। সোজা রাস্তায় মাইল পঁচিশেক। একটা লোক কোনোমতে দু'দিনে পৌঁছোতে পারে। কিন্তু জুদিয়ার সীমান্তরেখায় অবস্থিত এই জঙ্গলে গোটা গ্রামের পৌঁছোতে লাগবে তারও দ্বিগুণ সময়। শত শত বৎসর পূর্বে, নির্বাসনেরও আগে এ অঞ্চল যেমন জনবহুল তেমনি উর্বর ছিল। জেরুজালেমের চারপাশের আল দেওয়া পাহাড় আর উর্বর উপত্যকার চাইতেও বেশী। সে সময় বহু সহস্র ইহুদি এখানে বসবাস করত। কেননা ঢালুর জমি ছিল ফেলিস্তিনের আর সব জায়গার জমির চাইতে গভীর ও সম্পদশালী। কিন্তু নির্বাসনের সময় এ জায়গা জনবিরল হয়ে পড়ে। সামান্য কিছু পরিশ্রমী লোক আবার এ অঞ্চলের নির্জন গুহায় ফিরে আসে। জুদাস সেখানে গেছে। রাগেশও। বাবা আর জনকয়েক প্রবীনও গিয়েছিলেন বছর কয়েক আগে। কিন্তু যেদিন আমরা পৌঁছোলাম, সেই বিকেলেই আমি এ অঞ্চল প্রথম দেখি। দেখি, বনে ঢাকা বিরাট কালো কালো চূড়া আর তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভয়াল এফ্রায়েম শৃঙ্গ। তার বিভীষিকাময় চূড়াগুলো ছড়িয়ে পড়েছে পুবদিকে গাশ্ শৃঙ্গ অবধি। আরও দেখলাম, জট পাকানো গভীর অরণ্য —সিডার পাইন ও বার্চ গাছের বন —নেড়া পাহাড় আর গভীর তমসাচ্ছন্ন খাদ।

কাছাকাছি এসে শঙ্কায় সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। কথাবার্তা বন্ধ হয়, এমন কি শিশুদের নিরবচ্ছিন্ন অজেয় হাসিও মিলিয়ে যায়। সঙ্কীর্ণ একটা উপত্যকার মধ্যে ঢুকে ক্রমান্বয়ে এঁকে বেঁকে আমরা সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে নীচে নেমে যাই। সূর্যের আলো প্রথমে ফালি ফালি হয়ে যায়, তারপর হয় ফোঁটার মতো। চকিত হরিণ পাশ দিয়ে ছুটে যায়। একটা শেয়ালও ডেকে ওঠে। বন-বাদাড়ের আরও বহু অপরিচিত শব্দ কানে আসে। উপত্যকাটির তলায় জলাভূমি। আমাদের এগোতে দেখে ভীত বক ও সারসগুলো উড়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা আমরা সেই থকথকে জলকাদা ভেঙে চলি। তারপর আবার একটা উঁচু জায়গায় উঠি। সেখান থেকে বাঁক ঘুরে চেরা-মতো আচ্ছাদিত একটা উপত্যকায় ঢুকে পড়ি। স্থানটি অস্বস্তিকর নির্জন আর শুকনো পাতা এবং পাইনের কুচি ভরতি। রোদ এখানে একদম ঢোকে না বললেই চলে।

গৃহছাড়ারা আবার গৃহ পায়। এই থেকেই আবার নতুন পর্যায়ের সূচনা।

তৃতীয় পর্ব

ভীম-পরাক্রম এলিজার

এফ্রায়েম অরণ্য-ভূমি আদৌ সুখের স্থান নয়। যত দিন যেতে লাগল ততই স্থানটির মাধুর্য লোপ পেতে থাকে। মোদিনের ভস্মরাশি ঠাণ্ডা হতে না হতেই গ্রীক সভ্যতা বিস্তারের আগ্রহাতিশয্যে জুদিয়ার আরও শ'খানেক গ্রাম পুড়ে খাক হয়ে যায়। এবং প্রথমে এক একজন করে, তারপর জোড়ায় জোড়ায়, তারপর পাঁচ পাঁচজন করে, তারপর দশ-বিশ জন করে শরণার্থী এসে আমাদের এই গুপ্ত আবাসে হাজির হতে লাগল। দুঃখ ও বেদনার মধ্য থেকে এই আশ্রয়ের জন্ম হয়েছিল বলে কেউ কেউ এই ছোট্ট উপত্যকাটির নাম দেয় 'মারা'। নামটি পরে টিঁকে যায়।

যাবার মতো আর কোনো জায়গা ছিল না বলেই লোকে মারায় আসে। তা ছাড়া মাট্টাথিয়াসের ছেলেরা মারায় আছে, এ সংবাদও তারা শুনতে পায়। বেদীর উপরে আপেলেসের মুণ্ড ফুঁড়ে রাখার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য জেরুজালেম ও জুদিয়ার মুখ্য শাসনকর্তা আপোলোনিয়াস মোদিন থেকে হাদিদ যাবার গোটা পথে ইহুদির ছিন্নমুণ্ডের সার দেয়। গোঁজে ফুঁড়ে সাতশ ছিন্নমুণ্ড লাইন দিয়ে সাজিয়ে রাখে। তাছাড়া হাজার পাঁচেক ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে গোটা জুদিয়ার বুকে সে খুন-খারাবি গৃহদাহ ও ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু করে দেয়। আমরা তখন পাহাড়ে লুকিয়ে আছি। কাণ্ড দেখে প্রথমে হকচকিয়ে অসাড় হয়ে যাই। কিন্তু জনতার পুঞ্জীভূত ঘৃণা শেষ অবধি মাট্টাথিয়াসের কাছে জানতে চায়, 'কি করবেন আপনি?'

'লড়াই করব আমরা।' জুদাস বলে। পাহাড়ে লুকিয়ে লড়াই করতে বলা এক কথা, আর শত্রু যখন নিজের গাঁয়ে হানা দেয় তখনকার অবস্থা আলাদা। বৃদ্ধ আদন কিছুই বললেন না। গত এক বছরে জরা যেন তাঁকে গ্রাস করেছে! তাঁর চুল এখন বরফের মতো সাদা, গাল বসে গেছে, কেবল খাড়া নাকটাই যা এখনও তাঁর দুরন্ত অজেয় ইচ্ছা-শক্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা বসে গালে হাত দিয়ে তিনি ভাবেন। কি ভাবেন ভগবানই জানেন! আমার মনে হয়েছে, অনেক বার ভেবেছি যে, লোকজন যখন এসে তাঁর কাছে অনুযোগ জানায়, বধিরভাবে তিনি শোনেন, তাদের দিকে চেয়ে থাকলেও যেন তাদের দেখেন না।

একদিন জুদাস আর আমি যখন তাঁর কাছে এলাম, সহসা তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের মধ্যে কাকে রাগেশ ম্যাক্কাবি সম্বোধন করেছে?'

খানিকটা অবাক হয়ে জুদাস জিজ্ঞাসা করে, 'কি করতে বলেন আমাকে ?'

'আমাকেই বা কি করতে বলো ? জঙ্গলের আদন হয়ে বসে আছি, আর বসে বসে নিজের যৌবনের কথা ভাবছি। আমার কি এখন যৌবন আছে যে কি করতে হবে আমায় জিজ্ঞাসা করছ ?'

'লোকজন ভীত নিঃসঙ্গ বিভ্রান্ত।' আমি বললাম।

'লোকজন ভয় পায়নি, ভয় পেয়েছ তোমরা।' অবজ্ঞার স্বরে বৃদ্ধ বললেন আমাকে।

'কি করব আমরা ?'

'তোমাদের ভাইদের মধ্যে এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে যারা ভয় পায়নি তাদের ডেকে নিয়ে এসো। আমি বলে দিচ্ছি, কি করতে হবে।' গম্ভীর-ভাবে আদন বলেন। জুদাস তাঁর মুখের দিকে তাকায়, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। তারপর পেছন ফিরে চলে যায়। আমিও তার অনুগামী হই। এতে জুদাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি ; আমার মধ্যেও তেমনি নিষ্প্রাণ নৈরাশ্য ও শূন্যতা বিরাজ করছে। কিন্তু দুনিয়া বদলেছে। আমরা অবশ্য এক ক্ষুদ্র নগণ্য জাতির গৃহহারা ছোট্ট একটি দল। জুদিয়ার উপত্যকায় চাষ-আবাদ করে খেতাম, নিজেদের ইহুদি বলে পরিচয় দিতাম আর পূজা করতাম অদৃশ্য এক ভগবানের এবং বহু বিষয়ে অন্যান্য জাতি থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে নিয়েছিলাম। তাহলেও আজকে আমরা সিরিয়ার সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধাচরণে জোট বেঁধেছি। প্রাচীর ঘেরা একশো-বিশটি শহর আছে এ বিশাল সাম্রাজ্যের, আছে গ্রীক অভিজাত শ্রেণী, আর আছে অগণিত ভাড়াটে সৈন্য। তবু আমরা এই প্রবল বিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে নেমেছি একথা আমার মনে, জুদাসের মনে, এমন কি এফ্রায়েমে পলাতক সবারই মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। জানতাম, শত সহস্র তেলেন্তের অর্থপুষ্ট শত সহস্র ভাড়াটে সৈনিকের বলে বলীয়ান এই সমর-যন্ত্র। আরও জানতাম যে এই শত সহস্র সৈন্য নিহত হলেও হাজারে হাজারে নতুন সৈন্য আসবে। তাছাড়া, সিরিয়ার সাম্রাজ্য ছাড়া আরও বহু গ্রীক সাম্রাজ্য আছে ; দক্ষিণে আছে আমাদের উপত্যকার স্বরা-সম্পদ-লোলুপ মিশর। এ ছাড়া ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্য গোটা দুনিয়ায় আরও বহু জাতি পাওয়া যাবে। কারণ, সমস্ত জাতির কাছেই ইহুদিরা সমান ঘৃণ্য। কেননা ইহুদিদের রীতি-নীতি তাদের রীতি-নীতি থেকে আলাদা।

ভাইদের সঙ্গী পেলাম, পেলাম রাগেশকেও। তাছাড়া, কর্মকার রুবেন, মুশা বেন আরন প্রভৃতি মুষ্টিমেয় যে কয়জন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও আদনের অনুগামী হবার প্রেরণা লাভ করেছে, তাদেরও পাওয়া গেলো। তীর-ধনুক ও ছোরা নিয়ে আমরা সজ্জিত হলাম। তরোয়াল ছিল কারও কারও। এই অদ্ভুত হাতিয়ারটি যারা পরখ করতে ইচ্ছুক, তারা তরোয়ালও সঙ্গে নেয়। তারপরে সবাই মিলে

আদনের কাছে এলাম। তিনি আমাদের সাদর সংবর্ধনা করলেন না। বললেন, যেখানে অন্তত একশোজন হওয়া উচিত ছিল, সেখানে মাত্র বিশজন! তারপর ঘণ্টা কয়েক তিনি আর কোনো কথা বললেন না। অতি দ্রুত আমাদের দক্ষিণ দিকে চালনা করে নিয়ে এলেন অক্লান্ত এই শীর্ণ ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ।

শিলোতে এলাম। জেরুজালেমের পথে পাহাড়ে নদীর পারে এই মনোরম গ্রামটি। মোদিনের সঙ্গে গ্রামটির এত সৌসাদৃশ্য যে পল্লীটির দিকে চেয়ে আমাদের বুক ফেটে এল। বিশ্রামের স্থান এটি। সরাইখানাও আছে। আজকের মতো সেকালেও শিলো তার পীতাভ কিশমিশের মদ এবং মধুর পানীয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঘেঁষাঘেঁষি করে হেঁটে ধুলো-বালি-মাখা অবস্থায় গম্ভীরমুখে আমরা যখন পল্লীতে ঢুকলাম, ভয়-চকিত বিস্ময়ে লোকজন আমাদের দিকে চেয়ে রইল। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সবকিছু আলখাল্লায় ঢাকা। কিন্তু চোখে না দেখলেও পরের মুখে বর্ণনা শুনে বিশালকায় শুভ্র-শ্মশ্রু আদন মাট্টাথিয়াসকে না চেনে এমন লোক জুদিয়ায় কে আছে? আর কে-ইবা না জানে যে সপুত্রক তিনি পলাতক বিদ্রোহী? মাসিডোনিয়ানরা তাঁকে অভিসম্পাত করে, আর করে প্রধান পুরোহিত মেনেলস।

অবাক তারা হতে পারে, কিন্তু এমন ভীত হবার কথা নয়। যদিও আপেলেস এ জায়গায় ভালো কীর্তি রেখে গেছে: ফলের মালা শোভিত তাজা-রক্তে-স্নাত জিউসের এক উঁচু বেদী রয়েছে স্কোয়ারে। তাহলেও এদের এত ভীতি-বিহ্বল হবার কারণ নেই। অবশ্য এমনি সময়ে কাপুরুষতা খুব দুর্লভ জিনিস নয়! ভস্মীভূত গৃহ, এফ্রায়েমের পার্বত্য গুহা কিংবা বিথাভেনের নির্জন বন-কান্তারের চাইতে আত্মসমর্পণ সহজতর।

তারপর সরাইখানায় কিছু ভাড়াটে সৈন্য দেখলাম। বাইরে ঘাসের উপর বসে মৌজ করছিল। হাতে রুটি ও সুরাপাত্র। টাটকা সেদ্ধ মুরগি মুখে পুরে দিচ্ছে আর অপরিচ্ছন্ন কশ বেয়ে চর্বি গড়িয়ে পড়ছে। জন বারো ছিল সেখানে। অস্ত্রশস্ত্র এবং ঢাল বইবার জন্য দুটি দাসও ছিল সঙ্গে। ভালোভাবে আরাম করবার জন্য তারা ভারী বক্ষস্ত্রাণ খুলে ফেলেছে, খুলে দিয়েছে চামড়ার জার্কিনের ফিতে। ভালো করে নিজেদের পৌরুষ ও নোংরামি দেখাবার জন্য পরনের ঘাঘরাটাও উলটে নিয়েছে। সেদিনের মতো আজকেও ভাড়াটে সৈনিকেরা ইহুদিদের চির-বিস্ময়। গৃহ-হারা জাতি-হারা শহরহীন আর জহ্লাদ বৃত্তির জন্য লালিত-পালিত এই মানুষগুলো চিরদিন ইহুদিদের কাছে রহস্যময়। হত্যার জন্য এদের জন্ম, হত্যার জন্য লালিত, আর ভাড়াও খাটছে হত্যার জন্য! গ্রীকদের জন্য খাটছে বলে এদের দাড়ি কামাবার নিয়ম মানতে হয়। তবু দিনকয়েকের খোঁচা খোঁচা দাড়ি সব সময় এদের গালে থাকে। জল এদের পক্ষে মুখে দেবার কিংবা চামড়ায় লাগাবার বস্তু নয়। জল এদের কাছে অস্পৃশ্য ঘৃণ্য

বস্তু। তার চাইতে বরং গায়ের বোটকা গন্ধ এবং চামড়ার উপর পুরু ময়লার আস্তরণে এরা স্বস্তি বোধ করে। এগুলো ওদের প্রিয়-সহচর। কি অবিশ্বাস্য অজ্ঞতা!

শিলোর একটি দরিদ্র হাবা মেয়েও ছিল সেখানে! পরে শুনলাম, তার নাম মিরিয়ম, অনাথ ভবঘুরে। এই শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে দেখে এর চাইতে বেশী কিছু মনে হয় না। পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি, মেয়েটিকে নিয়ে কুৎসিত জঘন্য অশ্লীল রস-রঙ্গ করছে ভাড়াটে সৈনিকেরা। এক একজন খানিকটা ইতর রঙ্গ করছে, তারপর ঠেলে দিচ্ছে অন্যের কাছে আর সবাই মিলে সোল্লাসে কাঁচা গ্রাম্য ইতর আরেমিক ভাষায় চীৎকার চেঁচামেচি হাসি-ঠাট্টা করছে। মাসিডোনিয়ানদের ভাড়াটেরা এই ভাষাতেই কথা বলত। আমরা সেখানে না-আসা অবধি এইভাবেই তারা হাসি-তামাসা রস-রঙ্গ চালায়। শীর্ণকায় ভ্রূ-শ্মশ্রু শ্যেনের মতো মুখ গম্ভীর এক বৃদ্ধের নেতৃত্বে আমরা বিশজন লম্বা শরীর-মুখ আলখাল্লা পরা ইহুদি সেখানে হাজির হলাম। আপাদমস্তক পথের ধুলো-বালি মাখা। বৃদ্ধের গাম্ভীর্যের মধ্যেও বিভীষিকাময় একটা রূপ ফুটে বেরুচ্ছিল। গ্রামটি এই সময় হঠাৎ নীরব এবং প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। এই আকস্মিক নীরবতা যেমন তারা অনুভব না করে পারেনি, বৃদ্ধের বিভীষিকাময় রূপও তেমনি তারা উপলব্ধি করতে পারে।

'যা যা, চলে যা বুড়ো দাঁড়কাক!' তাদের একজন বলে এবং আর সবাই হেসে ওঠে। কিন্তু তাদের হাসির মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব ছিল। মিরিয়ম মেয়েটি এইসময় মাটিতে লুটিয়ে কান্না শুরু করে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে সরাইখানার মালিক। বেশ মোটা-সোটা গোঁফ-দাড়ি-কামানো লোক! কথা থেকে বোঝা গেলো লোকটা ইহুদি।

'কি, ব্যাপার কি?' সে জিজ্ঞাসা করে। 'এখানে কোনো হাঙ্গামা করা চলবে না —রাস্তার ভিখারীর জায়গা এখানে হবে না।'

'আমাদের কি ভিখারীর মতো দেখায়?' শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন আদন। 'তুমি কে হে সরাইয়ালা যে আমাদের ভিখারী বলছ? আমরা যদি মরু অঞ্চল থেকে তৃষ্ণার্ত হয়ে এসে থাকি, তাহলে এক চুমুক মদ আমাদের জুটবে না কি?'

বাবা কথা বলবার সময় ভাড়াটেদের সেনাধ্যক্ষ গ্লাস থেকে মদ খেতে খেতে বাইরে আসে। সরাইখানার মালিক এবং আমাদের ঝগড়া দেখবার জন্য এসেছিল।

চোখ কুঁচকে অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে সরাইখানার মালিক বলে, 'কি করি, আমার সরাইতে জায়গা নেই।' লোকটার কণ্ঠস্বরে কেমন ইতস্তত ভাব।

আদন তখন আরও মোলায়েমভাবে শান্ত স্বরে বলতে থাকেন, 'পুণ্যশ্লোক আব্রাহামের তাঁবুতে যখন তিনটি আগন্তক আসে, তাদের কি তিনি এই কথা বলেছিলেন ? না তাদের হাতমুখ ধোয়ার জন্য মিষ্টি জল এনে দিয়েছিলেন ? তাঁর স্ত্রী সারা কি নিজের হাতে অতিথিদের রান্না করে দেননি ? আর তুমি কি করছ ? হতে পারে তোমার বাড়িতে লোকজন আছে, তবু তোমার স্বজাতির জন্য দরজা বন্ধ করে সে-কবাট তুমি খুলে রাখছ এমন জঘন্য লোকের জন্য, মানুষ খুন করাই যাদের পেশা !'

ভাড়াটে সৈনিকেরা এবং সেনাধ্যক্ষ বাবার কথার খুব সামান্য অংশই অনুধাবন করতে পারে, কেননা আরেমিকের বদলে তিনি প্রাচীন হিব্রু ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু বাবার কথা শুনে সরাইয়ালার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে কোনোমতে জিজ্ঞাসা করে, 'কে আপনি বৃদ্ধ মেয়েটি তখন তারস্বরে বলে, 'আদন মাট্রাথিয়াস !'

বাবা এই সময় আলখাল্লা খুলে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খুলে ফেলি এবং জোনাথান বাদে সবাই তরোয়াল বার করি। তার হাতে ছিল তীর-ধনুক। সেনাধ্যক্ষটি চীৎকার করে এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে নীচু হয়ে তার গলা লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে এবং তার অব্যর্থ লক্ষ্য পলকের মধ্যে রক্ত-রুদ্ধ বিভীষিকা-ময় আর্তনাদে সেনাধ্যক্ষের চীৎকার স্তব্ধ করে দেয়। সরাইখানার মালিক তখন ঘরের মধ্যে পালিয়ে যায়। অর্ধ-মাতাল ভাড়াটে সৈনিকেরা যেখানে ছিল সেইখানেই থাকে। ভীষণ-দর্শন বৃদ্ধ এক কুলপতির নেতৃত্বে বিশজন সশস্ত্র লোকের আকস্মিক বিভীষিকাময় আবির্ভাব তাদের পঙ্গু করে দেয়। কোনো করুণা, কোনো মায়া-মমতা না করে যে যেখানে ছিল সেই অবস্থাতেই আমরা তাদের বধ করি। অতি নিষ্ঠুর, অতি জঘন্য এ কাজ। কিন্তু এরা এমন লোক নয় যে বন্দী করা চলে। এদের সঙ্গে কথা বলা, এদের অনুরোধ করা, বুঝানো কি মত পরিবর্তন করানো অসম্ভব ! এরা ভাড়াটে খুনী !

দুটি ক্রীতদাস তখন অবশিষ্ট ছিল। ভয়ে জড়সড় হয়ে তারা চীৎকার করে কাঁদতে থাকে। এ কাজ শেষ হবার পর মিরিয়ম মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে বাবার পা জড়িয়ে ধরে। আমাদের সবারই দৃষ্টি তখন বাবার দিকে। রক্তমাখা তরোয়াল হাতে নিয়ে পলকের জন্য তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর তরোয়ালখানা ফেলে দেন এবং মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে তার ঠোঁটে চুমু দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার নাম কি মেয়ে ?'

'মিরিয়ম।'

'তোমার বাবার নাম কি ? মা-ই বা কে ?'

'জানি না।' ডুকরে কেঁদে ওঠে মেয়েটি।

বৃদ্ধ তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'তোমার মতো আরও কত মেয়েই যে আছে! আচ্ছা, তুমি এফ্রায়েমের জঙ্গল চেন ?'

মাথা নেড়ে মেয়েটি জানায় যে চেনে।

'তাহলে স্নান করে সেখানে চলে যাও। কোনো ইহুদির সঙ্গে দেখা হলে তোমায় মাট্টাথিয়াসের ওখানে নিয়ে যেতে বলবে। সে যদি তোমার পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তো বল যে মাট্টাথিয়াস তোমার বাবা।'

'আমার ভয় করে …ভয় করে!'

'যা বলছি কর!' বাবা তখন রূঢ়ভাবে বলেন। 'চলে যাও! কখনও পেছনে তাকাবে না।' তারপর তিনি আমাদের বলেন, 'সরাইয়ের মালিককে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

ইতিমধ্যে লোকজন এসে পড়ে। প্রথম আসে শিশুরা, তারপর আরও লোকজন এসে যায়। শেষ অবধি ভীত নির্বাক একদল ইহুদি অর্ধ-বৃত্তাকারে সরাইখানার প্রাঙ্গনে জমায়েত হয়ে স্থির-দৃষ্টিতে নিহতদের খণ্ডিত দেহের দিকে চেয়ে থাকে। এলিজার ও রুবেন সরাইয়ের মধ্যে ঢুকে যায়। শুনলাম, দুপদাপ করে যাচ্ছে! সরাইখানার মালিককে টানতে টানতে তারা বেরিয়ে আসে। ভয়ের চোটে লোকটা খুঁড়িয়ে চলছে আর ডুকরে কাঁদছে। এলিজার ও রুবেন তাকে আদনের পায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পেটে ভর করে একটু একটু করে এগিয়ে এসে সে বাবার স্যাণ্ডালের ফিতে চুম্বন করে। তার বেশী এগোবার সাহস হয়নি।

বাবা গর্জে ওঠেন, 'বন্ধ কর বলছি! তুমি কি ইহুদি, না গ্রীক, না জানোয়ার যে পেটে ভর করে আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছ? উঠে দাঁড়াও!'

ধমকের জবাবে লোকটা তেমনি ভাবেই উপুড় হয়ে মোটা ভুঁড়ি চেপে এপাশ ওপাশ করে আর ককাতে থাকে। বাবা তখন পায়ের আঙুল দিয়ে তাকে ঠেলে দিয়ে জনতার দিকে ফেরেন। 'চেয়ে ছাখো তোমরা, নিজের হাতে আমি ওকে খুন করতাম; কিন্তু করব না। বেঁচে থেকে চিরকাল ও স্মরণ করুক যে এমনিভাবে পায়ের তলায় গড়াগড়ি খেয়েছিল! দেশময় একথা ছড়িয়ে পড়লে ওর জীবন নরকে পরিণত হবে —কোনোদিন আর তাহলে মাথা খাড়া করে লোকের মুখের দিকে চাইতে হবে না! আমাদের স্বজাতির লোক নিহত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, সারা দেশ তাদের আর্তনাদে মুখরিত! কিন্তু এ লোকটার জীবনের মায়া এত বেশী যে তার জন্য নোংরার মধ্যে মুখ ঘষতেও প্রস্তুত। বিজয়ী যখন এর পেছনে থাকে, তখন উনি সাহসী পুরুষ। তোমাদের সবারই দশা তাই। জঘন্য ঘৃণ্য তোমরা —ভগবানের অভিশাপ নেমে আসবে তোমাদের মাথায়!'

এই শুনে মেয়েরা কান্না শুরু করে দেয়। এখানে ওখানে দু'-একজন বলে ওঠে, 'না! না!' পুরুষেরা আলখাল্লায় মুখ ঢাকে।

আদন তখন চড়াগলায় বলেন, 'আমাদের মুখের দিকে তাকাবে না? আমরা কি এই ভাড়াটে সৈনিকের চেয়েও জঘন্য?'

ভীড় ঠেলে এক বৃদ্ধ তখন বাবার কাছে এগিয়ে আসেন। বলেন, 'আপনার অভিসম্পাত প্রত্যাহার করুন মাট্টাথিয়াস বেন জন বেন সাইমন! কি আমরা করেছি যে আপনি অভিশাপ দিলেন?'

বাবা তখন গাঢ়স্বরে বলেন, 'তোমরা নতজানু হয়েছ।'

'আমায় ভুলে গেছেন মাট্টাথিয়াস?' বৃদ্ধ জানতে চান। 'জেকব বেন গারসনকে ভুলে গেছেন?'

'মনে পড়ছে।' বাবা বলেন।

'আমি নতজানু হইনি মাট্টাথিয়াস। এই শিলোতেই ওরা উনিশজন খুন করেছে, তার মধ্যে চারজন সুন্নত-করা শিশু। সুন্নত বন্ধ করে আমরা যাতে গ্রীক রীতি অনুসরণ করি তার জন্যই এদের বধ করেছে। তারপর আমরা ওদের সঙ্গে আপস করি। আপনার অভিশাপ প্রত্যাহার করে নিন।'

'কিসের মায়ায় এখানে আছেন বৃদ্ধ? জীবন কি এতই মধুর? আমার বয়স তিন কুড়ির উপরে —আপনারও তাই। কিসের মায়ায় আছেন?'

'কোথায় যাব মাট্টাথিয়াস? কোথায় যাবে আমাদের লোকজন?'

'এফ্রায়েম যান!' তিক্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাবা অভিযোগ করেন। 'বনে চলে যান। সেখানে পূর্ব-পুরুষের মতো আমরা আশ্রয় নিয়েছি আর আত্মশক্তি জাগ্রত করছি! কিন্তু কোনোদিন কোনো মানুষের কাছে নতজানু হতে পারবেন না— এমন কি স্বয়ং ভগবানের কাছেও না। তিনি তা চান না।' তারপর লোকটিকে ঠেলে আদন বেদীর কাছে যান এবং সেটাকে উলটে ফেলে জনতার মধ্য দিয়ে, শিলোর মধ্য দিয়ে গটমট করে হেঁটে চলেন। নীরবে আমরা তাঁর অনুগমন করি। একবার জুদাস আমার কানে ফিস ফিস করে বলে, 'ওঁর মধ্যে আগুন আছে। আঃ উনি যদি তরুণ হতেন সাইমন!'

'তা তরুণই তো!' কাটা কাটাভাবে আমি বলি। 'সত্যিই উনি তরুণ, ওঁকে আর ম্যাক্কাবি বলে ডাকবার দরকার নেই!'

'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'কি বলতে চাই বুঝতে পারছ না জুদাস?' অস্পষ্টভাবে বললাম। সে তখন আমার আলখাল্লা চেপে ধরে প্রায় কাতরভাবে জানতে চায়, 'তুমিও আমায় বিদ্রূপ করছ সাইমন? ভগবানের দোহাই, আমি কি করেছি বলো যে তুমি এমনিভাবে আমায় ঘৃণা করবে!'

'কিছুই না।'

'অকারণ তুমি আমায় ঘৃণা কর ?'

'অকারণ ? হাঁ, অকারণ ! চলে এসো, বৃদ্ধ অপেক্ষা করবেন না ।'

রাস্তা ছেড়ে উপত্যকা পার হয়ে আমরা পাহাড়ে চড়লাম। চারদিকে মাইলের পর মাইল দেখা যায় এমন একটা উঁচু জায়গায় ছাউনি ফেললাম এবং মদে ভিজিয়ে রুটি খেলাম। তারপর প্রচণ্ড এক আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে আলখাল্লা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত শেষ হয়ে এলো, কিন্তু আমার ঘুম হলো না। দিনের ঘটনাবলী, সরাইখানার বীভৎস স্বল্পস্থায়ী খুনোখুনি, বৃদ্ধ পিতার রুদ্রমূর্তির ছবি এমনভাবে আমার মনে ভিড় করে ছিল যে কিছুতেই চোখ বুজতে পারছিলাম না। এর সঙ্গে মনে জাগছিল মোদিনে আমাদের মধুর বাল্য-স্মৃতির কথা, রুথের কথা, আমাদের পরস্পরের ভালোবাসা-বাসির কথা। সে ভালোবাসার রূপ যাই হোক, আজকে তার অনেক কিছুই স্মরণীয় বলেও মনে হয় না। এত সংক্ষিপ্ত, এমন বিস্ময়কর, এমনি স্বল্প-পরিজ্ঞাত মানুষের জীবন! একান্তই যদি ঘুম না আসে তাহলে দিবা-রাত্রির মাঝখানে এই সময়ে জীবনটা নিছক ক্ষণিকের স্বপ্ন বলে মনে হয় —মনটা যেন একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়। মনে হয়, এমনি করেই চিরদিন যেন খুঁজতে হবে। মোদিনে এমনি সময় যে ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছিলাম, অতীত ও ভবিষ্যৎহীন সেই বর্তমান-সর্বস্ব সংক্ষিপ্ত আনন্দদীপ্ত মুহূর্তেও তো এমনিভাবেই খুঁজেছি। এই স্মৃতি, শঙ্কা ও নিঃশব্দ দুর্বহ হয়ে ওঠে। উঠে আমি নিভু নিভু ম্রিয়মাণ আগুনের খাদটার কাছে গেলাম। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা লেগে এখন আর আগুনে তেমন উত্তাপ নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এমনি সময় পেছন থেকে কে যেন আমার বাহু স্পর্শ করে। বোঁ করে ঘুরে দেখি আদন—শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার দিকে। তিনিও কি ঘুমোননি ?

তিনি বলেন, 'ভাইকে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো সাইমন।'

জুদাসকে ডেকে তুললাম এবং আদনের অনুসরণ করে পাহাড়ের পাশ দিয়ে দুরারোহ একটা শৈলশিরার কাছে এলাম। বাবা তখন উপত্যকা বরাবর শিলোর বহুদূরে জেরুজালেমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ঐ দিকে চেয়ে ছাখো।' তাঁর হাত-বরাবর চেয়ে অন্ধকারের গর্ভে আমরা একটা আলোর আভা দেখতে পেলাম। মনে হয় যেন গোটা কয়েক নিভু নিভু আলোকশিখা ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে মেরেছে। একটু বাদে তিনি বলেন, 'কি বলবে বলো।'

জুদাস তখন ক্ষুব্ধভাবে বলে, 'আমার মতে, ঐ সরাইয়ালা জানোয়ারটাকেও আপনার বধ করা উচিত ছিল ; কারণ ওটা ভাড়াটে সৈনিকদের একটা আড্ডা ছাড়া কিছুই নয়। ওদের ডেকে আনতে এতটুকু বিলম্ব করেনি।'

'তবু সরাইখানায় তুমি তো চুপ করেই ছিলে।' বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলেন।

'চুপ করেই ছিলাম বটে !'

বৃদ্ধ তখন ব্যঙ্গের স্বরে বলেন, 'বেশ তো, রাগেশ যাকে ম্যাক্কাবি বলে ডাকেন সেই জুদাস এখন কি করতে চায় ?'

প্রস্তর মূর্তির মতো নীরবে মাথা হেঁট করে জুদাস উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকে।

বাবা তখন অবজ্ঞাভরে জানতে চান, 'এখন কি করবে জুদাস ম্যাক্কাবিয়াস ? ঐ উপত্যকার মধ্যে ওরা অপেক্ষা করছে, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে শিলোয় এসে গ্রামটি ভস্ম করে দেবে। সরাইয়ের মালিককে খুন করতে হলে নিজহাতে নিজের তরোয়াল দিয়েই আমি তা করতে পারতাম জুদাস ম্যাক্কাবিয়াস ! কিন্তু তোমরা যারা যুদ্ধের কথা বলো তাদের জিজ্ঞাসা করছি, কালকে শিলোতে কত শিশু বলি হবে ?'

কোনো জবাব না দিয়ে জুদাস আমাদের আস্তানাটার দিকে ফিরে আসে। আমি তখন ক্ষেপে গিয়ে রূঢ়-কণ্ঠে বৃদ্ধকে বললাম, 'আপনি কি চারপাশের সমস্ত প্রাণ ভেঙে দিতে চান ?'

লৌহ-কঠিন থাবার মতো একখানা হাত আমার কাঁধ সাপটে ধরে। অনেক দিন সে-ধরার দাগ ছিল। বৃদ্ধ আদন তখন কোমল গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন, 'আমার কোমর থেকেই তোমরা জন্মেছ, এখনও মানুষ হতে পারনি, কাজেই আমায় শ্রদ্ধা কর সাইমন ! পবিত্র সবকিছুর নামে হলপ করে বলছি, ছেলেদের কাছ থেকে আমি বিনয়ী কথা শুনতে চাই। পোক্ত জিনিস ভাঙে না জেনো !' তারপর তিনি জুদাসের পেছন পেছন হেঁটে যান।

আমি আগুনের কাছে ফিরে দেখি, সবাই জেগেছে। একটু বাদেই রাত্রির আঁধারে আমরা জুদাসের অনুগমন করি। কোনো কথা না বলে আদন পেছনে পড়েন এবং জুদাসই নেতৃত্ব করে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাণ্ডুর আলোর ঝিলিক দেখা দিয়েছে পূব দিগন্তে। আমাদের পথ চলার পক্ষে এই ক্ষীণ আভাই যথেষ্ট। ক্রমান্বয় উপরে চড়ে জুদাসের নেতৃত্বে আমরা দক্ষিণমুখো চললাম। এইভাবে আমরা পাহাড়ের মরচে-ধরা অতটে হাজির হলাম। এমন দ্রুত জুদাস আমাদের পরিচালনা করে যে দম নেবার জন্যও কোথাও পলকের জন্য থামা হয়নি। চটপট প্রায় হন্যে হয়ে ছুটে অনতিবিলম্বে আমরা ভাড়াটে সৈনিকদের ছাউনির উপরে একটা উঁচু শৈলশিখরে হাজির হলাম। সরাসরি আমাদের তলায় ছ'-সাতশো ফুট নীচুতে পথের উপরেই ঘুমিয়ে আছে সৈনিকেরা। উপত্যকার দুটি পাহাড়ের প্রান্ত এখানে রাস্তার সঙ্গে মিলেছে। এখানেও গ্রাম্য, শান্তিপ্রিয়, শান্তির-পূজারী, যুদ্ধকলা বা আত্মরক্ষায় অসমর্থ ইহুদিদের প্রতি গ্রীকদের অবজ্ঞার চিহ্ন রয়েছে। কুড়ি দু'য়েক পদাতিক আছে এখানে। কিন্তু শান্ত্রী বা প্রহরী নিয়োগ না করে নিশ্চিন্তে অঘোরে ঘুমোচ্ছে তারা। অস্ত্র-শস্ত্র পাঁজা-করা রয়েছে এক পাশে।

জুদাস এবারে ইতস্তত করল না। চটপট সে হুকুম দেয়। জোনাথানের নেতৃত্বে জন কয়েককে পাঠায় শ'কয়েক পা উত্তরে। জনও ছিল এ দলে। তবু নেতৃত্ব করে চঞ্চল ক্ষিপ্রগতি উৎসাহী বালক জোনাথান। পাহাড় বেয়ে নেমে তাদের রাস্তার কাছাকাছি বল্লমের পাল্লার মধ্যে অপেক্ষা করতে বলা হয়। আদনের সঙ্গে আর জনকয়েক যায় দক্ষিণে। এলিজার আমি আর রুবেন রইলাম জুদাসের সঙ্গে। সে তখন শৈলশিরাটির উপরে বসানো বিরাট এক প্রস্তরখণ্ডের পাশে যায়। এই মধুময় সুপ্রাচীন দেশে ভগবান যেদিন প্রথম পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, সেইদিন থেকেই অতিকায় প্রস্তরখণ্ডটি রয়েছে এখানে। জুদাস জিজ্ঞাসা করে, 'এটাকে নাড়াতে পারবে এলিজার ?' হেসে এলিজার হামাগুড়ি দিয়ে প্রস্তরখণ্ডটির তলায় যায় এবং হাত বাড়িয়ে ধরে জোরে শ্বাস টানে। জুদিয়ার আকাশে তখন ভোরের গোলাপী আলোর অপূর্ব খেলা শুরু হয়ে গেছে। এই ক্ষীণ নতুন আলোয় এলিজারের বিশাল চেহারা সাবেক কালের সামসনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গায়ের আলখাল্লা ও কোর্তা আর স্যাণ্ডাল খুলে ফেলেছে এলিজার। সূতীর পাজামা-পরা খালি গায়ে পৌরুষদীপ্ত অমিত শক্তিমত্তার ছাপ। ক্রমে তার পেশীগুলো পরিস্ফীত হয়ে লৌহকঠিন হয়ে ওঠে এবং এক দানবীয় ধাক্কায় সে প্রস্তরখণ্ডটি আলগা করে নাড়িয়ে তোলে। দুনিয়া সৃষ্টির পর এমনভাবে প্রস্তর-খণ্ডটি বোধ হয় কোনোকালে নড়েনি। কাঁপতে থাকে পাথরখানা। আমরাও তখন হাত দিই। তখন আরও বেশী নড়ে। এলিজারের ধাক্কায় প্রস্তরখণ্ডে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হয় —টলতে টলতে উলটিয়ে পড়ে যায় হুড়মুড় করে। পলকের জন্য প্রস্তরখণ্ডটি শৈলশিরার প্রান্তে থামে, তারপর বজ্রনির্ঘোষে পাহাড় কাঁপিয়ে ভেঙে দু'ভাগ হয়ে হুড়মুড় করে সঙ্গে আরও শত শত প্রস্তরখণ্ড নিয়ে ঘুমন্ত ভাড়াটে সৈনিকদের উপর গড়িয়ে পড়ে। এই বিকট পতনের শব্দে ভাড়াটে সৈনিকদের ঘুম ভেঙে যায়। ভীতি-বিহ্বল দিশেহারা সৈনিকেরা তখন যা হাতের কাছে পায় তাই নিয়ে হন্যে হয়ে ছুটতে থাকে। কেউ হাতড়ায়, কেউ হামাগুড়ি দেয়, কেউ বা ছুটে পালায়। ভয়ার্ত চীৎকারে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। আর এদিকে গায়ে মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়তে থাকে হুড়মুড় করে।

খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে আমরাও পাথরের পেছু পেছু নেমে গেলাম। কমপক্ষে ওদের পক্ষের দু'জন পাথর পতনে নিহত কি পঙ্গু হয়। প্রায় অর্ধেক লোক রাস্তা ধরে উভয় দিকে হন্যে হয়ে ছুটে পালায়। আমাদের ছোট ছোট দলের তীর তাদের সবাইকে খতম করবে। এ সত্ত্বেও আমাদের চতুর্গুণ লোক তরোয়াল ও বল্লম নিয়ে জোট বেঁধে আমাদের সম্মুখীন হয়। আবারও আমার ভাইদের লড়াই করতে দেখলাম। কি ক্ষিপ্রগতি জুদাসের! কি বিভীষিকাময় কালান্তক রূপ তার! এলিজার, আমাদের শান্ত অমায়িক এলিজার যেন যুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। যুদ্ধ সে ভালোবাসত, আর লড়তও নরকের দানবের

মতো ! সংখ্যায় আমরা চারজন মাত্র। ঘুমন্ত অবস্থায় যে পাথর পড়েছে, তার সঙ্গে প্রভেদ আছে আমাদের। রক্তমাংসে গড়া মানুষ আমরা। আর এদের দলে আছে পনেরো-ষোলো জন। ভাড়াটে সৈনিকেরা লড়াই করতে পারে না একথা যেন কেউ না ভাবেন। ঐ একটি মাত্র জিনিসই তারা পারে এবং বেশ ভালোভাবেই পারে। একপাশে জুদাস এবং অপর পাশে রুবেনকে নিয়ে সেদিন ভোরে প্রাণ বাঁচাবার জন্য লড়াই করতে গিয়ে একথা মর্মে মর্মে বুঝেছি। দীর্ঘ কয়েক বছরের সংগ্রামের পরেও অনেকবার সে-অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সেদিন এলিজার যদি না থাকত তো সুনিশ্চিত আমরা মারা পড়তাম। লড়াইতে আমাদের তখন সবে হাতেখড়ি হয়েছে। তবু এলিজার দু'জনকে বধ করে এবং আর একজনকে কেটে দু'ভাগ করে ফেলে। সংগ্রাম চিরন্তন। সময় থির হয়ে দাঁড়ায় আর ফুটো বোতল থেকে জল গড়িয়ে পড়বার মতো দেহের শক্তি কমে আসে। চৌকো হয়ে পিঠে পিঠ দিয়ে আমরা তাদের রুখি এবং জন-সাতেককে সাবাড় করি। কিন্তু লম্বা বল্লমের আঘাতে আমার গা কেটে যায় —রক্ত ঝরে। রুবেনের অবস্থাও আমার মতো। আবার যখন বল্লম নিয়ে তারা আমাদের দিকে রুখে এগোয় সদলবলে জোনাথান আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারপর চটপট সব খতম হয়ে যায়। দু'জন পাহাড়ের দিকে ছুটে পালায়। খালিহাতে খালিপায়ে বেড়ালের মতো লাফিয়ে এলিজার তাদের ধাওয়া করে। একজনকে ধরে প্রচণ্ড ঘুষো মেরে সে বধ করে। দ্বিতীয় লোকটি তখন শাবলের মতো সিরিয়ান বল্লম নিয়ে তার দিকে রুখে এগোয়। এলিজারকে লক্ষ্য করে সে বল্লমের কোপ মারে, কিন্তু লাফিয়ে সরে গিয়ে এলিজার আঘাত এড়ায় এবং বিদ্যুৎগতিতে বল্লমটা ধরে হেঁচকা টান মারে। ভাড়াটে সৈনিকটি মুখ থুবড়ে পড়ে। চটপট ব্যাপারটা ঘটে যায়। এমন চটপট ঘটে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা শুধু লক্ষ্য করি, হাঁপাই, রক্ত ঝরে আর চেয়ে থাকি। যেন অলিখিত অথচ জানা এক সমঝোতা আছে যে এ লোকটি এলিজার বেন মাট্টাথিয়াসের ভাগে, আর কারও নয় ! এলিজার তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে। একবার গড়াগড়ি খায়, তারপর দুই হাতে ভাড়াটে সৈনিকটির গলা টিপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। লোকটি তার হাতের মুঠোয় ঝুলতে থাকে এবং প্রাণ বেরিয়ে না-যাওয়া অবধি চীৎকার করে আর ক্ষমা চায়। এলিজার তখন তাকে ফেলে দেয়।

সব কটা লাশ রাস্তায় টেনে এনে আমরা পাঁজা করে রাখি। যতটা অস্ত্র-শস্ত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা আগেই খুলে নেওয়া হলো। আমাদের দলের প্রায় সকলেই আহত হয়, কাটা জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরে। এমন কি বাবাও আহত হন। জনকয়েক গুরুতর আহত হয়। তাহলেও সকলেই বেঁচে ছিলাম এবং হাঁটাচলা করতে পারছিলাম। কিন্তু ভাড়াটে সৈনিকদের মধ্যে একজনও বেঁচে ছিল না। লাশগুলো আমরা পাঁজা করলাম।

জুদাস তখন বলে, 'যতদিন দেশ ছেড়ে না যাবে, বার বার এইভাবে চালাতে হবে।'

এরপর ক্ষতস্থান ধুয়ে আমরা বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লাম।

এইভাবেই শুরু হয়। লড়াইয়ের নতুন কৌশল—জনযুদ্ধের কৌশল শিখলাম আমরা। এই নতুন যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনী বা সম্পদ আবশ্যক হয় না। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে জনতা এই যুদ্ধ করে থাকে। আবার শিলোতে ফিরে আমরা লোকজনের কাছে সবকিছু খুলে বললাম। শিলোর বারোজন আমাদের দলে যোগ দেয়। ভাড়াটে সৈনিকদের কাছ থেকে যে অস্ত্র-শস্ত্র এনেছিলাম, তাই দিয়ে এদের সজ্জিত করলাম। বাকী বাসিন্দাদের জন্য গ্রামের চারপাশে পাহাড়ের উপর শাস্ত্রী মোতায়েন করা হয়। ভাড়াটে সৈনিকদের আসতে দেখলে এরা আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দেবে আর বাসিন্দারা যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে।

ন'দিন ধরে উত্তর জুদিয়ার পাহাড় ও উপত্যকায় আমরা হানা দিয়ে বেড়াই। এই নয়দিনে আমরা আমাদের নতুন যুদ্ধের কায়দা শিখে নিলাম। এর আগে মানুষ যেভাবে লড়াই করেছে, তার চাইতে নতুন কায়দায় লড়তে শিখলাম। রাত্রে চাঁদের আলোয় কিংবা নক্ষত্র আলোকে পথ দেখে আমরা চলাফেরা করতাম। আর গরমের দিনে ঘুমোতাম গুহায় কিংবা আচ্ছাদিত ঝোপের মধ্যে। ক্ষিপ্রগতিতে চলাচল করতাম আমরা। জুদাস এমন এক কায়দা প্রয়োগ করে যা শেষ অবধি আমাদের সমস্ত অভিযানের মূলভিত্তি হয়ে পড়ে। এই কায়দা পাশ থেকে শত্রুকে আক্রমণ করা এবং যে-শত্রু ধাওয়া করেছে, হঠাৎ তাদের পার্শ্বদেশে হাজির হওয়া। এ চলায় গতির ছন্দ আছে; একবার শুরু হয়ে যাবার পর জুদাস আর কোনো বিরতি কোনো বিশ্রামের সুযোগ দেয়নি। আরও অনেক জিনিস আমরা শিখলাম। প্রথম দিকে ভাড়াটে সৈনিকদের ভারী বল্লম ও তরোয়াল দিয়ে আমরা নিজেদের ভারাক্রান্ত করে ফেললাম। অনেকে তাদের বক্ষস্ত্রাণও পরে। এই অপরিচিত অস্ত্র-শস্ত্রে যেটুকুই লাভ হোক না কেন, চলা-ফেরার ক্ষিপ্রতা হ্রাস পেয়ে তেমনি আবার লোকসানও হয়। এই কারণে হানার শেষের দিকে আমরা ভাড়াটে সৈনিকদের সমস্ত হাতিয়ার ও বর্ম ত্যাগ করি। ভাড়াটে সৈনিকেরা ধানুকী নয়। তীরন্দাজ যেখানে ছিল, সেখানেও তাদের হাতের ভারী ধনুক পাঁচ ফুট কাঠ বাঁকিয়ে তৈরী করা। এই ধনুকের বিভীষিকাময় আকারের আকর্ষণে এগুলোও প্রথম প্রথম আমরা নিতাম। কিন্তু কিছুদিন বাদেই সেগুলো ফেলে দিয়ে আমাদের স্তরে স্তরে সাজানো ভেড়ার শিঙের তৈরী ছোট্ট কার্যকরী ধনুক বেছে নিলাম। খরগোস শিয়াল আর বুনো পাখী শিকারের জন্য এই ধনুকই আজীবন আমরা ব্যবহার করে আসছি। সম্ভব হলে ভোরের আগেই

আমরা আক্রমণ করতাম, না হলে রাতে কোনো সময় করা হতো। সব অভিযানেই যে জিতেছি তাও নয়। শিলোর দুটি লড়াই আমাদের অতিমাত্রায় আস্থাবান করে তোলে। ভাড়াটে সৈনিকদের আমরা তুচ্ছজ্ঞান করতে আরম্ভ করলাম। এজন্য আমাদের বহু খেসারত দিতে হয়। সাফল্যের দরুন অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে একদিন আমরা বেথেলের উপকণ্ঠে দিনের বেলায় ষাটজন ভাড়াটে সৈনিকের একটি দলকে আক্রমণ করে বসলাম। ফ্যালাংস গঠন করে ঢালের আড়ালে থেকে বল্লম দিয়ে আক্রমণ করবার কোনো অসুবিধাই তাদের রইল না। সে সময় আমাদের সংখ্যা উনচল্লিশে উঠেছে। এলিজার আর জুদাস সেদিন যদি অমন মারাত্মকভাবে লড়াই না করত, সেদিন আমরা সবাই হয়ত ধ্বংস হয়ে যেতাম। শত্রুপক্ষের উপর্যুপরি আক্রমণ রোধ করে তারা। আমাদের দলের মাত্র ন'জন লোক যখন খাড়া ছিল তখনও তারা প্রতিরোধ করে যায়। অবশেষে ভাড়াটে সৈনিক আর আমাদের পক্ষের যারা অবশিষ্ট ছিল, রণক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তারা দূরে সরে যায়। উভয় পক্ষের কারও তখন আর আঘাত করবার সামর্থ্য ছিল না। আমাদের পক্ষের আহতদের তুলে নিয়ে আমরা চলে আসি।

এইখানেই আমাদের হানাদারির শেষ। কিন্তু এই নয় দিনেই গোটা জুদিয়ায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সর্বত্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। দেশের দূরতম পল্লীতেও এমন কোনো পরিবার ছিল না যারা মাট্টাথিয়াস আর তার ছেলেদের কথা শোনেননি। গ্রীকদেরও ক্ষতস্থান চাটতে হয়। ইহুদিদের সম্পর্কে তাদের ধারণা বদলে যায়। সেই থেকে আর তারা ইহুদিদের শান্ত নিরীহ পণ্ডিত বলে গণ্য করেনি। বুঝেছে, আত্মরক্ষার জন্য হাত না তুলে আর তারা রবিবারেও প্রাণ দেবে না। তাদের ভাড়াটে সৈনিকেরা আর কখনও একলা কিংবা দশ বিশজন মিলেও আমাদের পথেঘাটে চলাফেরা করত না। প্রাকার ঘেরা কেল্লার মধ্যে তারা সরে যায়। চলাফেরা করবার সময় সেনাবাহিনীর মতোই চলত। ঘুমোবার সময় শঙ্কিত শান্ত্রীরা অনবরত পায়চারি করত। কেবল আমরাই যে সবকিছু করেছি তাও নয়। ওরাও লুঠতরাজ খুনখারাবি গৃহদাহ করে প্রতিশোধ নেয়। জ্বলন্ত গ্রামের আভায় রাত্রে গোটা দেশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। কিন্তু জনতা তবু প্রতিরোধ করে। ছোরা হাতে নিয়ে তারা জ্বলন্ত গ্রামে প্রাণ দেয়। সর্বত্র হাজারে হাজারে লোক জুদা, বিথাভেন এবং গিলাদের পাহাড়ে-পর্বতে আর বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। আর গোটা দেশের সব জায়গা থেকে সেরা সেরা বলবান, চরম রুষ্ট আর অকুতোভয় লোকজন যাত্রা করে এফ্রায়েমের দিকে।

•

আমরা যাদের বয়ে নিয়ে আসি, আমার বাবা আদন মাট্টাথিয়াস তাদের একজন। তরোয়ালের কোপে তাঁর উরুতে গভীর ক্ষত হয় আর কাঁধে লাগে বল্লমের নিষ্ঠুর আঘাত। নিজের হাতে আমি ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিলাম। হাত দিয়ে বুকটা

পারলাম যে বেশ যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তবু তাঁর সাদা বাজপাখীর মতো মুখে বেদনার কোনো চিহ্নই ছিল না। যতটা আস্তে সম্ভব, আমরা তাঁকে এফ্রায়েমে নিয়ে এলাম। ছেলেরা ছাড়া আর কেউ তাঁর পালকি বয়নি। তবু যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মিশ্র-কাহিনী সহ আবার যখন ছোট্ট উপত্যকায় নিজেদের লোকজনের কাছে ফিরে এলাম, বাবার ক্ষত তখন বিসর্পিত হয়েছে আর পুঁজও জন্মেছে। তাঁর জন্য একটা আলাদা তাঁবু তোলা হয় এবং পরিচর্যার জন্য সর্বক্ষণ ভাইদের একজন তাঁর কাছে থাকত। তবু তাঁর অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না, ক্রমেই খারাপ হয়ে চলল। রাব্বি রাগেশ আলেকজান্দ্রিয়ার গুণীদের কাছে চিকিৎসা শিখেছিলেন। ক্ষতের মুখ খোলা রেখে পুঁজ বেরিয়ে যাবার জন্য ক্ষতস্থানে তিনি কাঁচের নল লাগিয়ে দেন। কিন্তু আদন মৃদুভাবে তাকে ভৎর্সনা করে বলেন, 'রাগেশ, রাগেশ, ছোটখাটো জিনিসেও আপনি বড় বাড়াবাড়ি করেন। জীবনের বোঝা বহুদিনই আমার কাছে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ ইহুদির মতো হাঁটু সোজা রেখে স্বেচ্ছায় আমি ভগবানের কাছে চলে যাব এবং তার জন্য এতটুকু ঘাবড়াই না!'

হেসে রাগেশ বলেন, 'আপনাকে আমাদের প্রয়োজন আছে, ভগবানের কাছে আপনি যেতে পারেন না মাট্টাথিয়াস! আর একটু…'

'আমাকে আর দরকার হবে না। পাঁচ পাঁচটি জোয়ান ছেলে রয়েছে আমার। আপনার ঐ যন্ত্রপাতি তুলে নিন রাগেশ, আমায় যন্ত্রণা ভুগতে দিন!'

দিনের পর দিন তাঁর জ্বর বেড়ে চলে। কোথায় তিনি আছেন, আর কি তাঁর হয়েছে, অনতিবিলম্বেই সে-বোধ লোপ পায়। বিকারের ঘোরে তিনি নিজের যৌবনের দিনে ফিরে যান। যখন গোটা দেশে শান্তি বিরাজ করত, রোদে ঝলমল করত সারা জুদিয়া আর সিনাগগে পরম নিশ্চিন্তে তিনি ব্যাবিলনে জ্ঞানীদের লেখা পুঁথির পাঠ নিতেন প্রাচীন পণ্ডিতদের কাছে। এই কয়দিনে তাঁর মাংস ঝুলে পড়ে আর মুখের চামড়া পাতলা আর টান হয়ে যায়। সামান্য কিছুকালের জন্য তাঁর জ্বরে ছেদ পড়ে এবং সংজ্ঞালাভ করে তিনি প্রকৃতিস্থ ও স্বাভাবিক হন। তখন তিনি আমাদের, তাঁর ছেলেদের ডেকে পাঠান। আমরা তাঁর চারপাশে জড়ো হলাম। যাতে আমাদের দেখতে পান সেজন্য জন তাঁকে উঁচু করে ধরে রাখে। জুদাস তাঁর একখানা সরু হাতে হাত বুলিয়ে দেয়। এলিজার তাঁর সামনে নতজানু হয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদে। তাঁবুর মধ্যে সামান্য আলো ছিল। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে। কিন্তু এই বৃষ্টির শব্দের মধ্যেও বাইরের লোকের মৃদু চাপা গুঞ্জন যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। বৃদ্ধ আদন মাট্টাথিয়াস যে তাঁবুতে মৃত্যুর শয্যায়, তার বাইরে জমায়েত হয়েছে এফ্রায়েমের তাবৎ লোক।

ফিসফিস করে তিনি বলেন, 'কোথায়, কোথায় আমার বলবান সাহসী পুত্রগণ? কোথায় তোমরা?' আরেমিকের বদলে প্রাচীন হিব্রু ভাষায়, পুঁথির

ভাষার ছাঁদে প্রতিটি শব্দ প্রয়োগ করে তিনি বলেন, 'কোথায় তোমরা, কোথায় আমার পুত্রগণ ?'

আমি বললাম, 'এই যে, এই যে আমরা বাবা।'

তিনি তখন বলেন, 'তাহলে আমার ওষ্ঠ চুম্বন কর সাইমন। আমার যে সামান্য শক্তিটুকু আছে, তা তোমাকে দিয়ে যাব ! আমার কথা শোনো সাইমন, কেন না তুমিও আমার মতো বলবান গোঁড়া আর ভয়ঙ্কর !'

আমি তাঁকে চুম্বন করলাম। একখানা হাত তুলে তিনি আমার মুখে হাত বুলিয়ে দেন এবং চোখের জল অনুভব করে মাথা ঝাঁকান। 'না না, তুমি কি স্ত্রীলোক যে পুরুষের মৃত্যু দেখে কাঁদছ। দেহধারী আমরা, মৃত্যু আমাদের অনিবার্য পরিণতি সাইমন, আর কেঁদ না !'

'আর কাঁদব না !' বিড় বিড় করে আমি বললাম।

'আমার কথা শোনো সাইমন, তোমায় আমি ভার দিয়ে যাচ্ছি।' তাঁর কণ্ঠস্বর চড়ে যায় এবং তার মধ্যে আদনের সেই সাবেক প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরের আমেজ ফুটে বেরোয়। 'ছোট্ট জাতি আমরা, বলতে গেলে অতি ক্ষুদ্র। অপরিচিতের কান্তারে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ আমরা। যদি নিজেদের মধ্যে সততার উজ্জীবন করতে না পারি তো কেমন করে আমরা বাঁচব ? আমাদের রীতি নীতির সঙ্গে আর কারও রীতি-নীতির মিল নেই। আমাদের ভগবানের সঙ্গেও আর কারও ভগবানের মিল নেই। ইস্রায়েলের পরমেশ্বর চিরজয়ী হোন ! চিরজয়ী হোক যে-জাতি তাঁর অঙ্গীকার মেনে চলে ! কেননা কি বলেছেন তিনি ?'

নীরবে আমি মাথা ঝাঁকালাম।

'কি তিনি বলেছেন সাইমন ? নিশ্চয় তিনি বলেছেন, ন্যায়ের পথে চলো, সততা ভালোবেস, আর পাপকে ঘৃণা কোরো ! কাজেই তিনি আমাদের মতো দৃঢ়-চেতা একগুঁয়ে এক জাতিকে পছন্দ করেছেন এবং তাঁরই এ নির্দেশ সাইমন যে আমরা কারও কাছে নতজানু হতে পারব না, কারও কাছে না। মাথা সোজা করে রেখো, না হয় জুদিয়া অরণ্যে পরিণত হোক !' কথা বলার এই ক্লেশ তাঁকে ক্লান্ত করে ফেলে এবং জনের হাতের উপর নেতিয়ে পড়ে চোখ বুজে তিনি ঘড় ঘড় করে শ্বাস টানেন। খানিক বাদে আবার বলেন, 'তোমার জন্য তোমার ভাইয়েরা রইল সাইমন। তুমি তাদের রক্ষক। শুধু তুমি, আর কেউ নয়। ওদের ভার আমি তোমার উপর দিয়ে গেলাম—তোমাকেই দিয়ে গেলাম ভার ! ইস্রায়েলের কোনো পুরুষ, স্ত্রীলোক বা শিশু যদি বিপন্ন হয়ে অবলম্বন চায়, কেউ যদি সাহায্য বা আশ্রয় চায়, তাহলে তাদের তোমার করুণা থেকে বঞ্চিত কোরো না সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস—হৃদয় কঠোর কোরো না !' তারপর তিনি বলেন, 'জুদাস, পুত্র জুদাস !'

জুদাস মাথা নোওয়ায়। বাবা তার হাত তুলে চুমু খান। বৃদ্ধ তখন বলেন, 'ম্যাক্কাবি তুমি। জনসাধারণ তোমার দেখাশোনা করবে আর তুমি তাদের পরিচালিত করবে জুদাস। আমার নির্দেশ লঙ্ঘন কোরো না।'

'যা বলেন তাই করব।' ফিসফিস করে জুদাস বলে।

'গিদিয়ন যেভাবে নেতৃত্ব করেছেন, তুমিও সেইভাবে পরিচালনা কোরো। আর তুমি শান্ত সৎ জন, আমার প্রথম সন্তান তুমি! তুমি এলিজার, মুক্তির জন্য মানুষ যখন লড়াই করে, তুমি তাদের যুদ্ধের মহিমা শিখিও। আর তুমি জোনাথান, আমার ছোট্ট জোনাথান, এসো তোমরা সবাই আমার কাছে এসো। এসো, তোমাদের জড়িয়ে ধরে আমি চুমু খাই। তারপর বলব :

শোনো হে ইস্রায়েল, ভগবানই আমাদের প্রভু…'

এরপর তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন। তাঁর কঠোর বাজপাখীর মতো মুখ থেকে কাঠিন্য অন্তর্হিত হয় এবং বরফের মতো সাদা চুল-দাড়িতে বুক মাথা ঢেকে তিনি ঘুমিয়ে থাকেন। তাঁবুর পরদাটা তুলে আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়ানো অপেক্ষমান জনতার কাছে গেলাম।

বললাম, 'আদন মাট্টাথিয়াস মারা গেছেন। ভগবান তাঁকে, আমার বাবাকে কৃপা করুন!' তারপর ভাইদের সঙ্গে মিলে কাঁদবার জন্য ফিরে এলাম। বৃষ্টি পড়ার শব্দের মধ্যেও জনতার কান্নার আওয়াজ আমার কানে আসে।

মৃতদেহটি আমরা মোদিনে নিয়ে এলাম। ভাইরা, আমি আর রাব্বি রাগেশ ছিলেন দলে। উত্তরের লোকেরা একসময় আদনকে যেমন শ্রদ্ধা ও সম্মান করত, হয়ত যেমন ভালোবাসত, এই খামখেয়ালী চঞ্চল মানুষটিকেও দক্ষিণের লোকেরা প্রায় তেমনি ভালোবাসে। লোকে আদনকে ঠিক ভালোবাসত কিনা বলতে পারব না। তাঁর ছেলে আমি। কঠোর ন্যায়নিষ্ঠ পিতার পুত্র হওয়া বড় সহজ নয়। আবার এও হতে পারে যে জনসাধারণ তাঁকে আরও ভালোভাবে চিনত। কারণ যখনই আমরা কোনো গ্রামে এসেছি এবং বলেছি যে আমরা আদন মাট্টাথিয়াস বেন জনের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, লোকজন এসে তাঁর সাদাসিধে সিডার কাঠের শবাধারের চারদিকে ভীড় করেছে। কেউ হাত দিয়ে ছুঁয়েছে, আবার কেউ চুমু খেয়েছে যাতে পুত্র-পৌত্রদের কাছে গল্প করতে পারে। আধো-বিধ্বস্ত গ্রামই হোক, কি পলাতক জনতার গোপন আস্তানা ছোট্ট উপত্যকাই হোক, সর্বত্রই বৃদ্ধেরা কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে তাঁর শবাধারকে নমস্কার করেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে ইহুদিরা এমনিভাবে তাদের মেলেক, কিংবা যখন রাজা ছিল তখন রাজাদের নমস্কার করে এসেছে। তারপর ডোরাকাটা আলখাল্লা পরে চোখ-মাথা ঢেকে সামনে-পেছনে দুলে উপাস্য দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ করেছে : তোমার মহিমময় নাম চিরপবিত্র হয়ে থাক, চিরদিন কীর্তিত

হোক! অন্যান্য জায়গায় ছেলেরা বুনো ফুল তুলে এনে শবাধারের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। এই অপূর্ব বনকুসুমই আমাদের গোটা দেশকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করেছে।

দু'-দু'জন করে আমরা মৃতদেহটি বয়ে আনি। শেষ অবধি আমরা এক পাহাড়ের চূড়ায় এসে থামলাম। একসময় যে মধুর উর্বর স্থানটিতে মোদিন ছিল, থাকে থাকে সাজানো ক্ষেত পেরিয়ে আমরা সেই দিকে তাকালাম। ছাইয়ের মধ্যে এখন সেখানে শুধু সামান্য গুটিকয়েক দেয়াল ও চিমনি খাড়া হয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে গর্ত করা আমাদের পৈতৃক সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে এলাম এবং তাঁর পিতা ও পিতামহের ধুলোর মধ্যে শুইয়ে রাখলাম। রাগেশ বললেন, 'একদিন সব মানুষকেই চিরবিশ্রাম নিতে হবে, আপনিও বিশ্রাম করুন।' কিন্তু মোদিনের এই সমাধিক্ষেত্রে আমি নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত ও ভীত বোধ করতে লাগলাম। মৃতের স্মৃতিময় এই নির্জন সমাধিভূমি। অস্ত্রেই শস্ত্রপাণির শেষ। একসময় যে আদনকে আমি ভয়াল ন্যায়নিষ্ঠ দেবতার প্রতিমূর্তি বলে গণ্য করেছি, তিনিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে রাগেশ ও ভাইদের নিয়ে পাহাড়ের পাশে বসে রইলাম, রুটি ভাঙলাম আর মদ খেলাম। আঙুরের ক্ষেত আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে। যত্নের অভাবে ফলগুলিও শুকিয়ে টকে যাবে। আসবার পথে ভেবেছি, রুথের আত্মা স্থানটি ভরে রাখবে, মিলিত হবে আমার সঙ্গে। কিন্তু আত্মার কোনো অস্তিত্বই অনুভব করলাম না। জেগে রইল তিক্ত স্মৃতির ব্যথা। ভাইদের দিকে তাকালাম, একে একে সবারই মুখের দিকে চাইলাম, তাদের স্মৃতিও বেদনা-ভারাক্রান্ত আর নিঃসঙ্গ। জুদাসের অবস্থা শোকার্তের মতো। তার চেহারার তারুণ্য উপলব্ধি করে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যেই তার ছোট করে ছাঁটা দাড়ি আর লম্বা রাঙাটে বাদামী চুলের দু'-এক জায়গায় সাদা ছোপ লেগেছে, তার প্রিয়দর্শন চেহারায় দেখা দিয়েছে অদ্ভুত বিষণ্ণ বেদনা-রেখা। রাগেশও বসে বসে তাকে লক্ষ্য করছেন আর চোখ নীচু করে লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ছেন। সহসা রাগেশকে জিজ্ঞাসা করে জুদাস, 'আমাদের এই দশা কেন?'

কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে রাব্বি হেসে ওঠেন এবং মাথা ঝাঁকান।

'সব জাতি শান্তিতে আছে, কিন্তু আমরা যারা যুদ্ধকে এত ঘৃণা করি এবং শান্তিতে বসবাস করতে চাই, তাদের বরাতে কোনোদিন শান্তি জুটল না —হাজার বছর ধরে এ দেশের মাটি সিক্ত হয়েছে আমাদের খুনে।'

মাথা নেড়ে রাগেশ বলেন, 'তা বটে!'

জুদাস তখন ক্ষুব্ধভাবে বলে, 'কোনো জীবন নেই আমার। শুধু আমি কেন, মাত্তাথিয়াসের কোনো ছেলেরই নেই। সুখ-শান্তি, ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই আমাদের।'

আবার রাগেশ মাথা হেঁট করেন; কিন্তু জুদাস তখন তার দিকে ফিরে তারস্বরে বলে, 'আপনিই তো আমায় ম্যাক্কাবি বলে ডেকেছেন! অভিশপ্ত আমি, সত্যি বলছি, অভিশপ্ত! আমার হাতের দিকে তাকান! ইতিমধ্যেই এ হাত রক্তমাখা হয়ে গেছে, সামনেও রক্ত ছাড়া আর কিছুই নেই! এই কি আমি চেয়েছিলাম? কোনোদিন কি এ জীবন চেয়েছি? দাভিদ রাজা হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার সে-কামনাও নেই। আর যা চিরদিন চেয়েছি, তাও কি পেয়েছি?'

'স্বাধীনতা!' মৃদুস্বরে রাগেশ বলেন। জুদাস তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।

পরবর্তী পাঁচ বছরে যে ঘটনা ঘটে, ভবিষ্যতে কেউ এভাবে তার কথা স্মরণ করবে না। স্মৃতিতে থাকবে হয়ত অন্যভাবে। কিন্তু আমার পক্ষে আমার মহিমময় ভাইদের স্মৃতিই স্মরণীয়। এলিজার যেভাবে গ্রীকদের ফ্যালাংস্ ব্যূহ আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, একমাত্র রোমানরা ছাড়া আর কেউ তা পারেনি। আমার স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে আপোলোনিয়াসের সঙ্গে জুদাসের যুদ্ধ। এই আপোলোনিয়াসই গর্ব করত যে নিজহাতে সে এগারোশো উনষাটজন ইহুদি বধ করেছে। এই আপোলোনিয়াসের আদেশেই প্রথমবার মন্দির অপবিত্রকরণের সময়কার রক্তনদী প্রবাহিত হয়। আবার এই আপোলোনিয়াসই একরাত্রে বিশজন ইহুদি কুমারীকে এনে তাদের সবারই সতীত্বনাশ করে নিজের পুরুষত্ব আর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছিল ভালো করে।

তবু আদন মাত্তাথিয়াসের মৃত্যুর পর দেশে যে-দুঃখ-দুর্দশা আর অসহায়তা দেখা দেয়, তার কথা অবশ্যই বলতে হবে। এফ্রায়েমে ফিরে এলাম আমরা। লোকজন ভীত, সন্ত্রস্ত আর জানোয়ারের মতো মুহ্যমান হয়ে পড়ে। বস্তুত জানোয়ারের মতোই তো এরা গিরি-কন্দরে ঝোপে-জঙ্গলে বসবাস করছে। আমাদের এই ছোট্ট উপত্যকায় এবং পাহাড়-ঘেরা জলাভূমি অবধি যাবার সব কটি সংকীর্ণ গিরিপথে বারো হাজারেরও বেশী ইহুদি এখন বাস করে। জলাভূমিটিকে কেউ কেউ আবার দুঃখের গহ্বর বলে ডাকত। অধিকাংশই এসেছে দুঃখের বোঝা আর পরিধেয় সম্বল করে। যন্ত্রপাতি খাদ্য বা হাতিয়ার নিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু শিশু ছিল সবারই সঙ্গে। জুদিয়ার জলপাইয়ের চাইতে অগুনতি এই শিশুর সংখ্যা—এক সময় হৃষ্টপুষ্টও ছিল। গাছপালা ভরা খটখটে শুকনো এক জায়গায় তারা এসেছিল। কিন্তু বিরাট জলাভূমির পচা দুর্গন্ধে স্থানটি রোগের ডিপো। গোটা বসন্তকালে এফ্রায়েম আর অন্যান্য পর্বতের বরফ গলে পড়ত। সব জল জমত জলাভূমিতে, কিন্তু বেরিয়ে যাবার

কোনো পথ ছিল না। আগামী দশমাস এই বদ্ধ-জল পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। আগেই বলেছি, এককালে নির্বাসনেরও পূর্বে গোটা ফেলিস্তিনের অন্যতম মনোরম শস্যশালী স্থান ছিল এটি। বসন্তের জলধারাকে তখন পাথুরে জলাধারে আটকে আগামী মাসে সযত্নে দশ হাজার ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, আর গোটা অঞ্চল বিকশিত হয়ে উঠত বাগিচার মতো। এখন সে ক্ষেতও নেই, জলাধারও নেই। জর্দনের পশ্চিমে গোটা এলাকাটি এখন দুর্গম অরণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। শিয়ালের হুক্কা-হুয়া রব এখানে মিশে যায় বুনো হাঁসের ডাকের সঙ্গে; আর জুদিয়ার এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের মানুষই আজকে স্বাধীন।

যে স্বাধীনতা আমরা ফিরে পেলাম, তা বড় আরামের জিনিস নয়। সাধারণ দুর্ভাগ্যের প্রথম ঢেউ কেটে গেলে জনতা বিত্তবান আর বিত্তহীন এই দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল প্রায় নিরন্ন হয়ে পড়ে, আর একদল খাদ্য মজুদ করতে থাকে। হাজার রকম ছোটখাটো ঝগড়া ও রেষারেষি দেখা দেয়। এক গুপ্তচরকে খুঁজে বার করে হত্যা করা হয়। তার পরিবার প্রতিশোধ নেবার শপথ গ্রহণ করে। পরাভব-বৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরও অভাব ছিল না। সাহসীরা ঘৃণাভরে তাদের খুন করতে চায়। আবার পরাভব-বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ দোষ দেয় প্রতিরোধকামীদের। এই এফ্রায়েমেই একদল জেরুজালেমবাসী ছিল। গাঁয়ের লোক থেকে তারা নিজেদের আলাদা কবে রাখত। ফলে গ্রামের লোক মুষ্টিমেয় শহুরেদের জীবন দুর্বহ করে তোলে। নীতিবোধ হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি দৈহিক অবনতিও দেখা দেয়—হরেকরকম নোংরামি, কদর্যতা এবং দুঃখকষ্ট এসে হাজির হয়। এই অবস্থার মধ্যেই ভাইয়েরা এবং আমি এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু কি করতে হবে, কোন দিকে ফিরতে হবে তা ঠিক করতে পারিনি। আশ্রয়স্থলের সমস্ত আদন ও রাব্বিদের ডেকে জুদাস তার সঙ্গে মাট্টাথিয়াসের তাঁবুতে পরামর্শ সভায় মিলিত হতে আহ্বান জানায়। সাতাশ-জন আসে, কিন্তু ন'জন আলাদা থাকে। জুদাস তখন আমাকে আর এলিজারকে মোদিন ও গোমদের লোকজন নিয়ে তাদের ধরে নিয়ে আসতে বলে। পাথরের মতো দৃঢ় এই মোদিন ও গোমদের লোকজনের উপর নির্ভর করে তখন এবং পরে আমরা বহু বিপদ পার হয়ে গেছি। ব্যাপারটা খুব প্রীতিপদ নয়। ইহুদির বিরুদ্ধে ইহুদির লাগা মোটেই সুখকর জিনিস নয়, তবু আগেও এমন ঘটেছে।

আমরা তাদের নিয়ে এলাম। গিবের আদন সামুয়েল বেন জেবুলুন নামে একটি লোক ছিল এর মধ্যে। তিনি জুদাসের কাছে জানতে চান, 'দুধের গন্ধ তোমার মুখ থেকে যায়নি, আমাকে এইভাবে টেনে নিয়ে আসবার তুমি কে হে ছোকরা?'

গর্বিত রাগী মানুষ এই আদন। বয়স ষাটের উপরে। তাঁবুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে

জুদাস। কোনো জবাব করল না। একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। শেষ অবধি তার দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে ক্ষুব্ধভাবে আদন মুখ ঘুরিয়ে নেন।

জুদাস তখন শান্তভাবে বলে, 'তাহলে আর একজনকে নেতৃত্বে বরণ করুন। সে যদি লড়াই করে তো আমি তার অনুগামী হব। আর আপনারা সবাই ফিরে গিয়ে যদি গ্রীকদের সঙ্গে আপস করেন তো নোকরিদের কাছে ইহুদি নাম যাতে কলঙ্কিত বা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত না হয়, তার জন্য মাট্টাথিয়াসের ছেলেরা অন্তত লড়াই করবে।'

নাথান বেন যোসেফ নামে জেরুজালেমের এক রাব্বি তখন শ্লেষ করে বলেন, 'একি বয়স কালের জ্ঞানের কথা হলো নাকি?'

'জ্ঞান আমার নেই।' ক্রুদ্ধভাবে বলে জুদাস। 'আদন মাট্টাথিয়াস যে দুটি জিনিস শিখিয়েছেন, আমি শুধু তাই জানি। জানি শুধু স্বাধীনতাকে ভালো-বাসতে আর ভগবান কি অন্য কোনো লোকের কাছে নতজানু না হতে।'

'শান্ত হও জুদাস, শান্ত হও!' রাগেশ বলেন।

সামুয়েল বেন জেবুলুন তখন বলেন, 'মাট্টাথিয়াসের এই বিজ্ঞতাই জুদিয়ার উপর ধ্বংসের অভিশাপ এনেছে। গোটা দেশ বিধ্বস্ত, জনসাধারণ দুঃখ-দুর্দশায় মুহ্যমান। মাট্টাথিয়াসের জ্ঞান থেকে রক্ষা পেলে বেঁচে যাই!'

তার কথা শেষ হতে না হতেই জুদাস তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দুই হাত মুঠ করে তার আলখাল্লা টেনে ধরে রুক্ষকণ্ঠে বলে যায়, 'যা খুশি বলুন বৃদ্ধ, কিন্তু আদন মাট্টাথিয়াস সম্পর্কে একটি কথাও বলবেন না। ভালোমন্দ কিছুই বলবেন না বলে দিলাম! তাঁর পোশাকের মুড়ির যোগ্যতাও আপনার নেই। নিশ্চয়ই না। তাঁর ভৃত্য হবার কিংবা তাঁর সামান্যতম প্রয়োজন মেটাবার যোগ্যতাও আপনার নেই?'

'জুদাস!' রাব্বি রাগেশ তারস্বরে বলে ওঠেন। এই ডাকই যথেষ্ট। আমার ভাই তখন বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে হেঁট মাথায় বেরিয়ে যায়।

এলিজার জন জোনাথান আর আমিও তার অনুসরণ করি। জুদাসের ঘাড়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে আমি আগে আগে চলি। বলি, 'শান্ত হও, শান্ত হও!'

'আমায় দিয়ে হবে না সাইমন! দেখলে তো কেমন হয়ে গেলো। এ আমি পারব না।'

'কে পারবে তাহলে? নাম কর!'

'তুমি!'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

'না না, পরলোকগত আদন মাট্টাথিয়াসকে লোকে যেভাবে অনুসরণ করত, তেমনভাবে অনুসরণ করবার মতো আর একটি মাত্র লোক সারা

জুদিয়ায় আছে। আমার চেয়ে একথা আর কে ভালো করে জানে জুদাস? আমার মধ্যে যা নেই, তোমার সেই গুণের জন্যই তো আজীবন তোমায় হিংসে করেছি।'

'কি সাইমন, কি?' অনুনয়ের সুরে বলে জুদাস।

আমি বললাম, 'নিজের জীবনের চাইতে তোমাকে বেশী করে ভালোবাসবার ক্ষমতা তোমার আছে।'

'তবু একটিমাত্র জিনিস যা আমি চেয়েছি, তা তোমার আছে।' বিষণ্ণভাবে অসহায়ের মতো সে বলে।

আমরা ভাইয়েরা তখন একসঙ্গে আছি। একটা গাছের তলায় বসলাম। জুদাসকে তখন বললাম, 'পাঁচজন আছি আমরা, মাট্টাথিয়াসের পাঁচ ছেলে—পাঁচ ভাই আমরা। তুমি ঠিকই বলেছ জুদাস, আর সবাই যদি চলে গিয়ে নিজেদের অপমানিত করে, তাহলেও আমরা আমাদের কর্তব্য করে যাব। জানি না, এ বৃদ্ধ আদনের অভিশাপ না আশীর্বাদ, কিন্তু এ জিনিস আমাদের সবারই মজ্জাগত। আলাদা ধাতে গড়া আমরা! কিন্তু ওরা যাবে না জুদাস। আদনের মতো আমরাও ওদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছি। আজকে আমরা যা হয়েছি, ওরাই আমাদের তাই বানিয়েছেন! কি করে অন্যথা হতে পারে? গ্রীক কি মিশরিরা কোনোদিন নিজেদের মধ্য থেকে ম্যাক্কাবি গড়ে তুলতে পেরেছে কি?' রাব্বি রাগেশকে আসতে দেখে এলিজার আমাকে থামায়। জুদাস বলে, 'ঢের হয়েছে সাইমন!' অন্তর্দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলাম তার মুখে!

'এইভাবেই তুমি ইস্রায়েলের প্রাচীনদের সম্মান করলে! আর তোমাকেই আমি ম্যাক্যাবি বলে সম্বোধন করেছি!' জুদাসকে একথা বলবার সময় রাব্বি রাগেশের চোখে মার্জনার কোনো লক্ষণ ছিল না।

কাতরভাবে জুদাস বলে. 'আমি দাবী করেছি কি? করেছি দাবী?'

'যখন যোগ্য হবে, তখন দাবী করবে। ফিরে চলো, ওরা এখনও তোমাকে চান।'

আমরা উঠলাম এবং জুদাসকে নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। সমবেত প্রাচীনদের সম্বোধন করে সে বলে, 'আমায় ক্ষমা করুন!'

তাঁরা বলেন, 'তথাস্তু —তাই হোক!'

জুদাস কথা বলবার সময় তাঁরা কান পেতে শোনেন। তাঁবুর মেজেয় পায়ের উপর পা তুলে বসে লম্বা ডোরাকাটা আলখাল্লা পরে প্রবীণেরা শুনছেন এক বালকের কথা। জুদাসকে তখন বালকই বলা চলে। পুরাকালে ভেড়ার চামড়ার তাঁবুতে বসেও এমনিভাবেই শুনেছেন তাদের পূর্বপুরুষেরা। জুদাস কথা বলবার সময় আমি তাঁদের মুখভঙ্গী লক্ষ্য করছিলাম। সেই ভাঁজপড়া

কর্কশ বাজপাখীর ঠোঁটের মতো নাকওলা অসহিষ্ণু মুখগুলো আজও আমার পষ্ট মনে পড়ে। ইহুদির অদ্ভুত সুনির্দিষ্ট জীবনধারার বিশিষ্টতামণ্ডিত সেই দাড়িওলা রোদে-পোড়া মুখগুলো। তাঁদের চোখ বা মুখের ব্যঞ্জনার মধ্যে যে এমন অভিনবত্ব ছিল তা নয়। কিন্তু ইহুদিদের বিশিষ্ট চিন্তা ও জীবনধারার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে বেরুচ্ছিল এই আদন, রাব্বি ও শ্রদ্ধেয় কুলপতিদের চোখে নাকে মুখে গালে। যৌবনের সৌন্দর্য ও মহিমামণ্ডিত জুদাসের চুলেও যে পাক ধরে ছিল এও কি তাঁদের লক্ষ্য পড়েনি? প্রথম এরা জুদাসের বিরোধিতা করেন। কিন্তু শেষ অবধি জুদাস তাদের বিগলিত করে। প্রাচীনদের এই পরিবর্তন আর একবার আমাকে ভ্রাতার অবিশ্বাস্য সরলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিসও মনে পড়ে। কারণ তার সবকিছুর অন্তরালে ছিল প্রভুত্বব্যঞ্জক এক নির্দেশের সুর। এরা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যে-জাতিকে ত্রিশ বছর ব্যাপী বীভৎস সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয় তার কঠোর আইন-কানুনের ভিত্তি জুদাস এইখানেই প্রবর্তন করে। আর সেই ত্রিশ বছর যখন কেটে যাবে, এদের ক'জন প্রাচীন তখন বেঁচে থাকবেন? কিন্তু তাঁরা তখন এসব কথা ভাবছিলেন না। মুগ্ধবিস্ময়ে তাঁরা চেয়েছিলেন ইস্রায়েলের ঐতিহ্যমণ্ডিত, একধারে দাভিদের আকৃতি, গিদিয়নের পবিত্রতা ও সরলতা, জেরেমিয়ার প্রগাঢ় উৎসাহ আর ইশায়ার ক্রোধ-মণ্ডিত এই বালকের দিকে। ক্রমে তাঁদের মুখের রুক্ষ রেখা সহজতর হয়ে আসে এবং বারবার তাঁরা বলতে থাকেন, 'তথাস্তু —তাই হোক।'

তবু জুদাস অবিবেচকের কাজ করে। সমস্ত বোঝা সে নিজের উপর এবং আমাদের ভাইদের উপর টেনে নেয়। বিচারের অধিকার আমার নেই, তবু আমি হলে এ কাজ করতাম না। কিন্তু ভালো হোক কি মন্দ হোক, জুদাস তাই করে বসে। যুদ্ধে এবং শিক্ষাদানের কাজে সে নেতৃত্ব করবে। এ তার পণ। এলিজার এবং বালক জোনাথান থাকবে তার অধীনে। রসদ ও সরবরাহ থাকবে জনের অধীনে। আর আমি সাইমন করব বিচার। যুদ্ধের সময় যেমনভাবে মানুষের বিচার হয়, তেমনি কঠোরভাবে বিচার করতে হবে আমাকে। এও তারই বিধান।

'বড় কঠোর বিধান!' আদনদের একজন বলে ওঠেন, কিন্তু জুদাস তখন তাদের জয় করেছে।

সে বলে, 'একটি মাত্র জিনিস আমি জানি —সে যুদ্ধ। শত্রুকে আমি চিনি, সে-শত্রু জেরুজালেমের প্রাচীর-ঘেরা দুর্গের বিত্তবান নধর ইহুদিই হোক, আর গ্রীকদের বেতনভুক ভাড়াটে সৈনিকই হোক। মাসের পর মাস আমি এবং আমার ভাইয়েরা শুধু যুদ্ধ খুনোখুনি এবং হানাহানির জন্য বেঁচে আছি। যখন

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, আপনারা যা বলেন তাই আমরা করব। দেশ যখন স্বাধীন হবে, আপনারা চান তো আমরা দূরে চলে যাব কিংবা নতিস্বীকার করে আপনাদের পোশাকের প্রান্তে চুমু খাব। কিন্তু তার আগে মাট্টাথিয়াসের রক্তের প্রতিশোধ আমার চাই। সে-কথা আপনারা আগেই শুনেছেন।'

'তুমি কি ইস্রায়েলের রাজা হতে চাও?' একজন জিজ্ঞাসা করেন।

তারপর যা ঘটে, তা দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে জুদাস বলে, 'না না, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি —না।' জুদাসের এই বিনয় তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। রাগেশ বলে ওঠেন, 'ভগবান তোমায় ক্ষমা করুন।' পূর্বে যে সামুয়েল বেন জেবুলুন এত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, জুদাসের কাছে গিয়ে তিনি কাঁধে হাত দিয়ে তাকে চুম্বন করেন। আস্তে আস্তে বলেন, 'ম্যাক্কাবি, আমাদের সম্মুখের দুঃখ-দুর্দশার জন্য কাঁদো। বালক তুমি, তবু যেখানেই তুমি নিয়ে যাবে, প্রবীণেরা তোমার অনুগামী হতে প্রস্তুত। শক্তিমান উৎসাহী আর দুর্মদ হও, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতা ভালোবাস।' কিন্তু জুদাস তখনও কাঁদতে থাকে। পরিশেষে তাকে একলা রেখে আমরা সবাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি।

তারপর হপ্তা ছয়েক কাটে। জুদাস এই সময়ে এক পল্টন গড়ে তোলে। এই ছয় সপ্তাহ আমরা অপেক্ষা করি জুদিয়ার প্রধান রক্ষক আপোলোনিয়াসের জন্য, তাকে বুঝিয়ে দিই যে এফ্রায়েমের মশা তাকে কামড়াতে শুরু করেছে, পারে তো সে তাদের নির্মুল করুক। এই সময়ের প্রথম দিকে মুশা বেন দানিয়েল নামে দামস্কাসের এক ইহুদি সওদাগর বাইশটা খচ্চরের পিঠে মিহি ময়দা চাপিয়ে এফ্রায়েমে এসে হাজির হয়। তার পূর্বেই আমি ও জন মিলে সব খাদ্য এক-জায়গায় মজুদ করার হুকুম জারি করেছি। তাতে একপক্ষে লোকের যেমন বেশী খাদ্য থাকবে না, অপরপক্ষে কেউ উপবাসও করবে না। এই প্রথম লোকে সাইমন বেন মাট্টাথিয়াসের কঠোর হস্তের প্রভাব অনুভব করে। লোকে যাকে কঠোর হস্ত বলে অভিহিত করত, আমার কাছে তা কোমল ও অর্থহীন ছিল। ভগবান করুন, আজও তাই আছে। নিজেকে আমি ছোট করতে চাইছি না ; আমাকে আমি ভালো করেই চিনি।

জুদিয়া থেকে বহুদূরে প্রবাসী এই লোকটির বদান্যতায় এই চুয়াল্লিশ থলে ময়দায় আমাদের বিশেষ উপকার হয়। ময়দার ব্যবসায়ী এই লোকটির পরিবার দশ পুরুষ ধরে দামস্কাসে বসবাস করছে। তবু তারা ইহুদিত্ব হারায়নি। প্রতিদিন প্রতিরাত্রে তারা প্রার্থনা করেছে মন্দিরের দিকে মুখ করে। যখন তারা শুনতে পায় যে ক্ষীণ বহ্নিশিখার মতো জুদিয়ার প্রতিরোধ আন্দোলন সজীব রয়েছে, এরা তাকে সাহায্য করার পন্থা চিন্তা করে। লোকটি আমাদের জন্য ময়দা নিয়ে

আসে আর সরোবরের শ্বেত কুমুদের মতো তার সপ্তদশী সুন্দরী কন্যা দেবোরাও আসে আমাদের এই নির্জন নিরানন্দময় এফ্রায়েমের জঙ্গলে। শুধু যে এই লোকটিই সাড়া দিয়েছে তা নয়। জুদিয়া আবার স্বাধীন হতে পারে এই গুজব শুনে সারা দুনিয়ার ইহুদিরা সচকিত হয়ে ওঠে। মাথা খাড়া করে আলেকজান্দ্রিয়া, রোম, এথেনস্, এমন কি সুদূর স্পেনের ইহুদিরা।

যে-সন্ধ্যায় লোকটি আসে, সেদিন রাগেশ মূল্যবান এক বোতল হলদে সেমাথ্ মদ খেলেন এবং মেয়েকে নিয়ে রাগেশের তাঁবুতে বসে লোকটি আমার, ভাইদের এবং আর জনকয়েক প্রবীণের সঙ্গে গল্প করে। আমরা সবাই তার দিকে চেয়ে থাকি, কিন্তু এলিজারের দৃষ্টি ছিল শুধু মেয়েটির দিকে। মেয়েটি কিন্তু সসংকোচে এই লাল-গাল লাল-দাড়িওলা অসুরের দিক থেকে মুখ সরিয়ে নেয়।

বৈষয়িক লোক মুশা বেন দানিয়েল। এমন ইহুদি আমি আগে দেখিনি। তার সঙ্গে যে শুধু বারোটি কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস ছিল তাই নয়। পরে শুনলাম, বিশালকায় হাস্যমুখ মৃদুভাষী শান্ত প্রকৃতির এই আফ্রিকাবাসী কয়টি যুদ্ধে ভীম পরাক্রম আর একান্ত অনুগত। লোকটির পরনে এমনি রেশমী পোশাক ছিল যা আমি জীবনে দেখিনি। শত শত ক্ষুদ্র মুক্তা বসানো ছিল তার বাঁকা তরোয়ালের মুষ্টিতে। যত ইহুদিকে চিনতাম, তাদের সবারই চাইতে আলাদা ধরনের মানুষ এই লোকটি। হেলেনীয় সংস্কৃতিবান ও গ্রীক ধর্মপ্রচারকদের বিপরীত চরিত্রের মানুষ মুশা বেন দানিয়েল। মুহূর্তের জন্যও সে ভুলতে পারেনি যে সে ইহুদি। সত্যি আমাদের সবারই চাইতে এ বিষয়ে সে সচেতন। তাহলেও যত হেলেনীয় সংস্কৃতিবান মানুষ আমি দেখেছি, তাদের ভাসা-ভাসা পাণ্ডিত্যের তুলনায় অনেক বেশী প্রগাঢ়, বহু-বিস্তৃত এর শিক্ষা-সংস্কৃতি, বেশ ভালো পড়াশুনা করেছে লোকটি। শিখেছেও অনেক কিছু। তাই রাগেশ যখন বললেন, 'যদি কোনো পরদেশী তোমার দেশে তোমার সঙ্গে বসবাস করে, তার কোনো অনিষ্ট কোরো না।' সঙ্গে সঙ্গে সে চোস্ত প্রাচীন হিব্রুভাষায় বলে ওঠে, 'অতিথি পরদেশীকে নিজ দেশবাসী বলে জ্ঞান করবে এবং আত্মজ্ঞানে তাকে ভালোবাসবে ; কারণ আমরাও একসময় মিশর দেশে প্রবাসী ছিলাম।' মুশা বেন দানিয়েল তারপর বলে, 'আজকে আমাদের অনেকেই প্রবাসী। সাবেক দেশ, সাবেক রীতি, সাবেক মাটির কথা ভুলে যাই। তবু ঝড়ো হাওয়ার মতো স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে পড়ে, আর ইহুদিরা সারা দুনিয়ার চৌমাথায় মিলিত হয়।'

'কি বলে তারা ?'

'ফিসফাস করে সামান্য কথাই হয়।' হেসে বলে মুশা বেন দানিয়েল। পায়ের উপর পা তুলে বসে সে মিহি সুতোর পাজামার ভাঁজ ঠিক করে নেয় ; তারপর মাথা নেড়ে বলে, 'নির্বাসনে বাস করা বড় কঠিন। কিন্তু তার কিছু সুবিধাও আছে। সবসময় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে আর নিজ গৃহকে মনে হয় দ্বীপের

মতো। তারপর সহসা কোথা থেকে সংবাদ আসে যে ইস্রায়েলে আবার ম্যাক্কাবির আবির্ভাব হয়েছে।'

'কিন্তু আন্তিয়কাস কি ভাবে?' জুদাস জানতে চায়।

'জুদাস বেন মাট্টাথিয়াসের নাম সে জানে।' মাথা নেড়ে বলে সওদাগর। 'খালি হাতে আসা উচিত নয় বলেই আমি উপহার নিয়ে এসেছি। পরদেশী আদরণীয় হলেও সে নিজেকে আরও আদরণীয় করে তুলতে পারে, তাই না?'

'জুদিয়ায় কোনো ইহুদি পরদেশী নাকি?' রাগেশ হেসে ওঠেন। মুশা বেন দানিয়েল মদের পাত্রটির গন্ধ শুঁকে মঙ্গলবাক্য পাঠ করে তাতে চুমুক দেয়।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আজ আমি কৃতার্থ হলাম। নোকরিদের মধ্যে যাদের বসবাস করতে হয়, কিসের জন্য কাঁদে তারা? জুদিয়ার আকাশ, জুদিয়ার পাহাড়. না তার মদের জন্য? হাঁ, এখন বলছি শুনুন, আপনাদের রক্ষক আপোলোনিয়াস এসেছিল আন্তিয়কাসের কাছে, কারণ তার মতে জনকয়েক দীন ইহুদি বিদ্রোহ করেছে জুদিয়ায়। বিশ্বাস করুন, খুব বিশ্বাসী সূত্র থেকে শুনেছি কথাটা। রাজাধিরাজকে চেনেন?' একে একে সবারই মুখের দিকে তাকায় লোকটি।

রাগেশ তখন বলে, 'আমরা মানী লোক নই। সরল চাষী আমরা—জমিজমা চাষ-আবাদ করি। মানী যারা, ধনী যারা, ইহুদিদের মধ্যে অভিজাত যারা, জেরুজালেমের দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে তারা আছেন। প্রধান পুরোহিত মেনেলসের দরবারও সেখানে।'

'তাহলে রাজাধিরাজের কথা সামান্য বলছি শুনুন। নিজেকে তিনি অর্ধেক দুনিয়ার মালিক বলে জাহির করেন। মোটা ভুঁড়িওলা মানুষ। ঝুলেপড়া নীচের ঠোঁটে সারাক্ষণ একটা বিরক্তির ভাব। বহু সেবাদাসী আছে তার। এই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যা কীর্তি করেন, তা আর না হয় না-ই বললাম। জানোয়ারও ভালোবাসে লোকটা, নিয়মিত ভাঙ খায়, তারপর নিজের লোকজনের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। এমন কি আপোলোনিয়াসের মতো লোকও তার ভয়ে তটস্থ। তবু সৈন্যের আবেদন নিয়ে আপোলোনিয়াস প্রাসাদে আসে। 'কার বিরুদ্ধে সৈন্য চাই?' রাজা জিজ্ঞাসা করেন। আপোলোনিয়াস বলে, 'ইহুদিদের বিরুদ্ধে মহারাজ!' আন্তিয়কাস তখন জিজ্ঞাসা করেন, 'ইহুদি? ইহুদি কারা?' জবাবে আপোলোনিয়াস বলে, 'ফেলিস্তিনের অধিবাসী একটি জাতি। তাদের দেশের নাম জুদিয়া।' আপোলোনিয়াস ভালোভাবেই জানত যে আমাদের দেশ নিঙড়ানো প্রতিটি সেকেলের হিসাব আন্তিয়কাস রাখে। 'ইহুদি? জুদিয়া?' আন্তিয়কাস এমনভাবে আপোলোনিয়াসের দিকে তাকায় যে তার গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যায়। 'কোনো সৈন্য নেই তোমার?' 'সাত হাজার আছে।' আপোলোনিয়াস জানায়। রাজা অমনিই ধমক দিয়ে বলেন, 'সাত হাজার লোক থাকতেও ইহুদিদের বিরুদ্ধে আরও সৈন্যের জন্য আমায় বিরক্ত করছ?' রক্ষকদের

চাইতে ভাড়াটে সৈনিকের দাম বেশী। এই কথা বললেন। মনে হয়, এই এক্রায়েমেও সে আমাদের খুঁজে বার করবে।'

'কে আপোলোনিয়াস ?'

মুশা বেন দানিয়েল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। জুদাসকে লক্ষ্য করে বলে, 'কিভাবে রাজসেবা করে জানো তরুণ বন্ধু ? অতি দীনভাবে। জ্ঞান-বুদ্ধির বালাই রাজাদের বড় বেশী থাকে না। সত্যি কথা বলতে গেলে ওরা মূর্খই হয়। এই রাজার এতটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি নেই যে আপোলোনিয়াসের মতো ভালো রক্ষক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে বিদ্রোহীদের উপর আপোলোনিয়াস যদি বীভৎস পীড়ন না চালায় তো সেই গ্রীকের প্রতি জঘন্য ব্যবহার করার মতো কুবুদ্ধিটুকু বেশ আছে! জানো বোধহয়, আচার-আচরণে পুরোদস্তুর গ্রীক আপোলোনিয়াস —পুরো না হলেও আজকাল প্রায় তো বটেই! হাজার গ্রাম বশে রাখার জন্য আপোলোনিয়াস যে বিক্ষিপ্ত সৈন্যবল ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সে-খবর রাজা রাখে না। এ নিয়ে সে বিশেষ মাথাও ঘামায় না। কিন্তু আপোলোনিয়াস জুদিয়ার শাসনকর্তা পদে থাকতে চায়; আর সেইজন্যই সে তোমাদের খুঁজে বার করবে —শিগগিরই বার করবে জেনো।'

এরপর অনেকক্ষণ সবাই নীরব থাকে। আমি জুদাসের দিকে চেয়েছিলাম। উপস্থিত কেউ যা জানে না, এমনি কথা আমি জানতাম। জানতাম, কত ভয় পেয়েছে জুদাস। কিন্তু সওদাগরের সঙ্গে কথা বলবার সময় তার হালকা দরদভরা কণ্ঠস্বরের বিন্দুমাত্র অপহ্নব হলো না। জুদাস বলে, 'জুদিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে আমি দশ-বারো মাইলের বেশী যাইনি। আমার কাছে দামস্কাস আজব দেশ। তার কথা বলুন। বলুন সেখানকার রাজার কথা, কেমন করে তারা বসবাস করে, শাসনই বা করে কেমন করে।'

তবু সেইদিনই বীজ অঙ্কুরিত হয়। সেইদিনই গড়ে ওঠে নতুন বাহিনী, শুরু হয় নতুন যুদ্ধ। এইদিনই এমন নতুন শক্তির উদ্বোধন হয় যা ইহুদি শব্দের নতুন তাৎপর্য, সম্পূর্ণ আলাদা তাৎপর্য দান করে। এইদিন থেকেই শব্দটি ভালোবাসা কি ঘৃণা, শ্রদ্ধা অথবা বিরক্তির তাৎপর্যসূচক হয়ে পড়ে। কে কি-ভাবে নেবে তা অবশ্য নির্ভর করে বক্তার মনোভাবের উপরে।

আজও সেই একই অবস্থা আছে। সুদূর অতীতের এটা-ওটা স্মরণ করে আজকে এখানে বসে আধুনিককালের পক্ষে সত্যঘটনা সহজবোধ্য করবার জন্য আমি যখন লিখছি, দোর্দণ্ড-প্রতাপ রোমের সেনেটের দূত যখন এসেছে ম্যাকাবির খোঁজে, তখনও অবস্থা একই রকম আছে। কিন্তু ম্যাকাবি আজ মৃত। আমি শুধু আমার বাবা আদনের মতো, কিংবা তাঁর আগেকার আদনের মতো স্মৃতিভার জর্জরিত এক বৃদ্ধ ইহুদি মাত্র। স্মৃতিভাণ্ডার ঢেলে সাচ্চা জিনিস বার করা যে কত কঠিন তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কেননা অতীতে যা ছিল, তার

আভাস-ছাড়া আর কি থাকতে পারে? খুব বেশীদিন আগেকার কথা নয়, গাঁয়ের বাজারের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় এক গায়কের সঙ্গে দেখা হয় —খাঁটি দান গোষ্ঠীর গায়ক। মাট্রাথিয়াসের পাঁচ পুত্রের গান গায় লোকটি। আলখাল্লায় মুখ ঢেকে শুনলাম। লোকটা বলছে শুনলাম, 'এখন দোর্দণ্ড প্রতাপ এলিজারের কথা শুনুন। তার নাম ছিল এলিজার আর স্বয়ং ভগবান ছিলেন তার অস্ত্র··· ।'

কিন্তু আজকে এখানে বসে অতীতের গর্ভে হাতড়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে এলিজারের সেই ছবি যখন দামস্কাসের মেয়েটিকে নিয়ে সে বেড়াচ্ছিল। রাগ-দ্বেষহীন আমার ভাই সে-রাত্রে আস্তে আস্তে প্রশান্তভাবে পায়চারি করছিল মেয়েটিকে নিয়ে। আমাদের সবারই চাইতে তার ইহুদিত্ব বেশী। আরও দেখেছি, সেদিন রাতেই রাগেশের মুখোমুখি দাঁড়ানো জুদাসকে।

রাগেশ বলেন, 'আমরা যদি দক্ষিণে নাগেবে যাই তো··· ।'

জুদাস বলে, 'নাগেব বড় প্রশস্ত। আমি বরং এখানে থাকার পক্ষপাতী। খুঁজে খুঁজে আপোলোনিয়াস এখানেই আসুক, তারপর তার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'সৈন্য-বাহিনী ছাড়া?'

জুদাস বলে, 'সৈন্যদল আমরা গড়ব।' তাই শুনে রাগেশ আমার দিকে তাকান। 'জনসাধারণ সৈন্য-বাহিনী গড়ে তুলবে, আমি আর আমার ভাইরা তাদের শিক্ষা দেবো।' এ নিছক স্বপ্ন। তবু তার কথায় না বলার উপায় নেই। এই সময় দেখি, চাঁদের আলোয় মেয়েটিকে নিয়ে বেড়াচ্ছে এলিজার। রাগেশ তখন প্রায় বিনীত বিস্ময়ে বলেন, 'মাট্রাথিয়াসের সন্তান তোমরা···'

দামস্কাসের সওদাগরটি এফ্রায়েমে আসার ছয় সপ্তাহ পরে আমরা আমাদের প্রথম প্রচণ্ড যুদ্ধ করলাম। আগেকার ছোটখাটো সংঘর্ষের তুলনায় এ যুদ্ধ প্রচণ্ডই বটে। কিন্তু পরে যে সব যুদ্ধ হয়, সে তুলনায় ছোট। এর সপ্তাহকাল পরে এলিজার তার মেয়েটিকে বিবাহ করে এবং বারোটি কৃষ্ণকায় অনুচর উপঢৌকন পায়। বরাবর এরা তার অনুগত ছিল। কৃষ্ণকায় কয়টি ইহুদি হয়ে যায়, ইহুদির মতো বসবাস করে আর শেষ অবধি মরেও ইহুদির মতো। এই ছয় সপ্তাহে ম্যাক্কাবির পতাকাতলে আমরা বারোশো লোক জড়ো করলাম।

ইস্রায়েলে কিংবা অপর কোনো দেশে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ঘটেনি। এরা ভাড়াটে সৈনিকও নয়, কিংবা বুনো বর্বরও নয় যে যুদ্ধকে তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সরল চাষী এরা। শাস্ত্রবিধান, ভগবানের অঙ্গীকার আর প্রাচীন পুঁথির প্রতি শ্রদ্ধাবান নিরীহ পণ্ডিত এরা। কিছু লোক অবশ্য আমাদের

ছোট্ট ধনুক চালাতে জানত। আগে তিতিরপাখী কি খরগোস মেরেছে। তবু তরোয়াল কি কোনো বল্লমের অভিজ্ঞতাই তাদের ছিল না। কিছু আবার ছিল সাধু প্রকৃতির রাব্বি লাজারাস বেন সাইমনের শিষ্য। মিজপাতে এক শিক্ষায়তন ছিল তাঁর। সেখানে তিনি শিষ্যদের ক্ষুদ্রতম কীটাণুকীটকে পর্যন্ত ভালোবাসার মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। পাছে ভগবানের ক্ষুদ্রতম জীব হত্যা করা হয়, এই শঙ্কায় তার শিষ্যরা নগ্নপদে সর্বক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে হাঁটত। সেই একই লোক বিশজন করে এক একটি দল গঠন করে, আর রাগেশ তাদের লিকলিকে ইহুদি তীর চালনা শেখান। তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধানুকী পার্থিয়ানদের মধ্যে ছিলেন রাগেশ। শেষ অবধি তারা এমন দক্ষ হয়ে ওঠে যে, ঝাঁকেঝাঁকে তীর-বৃষ্টি করে শত্রুপক্ষের প্রতিটি ফাঁক সন্ধান করতে পারত।

আমি আমার ভাইরা আর মারাতে যে ছোট্ট নতুন বাহিনী গড়ে উঠেছে তারা সকলে আরও অনেক জিনিস শিখলাম। দামস্কাসের সওদাগরটির সঙ্গে যে কৃষ্ণকায় লোককটি আসে সেই ইথিওপীয়দের কাছ থেকে বল্লমকে আমরা বর্শার মতো ছুঁড়ে মারতে শিখলাম। সরু চামড়ার ফিতেয় বাঁধা বর্শাফলক শূন্যে ছুটে যেত। লম্বা সিরিয় তরোয়াল চালনার কৌশল শেখায় জুদাস। তরোয়াল তার হাতে কবজির অংশ হয়ে পড়ত, নতুন আর একখানা হাত হতো যেন। মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে যায় মুশা বেন দানিয়েল এবং মাসখানেক পরে ফিরে আসে আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের দান একশো ইহুদি যুবক স্বেচ্ছাসেবী আর সেখানকার সিনাগগের দেওয়া দশটি সোনার তেলেন্ত নিয়ে। এই স্বেচ্ছাসেবী দলে ছয়জন ইঞ্জিনিয়ার ছিল। তাদের দু'জন আবার রোমানদের মধ্যে বাস করেছে। তারা আমাদের ক্যাটাপুলট (প্রস্তর ক্ষেপণের জন্য রোমান ও গ্রীকদের ব্যবহৃত প্রাচীন যন্ত্র।) তৈরী করতে শেখায়। উপঢৌকন সহ সুদূর মিশরের এই অপরিচিতেরা যেভাবে এফ্রায়েমে আসে, আজও আমার তা মনে আছে।

তাদের সুন্দর সাজ-পোশাক আমাদের তাঁতে-বোনা আটপৌরে চাষীর বেশবাসকে ম্লান করে দেয়। ম্যাক্কাবির জন্য নীল রেশমী এক পতাকা নিয়ে আসে তারা। সূঁচ দিয়ে দাভিদের তারকা তোলা ছিল তার উপর। আর তারকাটির নীচে সূঁচ দিয়ে লেখা ছিল: স্বৈরাচারীর প্রতিরোধী ভগবানের অনুগত জুদাস ম্যাক্কাবিউস। কেমন করে জটলা করে তারা জুদাসকে দেখতে আসে তাও বেশ মনে আছে। জুদাসের নাম তখন ইতিবৃত্তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকেরা যখন দেখতে পায় যে জুদাস তাদের অনেকের সমবয়সী এবং দু'-চারজনের চেয়ে বয়সে ছোট যুবক মাত্র, তাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কিন্তু সবকিছুই সহজ বা নির্বিঘ্ন ছিল না। এফ্রায়েমে কোনো সময় আমাদের পর্যাপ্ত খাদ্য ছিল না। আবার জুদিয়ার উপর আপোলোনিয়াসের

পীড়ন যতই বাড়তে লাগল, এফ্রায়েমের জনসংখ্যাও ততই বেড়ে চলল ! যেখানেই গ্রীক ছিল কিংবা গ্রীক শাসন ছিল, সেইখানেই ইহুদিদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। এমন কি সুদূর গ্যালিলি এবং গেশুর থেকেও ক্ষতবিক্ষত-পদ উপবাস-খিন্ন শরণার্থী আসে এফ্রায়েমে। সবারই মুখে একই ধরনের সন্ত্রাস, বলাৎকার ও হত্যার কাহিনী। এদের সবারই দেখাশোনার ভার আমার আর জনের উপর। আমি বিচারাসনে বসতাম, সকাল থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিচার করতাম। আজকে এথনারক যে ধরনের বিচার করেন, তার সঙ্গে এ বিচারের মিল নেই। ঝগড়া-ঝাঁটি কোন্দলেরও অন্ত ছিল না ! প্রবীণেরা আমার বয়সের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতেন, কম বয়সীরা করত চ্যালেঞ্জ। লোকে যাকে সাইমন বেন মাটাথিয়াসের লৌহহস্ত বলত, এই থেকেই তার উৎপত্তি।

আমার ভাই এলিজার জোনাথান আর জুদাসকে তখন কি হিংসেই যে করতাম ! তারা শুধু যুদ্ধের অপেক্ষাকৃত সরল কাজ করেই খালাস। যুদ্ধের কাজ আমারও ছিল। পরেই জানতে পারবেন সে-কথা। একবার এই বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রুবেন আর এলিজারের কাছে গেলাম। পাহাড়ের গায়ে খোলা জায়গায় হাপর বসিয়ে কাজ করছিল তারা। লোহা হাতুড়ি আগুন আর এই দুটি লোক, সারা জুদিয়ার সেরা বলবান দুটি লোক একমনে প্রাণহীন ধাতু পিটছে আর বিড়বিড় করে বহু প্রাচীন, কেইনের আমলের সাবেক মাঙ্গলিক মন্ত্র পড়ছে। ধাতুর কাজ তো কেইনই সব প্রথম করে। ফুলকি বৃষ্টির মধ্যে তারা আমায় অভ্যর্থনা করে। দেখলাম, ইসাউর পুত্রদের একমাত্র বুনো বংশধর রুবেন আর আমাদের এলিজার, দু'জনেই বেশ সুখে আছে। কোনো সন্দেহ, কোনো শঙ্কা, এমন কি কোনো দ্বেষ নেই এলিজারের মনে, আছে শুধু সব জিনিসের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর আমার ও জুদাসের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা যা প্রায় পূজার সামিল। সন্দেহের বালাই তার ছিল না। তার কাজ যুদ্ধ করা আর অপরকে যুদ্ধ করতে শেখানো। কামারশালায় সাধারণত কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে। এখানেও এ দুটি লোক ও আগুনের পক্ষে যথেষ্ট লোক জমায়েত হয়েছিল। পাকা দাড়িয়ালারা করছিলেন সমালোচনা ; আর কৃষ্ণকায় ইথিওপীয়রা তারিফ ও হর্ষধ্বনি করছিল। শিশু-বৃদ্ধ ও বনিতার সেই ভিড়ের উপর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে তপ্ত লাল একখানা ফলা হাতে করে এলিজার বলে, 'এই কালো লোকগুলো আমাদের ছুঁড়ে মারবার বর্শা বানিয়ে দিচ্ছে সাইমন। কিন্তু ও আমি নেব না।'

'কি তুমি নেবে এলিজার ?' জনতার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করে।

তরোয়ালের ফলাটা জলপাত্রের মধ্যে ঠেসে ধরে এলিজার। বুজবুজ করে জল ফুটে ওঠে, একরাশ ধোঁয়া উড়ে যায়। তারপর সে পেছন থেকে একটা বিরাট হাতুড়ি তুলে নেয়। 'আমার অস্ত্র এইটা —এই হাতুড়ি !'

লোকে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে এই বিরাট লোহার তালটি পরীক্ষা করে দেখে। বারোটি লোহার শিক পিটে একসাথে বেঁধে হাতুড়িটির হাতল তৈরী করা হয়েছে। মেয়েরা এটি তোলবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভারে তাদের কোমর নুইয়ে যাচ্ছে দেখে হেসে ওঠে। ছেলেরা শুধু হাত দিয়ে ছোঁয়। গর্বোজ্জ্বল মুখে তাদের লক্ষ্য করে এলিজার। হাতুড়িটি তুলে নিয়ে সে মাথার উপর কয়েকটা পাক দেয়। তারপর চামড়ার ফিতেটা ধরে বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে থাকে। তাই দেখে আনন্দভরা শঙ্কায় হাসতে হাসতে জনতা সরে যায়। রুবেনের বয়স তার দ্বিগুণেরও বেশী। কিন্তু উভয়েই সমান সরল বিস্ময় নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রের লোহা নাড়াচাড়া করে, তাদের হাতে ধাতুর আনুগত্য দেখে আর নিজেদের হাতের ও কানের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। এই হচ্ছে আমার ভাই এলিজার।

সুদূর দক্ষিণের শহর কারমেল থেকে এক দম্পতি আমার কাছে আসে। লম্বা রঙ-ময়লা বাজের মতো আর অনমনীয় এই লোকটির নাম আদম বেন লাজ্জার। বেদুইনদের পাশাপাশি যারা বসবাস করে তাদের অধিকাংশই এমনি হয়। সে আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'আপনিই ম্যাক্কাবি ?'

'না, ম্যাক্কাবি আমার ভাই জুদাস। আপনি কি মারায় নতুন এসেছেন যে সাইমন বেন মাট্টাথিয়াসকে চেনেন না ?'

'হাঁ, আমি নতুন এসেছি এক শিশুর কাছে বিচার-প্রার্থী হয়ে।' লোকটির নধরকান্তি প্রিয়-দর্শিনী স্ত্রীর চেহারা শোকে-তাপে মর্মান্তিক হলেও সে কোনো কথা বলল না !

'তাহলেও আমিই বিচার করছি।' আমি বলি। 'আপনি যদি অন্যরকম বিচার চান তো গ্রীকদের কাছে যেতে পারেন।'

'আপনি দেখছি আপনার বাবা আদনের মতোই রাগী সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস।'

'যা আছি তো আছিই।'

'ঠিক ওর মতো !' আঙুল দিয়ে স্বামীকে দেখিয়ে সহসা তারস্বরে বলে ওঠে স্ত্রীটি। 'ইস্রায়েলের লোকের অন্তর শূন্য করে ঘৃণা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আর আমি ওকে চাই না। আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ করে আমাদের পর করে দিন।'

'কেন ?' জিজ্ঞাসা করলাম স্ত্রীলোকটিকে।

'সব কথাই যখন রক্তে ধুয়ে গেছে তখনও আপনাকে বলতে হবে ?'

বললাম, 'ইচ্ছে হয় বলুন, না হয় না বললেন ! কারণ আমি বিবাহ দিই না, বা ভাঙিও না। সে-জন্য আপনাদের রাব্বি কি কোহানিম কিংবা প্রধানদের কাছে যেতে হবে। আমার কাছে নয় !'

'প্রবীণেরা বুঝবেন কি?' গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে লোকটি। 'আগে সবটা শুনুন সাইমন, তারপর যেখানে ইচ্ছা পাঠিয়ে দিন। ইচ্ছে হয় নরকে পাঠান, না হয় আপনার ভাই ম্যাক্কাবির হাতে ঠেলে দিন।'

স্ত্রীলোকটি তখন বলতে থাকে, 'বারো বছর বিয়ে হয়েছে আমাদের! একটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে ছিল।' বাজারের গল্পকারদের মতো সুরেলা গলায় বলে যায় মেয়েটি: 'ভগবানের আশীর্বাদের মতো আমার প্রাণ, আমার সংসার আলো করে ছিল এই সুস্থ সবল সুন্দর শিশুকটি। তারপর রক্ষক ল্যাম্পোস একদিন এসে বাজারে গ্রীক বেদী স্থাপন করে এবং সবাইকে সেখানে গিয়ে নতজানু হয়ে ধূপধুনা পোড়াবার হুকুম দেয়। কিন্তু উনি…।' বোঁ করে স্বামীর দিকে ঘুরে মেয়েটি অভিযোগের ভঙ্গীতে তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 'উনি নতজানু হতে অস্বীকার করলেন। গ্রীকরা তখন আনন্দে অট্টহাস্য করে ওঠে……' কাঠের মতো নিশ্চল মুখে মাথা নেড়ে আদম বেন লাজার তখন বলে, 'সোল্লাসে হেসে ওঠে বটে! লোকটা দক্ষিণের উপযুক্ত! জুদিয়ায় যদি কঠোর মানুষ থাকে তো দক্ষিণে গেলে কঠোর মানুষের সঙ্গে দেখা হবে।'

স্ত্রীলোকটি তখন বলে, 'কাজেই সে আমার ছোট্ট মেয়েটিকে খুন করে এবং তার মৃতদেহ আমাদের দরজার সামনে ঝুলিয়ে রাখে। দোর গোড়ায় টুপ টুপ করে রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। আমরা যাতে মৃতদেহটি খুলে নিয়ে কবর দিতে না পারি সেজন্য ভাড়াটে সৈনিকেরা দিনরাত সেখানে বসে পাহারা দেয়, মদ খায় আর পেট ভরে খাবার গেলে।'

একথা বলবার সময় তার চোখে এক ফোঁটাও জল ছিল না। সাধারণত খোলা জায়গায় পাথরের উপর বসে আমি বিচার করতাম। কখনো কখনো লোকে শুনতে আসত। এবারেও তারা শোনে। ক্রমেই লোকের ভিড় বাড়তে থাকে। শেষ অবধি তার গল্প বলার সময় স্থানটিতে জনতার ঠাসাঠাসি ভিড় জমে যায়।

'সাত দিন এইভাবে চলে। পরের রবিবারে ল্যাম্পোস নিজের হাতে আমার ছোট ছেলের গলা কেটে ফেলে। তার মৃতদেহও মেয়েটির পাশে টাঙিয়ে রাখা হয়। মেয়েটির শবে তখন পচ ধরেছে—দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তবুও আমাদের সে-ঘরে বাস করতে হয়। ঘরের চারপাশে ভাড়াটে সৈনিকেরা বল্লম নিয়ে দিনরাত এমনভাবে পাহারা দেয় যে একটা ইঁদুর গলবার পর্যন্ত ফাঁক ছিল না। তারপর তৃতীয় রবিবারে আপোলোনিয়াস তার চৌকিদারের সঙ্গে আলাপ করতে আসে এবং এ খেলার তারিফ করে যায়।' মেয়েটির গলা এই সময় শুকিয়ে যায়। সে কাঁদেনি, কিংবা তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হয়নি। তবে গলাটা শুকিয়ে যায়!

তার স্বামী তখন মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ, চমৎকার খেলা! আর গ্রীকরা তো খেলাধুলা ভালোবাসে! নিজের হাতে আপোলোনিয়াস তৃতীয় শিশুটির গলা

কাটে। সে আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে ভগবান বা মানুষের কাছে যে-জাতি নতজানু হতে অপারগ, তারা দুনিয়ার কলঙ্ক। বলে, শিশুদের খুন করা খুব দয়ার কাজ, কেননা মানবজাতি তাহলে আশা করতে পারে যে দুনিয়া একদিন চিরকালের মতো ইহুদি-মুক্ত হবে আর সারা জগৎ হাসি-আনন্দে মধুময় হয়ে উঠবে।' স্ত্রীলোকটি তখন তার মর্মান্তিক স্বরেলা গলায় বলে, 'তার পরের সপ্তাহে তারা আমাদের প্রথম সন্তানকে বধ করে এবং আর সবারই মৃতদেহের পাশে ঝুলিয়ে রাখে। চারটি মৃতদেহ ঝুলতে থাকে পাশাপাশি ···পাখী এসে ঠুকরে যায়। কিন্তু আমরা তাদের বাঁধন কেটে আনতে পারিনি ···তাদের খুলে আনতে পারিনি। আমারই জঠরের মাংস আমার চোখের সামনে পচে যায়! তাই আমি ওকে, আমার স্বামীকে ঘৃণা করি। নোকরিদের যেমন ঘৃণা করি, ঠিক তেমনি! বড় বেশী গর্ব ওর। আর ওর গর্ব আমার ভালোবাসার সবকিছু ধ্বংস করেছে!'

স্ত্রীলোকটি কাঁদেনি। কিন্তু জনতার মধ্যে থেকে একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ওঠে।

স্ত্রীলোকটি আবার বলে, 'বড় বেশী গর্ব ওর ···বড বেশী গর্ব!'

তারপর প্রায় অনেকক্ষণ নীরবতা চলে। ঘৃণার উত্তাপে যাদের কান্না এখনও শুকিয়ে যায়নি, তখন শুধু তাদেরই জনকয়েকের ফোঁপানি থেকে থেকে শোনা যায়। তবু আমি বিচার করতে পারলাম না। অকপটে বললাম সে কথা। রাব্বি রাগেশ দাঁড়িয়ে এ কাহিনী শুনছিলেন। তাকে ডেকে বললাম, 'আসুন, বিচার করে যান। আপনি প্রাচীন ও রাব্বি, আপনিই আসুন!' কিন্তু রাগেশও মাথা নেড়ে অস্বীকার করেন। চির-ব্যথিত হারিয়ে-যাওয়া দুটি আত্মার মতো পুরুষ ও স্ত্রীলোকটি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে জুদাস তখন স্ত্রীলোকটির সামনে দাঁড়ায়। তার তরুণ সুন্দর মুখে এমন ব্যথা, এমন দরদ আমি জীবনে দেখিনি। কোনো মানুষেরই এমন মমতামাখা বিষণ্ণ মুখ দেখিনি। জীবনের মূর্ত-প্রতীক এই যুবকের সামনে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু ও হত্যা-কাহিনী যেন বিলীন হয়ে যায়। দুই হাতে স্ত্রীলোকটির হাত দু'খানি ধরে সে চুমু খায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'কাঁদো মা, কাঁদো!'

স্ত্রীলোকটি মাথা ঝাঁকায়।

'কাঁদো, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

এর পরেও একগুঁয়ের মতো হতাশভাবে মাথা নাড়ে স্ত্রীলোকটি।

'কাঁদো। কারণ চারটি সন্তান হারিয়ে তুমি শত পুত্র পেয়েছ। আমিও কি তোমার সন্তান নই? আমি তোমার স্নেহবঞ্চিত? আমার জন্য কাঁদো। কাঁদো মা আমার জন্য, না হলে তোমার চার সন্তানের দুঃখের বোঝা আমার বুকে আশ্রয় করে আমায় ধ্বংস করে দেবে। আমার জন্য কাঁদো—কাঁদো আমার

খুন-মাখা হাতের জন্য! আমিও গর্বিত। সে-গর্বের বোঝা আমি কাঁধে-বাঁধা পাথরের মতো বয়ে বেড়াচ্ছি!'

আস্তে আস্তে কান্না আসে। বাঁকা হয়ে ওঠে তার আয়ত কালো চোখের পল্লব ...চিকচিক করে ওঠে চোখের কোণ ...তারপর টস টস করে গড়িয়ে পড়ে জলধারা। টানা তীব্র আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্ত্রীলোকটি। তার মতোই কেঁদে স্বামী তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে টেনে তোলে। জুদাস তখন তাদের সামনে থেকে সরে জনতার মধ্যে দিয়ে চলে যায়। জনতা তাকে পথ করে দেয়। মাথা হেঁট করে হাত ঝুলিয়ে সে হেঁটে যায় লোকজনের মধ্য দিয়ে।

এরপর দুটি ঘটনা ঘটে। আমার ভাই এলিজার বিয়ে করে আর জেরুজালেম থেকে খবর আসে যে আপোলোনিয়াস তিনশো ভাড়াটে সৈনিক সংগ্রহ করেছে এবং শিগগিরই এফ্রায়েমের দিকে অভিযান করবে। তেমন বড় বাহিনী নয়, তাহলেও শিক্ষিত শৃংখলাবদ্ধ নির্মম পেশাদার সৈনিক এরা। আমাদের শত শত লোকের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা ভয় পাইনি ভাববেন না। ইহুদির শরীর এক অদ্ভুত স্পর্শকাতর চামড়ায় মোড়া। আমাদের ভয়, আমাদের লজ্জা, আমাদের গর্ব অন্যলোকের চাইতে অনেক গভীরে প্রবেশ করে। নোকরিরা তো সেইজন্যই ঘৃণা করে আমাদের। মারায় এক বিষাদের ছায়া পড়ে। এফ্রায়েমে যতটুকু হাসি ছিল, এই সংবাদ আসবার পর ক্রমেই তা মিলিয়ে যেতে থাকে।

তথাপি আমরা খানিকটা ফুরসৎ পাই। আমাদের দেশ ছোট্ট বটে, কিন্তু প্রতিটি উপত্যকা যেন বিচ্ছিন্ন এক একটি জগৎ। শূন্যপথে এক মাইল সোজা পথ যেতে একটা মানুষের হয়ত দশ-বিশ মাইল বন্ধুর পথ হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হবে। সিরিয়ার শহর থেকে মিশরের শহরে যাবার জন্য উত্তর-দক্ষিণ দীঘল একটি প্রশস্ত পথ আছে। জেরুজালেম থেকে সমুদ্র সৈকতে যাবার পথও আছে আর একটি। এছাড়া বাকী আর সব রাস্তা আঁকাবাঁকা পাহাড়ে পথ। কোনো কোনোটা দিয়ে গাড়ি চলতে পারে, আবার কোনোটা এত সংকীর্ণ যে দু'জন লোক পাশাপাশি চলতে পারে না। গাড়ি চলার পথগুলো উপত্যকার তলা দিয়ে এখানে-সেখানে এঁকে-বেঁকে গেছে। আমরা যারা দেশের মানুষ, পথ-ঘাট যারা চিনি, তারা পাহাড়ের উপর দিয়ে কি শৈলশিরা পার হয়ে চলাচল করি। কিন্তু বর্ম-পরা মানুষ উপত্যকার তলার পথ ছেড়ে চলে না, কাজেই অনেকটা ঘুরতে হয়। সুতরাং শূন্যপথে জেরুজালেম থেকে এফ্রায়েমের দূরত্ব ত্রিশ মাইল হলেও, হাঁটা পথে তিন দিন লাগবে। জোর করে চললেও তার কমে হবে না। আমরা এই তিন দিনের ফুরসৎ যতভাবে পারা যায় কাজে লাগাই।

আপোলোনিয়াস অভিযান করছে এই সংবাদ পেয়ে জুদাস সমস্ত লোকের এক বৈঠক ডাকে। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু আর পিচুটি-পড়া-চোখ বৃদ্ধরাও আসেন। প্রতিরোধের সময় এমনি আরও যত বৈঠক হয় এটি তার প্রথম। বার্তাবহ পাঠায় জুদাস। সঙ্গে সঙ্গে চামচের আকারের সিডার গাছ ঘেরা মারার ঢালুতে লোক জমায়েত হতে আরম্ভ করে। এ ভোরবেলার কথা। বিকেল অবধিও উপত্যকায় যুবক বৃদ্ধ আর স্তন্যপায়ী শিশুসহ মেয়েরা আসতে থাকে। এফ্রায়েমের বিচ্ছিন্ন পল্লী কটি জনশূন্য হয়ে যায়। কাছাকাছির পল্লী লেবোনা, কারিম আর ইওশের তাবৎ লোকও মারায় আসে পাহাড় পেরিয়ে। গুহা থেকে লোক আসে, আসে পাতার কুঁড়ে, তাঁবু আর জীর্ণ আশ্রয় থেকে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় উপত্যকায় জনতার ভিড় বেড়ে যায়।

তিরতিরিয়ে-পড়া জলধারার মতো এমন জনতার স্রোত আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। পরে অবশ্য আমাদের সমাবেশে লাখ লোকও এসেছে। কিন্তু এদিন মারায় পনেরো হাজার ইহুদি জুদাসের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বক্তৃতা করবার জন্য সে একটা উঁচু পাথরের উপর চড়ে। শঙ্কিত-দৃষ্টি নারী, নীরব শিশু আর উৎসুক যুবকের জমায়েতকে সেদিন এক শক্তিশালী জনসমাবেশ বলেই মনে হয়েছে।

জলকল্লোলের মতো জনতার মধ্য থেকে একটা রোল উঠছিল; কিন্তু নীরবতার আবেদন জানিয়ে জুদাস হাত বাড়াতেই গুঞ্জন-রোল স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু জনতার শ্বাস-প্রশ্বাস আর উঁচু গাছের ডগায় বাতাসের শব্দই শোনা যাচ্ছিল। বেলা পড়ে এসেছে, সোনালী রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে উপত্যকাময়। মাথার উপরের আকাশ শুভ্র, দিগন্তে গোলাপী আভা। উড়ন্ত দুটি বাজপাখী বাঁক খেয়ে ঘুরছে। কখনো উপরে উঠছে আবার নামছে কখনো। বাতাসের চাপে নুইয়ে যাচ্ছে গাছের ডগা। মনে হয়, এমনি করেই বুঝি তারা ভালোভাবে সুগন্ধ ছড়াতে পারবে। আমাদের জুদিয়া-ভূমির অনির্বচনীয় স্নিগ্ধতার প্রভাব পড়েছে তাবৎ লোকের উপর, প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছে তাদের। তাই সন্তানের উৎপাতে ক্লান্ত মায়েরাও বসে পড়েছে মাটিতে; গোটা জনতাও নীরব হয়েছে, আপনা থেকেই মাথা খাড়া করেছে যেন। মনে হয়, জীবনদাত্রী মধুর মাটি আর স্নিগ্ধ হাওয়া থেকে আহার্য নিচ্ছে বুঝি! পাথরের উপর সবার উঁচুতে দাঁড়িয়েছে জুদাস—দীর্ঘকায়—সরু কোমর—রাঙাটে চুল—পরনে সাদা বেশবাস—সাদা কোর্তা, সাদা পাজামা। লম্বা চুল উড়ছে হাওয়ায়। একাধারে শিশু ও পিতা, যুবা ও বৃদ্ধ, সুশীল ও ভয়ঙ্কর, বিনয়ী ও উদ্ধত আর নিরীহ ও বেপরোয়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

যা লিপিবদ্ধ আছে সেই কথাই সে বলে: ভাড়াটে এক সৈন্যদল এফ্রায়েমে আমাদের ধ্বংস করার জন্য অভিযান করে আসছে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র

শক্তি নিয়ে তাদের হত্যা করব। হিব্রু ভাষায় —সুপ্রাচীন যে-ভাষায় ভালো ভালো জিনিস ভালোভাবে বলা হয়েছে, সেই ভাষাতেই বক্তৃতা করে জুদাস। 'ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করব তাদের, আঘাত হেনে কোমর ভেঙে দেবো। কারণ সারা জুদিয়ার প্রধান রক্ষক তাদের নেতৃত্ব করছে। এইবার আমরা রাজার সঙ্গে মোকাবিলা করব। সে যদি তিন হাজার জ্যান্ত লোক পাঠায় তো আমরা তিন হাজার মড়া পাঠিয়ে মুখের মতো জবাব দেবো।' স্থিরদৃষ্টিতে জনতা তার দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু নড়েনি। কেউ নড়েনি, কেউ শ্বাস নিয়েছে বলেও মনে হলো না। জুদাস তখন বলে, 'আমাদের দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে বলতে গেলে। আমাদের বঞ্চিত করার জন্য কেন ওরা আসে আমাদের দেশে? আমরা কি মানুষ নই যে সন্তান-সন্ততির খুন দেখেও কাঁদব না? উৎপাত না করে ওরা চলে যাক, আর না হয় তো আমরা ভয়ানক ক্রোধান্ধ জাতে পরিণত হব।' কিন্তু এখন তার মধ্যে কোনো ক্রোধ ছিল না, ছিল অকপট সরাসরি এক ক্ষোভ। জনতা ফিসফিস করে বলে, 'তথাস্তু —তাই হোক।'

'এখনও যদি আপনাদের কারও ঘর খাড়া থাকে তো তারা চলে যান।' জুদাস বলে। 'শৃংখল ছাড়া আর কিছুই হারাবার ভয় যাদের নেই, আমি শুধু তাদের চাই। যদি কারও কলসী-ভরা সোনা থাকে তো তাই গিয়ে রক্ষা করুন, আমাদের সঙ্গে আসবেন না। স্বাধীনতার চাইতে যারা সন্তানকে বেশী ভালো-বাসেন, তারাও চলে যান। কেউ তাদের গায়ে কলঙ্কের আঁচড় দেবে না, যদি কেউ বাগদত্ত হন তো বাগদত্তার কাছে চলে যান। কারণ, আমরা স্বাধীনতার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি মাত্র একজন লোকও থাকেন যিনি আমাদের আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তিনি যেন পরে তাঁবুতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। মনে রাখবেন, আমি শুধু মৃত্যুর পরিকল্পনাই করছি। একজন, শুধু একজন লোকই আমার প্রয়োজন।' থেমে সে তাবৎ লোকের দিকে চায়। 'হ্যাঁ, এই মারাতে এখুনি বিশজনের দল গড়তে হবে। বাকী আর সবাইকে পাহাড়ের গুহায় ঝোপে জঙ্গলে যেতে হবে এবং আমরা লড়াই শেষ না করা পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকতে হবে।'

আমি আমার তাঁবুতে ফিরে এলাম। চারজন লোক সেখানে জুদাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। মৃত্যুকে ভয় করে মানুষ, কিন্তু এরা তার পরোয়া করে না। বরং ঘৃণার দহনে মৃত্যুকে এরা স্বাগত জানাবে। আমাকে বর্ণমালা শিখিয়েছেন, সরু ছড়িতে ত্বরিতগামী পাখীর মতো সঞ্চরণশীল ভঙ্গী করে দিনের পর দিন যিনি সাতাত্তর পাতার শাস্ত্রবিধান পড়িয়ে গেছেন, সেই লেবেল পণ্ডিত মশাইও আছেন এ চারজনের মধ্যে। বোকামি করে যে বালক ঝিমিয়েছে, কিংবা ফিসফাস করেছে, তাঁর এই সর্বজ্ঞ ছড়ি সুনিশ্চিতভাবে চটপট তাকে খুঁজে বার করেছে

এবং তার আঙুলের গ্রন্থিতে ঠোক্কর মেরেছে। ভাড়াটে সৈনিক জেসনের তরোয়াল যার গলা কেটেছে, সেই দেবোরার বাবা এই লেবেল!

একটি প্রবাদ বচনের রকমফের করে তিনি প্রতিদিনের পড়া আরম্ভ করতেন: মানুষ বিনয়ী আর ন্যায়নিষ্ঠ হবে, এ ছাড়া ভগবান আর কি চান তাঁর কাছে? মেষ-শাবকের মতো নিরীহ ও শান্ত এই মানুষটি।

তাছাড়া জুদাস আর আমি দু'জনে যে মেয়েটিকে ভালোবাসতাম, তার বাবা মুশা বেন আরনও আছে। আর ছিল দক্ষিণের সেই গর্বোন্নত কঠোর মারাত্মক লোক আদম বেন লাজার, আর ছিলেন খামখেয়ালী অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলী দার্শনিকভাবাপন্ন রাগেশ, জীবনের মতোই মৃত্যুও যার কাছে কম জটিল সমস্যা নয়।

স্বস্তি বলে আমি তাদের অভ্যর্থনা করলাম। তারাও স্বস্তি বলে প্রতি সম্ভাষণ জানান। কিন্তু আমার অন্তর তখন দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। জুদাস না আসা পর্যন্ত আর কোনো কথাই আমি বলতে পারলাম না, তারাও পারেননি।

এদের কেউ যুবক নন, কিন্তু জুদাস তাদের মধ্যে অক্ষয় যৌবন আরোপ করে। সবাইকে চুম্বন করে সে কতকটা বিভীষিকাময় ভঙ্গীতে বলে, 'আপনারা মরতে চলেছেন, কেননা আমার মতে তার প্রয়োজন আছে।' আদম বেন লাজার ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'তুমি ম্যাক্কাবি।'

রাগেশকে সম্বোধন করে জুদাস তখন বলে, 'ঘৃণা বা গর্ব কিছুই আপনার নেই, আপনি মরতে যাচ্ছেন কেন?'

'সব মানুষকেই মরতে হবে।' হেসে বলেন রাগেশ।

'কিন্তু আমার মাত্র একজন লোক চাই। সে-লোক আপনি হতে পারেন না রাগেশ। কারণ আপোলোনিয়াস আপনাকে চেনে, সে কি বিশ্বাস করবে যে রাব্বি রাগেশ তাঁর জাতি, তাঁর ভগবান, তাঁর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন? তাদের নরকে পাঠাতে পারে এমন একজন লোক আমি চাই। যে লোক তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে যদি সফলও হয়, তবু তারা তাকে বধ করবে। এমন একজন লোক আমি চাই যে তাদের কাছে গিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বিপথচালিত করতে পারবে। তারপর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে গারসন পাহাড়ের উপর সেই বিশাল জলাভূমির মধ্যে যেখানে শুধু একটিমাত্র প্রবেশপথ আছে, কিন্তু বেরুবার কোনো রাস্তা নেই। সেখানে নিয়ে যেতে হবে তাদের। আপনিও তা পারবেন না আদম বেন লাজার। হেঁটমাথায় বিশ্বাসঘাতকের মতো আস্তে আস্তে কেমন করে হাঁটবেন আপনি? লেবেল, লেবেল, কেমন করে আপনাকে আমি মৃত্যুর মুখে পাঠাই? আজ যা কিছু আমি জানি, সবই আপনি শিখিয়েছেন। এমনি করেই সে-ঋণ শোধ করব কি?'

'আনুকূল্যের জন্য আমি এসেছি জুদাস ম্যাক্কাবিয়াস, আত্মত্যাগের জন্য নয়!' সরলভাবে বলেন পণ্ডিতমশাই।

'আপোলোনিয়াস যখন আপনার চোখের দিকে চেয়ে, আপনার অন্তরের শান্ত সততা উপলব্ধি করবে, কেমন করে এ অভিনয় করবেন আপনি? না, না, দলত্যাগীর এত সরল হওয়া চলে না। কুটিল, বিষয়ী এবং মর্যাদাবোধহীন হতে হবে তাকে! গ্রীকদের কাছে পাঠাবার জন্য গ্রীকদের মতো একটা লোক চাই আমার!' মুশা বেন আরনের কাছে গিয়ে তার দু'হাত ধরে জুদাস বলে, 'ভগবান আমার সহায় হউন —ভগবান আমায় ক্ষমা করুন।' আঙুর চাষী বলে, 'এইভাবেই বছর চলে যায়, এখন যদি না যায় তো পরে যাবে। আমার ভালোবাসার সবকিছু চলে গেছে, আর তুমি ম্যাক্কাবি জুদাস, বলো, আমায় দিয়ে কি করাতে চাও?'

সে-রাত্রে চারশো লোক নিয়ে আমি আর জোনাথান পাহাড় পেরিয়ে সংকীর্ণ পাহাড়ে পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে যাই। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আমরা গাছের আড়ালে ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন করে থাকি। চরম ক্লান্তির অবসাদে সকলেই ঘণ্টা পাঁচেক অসাড় গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে থাকি। হালকা-ভাবেই আমরা চলেছি। সঙ্গে ছিল শুধু আমাদের ছোট্ট শিঙের ধনুক আর কৃপাণ, আর ছিল এক এক টুকরো রুটি আর থলেভরা খাবার। জুদাস আমাকে সুস্পষ্ট সরল নির্দেশ দিয়ে দেয়। আপোলোনিয়াসের পূরবর্তী রক্ষীদলের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের, অতিষ্ঠ করে তুলতে হবে তাদের। দলত্যাগী খুঁজে বার করে গিরিপথের মধ্যে পেলেই তাদের উপর পাথর ছুঁড়ে মারতে হবে এবং তাদের অতিষ্ঠ করে রাখতে হবে। মুশা বেন আরনকে যখন দেখা যাবে, শুধু তখনই তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে দিতে হবে। তারপর যত সত্বর সম্ভব ফিরে আসতে হবে এফ্রায়েমে। জুদাস এলিজার আর জন ইতিমধ্যে জলাভূমির মধ্যে ফাঁদ পেতে রাখবে।

শেষ বেলার আগে আমরা ভাড়াটে সৈনিকদের কণ্ঠস্বর, তাদের বর্মের কর্কশ শব্দ এবং ভেরির অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম না। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের শক্তি ভাগ করে নিয়েছি। একশোজন আছে আমার অধীনে, একশো জন জোনাথানের অধীনে আর দশ কুড়ি আছে চলমান দল হিসাবে। একটা গিরিসংকটের প্রান্ত বরাবর ছড়িয়ে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনতি-বিলম্বেই তারা দৃষ্টিপথে আসে। পাশাপাশি তিনজনের সারিবদ্ধ সর্পিল সৈন্য বাহিনীটি রাস্তার উপর আধ মাইল অবধি বিস্তৃত। পিতলের শিরস্ত্রাণগুলো ঝলকাচ্ছে সূর্য-কিরণে, লম্বা পালিশ করা বল্লমগুলো দুলছে জলের মতো, ঝিলমিল করছে বক্ষস্ত্রাণ, পত পত করে উড়ছে পতাকা। পাহাড় কামড়ে পড়ে থাকতে

হবে এই শঙ্কা করে তারা অশ্বারোহী নিয়ে আসেনি। শুধু আপোলোনিয়াস চমৎকার একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল! এই প্রথম আমি তাকে দেখলাম। বিরাট বপু, কালো ভুরু। আপোলোনিয়াসের বর্মে রূপোর কাজ করা, শিরস্ত্রাণ বরফের মতো সাদা। কালো চুল আলগাভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের উপর। আপেলেসের চাইতে আলাদা মানুষ লোকটি। জননেতার ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত ময়লা প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক চেহারা। বন্য রক্তপিপাসু মানুষ, সংগ্রামে অমিতবিক্রম আর রক্তলোলুপ।

আমাদের হালচাল খানিকটা তারা বুঝেছে, তাই ইচ্ছে করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে সুনিশ্চিত আড়ম্বরপূর্ণ কর্কশ যান্ত্রিক পদক্ষেপে। সম্মুখে তীরন্দাজদের দল: বিশজনের দলের অফিসাররা অনবরত মাথার উপরের পাহাড়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছে। ঠোঁটে হুইসল লাগিয়ে বাজাবার সময় তারা আমাদের দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধনুকের টংকারের সঙ্গে তাদের আদেশের উচ্চরব আব গালাগালের ধ্বনি মিশে যায়। অমনিই ঢাল ঘুরিয়ে ধরে তারা! পলকের মধ্যে গোটা দীর্ঘ সৈন্যশ্রেণীকে ঢালে মোড়া আগুয়ান সাপ বলে মনে হয়। একমাত্র আপোলোনিয়াস ছাড়া ঢালেব আচ্ছাদনে প্রতিটি সৈনিক আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। বিপদ গ্রাহ্য না কবে সে সৈন্যদলেব পাশ দিয়ে ছুটাছুটি কবে তারস্বরে হুকুম দেয় এবং পাহাড়ের উপর আমাদের লক্ষ্য করে গালা-গালি দিতে থাকে। ত্বরিতপদেই এগিয়ে চলে তারা, তবু খুব দ্রুত চলতে পারেনি। আমাদের শরবৃষ্টি এখানে সেখানে দু-একটি ভাড়াটে সৈনিককে ধরাশায়ী করে। কেউ নিহত হয়, কেউবা আহত হয়ে মাটিতে ছটফট করে। হত্যার দিক থেকে বিচার করলেও ভাড়াটে সৈনিকদের বরাত বড় ভালো নয়। যারা গুরুতর আহত হয়, সুষ্ঠুভাবে চটপট গলা কেটে সাথীরাই তাদের সাবাড় করে রেখে যায়। আর যে সব আহত পেছনে পড়ে থাকে, তাদের খতম করি আমরা। তবু সৈন্যদলটি থামেনি, কিংবা খাড়া ঢালু পথ বেয়ে পাহাড়ে চড়বার আত্মঘাতী পথও অবলম্বন করেনি! সুশৃংখলভাবে ক্রমান্বয় এগিয়ে তারা এক নিরাপদ সুবিধাজনক খোলা জায়গায় যায়। সেখানে পৌঁছোবার আগেই আমরা আপোলোনিয়াসের ঘোড়াটা বধ করি। শত ধানুকীর লক্ষ্য হয়ে পড়ে সে। তবু অক্ষত থেকে যায়। বাহনটির দেহ বহু শরবিদ্ধ হলেও অনাহত অবস্থায় জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে সে ঢালের আড়ালে সৈন্যশ্রেণীর সামিল হয়ে চলতে থাকে।

পথের সমান্তরালে শৈলশিরাটি যতটা বিস্তৃত, ততদূর এগিয়ে আমরা তাদের তাড়া করি। কিন্তু খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা হালকা তীরন্দাজদের আক্রমণ করতে পাঠায়। অমনি আমরা মিলিয়ে যাই; উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পাক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাই তাদের আগে আগে। ভারী বর্মপরা সৈনিকেরা আমাদের সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন?

সে-রাত্রে যখন তারা ছাউনি ফেলে, আবার আমি আমার লোকজনকে তাদের চারপাশে ছড়িয়ে দিই।

ছাউনির উপর শরবর্ষণের জন্য সে-রাত্রে বার বার আমরা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই। দু'বার তারা ফ্যালাংস্ ব্যূহ রচনা করে আমাদের আক্রমণ করে। অমনিই আমরা মিলিয়ে যাই আর তাদের সৈন্যদল ইতস্তত ছুটাছুটি করে ভূতের পেছনে ঘুরে মরে। তারপর তাদের ছাউনি থেকে মাইলখানেক দূরে আমরা বিশ্রাম করি। পালা করে ঘুমোনো হয়, কিন্তু ভাড়াটে সৈনিকেরা যাতে ঘুমোতে না পারে সেজন্য সবসময় পাঁচ-ছয় কুড়ি যোদ্ধা তৎপর থাকে। রাত্রির এই অভিযানে আমাদের পক্ষে মাত্র ছয়জন নিহত হয় আর আহত হয় সাতজন। হাঁটতে পারে না এমন গুরুতর আঘাত কারও ছিল না। কিন্তু ভাড়াটে সৈনিকেরা চলে যাবার পর তাদের ছাউনি তল্লাস করে দেখলাম যে তাদের পক্ষের আঠারোটি মৃতদেহ পড়ে আছে।

সেইদিন সকালেই গ্রীকদের ছাউনির খুব কাছাকাছি এগিয়ে জোনাথান মুশা বেন আরনকে পৌঁছোতে দেখে। দেখে, সে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পাকড়াও করেছে এবং জীবনরক্ষার জন্য মিনতি জানাচ্ছে মুশা বেন আরন। একটু বাদেই তাকে আপোলোনিয়াসের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে দেখা যায়। আলাপের শেষের দিকে গ্রীকটির মুখের উগ্র ঘৃণার ভাব মোলায়েম হয়ে ওঠে। মুচকি হাসির আবেগে তার ঠোঁট বেঁকে যায়। একথা জোনাথান আমাদের বলে। তিলমাত্র বিলম্ব না করে অমনিই আমরা এফ্রায়েমের দিকে রওনা হই।

শেষ না হওয়া অবধি যুদ্ধের বর্ণনা করা দুষ্কর। কেননা প্রথমে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আস্তে আস্তে শুরু হয়। তখন শুধু নিজের চোখের সামনের টুকুই দেখা যায়। তবে আমি অনেক কিছুর শেষ দেখেছি। পরে তা জানতে পারবেন, কিন্তু সে আলাদা কথা। যেমন যেমন ঘটনা ঘটে গেছে, যতটা ভালো করে পারি এখানে আমাকে সেইভাবেই বর্ণনা করতে হবে। না হলে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে পারে এমন কে আর আছে আমার মহিমময় ভাইদের মধ্যে? আর মোদিনের সেই লোকজন —তারাই বা কোথায়?

মুশা বেন আরন যেভাবে মারা যায়, সে-কথা অবশ্যই বলতে হবে। তার মেয়ে, আমার হৃদয় ও মাংসের সামিল রুথের মৃত্যুর কথা যেভাবে বর্ণনা করেছি ঠিক সেইভাবেই বলব। তবে সে ঘটনাটা আমি দেখিনি। দু'দিন দু'রাতে সত্তর মাইলের বেশী পাহাড়ে দেশ পার হয়ে আমরা এফ্রায়েমে ফিরে এলাম। লড়াই যেমন করেছি, তেমনি আবার আহতদেরও বয়ে আনতে হয়েছে। কিন্তু জুদাসের কাছ থেকে সহানুভূতি বা প্রশংসা কিছুই পাওয়া গেলো না। সে তখুনি আমাদের

লোকজন নিয়ে এফ্রায়েমের নির্জন গভীর জলাভূমির দিকে যাবার পথের পাশে এক গিরিসংকটের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে হুকুম দেয়।

'কিন্তু আমরা এখনও ঘুমোইনি।' 'জায়গায় গিয়ে ঘুমিও!' জুদাস বলে। 'ভগবানের নামে হলপ করে বলছি, গ্রীকরা চলে যাবার আগে যে আত্মপ্রকাশ করবে তার রক্ষে নেই। আমি নিজের হাতে তাকে বধ করব।' কথা বলবার জন্য আমি হাঁ-করলাম; কিন্তু ঢোক গিলে চুপ করে গেলাম। জুদাসের রূপান্তর হয়েছে। বেশ পষ্টই তা দেখলাম। এমন একটা বন্যভাব তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম যে, তার সামনে প্রতিবাদ করা যায় না। তার নিজের রক্তমাংসের লোকেও পারে না। লোকজন যে উপত্যকায় বাস করত, সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে জুদাস। স্থানটি তখন জনশূন্য। একাকী সে এক ধ্বংস-যজ্ঞের একচ্ছত্র অধিপতি। 'লোকজন গেছে কোথায়?' 'আমরা জয়লাভ করা কি নিহত না হওয়া অবধি তারা লুকিয়ে থাকবে।' শিকারী পাখীর থাবার মতো সে আমার হাত সাপটে ধরে। ভাবভঙ্গী কিংবা দৃষ্টিতে কোনো মিল না থাকলেও এই হাত-ধরা আমায় আদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সাইমন, সাইমন, এফ্রায়েমে ঢুকবার ও বেরোবার মাত্র একটি পথই আছে। আর তুমিই থাকবে সে-পথে। বলো, আমায় নিরাশ করবে না তো? তুমিই আমায় ঘৃণা করতে সাইমন, এখন কথা দাও!'

'আমি তোমায় ঘৃণা করি না জুদাস! নিজের ভাইকে কেমন করে ঘৃণা করব?'

'কি করে ভালোবাসবে আমাকে?' জুদাস বলে। 'জোনাথান তোমার সঙ্গে রইল, সযত্নে তাকে রক্ষা কোরো!'

জোনাথান, আমি আর আমাদের চারশো লোক তখন গিরিসংকটে গেলাম। আত্মগোপন করে রইলাম ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে, পাথরের পেছনে কিংবা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে। কোনো খাদ্য কোনো আগুন ছিল না। জলের সঙ্গে খাবার মিশিয়ে খাওয়া হলো। যে যেখানে রইলাম, সে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। শেষ অবধি ভাড়াটে সৈনিকেরা উপস্থিত হয়। মুশা বেন আরন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের নীচের গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে মার্চ করে তারা এফ্রায়েমের জলাভূমির দিকে এগিয়ে যায়।

তারা চলে গেলে চটপট আমরা গিরিসংকটে নেমে পড়ি এবং পাগলের মতো খেটে পাথর ও গাছের গুঁড়ি টেনে পথ বন্ধ করে দিই। ব্যারিকেডের পেছনেও লোক মোতায়েন করা হয়। ঘণ্টাখানেক পরে তারা আমাদের আক্রমণ করে।

পরে আমি শুনতে পেয়েছি, পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে তারা রোদ্দুরের ডোরাকাটা স্বল্পালোকিত এফ্রায়েমের নির্জন জলাভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। মাইলখানেক

পথ তারা এই বিষণ্ণ অস্বস্তিকর নির্জনতার মধ্য দিয়ে এগোয়। তারপর থকথকে কাদায় পা কামড়ে ধরে। তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা গাছ-গাছালিভরা জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির মধ্যে এসে পড়েছে, সেখান থেকে বেরুবার মাত্র একটি পথই আছে। সে-পথ যে-পথে এসেছে সেই পথ। এইখানেই পরে আমরা কাদার মধ্যে মুশা বেন আরনের বিকৃতাঙ্গ মৃতদেহ খুঁজে পাই। তাকে হত্যা করার পর পেছন ফেরবার আগে জলাভূমি অতিক্রমণের আর দুটি চেষ্টা তারা করে। কিন্তু শুকনো মাটিতে ফিরে এসে দেখে, গিরিসংকট রুদ্ধ। আমরাই আটকেছি সে-পথ, আর জুদাস তার লোকজন নিয়ে চারদিক থেকে তাদের উপর শরবৃষ্টি করছে।

গ্রীক আপোলোনিয়াস তখন যে অবস্থায় পড়ে, তা প্রায় ত্রাসের সামিল। দু দু'বার সে সেনাদলকে সংকীর্ণ গিরিপথের মধ্যে চালনা করে এবং দু'বার আমরা ব্যারিকেডের পেছনে থেকে তাদের প্রতিরোধ করি। যার কাছে যত তীর ছিল প্রথমে তাই ছাড়লাম, তারপর লড়লাম বল্লম নিয়ে। বল্লম ভেঙে গেলে পাথর লাঠি ছোরা এবং খালি হাতে যুদ্ধ করলাম। আমাদের হাতে, জোনাথান, আমার আর রুবেনের অধীনস্থ চারশো লোকের হাতে তাদের সর্বাধিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। কেননা ঘেঁষাঘেঁষি করে ফ্যালাংস ব্যূহ রচনা করে বার বার তারা আমাদের আক্রমণ করেছে। ফলে আমাদের অর্ধেক লোক নিহত কিংবা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তে নেয়ে ওঠে। তাহলেও আমরা তাদের প্রতিরোধ করি। আর জুদাস সর্বক্ষণ তার লোকজন নিয়ে শরবৃষ্টি করে। খাটো সূচি মুখ বিধ্বংসী তীর তুষারপাতের মতো শূন্য আচ্ছন্ন করে ভাড়াটে সৈনিকদের বর্মের প্রতিটি ফাঁক খুঁজে বার করে।

মনে হয়, অনন্তকাল ধরে আমরা প্রতিরোধ ব্যূহের পেছনে আছি। কিন্তু খুব বেশী সময় লাগতে পারে না; তবু এই গিরিসংকটে আপোলোনিয়াস অর্ধেক বল হারায়। আমাদের চারশোর অর্ধেকের বিনিময়ে তিন হাজারের অর্ধেক নিহত হয়। সে তখন পেছু হটে উন্মুক্ত শুকনো জায়গায় সরে যায়, আর আমরা গিরিসংকটের মধ্যে রক্তাক্ত-কলেবরে ক্লান্তির অবসাদে অস্ত্রের উপরে ভর করে হাঁপাতে থাকি। আমাদের চতুর্দিকে মৃতদেহ, আর গিরিসংকটের লম্বালম্বি কার্পেটের মতো ছড়ানো ভাড়াটে সৈনিকদের লাশ। তাহলেও জয়ের উল্লাসে, ক্রোধোন্মত্ততায় আর ত্রাসে হিতাহিতশূন্য আমরা। এই প্রথম ইহুদিরা গ্রীকদের মুখোমুখি হলো, তরোয়ালের সম্মুখীন হলো ছোরা নিয়ে। তাদের প্রতিরোধ করল, বিধ্বস্ত করল, হটিয়ে দিলো। তাই শ্রান্তির অবসাদ সত্ত্বেও গিরিসংকট ধরে তারা যে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানেই আমরা এগিয়ে যাই।

চতুষ্কোণ করে ফ্যালাংস ব্যূহ রচনা করেছে আপোলোনিয়াস। সংখ্যায় তারা আমাদের চাইতে অনেক বেশী। তখন অনায়াসেই তারা আমাদের মধ্য দিয়ে

ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে-মনোবল তাদের ছিল না। এবং চতুষ্কোণ ব্যূহটি রচনা করতে না করতেই জুদাস ও এলিজার লোকজন নিয়ে সরবে পাহাড় থেকে নেমে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের দলের কেউ পরিশ্রান্ত নয়। আর আপোলোনিয়াস তার লোকজনকে সারাদিন হাঁটিয়েছে, কাদার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে এবং মারাত্মক বলক্ষয়ী দুটি আক্রমণ চালিয়েছে তাদের দিয়ে। আমাদের কারও গায়ে বর্ম ছিল না। কিন্তু ভাড়াটে সৈনিকদের প্রত্যেকে সের পঞ্চাশেক বর্ম ও অস্ত্রের গুরুভারে জর্জরিত। পরস্পরের মুখ যেমন করে চিনি, এ জায়গাও আমাদের তেমনি পরিচিত। কিন্তু তারা আটকে পড়েছে অপরিচিত বিভীষিকাময় জঙ্গলের মধ্যে, যার চারিদিক উঁচু খাড়া পাহাড়ে বেষ্টিত। সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়াও ইতিমধ্যেই স্থানটিকে গ্রাস করছে, আর যত ভূত-প্রেত ও পিশাচের ভয় তারা করে, তাদের সবাই হয়ত আছে এখানে।

এলিজার আক্রমণ পরিচালনা করে। বিরাট হাতুড়ি নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফ্যালাংস ব্যূহের উপর এবং চাষীরা যেভাবে গম চূর্ণ করে, তেমনিভাবে ব্যূহ-মন্থন করে হাতুড়ি দিয়ে পিটে বল্লমের প্রাচীর একপাশে সরিয়ে দেয়। তার পেছন পেছন এগিয়ে আসে জুদাস, শান্ত জন, কালো আফ্রিকাবাসীরা আর রণোন্মত্ত ইহুদিরা। তারস্বরে চীৎকার করে এগিয়ে যায় তারা। এতদিন তারা দুঃখ ভোগ করেছে, আর প্রতীক্ষা করেছে এমনি একটি দিনের জন্য। ব্যূহ ভেঙে যায়। আমাদের ক্লান্ত দলের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারাও যোগ দেয় আক্রমণে। যুদ্ধের যেটুকু শৃংখলা ছিল তাও লোপ পায়! রণে ভঙ্গ দিয়ে ভাড়াটে সৈনিকেরা তখন পালাবার জন্য দৌড় দেয়। আক্রমণ তখন হট্টগোলে পরিণত হয়, আর হট্টগোল পরিণত হয় খুনোখুনিতে। ভাড়াটে সৈনিকদের মধ্যে কিছু লোক প্রতিরোধ করে, তবে অধিকাংশই পালায়। দৌড়ে গিয়ে তারা কাদার মধ্যে আটকে পড়ে এবং হাঁটু অবধি ডোবা অবস্থায় নিহত হয়। বাকী কিছু পাহাড়ের দিকে ছোটে। জনকয়েক, খুবই সামান্য জনকয়েক পালিয়ে যায়! কারণ আমরা মারাত্মক হিংস্র উন্মত্ততা নিয়ে যুদ্ধ করেছি। ভাড়াটে সৈনিকেরা যেখানে প্রতিরোধ করে, সেইখানেই হাতুড়ি হাতে বিশালকায় এলিজার আর তার কৃষ্ণকায় বল্লমধারী অনুচরেরা এগিয়ে যায়। যুদ্ধের উন্মত্ততার মধ্যে আর সবারই মতো আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। জোনাথানকে কখনও দৃষ্টির আড়ালে কিংবা আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যেতে দিইনি। আমিও লড়েছি আর সবারই মতো। একবার জুদাসের পাশে থেকে আবার কখনো বা একাকী। তখন আমার মনে একটি মাত্র চিন্তা ছিল যে, যারা আমার একমাত্র ভালোবাসার পাত্রীকে হত্যা করেছে, তারা আজ আমারই সম্মুখে। পরপর একটি ভাড়াটে সৈনিককে টেনে এনে তার বর্মের ফাঁকে কুক্ষিতে বার বার আমি ছোরা বসিয়ে দিয়েছিলাম।

তারপর উঠলাম। গোধূলি হয়ে গেছে তখন। আহত ও পলায়িতদের আর্তনাদ ছাড়া তখন সব শেষ হয়ে গেছে। আমার কয়েক হাত দূরে দুটি লোক তখন মুখোমুখি দাঁড়ায়। একজন গ্রীক আপোলোনিয়াস আর অপরজন আমার ভাই জুদাস। সূর্য তখন পাহাড়ের ওধারে হেলে পড়েছে, পেছনে রেখে গেছে পাখার মতো গাঢ় রক্তিম আভা। জলাভূমির গভীরতম দেশ পর্যন্ত খুনখারাপি আভায় উদ্ভাসিত। সিঁদুরে আভা ঠিকরে পড়ছে জলাশয় থেকে, রাঙিয়ে তুলেছে লম্বা গাছগাছালি। সেই বিষণ্ণ গোধূলিলগ্নে জুদাস এবং গ্রীকটির দেহও রক্তিম আভায় চিকচিক করে। তাদের রক্তের সঙ্গে মাখামাখি হয় আকাশের রক্তিম আভার। আমি নিজে এতদূর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আবার যুদ্ধ করার কল্পনাতেও আমার সারাদেহ যন্ত্রণায় থরথর করে কেঁপে ওঠে। কিন্তু এ দু'জনের মধ্যে ক্লান্তির কোনো লক্ষণ ছিল না। এমন ঘৃণায় তাদের দেহ উদ্দীপ্ত যে মানুষের মধ্যে তেমন ঘৃণা আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। তাদের সমস্ত সত্তা, তাদের প্রতিটি ভঙ্গী, চাহনি ও ব্যঞ্জনায় ফেটে পড়ছিল এ ঘৃণা। উভয়ের হাতে লম্বা গ্রীক তরোয়াল। যুদ্ধের ডামাডোলে আপোলোনিয়াস ঢাল ফেলে দিয়েছে। তবু তার পরনে বক্ষস্ত্রাণ, শিরস্ত্রাণ আর পদদ্বয়ে কবচ রয়েছে। গালের উপর একটা লম্বা কাটা তার দেহ রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া সে অক্ষতই আছে। কিন্তু জুদাসের গায়ে দশ-বারোটা কাটা। উভয়েই মাথায় সমান। কিন্তু গ্রীকটি যেমন মোটা, জুদাস তেমনি শীর্ণ। সে কদাকার, আর জুদাস সুন্দর। কটিদেশ অবধি নগ্ন জুদাস, রক্ত লেগে তার পরিধেয় পায়ের সঙ্গে আটকে গেছে। যুদ্ধের ডামাডোলে কখন যেন তার স্যাণ্ডাল হারিয়ে গেছে। নগ্ন পদেই চলছে সে। গ্রীকটির চেহারা বিশালকায় দোর্দণ্ড ভয়াল ষাঁড়ের মতো, আর জুদাস যেন গ্যালিলির পাহাড়ের লিকলিকে ক্ষিপ্রপদ নেকড়ে।

পা টেনে টেনে আমি তাদের কাছে গেলাম। আঘাতের বেদনায় তখন আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টনটন করছে। কিন্তু জুদাস আমাকে দেখতে পেয়ে ক্রুদ্ধভাবে হাতের ইশারায় সরে যেতে বলে। আরও অনেকে এগিয়ে আসে। তবু জনতা পরিবেষ্টিত এক বৃত্তের মধ্যে জুদাস ও আপোলোনিয়াস যেমনভাবে দাঁড়িয়েছিল তেমনিভাবেই থাকে। অবশেষে জুদাস বলে, 'লড়াই করবে গ্রীক? না তোমার লোকজন পালিয়ে গিয়ে যেভাবে প্রাণ দিয়েছে সেইভাবে মরবে।'

গ্রীকটির জবাব আসে এক আচমকা কোপে। কোপটি জুদাস এড়িয়ে যায়। তারপর তারা প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তেমন যুদ্ধ আমি জীবনে দেখিনি। জানোয়ারের হিংস্রতা আর অসুরের ক্রোধ নিয়ে সংগ্রাম করে দু'জনে। যুদ্ধ করতে করতে এক একবার একজন পেছনে হটে যায়, আবার এগিয়ে আসে। ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকারে তাদের তরোয়াল এক বিভীষিকাময় সঙ্গীত সৃষ্টি করে। ফোঁস ফোঁস শব্দ হয় উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসের, পা কেটে বসে মাটিতে। ইহুদিরা

তাদের ঘিরে ধরেছে। তাহলেও মাঝখানে প্রশস্ত জায়গা ছিল এবং জায়গার প্রয়োজন হলেই জনতা পেছনে সরে যাচ্ছিল। ম্যাক্কাবি যুদ্ধ করছে, কাজেই কেউ বাধা দেয়নি। বেশ বুঝলাম সে-কথা। জুদাস যদি সেখানে মরেও যেত, তবু আমি জন এলিজার কি জোনাথান তাকে কোনো সাহায্য করতে পারতাম না। সবকিছুই তখন দেখছি, কিন্তু ওরা আমাকে দেখেনি। জনতার দৃষ্টি তখন যুদ্ধরত লোক দুটির দিকে।

তারপর গ্রীকটি একসময় জুদাসকে লক্ষ্য করে এমনভাবে কোপ মারে যা লাগলে তার কোমর অবধি দু'ভাগ হয়ে যেত। কিন্তু নিজের তরোয়াল দিয়ে কোপটি ঠেকায় জুদাস। ঠেকায় বটে কিন্তু তরোয়াল ভেঙে যায়। ভাঙা তরোয়াল নিয়ে সে পলকের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে এবং গ্রীকটি টাল সামলাবার আগেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাঙা তরোয়ালের ফলাটা আপোলোনিয়াসের মুখের মধ্যে বসিয়ে দেয়। চিৎ হয়ে পড়ে যায় গ্রীকটি। জুদাস তার উপরে উঠে উপর্যুপরি তার আকারহীন মুখে কোপ মারতে থাকে। শেষ অবধি আমি আর এলিজার লাফিয়ে এগিয়ে তাকে টেনে তুলি।

উঠে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে জুদাস। ভাঙা তরোয়ালের মুষ্টিটা সে হাত থেকে ছেড়ে দেয়। সেটা পড়ে গ্রীকটির মৃতদেহের উপর। তারপর নীচু হয়ে সে আপোলোনিয়াসের তরোয়ালখানা তুলে নেয়। তখন রাত হয়ে গেছে; কিন্তু আমরা এত ক্লান্ত যে নড়বার ক্ষমতা ছিল না। সেইখানেই শুয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। জীবিত ও মৃত পাশাপাশি ঘুমোয়।

এইভাবেই আমরা সৈন্যবাহিনী হলাম। আগেকার কোনো বাহিনীর সঙ্গে আমাদের মিল ছিল না। জনতার বাহিনী আমরা, গণশক্তির মূর্ত প্রতীক। এই একটিমাত্র বাহিনীই অর্থের লোভে কিংবা ক্ষমতার জন্য তৎকালীন দুনিয়ায় যুদ্ধ করত না, লড়ত পিতৃ-পিতামহের জীবনধারা আর পূর্বপুরুষের দেশরক্ষার জন্য। সে-রাত্রে আমরা এফ্রায়েমের ভেজা ঘাসের উপর ঘুমোলাম। পরদিন শত্রুদের বর্ম ও অস্ত্র খুলে নিয়ে তাদের কবর দেওয়া হলো। একমাত্র আপোলোনিয়াস ছাড়া আর সবাইকেই কবর দেওয়া হয়। তার মৃতদেহটি জনকয়েক মিলে জেরুজালেমের তোরণ-দ্বারে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে নোংরা জঞ্জালের মধ্যে ফেলে রাখা হয়। বিত্তবান যে সব ইহুদি এই শহরটি রক্ষা করছে এবং এখানেই বসবাস করে, তারা দেখুক, যে-উন্মাদের উপর তারা নির্ভর করছে, তার কি দশা!

কিন্তু আমাদের কোনো বিশ্রাম ছিল না। উত্তরোত্তর আমাদের শক্তি-বৃদ্ধি হয়। শত-শত বৎসর যে সব কালো পরাক্রান্ত ইহুদি মরু-অঞ্চলের বেদুইনদের ক্লান্তিহীন হানাদারি রুখে এসেছে, তাদের নিয়ে আর একটি বাহিনী গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে জোনাথানকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণে যান রাগেশ। গ্রামের পর গ্রাম বিদ্রোহ করে, হত্যা করে, তাদের গাঁয়ের সেনাদল আর নিজেদের মধ্যেকার

বিশ্বাসঘাতকদের এবং দল বেঁধে এফ্রায়েমের জঙ্গলে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে রওনা হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায় আর আমাদের সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ হাজারে দাঁড়ায় এবং শেষ অবধি লাখের উপরে উঠে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এই বিরাট জনশক্তিকে সংগঠন করা, খাওয়ানো আমার পক্ষে এক দুর্বহ সমস্যা হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খেটেছি। তল্লাসী দল জুদিয়াময় ঘুরে বেড়ায় এবং এফ্রায়েমে খাদ্য মদ ও তেল নিয়ে আসে। এগুলি জমা করে রাখবার জন্য আমরা নতুন নতুন গুদাম বানালাম। গ্রামবাসীদের যে যতটা পারে অকাতরে দিয়ে দিলো। আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদিরা নিজস্ব রক্ষীবাহিনী গড়ে ক্যারাভানের মারফত আমাদের খাদ্য পাঠায়। পার্বত্য উপত্যকার মধ্যে সব চাইতে দুর্গম এই এফ্রায়েমে আমরা জঙ্গল সাফ করতে আরম্ভ করলাম। পুরনো খামার মেরামত করে নিলাম। গত তিনশো বছরের মধ্যেও এ সব সুপ্রাচীন জমিতে কেউ আবাদ করেনি।

জন এ সব কাজে আমায় সাহায্য করে। অসীম ধৈর্য তার। আমার রাগী মেজাজ যেখানে আমার চারপাশে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করেছে, জনের শান্ত ধৈর্য অনায়াসে সেখানে কার্যসিদ্ধি করেছে। জুদাস এলিজার আর জোনাথান এই জনতাকে যুদ্ধশিক্ষা দেয়। এতদিনে যে-যুদ্ধ আমরা ভালোভাবে শিখে নিয়েছি, গোটা দেশে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পর্বতগাত্রে, প্রতিটি উপত্যকায় যে-যুদ্ধ বিভীষিকাময় ফাঁদ পেতেছে, অবিরাম চলতে থাকে সে-সংগ্রাম। দক্ষিণের মরু অঞ্চল থেকে উত্তরে গ্যালিলির পর্বতমালা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত আমাদের হানা চলতে থাকে। আমাদের যে কোনো ভাই দেশময় ঘুরে বেড়িয়ে গ্রীক কি বিত্তবান ইহুদিদের বুঝিয়ে দেয় যে একমাত্র দুর্গ-প্রাকারের পেছনেই তারা নিরাপদ। মাস তিনেক পরে আমরা দ্বিতীয় বৃহৎ যুদ্ধ করি।

কিন্তু কি করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলব সে-কথা? কারণ আমরা তখন এমন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি, অবিশ্রান্তভাবে যে-যুদ্ধ বছরের পর বছর চলে। উপর্যুপরি সে-যুদ্ধে অনবরত নতুন ভাড়াটে সৈন্য আসে। ক্রমেই তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়। অতল এক কূয়া থেকে হাজার হাজার মাইনে করা খুনী আসছে যেন। দুনিয়ায় তখন তো মাইনে করা খুনীর অভাব ছিল না! দুনিয়া তখন এই খুনীদের তৈরী করছে আর উত্তরের এক রাজার কাছে বেচে দিচ্ছে। ইহুদিদের ধ্বংস করতে হবে, এই একটিমাত্র চিন্তা এসময় সে-রাজার মন আবিষ্ট করে রেখেছে।

জুদিয়ার জন্য নতুন শাসক খুঁজতে বেশ কিছু সময় লাগে। নতুন শাসকের নাম হরন। চার হাজার ভাড়াটে সৈনিক নিয়ে আসে সে। তার মধ্যে চারশো অশ্বারোহী। মিশর যাবার প্রধান সড়ক ধরে এক বনের কাছে উত্তরে ও পূর্বে

মোড় ঘুরে আপোলোনিয়াসের মতো আমাদের পাহাড়ের দিকে তারা এগিয়ে আসে। মোদিন ও গিদিয়নের মাঝামাঝি তাদের সম্মুখীন হয়ে পাহাড়ের ফাঁকে আটকে আমরা তাদের বিধ্বস্ত করে হটিয়ে দিলাম। রণক্ষেত্রে তারা আটশো মৃতদেহ ফেলে যায়। দু'দিন ধরে আমরা এই পলায়নপর সেনাবাহিনীর অনুসরণ করি এবং প্রতিটি পাহাড়ের চূড়া ও টিলা থেকে তাদের উপর শরবৃষ্টি করা হয়। শেষ অবধি তারা সমুদ্রসৈকতের প্রাকারবেষ্টিত শহরে আশ্রয় নেয়।

এইভাবেই মাস তিনেকের মধ্যে আমরা দুটি বিরাট সৈন্যদল চূর্ণ করে দিলাম। গ্রীক পল্টনের সঙ্গে বিত্তবান ইহুদিরা ঠাসাঠাসি করে অল্পপরিসর যে স্থানে বসবাস করত, একমাত্র সেই জেরুজালেমের দুর্গ ছাড়া তখন সারা জুদিয়ায় এমন কোনো পথ, কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে হাজার হাজার ভাড়াটে সৈনিক দলবেঁধে ছাড়া চলাচল করতে ভরসা পেত। এই হাজার হাজার সৈনিক দল বেঁধে যখন চলত, তখন সন্নিহিত উপত্যকা আর সুউচ্চ পর্বতমালাকে তারা নরকের মতো ভয় করত। এফ্রায়েম থেকে আমাদের মুক্ত এলাকা তখন শহরের প্রাকার পর্যন্ত বিস্তৃত। জুদাস আর আমি প্রথমবার যেদিন পাঁচশো বল্লমধারী নিয়ে মন্দিরের কাছাকাছি এগিয়ে যাই, সেদিনকার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে নীরবে আমরা আমাদের পবিত্র শহরের ধ্বংসাবশেষ ও জঞ্জালের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর ভাড়াটে সৈনিকেরা আমাদের দিকে এগোতেই ফিরে এলাম।

দেশে তখন নতুন জীবন গড়ে উঠেছে। এফ্রায়েমের জমিতে নতুন অঙ্কুর দেখা দেয়। জলাভূমি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি পচা গোবর-মাটি এনে আমরা পর্বত গাত্রের পাথুরে দেয়ালের পাশে টাল দিতে লাগলাম। এমন কি সুদূর মোদিন অবধিও লোকজন বিধ্বস্ত গৃহে ফিরে যায়, শস্য বোনে—ফসল কেটে আনে। কিন্তু স্বাধীনতার বদলে এ সময়কে ক্ষণিকের বিরতি বলাই ভালো। মুশা বেন দানিয়েল দামস্কাস থেকে আবার ফিরে এলে কথাটা আমরা ভালোভাবে জানতে পারলাম। আলাদা মানুষ এবারকার মুশা বেন দানিয়েল। বুড়িয়ে গেছে, চোখে বিভীষিকার দ্যুতি।

বলে, 'থাকব বলে এসেছি আমি। দামস্কাসে কোনো ইহুদি বেঁচে নেই। আন্তিয়কাস পাগল হয়ে গেছে—বদ্ধ উন্মাদ। সে এক আদেশ জারি করেছে যে সিরিয়ার সব ইহুদিকে বধ করতে হবে। শহরের পথে পথে ইহুদির রক্তের স্রোত বয়েছে। শহরের বাইরে দশ মাইল পর্যন্ত বল্লমের সার। প্রতিটি বল্লমের ডগায় এক একটি ইহুদির ছিন্নশির। আমি পালাতে পেরেছি, অর্থের বিনিময়ে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়েছি। কিন্তু যতজন রক্ষা পেয়েছে, তাদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। আমার স্ত্রী এবং দ্বিতীয় মেয়েটিকে হত্যা করেছে।'

এইসব কথা সে অবিচল স্বাভাবিকভাবে বলে যায়। ঠিক এমনি অবিচল-

ভাবেই ইহুদিরা এই ধরনের মর্মান্তিক কিংবা অন্য যে কোনো কাহিনী বর্ণনা করতে পারে। ভাবলেশহীন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে সে বলে, 'সব ইহুদিকে বধ করতে হবে! বধ করতে হবে দামস্কাসের প্রতিটি ইহুদিকে, হামন, সিদন, আপোলোনিয়া, জোপ্পা আর জুদিয়ার সব ইহুদিকে!' ইহুদির কঙ্কালের পাহাড় তুলবে সে, জুদিয়ার উপত্যকা ভরে দেবে ইহুদির অস্থিতে। উন্মত্ততার মধ্যে এই কথাই সে চীৎকার করে বলছে, রাজকীয় ঘোষণা এই কথাই প্রচার করছে সিরিয়ার প্রতিটি শহরে।

জুদাস ধীরে ধীরে বলে, 'কেমন করে জুদিয়ার সব ইহুদি হত্যা করার পরিকল্পনা করছে?' এলিজারের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কথা শুনে। এক একবার সে বিরাট পাঞ্জা মুঠো করছে, আবার খুলছে!

'এতকাল ফেলিস্তিনে যত সৈন্য এসেছে, তার চাইতে বেশী সৈন্য নিয়ে সে অভিযান করবে বলছে, লাখ সৈন্য নিয়ে আসবে। তবে এতবড় সেনাদল সংগ্রহের অর্থ সে পাবে বলে মনে হয় না। তাহলেও একথা জেনো তরুণ ম্যাক্কাবি, বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আসবে সে। আমি আসবার আগেই দেখেছি, দামস্কাসে দাস-ব্যবসায়ী গিজগিজ করছে। এথেনস, সিসিলি, এমন কি রোম থেকেও এসেছে। সুবিধার লোভ দেখিয়ে রাজার কোষাধ্যক্ষ তাদের আগাম নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। বিরাট ইহুদির দোকানে রাজার নিজের কোষাগার থেকে চারশো চুনি বিক্রীর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। শহরের আশেপাশে সর্বত্র ভাড়াটে সৈনিকের ছাউনি। তবু প্রতিদিন নতুন লোক আসছে।

'আমাদের ওরা ক্ষুদ্র ভয়ঙ্কর জাতি করে তুলবে!' ফিসফিস করে বলে জুদাস।

এইভাবেই আমাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বাহিনী প্রেরিত হয়। কত লোক নিয়ে এ বাহিনী গঠিত বলতে পারব না। সাত মাইল বিস্তৃত ছিল বাহিনীটি। এত লোক একসঙ্গে ইতিপূর্বে কোনোদিন জুদিয়ায় দেখা যায়নি। গোনবার উপায় ছিল না। কেউ বলেছে পঞ্চাশ হাজার আবার একজন বলেছে আশী হাজার। আমি শুধু জানি, রুবেন এলিজার আর তিনজন কৃষ্ণকায়কে নিয়ে আমি গিলবোয়া পর্বতের শৈলশিরা থেকে তাদের আমাদের দেশে আসতে দেখেছিলাম। গোটা একটা জাতির বাস্তুত্যাগের মতো সে-দৃশ্য। এ-দৃশ্য মানুষকে সাহসে উদ্বুদ্ধ করে না। পঙ্গপালের মতো এগিয়ে আসছে মানুষ: অগুনতি ভাড়াটে সৈনিক, মাইলের পর মাইলব্যাপী গাড়ি, দাস-ব্যবসায়ী, বারবনিতা আর ভিন্ন ধরনের শিবির-সঙ্গিনী। সিরিয়া থেকে যত ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করা যায়, তাদের সবাই ছিল এ দলে! তাছাড়া মিশর গ্রীস আর ইরান থেকেও এসেছিল অনেক। এই দলের বিপক্ষে আমাদের দলে মাত্র ছ'হাজার লোক।

ওদের অতিকায়তাই আমাদের রক্ষা করে। স্ত্রী-পুরুষ ও জানোয়ারের এই অতিকায় মিছিল সমগ্রভাবে শুধু সমুদ্র সৈকতের পথ ধবে দিনে সামান্য কয়েক মাইল এগোতে পারে! পাহাড়ের আড়াল থেকে আমরা তাদেব উপর নজর রাখছিলাম। যখনই খাদ্য ও লুঠের খোঁজে তারা গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হানাদার দল পাঠিয়েছে, গিরিসংকটের মুখে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি তীর দিয়ে আমরা তাদের অভ্যর্থনা করেছি। তাদের চলার পথে সমস্ত কুয়া এবং জলাধারে আমরা বিষ মিশিয়ে রেখেছি, এবং যে-খাদ্য বয়ে নিয়ে যেতে পারিনি তা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি। এবং প্রতিরাত্রে তাদের ছাউনির চারপাশে আমাদের সিগন্যালের আগুন জ্বলেছে। রাতে যখন তারা ঘুমোতো, কৃষ্ণকায় অনুচরদের নিয়ে এলিজার তাদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গলা কেটে হট্টগোল বাঁধিয়ে আসত আর সেই হট্টগোলের সুযোগে ঐ অতিকায় জনতার মধ্যে মিশে চম্পট দিত।

দক্ষিণে হাজর অবধি ওরা আসে। ইতিমধ্যে ওদের আরও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। কেননা দাস-ব্যবসায়ীরা দুই-তিন হাজার ইহুদি বন্দী এবং সাগর পারের বাসিন্দা পাঁচ-ছয় হাজার নোকরি যোগাড় করে ফেলে; কাদের তারা শৃংখলিত করছে. তা নিয়ে তারা বিশেষ বাছ-বিচার করত না। কারণ আন্তিয়কাসের কাছ থেকে আগাম নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তাদের। আমাদের গুপ্তচরের মুখে শুনতাম, হরেকরকম দাস-ব্যবসায়ী, বেশ্যার মালিক আর আন্তিয়কাসের গ্রীক অফিসারদের মধ্যে বিরোধ ঠোকাঠুকি লেগেই ছিল। এছাড়া, শক্তিমান ফিলিস্তিয়ার এককালে গর্বোন্নত কিন্তু ইদানীং ক্ষয়িষ্ণু মৃতপ্রায় সমুদ্র সৈকতের শহরগুলোর গাদ ও গাঁজলার দল ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে গ্রীক কমাণ্ডার জর্জিয়াসের কাছে আত্মবিক্রয় করে। আপেলেসের মতোই অস্থিরমতি বর্ণসঙ্কর জর্জিয়াস। একটিমাত্র ভয় তার ছিল: জুদিয়াকে বশে না এনে, ইহুদিদের ধ্বংস না করে উত্তরে ফিরে যাবার উপায় নেই। কাজেই সানন্দে বলবৃদ্ধির প্রতিটি সুযোগ সে গ্রহণ করত। শুনলাম, এইভাবে তার মূল বাহিনীর সংখ্যা লাখের উপরে উঠে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের সমতট অঞ্চলে তখনও যে সব অসহায় ইহুদি বাস করত, তাদের বিরুদ্ধে এরা উন্মাদের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

হাজরে এই বিশাল বাহিনী থামে। সমভূমিতে মাইলের পর মাইল তাদের তাঁবু ছড়িয়ে পড়ে। আর এদিকে মাইল দশেক দূরে মিজপা পাহাড়ের পাদদেশে আমরা আমাদের ছ'হাজার সৈন্য সমাবেশ করি। ঝুনো লড়িয়ে আমাদের এই ছয় হাজার। অস্ত্র নিয়ে প্রতীক্ষমান এই সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে আমি আর জুদাস হেঁটে যাই। সে এর প্রশংসা করে, আর একজনের কোনো একটা কীর্তির কথা বলে। তার স্মরণশক্তি এমন বিস্ময়কর তীক্ষ্ণ ছিল যে, যে-নাম সে শুনেছে, যে কাজ একবার দেখেছে কিংবা যার সঙ্গে একবার পরিচয় ঘটেছে, তার নাম সে

কোনোদিন ভুলত না। পর পর সে করমর্দন করে যায় এবং সাবেক দিনে দশজন কি বিশজনের দল গড়ে আমরা যখন হানা দিয়ে বেড়াতাম, তখনকার কোনো সঙ্গীকে দেখলে জড়িয়ে ধরে। সামান্য এক টুকরো রুটি খেয়ে কিংবা সামান্য কিছু পেটে দিয়ে অনায়াসে যারা পাহাড়ের উপর দিয়ে ত্রিশ মাইল হেঁটে যেতে পারে এবং তারপর শীর্ণ ক্ষুব্ধ নেকড়ের মতো শেষ অবধি প্রাণ বাঁচিয়ে লড়াই করতে পারে, সেই লম্বা শীর্ণ কঠোর মানুষগুলোর দিকে চেয়ে তার মুখ গর্বভরে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। জুদাস কথা বলবার সময় এরা চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়। তাদের চোখেও আনন্দের উল্লাস।

জুদাস বলে, 'আমাদের সম্মুখে এক দুঃসাহসী কাজ এসেছে। এমন কাজ ইস্রায়েলকে কোনোদিন করতে হয়নি। কারণ আমাদের এই সুপ্রাচীন পবিত্র দেশে কবে এমন অতিকায় বাহিনী এসেছে? দাভিদ কি সলোমন এমন শক্তির সম্মুখীন হননি। তাহলেও ভগবানই আমাদের বল। আমরা ওদের আঘাত করব, ধ্বংস করব—যেখান থেকে এসেছে সেইখানেই হটিয়ে দেবো। ওদের অবস্থা তেমন ভালো নয়, ক্ষুধার্ত ক্রুদ্ধ ওরা, নিজেদের মধ্যে এখনই ঝগড়া-ঝাটি শুরু করেছে। তাছাড়া আমরাও কিছু কিছু হুল ফুটিয়েছি।' হেসে বলে সে, 'আবারও ফোটাব।'

সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্যে উল্লাসধ্বনি ওঠে। জুদাস বাহু প্রসারিত করে তাদের শান্ত করে।

হেসে বলে, 'তোমাদের খোঁজ জানাতে চাও কি? এখনও ওরা উপত্যকায় বসে আছে আর আমাদের পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আজ হোক কি দু'দিন পরে হোক, সাহস সঞ্চয় করে তাদের গিরিপথের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে আমরা লড়াই করব: আমি নেতৃত্ব করব আর আমার প্রত্যেক ভাইয়ের অধীনে হাজার লোক মার্চ করবে। যদি আমরা ব্যর্থ হই তো মরণই শ্রেয়, তাহলে আর স্মৃতির বোঝা বইতে হবে না। আর যদি বেঁচে থাকি এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তাহলে আমার বাবা আদন মাট্টাথিয়াসের বাসভূমি মোদিনে মিলিত হব এবং সেখানে জমায়েত হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাব।'

কত যুদ্ধই তো হয়েছে, এটার কথা কেমন করে বলি? একথা বলা খুবই সহজ যে, পাঁচ হাজার পদাতিক আর হাজার খানেক অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে জর্জিয়াস এম্মাসের উত্তরে গিয়ে আমাদের খোঁজে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। এগোবার জন্য তারা ছাউনি ছেড়ে যাবার পর আমরা তাদের পেছু পেছু গিয়ে ছাউনি পুড়িয়ে দিই। এই প্রথম আমরা পেছনের ঘাঁটি পুড়িয়ে আগুয়ান সেনাদলকে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। পরে অবশ্য আরও অনেকবার করেছি। এত যুদ্ধ হয়েছে যে একটাকে অপরটা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তাহলেও

আপোলোনিয়াস থেকে ছোট জর্জিয়াস। ছ'হাজার লোক নিয়ে আসতে আসতেই সে আমাদের বাঁশীর কিচমিচ শব্দ আর আমাদের 'শোফারে'র অস্পষ্ট সুরেলা আওয়াজ শুনতে পায়। সন্ধ্যার মুখে নিজেদের জ্বলন্ত ছাউনির আলো দেখে ইহুদিদের শরবৃষ্টির মুখে জুদিয়ার গিরিপথ দিয়ে চলা যে কি বিভীষিকাময় তা সে উপলব্ধি করতে পারে। তখুনি পেছন ফিরে রাতারাতি মার্চ করে সে পেছনে ফেলে-আসা আশী কি নব্বুই হাজার লোকের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার সিদ্ধান্ত করেছে হয়ত। মূর্খ আর ভীত লোকটা। ভয়ের পূর্ণ তাৎপর্য সে সেদিন রাতেই উপলব্ধি করতে পারে। কারণ জুদিয়ার গিরিপথ দিয়ে রাত্রে মার্চ করার যে-সিদ্ধান্ত সে করে, অপর কোনো গ্রীক কমাণ্ডারই সৈন্যদল ছড়িয়ে সেভাবে অগ্রসর হবার সাহস করত না। ঘোড়াগুলো আমাদের শরাঘাতে হন্যে হয়ে যায় এবং তাদের নিজেদের দলের লোকজনকেই মাড়িয়ে চলে। সে-রাত্রে কোনো সময় শর-বর্ষণের বিরতি হয়নি। সংকীর্ণ গিরিপথে হুড়মুড় করে পাথর গড়িয়ে পড়ে তাদের ক্লেশ আরও বাড়িয়ে তোলে। একবার একগজ চওড়া একটা উপত্যকার তলদেশে এলিজার আর কর্মকার রুবেন তাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। তাদের পেছনে ছিল আফ্রিকাবাসীরা আর মোদিনের লোকজন। আফ্রিকাবাসীরা এবারে আরও একটা বিষয়ে মোকাবিলা করতে চায়, শোধ তুলতে চায় দামস্কাসে মুশা বেন আরনের স্নেহ-বৎসল স্ত্রী ও কন্যা হত্যার। তিন ঘণ্টা ধরে জর্জিয়াস বাধা মুক্ত করার জন্য ভাড়াটে সৈনিক পাঠায় এবং এই তিনটি ঘণ্টা আমার ভাই এলিজারের বিরাট হাতুড়ি তাদের হটিয়ে দেয়। রাত্রে সেই গিরিপথে মৃতদেহের টাল কাঁধ সমান উঁচু হয়, আর যারা পথরোধ করেছিল তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এক হাঁটু তাজা উষ্ণ রক্তের মধ্যে। শেষ অবধি ভীতি-বিহ্বল ভাড়াটে সৈনিকেরা আর্তনাদ করে পাহাড়ের গা আঁচড়ে ওঠবার চেষ্টা করে এবং সেখানে আমাদের তীর ও ছোরার ঘায়ে খতম হয়ে যায়। সেই থেকে সেই উপত্যকার মুখে ভীষণ একটা পচাগন্ধ বেরুত, কারণ দু'হাজারের উপর মৃতদেহ জড়ো করে আমরা সেখানে পাগলা রাজাধিরাজ আন্তিয়কাসের উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করি।

কিছু লোক পালিয়ে যায়। তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। সামান্য কিছু লোকসহ জর্জিয়াস আবার সমুদ্র সৈকতের সমভূমিতে ফিরে যায়। কিন্তু বাকী আর সবাইকে রাতভর, এমন কি সকাল বেলাও তাড়া করে বিশাল ছাউনির প্রায় দৃষ্টির মধ্যে সাবাড় করে ফেলি।

তারপরেকার আটমাস গ্রীকদের এই অতিকায় বিক্ষিপ্ত বাহিনী ফিলিস্তিয়ার সমতটে ছাউনি ফেলে থাকে। এই সময়ে জুদিয়ার পাহাড়ে অনুপ্রবেশের জন্য তারা ন'বার আলাদা চেষ্টা করে। প্রতিবারেই থাবা মেরে ছিন্ন-বিছিন্ন করে ফেলি এবং টলায়মান অবস্থায় সমভূমির আশ্রয়ে ভাগিয়ে দিই। রোগ

ক্ষুধা আর নৈতিক অবনতি তাদের উদব্যস্ত করে তোলে। এই আটমাসের মধ্যেই তারা গাজা ও আসকেলন শহর দুটি লুঠতরাজ করে। অথচ শহর দুটি তাদের আশ্রিত ও রক্ষণাধীন বলে পরিচিত। দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে রাজাধিরাজের বহুদিনের পাওনা ঋণ শোধ করার জন্য শহর দুটির সমস্ত নর-নারীকে তারা ওদের হাতে তুলে দেয়। তবু দেশের অভ্যন্তরে, মাত্র মাইল দশ-পনেরো ভেতরে, মিজ্‌পা, গাথ এবং অন্যান্য পল্লীতে ইহুদিরা আবার তাদের ঘর দোর বানায় এবং নির্বিবাদে চাষ-আবাদ করে।

এই আটমাসে ক্ষান্তিহীন যুদ্ধের মধ্যে আমরা অনেক কিছুই শিখি। শেষ অবধি এই চূড়ান্ত শিক্ষা পেলাম যে একটা পাহাড়ে জাতিকে কিছুতেই তার দেশ থেকে উৎখাত করা যায় না। আরও শিখলাম যে, ইহুদিরা ভাড়াটে সৈনিকদের চাইতে খানিকটা ভালো লড়তে পারে। কারণ আমরা যুদ্ধ করছি ভগবানের জন্য, আমাদের দেশের জন্য, আর ওরা লড়ছে অর্থ ও লুঠের লোভে! তাছাড়া প্রয়োজনবোধে গ্রীকদের তরোয়াল আর বল্লমও আমরা চালাতে শিখলাম।

জনসাধারণের নেতা কে, তা নিয়ে জুদিয়ায় তখন আর কোনো সংশয় ছিল না। জুদাস ম্যাক্কাবি। পরে ঐটাই তার নাম হয়ে ওঠে এবং সে-নাম সে আমাদের সব ভাইকে দেয়। অনুগমনের আর ভিন্ন কোনো লোক ছিল না বলে প্রথমাবধি জুদাসের অনুগমনে উৎসুক জনতা শেষ অবধি তাকে এত ভালোবাসত যে ইতিপূর্বে কি পরে ইস্রায়েলে কোনো লোক এত ভালোবাসা পায়নি। বস্তুত দুনিয়ায় কোনো নেতাই এত ভালোবাসা পায়নি তার অনুগামীদের কাছ থেকে। আগে যা ছিলাম এবং পরে যা আছি, অন্যান্য ইহুদিদের মতো আমি সেই সাইমন বেন মাট্টাথিয়াসই রয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের ভাইয়েরা অভূতপূর্ব মহিমা-মণ্ডিত হয়। জনকে জনসাধারণ পিতৃজ্ঞানে ভালোবাসত। তরুণ খামখেয়ালী ধূর্ত জোনাথান একাধারে অসুর ও নেকড়ের মতো হানা দিয়ে বেড়াত। ভীম-পরাক্রম এলিজার ছিল যুদ্ধের বিভীষিকা। আর আমার ভাই জুদাস ছিল ম্যাক্কাবি। তাকে আমি ভালোবাসতাম, ঘৃণাও করতাম। জনতার মূর্ত-প্রতীক সে, তাদের আত্মার মূর্ত-বিগ্রহ। জনসাধারণ ছাড়া আর কোনো জীবন তার ছিল না। বিচারে ধীর এবং যুদ্ধে দোর্দণ্ড প্রতাপ সে। কোনোদিন জুদাসকে আমি চিনতে পারিনি, কিংবা চিনতে পারতাম না। আমার বিশ্বাস, কেউ কোনোদিন তাকে চিনত না, কিংবা চিনতে পারত না। এক নারীকে আমি ভালোবাসতাম। হারিয়েছি তাকে। তারপর থেকে আমার বাবা আদনের মতো কেমন যেন নিষ্প্রাণ তিক্ত এবং নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি। তবু পেছন ফিরে বলতে পারি না যে, জুদাস তাকে আরও বেশী ভালোবাসত না। এত লোককে যে ভালোবাসত, এত লোকের ভালোবাসা যে পেয়েছে, আমার সেই ভাইয়ের চির

প্রবহমান হৃদয়াবেগের সঙ্গে কেমন করে আমার সেই ক্ষুদ্র শুষ্ক ভালোবাসার তুলনা করি? যত দিনের ঘটনা পর্যন্ত আমি লিখেছি, তার মধ্যে কোনোদিন তাকে একটা ক্ষুদ্র কাজ, নীচ কাজ, নিন্দনীয় কাজ করতে দেখিনি। কোনোদিন শুনিনি তাকে ক্রোধের বশে গলা চড়াতে —শত্রুর বিরুদ্ধে ছাড়া। সেক্ষেত্রেও তার ক্রোধ করুণা ও অনুশোচনার রসে আর্দ্র থাকত। সেই সময়ে এবং তার পরবর্তীকালে আমাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধের প্রভাবে কঠোর হয়ে পড়ে। আর সব কিছুর চাইতে আমরা খুনোখুনি কৌশলটা ভালো করে শিখি। কিন্তু জুদাস কখনও কঠোর হয়নি। কখনও ম্লান হয়নি তার চরিত্রের কোমল শান্ত রূপ। চারটি বিশ্বাসঘাতক ধরা পড়ে সেইখানেই যখন খুন হয়-হয়, তখন জুদাসই তাদের রক্ষা করে এবং ছেড়ে দেয়। আমাদের মধ্যে একবার যখন মহামারীর আকারে রোগ দেখা দেয়, অসমসাহসীরাও যখন ভীত হয়ে পড়ে, জুদাসই তখন নিজের হাতে রোগীদের শুশ্রূষা করে। খাদ্যের অনটন পড়লে জুদাস অল্প খেত, কিংবা কিছুই খেত না হয়ত।

মেয়েরা তাকে পুজা করত। তবু যে-নারী সন্তান গর্ভে নিয়ে নিহত হয়েছে, সে ছাড়া আর কোনো নারীই তার জীবনে স্থান পায়নি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এত সব কিছু সত্ত্বেও আমার পরিচিতদের মধ্যে সে-ই ছিল সব চাইতে নিঃসঙ্গ, সব চাইতে দুঃখী।

আটমাস পরে আন্তিয়কাসের রাজপ্রতিনিধি লাইসিয়াস নিজে আক্রমণ পরিচালনার জন্য আসে। সঙ্গে উত্তর থেকে নিয়ে আসে চার হাজার অশ্বারোহী। আমাদের দলেও তখন দশ হাজারের বেশী অভিজ্ঞ ধুরন্ধর লোক। আগের চাইতে শক্তি বেড়েছে। কিন্তু বিশ হাজার পদাতিক আর হাজার সাতেক অশ্বারোহী নিয়ে লাইসিয়াস ইডুমিয়ার শুকনো জমির মধ্য দিয়ে মার্চ করে তাদের দক্ষিণ বরাবর হেব্রন অবধি নিয়ে যায়। সত্য বটে এখানকার উপত্যকাগুলো প্রশস্ত। তবু আমাদের জুদিয়ার পাহাড়ে তাকে আসতেই হবে। এবং যে-অঞ্চলে দু'জন লোকের পাশাপাশি হাঁটা দুষ্কর, সেখানে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এসে সে জর্জিয়াসের মতো মর্মান্তিক ভুল করে! এই অশ্বারোহীরাই তার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তবু সে তাদের আঁকড়ে থাকে, আর বারবার আমাদের জুদিয় তীরের ব্যথায় তারা পাগলের মতো ছটপট করতে থাকে। যে-মুহূর্তে সে জুদিয়ার পর্বতে প্রবেশ করে, সেই থেকেই আমরা তাদের উপর উৎপাত আরম্ভ করি এবং বেথ জুরে এসে তাদের পথরোধ করে দাঁড়াই। তিনদিন ধরে সে গিরিপথ অতিক্রমণের চেষ্টা করে এবং তিনদিনই তার লোকজন খুন করে তাদের মৃতদেহে উপত্যকা ভরাট করে দিই। তখন সে পালাতে শুরু করে এবং পেছু হটা ছত্রভঙ্গ পলায়নে পরিণত হয়।

শেফেলা অবধি গোটা পথ আমরা তাদের তাড়া করি, দলের পর দল বিচ্ছিন্ন করে ফেলি, কোনো শান্তি, কোনো বিশ্রাম, কোনো ঘুম বা বিরতির ফুরসত তাদের দিইনি। যখন সে সমভূমিতে পৌঁছোয় এবং নিজের ফ্যালাংসের অবশিষ্ট সৈন্যদের জড়ো করে, তখনই আমরা হত্যা বন্ধ করি। তবু সাহস পেয়ে দিনরাত একদল ধানুকী তাদের ঢালের প্রাচীরের আশেপাশে লেগে থাকে। জুদিয়া থেকে হাজার হাজার আঁটি লিকলিকে সোজা সিডার কাঠের তীর আসত, আর এরা জলের মতো তাই ছাউনির উপর বর্ষণ করত। যখনই সৈন্যদল নিয়ে সে রুখে এগত, আমরা মিলিয়ে যেতাম; আর যখনই অশ্বারোহী পাঠাত, তীর মেরে খতম করতাম ঘোড়াগুলো।

জুদিয়া এবং ইহুদিদের ধ্বংস করার সঙ্কল্প নিয়ে রাজাধিরাজের অতিকায় বাহিনী ফেলিস্তিনে আসবার পর এক বছর কেটে যায়। এখন এই বাহিনী আবার উত্তর-মুখো সিরিয়ার দিকে চলতে শুরু করে। এই এক বছরে পেছনে রেখে যায় কমপক্ষে ত্রিশ হাজার মৃত। ভাড়াটে সৈনিক, দাস-ব্যবসায়ী, দাস, মাগীর দালাল আর বেশ্যার এই অতিকায় দ্রুত চলাচলে অক্ষম বাহিনী আবার উত্তর দিকে রওনা হলে আমরা তাদের পেছু নিই এবং ফেলিস্তিয়া থেকে শারনের সমভূমি এমন কি গ্যালিলি পর্যন্ত গোটা পথ তাদের উপর জুদিয় শরবৃষ্টি করা হয়। যাতে আমাদের প্রতি তাদের ঘৃণার কথা, আমাদের মধ্যে যে মনোবিকার তারা সৃষ্টি করছে তার কথাটা তাদের ভালোভাবে মনে থাকে।

ভূমধ্যসাগরের বক্ষ থেকে দিনরাত যখন হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসে, পোস্ত গাছের কার্পেটে যখন উপত্যকা ঢেকে যায়, মধুর সেই জুদিয়ার হেমন্তে মারহেশভান মাসে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। পর্বতশীর্ষে চিরসবুজের ডগায় যখন শীতের প্রথম ফুল ফোটে, ভূগর্ভে যে সময় হেমন্তের শেষ গাছের চারাটি পোঁতা হয়ে যায়, কড়া ঝাঁঝাল শিকার মদ যখন পানোপযোগী হয়, সেই সময় আমরা মুক্ত হলাম। কিন্তু এ মুক্তি চিরস্থায়ী নয়। আমাদের মধ্যে এমন বোকা কি আশাবাদী কেউ ছিল না যারা মনে করত যে, গ্রীকদের সঙ্গে শেষ দেখা আমাদের হয়ে গেছে, কিংবা পাগলা রাজা আন্তিয়কাস এত সহজে জুদিয়ার সুন্দর সমৃদ্ধ চিরস্থায়ী ধনভাণ্ডার ছেড়ে দেবে। ভাড়া দিতে পারলে দশ লাখ ভাড়াটে সৈন্যও জুটবে। আর এমন শহরও বহু আছে যেগুলোর রক্ত নিঙড়ে সে-ভাড়ার স্বর্ণ যোগাড় করতে পারবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও যে-আঘাত আমরা হেনেছি, তার টাল সামলাতে তার মাসের পর মাস, এমন কি কয়েক বছর লাগবে হয়ত। এ সময়টা আমরা নিশ্চিন্ত।

সেই সোনালী হেমন্তে সারা দেশ, প্রতিটি পথ, প্রতিটি ধূলিকণা; প্রতিটি

ফুল, প্রতিটি গমের শীষ যেন ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল, দুনিয়ার সব চাইতে সেরা জিনিস স্বাধীনতার জন্য। দক্ষিণে জুদার জঙ্গল আর উত্তরে এফ্রায়েমের বনভূমি থেকে হাজার হাজার পরিবার আবার ফিরে যায় নিজ গৃহে, পরিত্যক্ত খামারে আর বিধ্বস্ত গ্রামে। সন্ধ্যার মুখে গভীর উপত্যকা আর গিরিপথ তাদের মুক্তি-সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে, গানে গানে ধন্যবাদ জানায় মুক্তির জন্য। আবার ওদিকে হাজার হাজার লোক যাত্রা করে জেরুজালেমের অভিমুখে। কেননা সংবাদ রটে যায়, ম্যাকাবি পবিত্র শহরে প্রবেশ করে মন্দির সাফ করবেন।

জেরুজালেমের দুর্গ তখনও ভাড়াটে সৈনিকের বলপুষ্ট গ্রীক ও বিত্তবান ইহুদিদের অধিকারে। জুদিয়ার অভ্যন্তরে এই শেষ শত্রুদের সম্পর্কে কি করা যায়, পুরো দুটি দিন ধরে জুদাস, আমরা তার ভাইয়েরা, তার সেনাধ্যক্ষেরা এবং মুখ্য আদন আর রাব্বিরা মিলে তাই নিয়ে সলাপরামর্শ করি। রাগেশের মতো কেউ কেউ দেশত্যাগ করে চলে যাবার শর্তে তাদের সঙ্গে আপস-নিষ্পত্তির প্রস্তাব করেন। কিন্তু আমি বিরোধিতা করি, ভাইয়েরাও সমর্থন করে আমাকে।

বললাম, 'বিশ্বাসঘাতক শুয়োরদের সঙ্গে আমরা আপস করব না।' জুদাস আমায় সমর্থন করে বলে, 'বেদীর উপর একটা শুয়োরের মুণ্ড ছিল, ওরা তাই পূজো করেছে। কাজেই বাঁচা-মরার প্রশ্ন সমাধানের জন্য শিলোতে যেমন একটি বিশ্বাসঘাতককে বুকে হেঁটে আসতে দেখেছিলাম, তেমনিভাবে ওদেরও একদিন বুকে হেঁটে আসতে হবে আমাদের কাছে।'

আর সবাই সমস্ত বল সংহত করে দুর্গ আক্রমণের প্রস্তাব করে। আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদিরাই এ প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক। তাদের বিশ্বাস, যে কোনো বাধা অতিক্রমণের যন্ত্র নিয়ে মিশর থেকে তাদের ইঞ্জিনিয়াররা আসতে পারবে।

কিন্তু জুদাস এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। বলে, 'অনেক রক্তপাত হয়েছে। পাহাড়ে পাহাড়েই আমরা সব যুদ্ধ করেছি, কি করে এই বিশ ফুট পুরু পাথুরে দেয়ালের বাধা পার হব? ওরা ঐ দুর্গে পচে মরুক আর নিজের চোখে দেখুক, কেমন করে জনসাধারণ মন্দির সাফ করছে!'

আবার আমরা মন্দিরে ফিরে এলাম। আদনও একদিন বলেছিলেন যে আমরা ফিরব। প্রথমে আমরা মোদিনে এলাম ভস্মস্তূপের মধ্য থেকে আবার মোদিন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে এসে আবার আমরা সিনাগগটি সাফ করি। রাব্বি রাগেশ প্রার্থনা পরিচালনা করেন। তারপর দু'হাজার বাছাই লোক নিয়ে মোদিন ও গোমদের যুদ্ধে-পোড়-খাওয়া লোকের নেতৃত্বে মিছিল করে আমরা মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করি। সকলেই তখন তরোয়াল বল্লম আর ঢালসহ পুরোপুরি যুদ্ধসাজে সজ্জিত। লাল দাড়িওলা চারজন বৃদ্ধ কোহানিম

চলে আগে আগে। চার বছর আগে মন্দির থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয়েছে। চারজনই প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লড়েছে। নীল ও সাদা পুরোহিতের পরিচ্ছদ-পরা কোহানিমদের সঙ্গে আদনের চেহারার বিস্ময়কর মিল আছে। এদের পেছনে চলে সাদা বেশবাস পরা, কাঁধের উপর বরফের মতো সাদা আলখাল্লা ঝুলানো বিশজন লেভিট। নগ্নপায়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে চলেছে এরা। কারণ যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কিংবা দুর্গের মধ্যে আত্ম-রক্ষা করেছে, তাদের অনেকেই লেভিট। লেভিটদের পেছনে যাচ্ছে জুদাস। তারও খালি পা, মাথায় লাল টুপি। টুপির তলা থেকে সুন্দর রাঙাটে কটা চুল ঝুলে পড়েছে ডোরাকাটা আলখাল্লার উপর। লেভিটদের মতো সেও নিরস্ত্র, আর সাজসজ্জাবর্জিত। তাদের মতোই সেও হাঁটছে অধোবদনে মাটির দিকে চেয়ে। কিন্তু কোনো গ্রাম পার হবার সময় পল্লীবাসীরা ছুটে আসত ম্যাক্কাবিকে অভিনন্দন জানাবার জন্য, তার হাতে চুমু খেতে। আমরা চার ভাই ছিলাম জুদাসের পেছনে। অনুগামী সৈনিকদের মতো আমাদের পরনেও ভারী রণসাজ। কোনো বল্লম বা ঢাল আমাদের ছিল না। ছিল পিতলের বক্ষস্ত্রাণ আর লম্বা গ্রীক তরোয়াল। মাথায় ছিল নীল ঝুঁটিওলা পিতলের শিরস্ত্রাণ। দু'হাজার লড়িয়ে মার্চ করে চলেছে।

এইখানেই মিছিল শেষ হলো না। একদল লোকও আমাদের অনুসরণ করে এবং শহরের যত কাছাকাছি আসতে লাগলাম, ততই তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। জেরুজালেমের ভাঙা প্রাচীরের কাছে আরও হাজার হাজার লোক প্রতীক্ষা করছিল আমাদের আসার।

আমার মহিমময় ভাইদের দিকে চেয়ে কেমন করে গর্বভরে উল্লসিত না হয়ে পারি? জুদাস দীর্ঘকায় সুদর্শন। এলিজার দেখতে বিশালকায় কটা সিংহের মতো। জোনাথান লিকলিকে ক্ষিপ্রপদ কৌতূহলী, ঠিক যেন প্রথম যৌবনের পৌরুষদীপ্ত শীর্ণকায় হরিণের মতো। তার কটা মুখে সবে কোঁকড়ানো দাড়ি গজিয়েছে। জন যেমন শান্ত, তেমনি মমতামাখা বিষণ্ণ!

পাহাড় ও উপত্যকা পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। বহু আগে বাবার সঙ্গেও এমনিভাবে প্রথমবার গিয়েছিলাম। কিন্তু শহরের অবস্থা আগেকার মতো নেই। জঞ্জাল ও নির্জনতার এক অদ্ভুত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে ঘাস গজিয়েছে, দরজা-কপাট খোলা, জনশূন্য খালি পথ-ঘাটে সমাধিক্ষেত্রের বিষণ্ণ থমথমে নির্জনতা। আমাদের দেখে বুনো কুকুরগুলো ঘরের মধ্যে পালাচ্ছে। সর্বত্র উন্মাদ অর্থহীন লুঠতরাজের প্রমাণ সুস্পষ্ট। অল্প-স্থায়ী যে উচ্চতর সভ্যতা স্থানটির উপর ছাপ রেখে গেছে, আগামীকালে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার পক্ষে এ সবকিছুই চমৎকার নিদর্শন। যেদিকে চোখ ফেরাবে সেইদিকেই শুকনো রোদে-ঝলসানো মানুষের হাড় কিংবা এখানে সেখানে

দু'-চারটে মাথার খুলি দেখতে পাবে। যতই উঁচুতে উঠে আমরা মন্দিরের নিকটবর্তী হতে লাগলাম, ততই লুঠতরাজ খুন-খারাপির নিদর্শন বেশী করে চোখে পড়তে লাগল। পাহাড়ের কাছাকাছি এসে আকরার প্রাকারের উপর মানুষের চলাফেরা দেখতে পেলাম। প্রাকারবেষ্টিত কেল্লার নিরাপদ আশ্রয় থেকে ছোট ছোট মানুষ দেখছিল আমাদের।

জনসাধারণ তাদের দেখতে পায়। তাদের ঘৃণাভরা দৃষ্টি থেকে বুঝলাম যে, কেল্লার ভেতরকার ইহুদিদের বরাত ভালো নয়। জয়োল্লাস ও প্রত্যাবর্তনের আনন্দে প্রথমে আমরা সকলেই হৈ হট্টগোল করে আসছিলাম। কিন্তু শহরে ঢুকে গলার স্বর নীচু হয়, স্তব্ধ হয়ে যায় উপরে উঠতে উঠতে। মন্দিরের এলাকায় ঢুকে সবাই একেবারে চুপ করে যায়। কারণ এখানে যা ঘটেছে তা মানবীয় নয়, দানবোচিত।

শেষ অবধিও স্থানটিকে শুয়োরের রক্ত দিয়ে অপবিত্র করা হয়েছে। পচা শুয়োরের মাংসের দুর্গন্ধে নাক জ্বালা করে। মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্যখচিত কাঠের তোরণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটো করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বারান্দার মহামূল্য শ্বেত-মর্মর। প্রাচীন পুঁথিগুলো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। শেষ কীর্তি হিসাবে ভাড়াটে সৈনিকরা কি গ্রীকরা তিনটি শিশুকে নিয়ে যায়, তাদের গলা কাটে এবং রক্তের দাগ থেকে বোঝা যায় যে মৃতদেহকটি ভেতরের কক্ষে টেনে এনে নীল সিল্কের পর্দার পাঁজার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এইভাবেই উন্মাদ ধ্বংসকার্য, উন্মার্গগামিতা আর পাগলামি চলেছে। ইহুদিদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষের বশেই শুধু এমন চরম উন্মত্ততা সম্ভব!

বেদীর উপর সভ্যতার মূর্ত-বিগ্রহ, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির শিষ্টাচারের প্রতীক রাজাধিরাজ আন্তিয়কাসের মূর্তি। ভয় কিংবা পুরস্কারের লোভ এ দুয়ের যে কোনো কারণই পেছনে থাক না কেন, রাজাধিরাজের মূর্তির পাশবিক ব্যঞ্জনা স্থপতি লোপ করতে পারেনি।

শোকের সময় এ নয়। সহস্র লোক নিয়ে এলিজারকে আমি দুর্গ পাহারা দিতে পাঠালাম। জলাধার সংস্কার এবং বিরাট বিরাট চৌবাচ্চায় জল ভরার জন্য কিছু করা যায় কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমি আর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, জুদাস সহ হাজার ইহুদি ক্ষার মেশানো জল আর ছাই দিয়ে মন্দির ঘষছে।

তিন সপ্তাহ লাগে আমাদের। খাটবার লোকেরও অভাব ছিল না। সারা জুদিয়া থেকে ইহুদিরা মন্দির পুনর্নির্মাণের সাহায্য করতে আসে। পাথর কাটিয়েরা শহরের নীচের দিক থেকে পাথর কেটে এনে ক্ষতিগ্রস্ত পাথর সরিয়ে সেখানে নতুন পাথর বসিয়ে দেয়। জলাধারটিও সংস্কার করা হয়। তার জল-ধারার তোড়ে গোটা স্থানটি ধুয়ে যায়। সাধারণ ভাণ্ডারে আংটি, ব্রেসলেট এবং

হরেকরকম ছোটখাটো অলঙ্কার জমা হতে থাকে। তাই গালিয়ে কর্মকার রুবেন নতুন দীপাধার তৈরী করে। জুদিয়ার সেরা কাঠের মিস্ত্রিরা বানায় নতুন তোরণ, আর প্রতি গ্রাম থেকে আসে সিল্কের পর্দা। দিনরাত মশালের আলোয় শ্রমিকেরা মন্দিরের কাজ করে এবং শেষ অবধি কিসলেভ মাসের চব্বিশ তারিখে মন্দিরের কাজ শেষ হয়, গোটা মন্দির পুনর্নির্মিত, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

কিসলেভ মাসের পঁচিশে নতুন মন্দিরের উদ্বোধন হয় এবং আবার তার প্রকোষ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই সুপ্রাচীন ঘোষণাবাণী : শোন হে ইস্রায়েল, ভগবানই আমাদের প্রভু, তিনি এক !

দীপাধারে আবার আলো জ্বলে ওঠে এবং উৎসর্গের উৎসব চলে একটানা আটদিন। এই আটদিনের মধ্যে জুদিয়ার প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী মন্দিরে এসেছে এবং এই আটদিন ধরে হাজার সশস্ত্র ধানুকী দিনরাত পাহারা দিয়েছে দুর্গটি।

চতুর্থ পর্ব

অতুলনীয় নিষ্কলঙ্ক জুদাস

যা বলা সব চাইতে কঠিন, এখন বলব সেই কথা। বলব আমার মহিমময় ভাইদের শেষ পরিণতির কাহিনী। সত্যের বহু ভাষ্য আর স্বাধীনতা সম্পর্কে বিবিধ ধ্যান ধারণা আছে গ্রীকদের। ইতিহাসের এক অধিদেবীও আছে তাদের। সগর্বে তারা প্রচার করে যে, ইতিহাস লিখতে গিয়ে তারা সত্য কথাই লেখে। কিন্তু আমাদের ইহুদিদের কাছে ইতিহাস আত্মানুসন্ধানের মতো। সত্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো বাঁধাধরা ধারণা নেই। আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ, এবং জীবনে যত কিছুতে আমরা আস্থাবান, তার সবই নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের ও ভগবানের মধ্যে এক চুক্তিশর্ত অনুযায়ী। কাজেই সত্য ছাড়া আর কি আমরা বলতে পারি? আমাদের পক্ষে কি গোপন করা সম্ভব যে, কেইন হিংস্র ক্রোধে সুস্থ মস্তিষ্কে আবেলকে হত্যা করেছিল? আমরা কি গোপন করতে পারি যে দাভিদ বেন জেসি যত পাপ করেছেন, খুব সামান্য লোকেই অত পাপী? আমরা নোকরিদের মতো নই, কারণ মিশরে আমরা দাস ছিলাম। আমাদের সন্তান সন্ততিদের আমলে কিংবা তাদের সন্তানের সন্তানদের আমলেও সে-কথা আমরা কোনোদিন ভুলব না। আর কোনো মানুষ, এমন কি ভগবানের সামনেও আমরা নতজানু হব না। স্বাধীনতা থেকে সত্যকে আলাদা করা যায় কি? আমরা যেমন বলি, অত্যাচারীর প্রতিরোধ করা ভগবানের চরম ও পরম আনুগত্যের সামিল, আর কোন জাতির মধ্যে এমন কথা আছে?

কাজেই কোনো মানুষ কোনোদিন আর যেখানে ফিরে যেতে পারবে না, সেই অতীতের গর্ভে সন্ধান করে আমি লিখে যাচ্ছি। সে-কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ভগবান আর তাঁর অমর দলিলে। বায়ুতাড়িত মেঘের মতো মানস পটে স্মৃতির উদয় হয়। ইচ্ছে হয়, চামড়ার কাগজ এক পাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে টেবিলের উপর মাথা রেখে চীৎকার করে কেঁদে বলি: ভাই, আমার মহিমময় ভাইয়েরা, কোথায় তোমরা? কবে ইস্রায়েল বা দুনিয়া আবার তোমাদের মতো মানুষ দেখতে পাবে?

সিনাগগে ইতিমধ্যেই নতুন এক পুঁথি সংযোজিত হয়েছে। লোকে তাকে বলে ম্যাক্কাবির পুঁথি। যেন একাধিক জুদাস, যেন আমার ভাই—অতুলনীয় নিষ্কলঙ্ক একাধিক জুদাস হতে পারে! এই পুঁথিতে লেখা আছে:

তখন ম্যাক্কাবিয়াস নামে তাঁর পুত্র জুদাস তাঁর স্থলে উঠে দাঁড়ান।

এবং তাঁর সমস্ত ভাই তাঁকে সাহায্য করেন এবং পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে

যতকিছু রক্ষা করেছেন, তার সবকিছুই তাঁরা রক্ষা করেন। সানন্দে তাঁরা ইস্রায়েলের সংগ্রাম চালিয়ে যান।

স্বজাতির জন্য তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করেন। অসুরের মতো বক্ষত্রাণ পরতেন তিনি এবং তাঁর যুদ্ধাশ্বকে নিজের সঙ্গে বেঁধে নিতেন। বহু যুদ্ধ তিনি করেছেন, নিজের তরোয়াল দিয়ে রক্ষা করেছেন জনসাধারণকে।

তাঁর ক্রিয়াকলাপ ছিল সিংহের মতো এবং শিকারের জন্য সিংহ শাবকের মতো গর্জন করতেন তিনি।

দুষ্টের অনুসরণ করে তিনি তাদের খুঁজে বার করেছেন এবং জনতার উপদ্রব-কারীদের পুড়িয়ে মেরেছেন। সেজন্য দুষ্টেরা তাঁর ভয়ে সঙ্কুচিত হতো অধার্মিকেরা হতো শঙ্কিত, কারণ দেশে তখন মুক্তি বিরাজমান।

বহু রাজাকে তিনি নাজেহাল করেছেন এবং নিজের কার্যাবলী দ্বারা খুশি করেছেন জেকবকে। চিরপবিত্র তাঁর স্মৃতি।

অধিকন্তু, জুদার শহরে শহরে ভ্রমণ করে তিনি নাস্তিকদের ধ্বংস করেছেন, ইস্রায়েল থেকে নির্বাসিত করেছেন ক্রোধ। সেজন্য দুনিয়ার দূরতম প্রান্তরে তাঁর নাম সুপরিচিত ; আর যারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাদের তিনি গ্রহণ করতেন।

পুঁথিতেই লেখা আছে, যারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাদের তিনি গ্রহণ করতেন। জুদাস, জুদাস, প্রাণ দিতে প্রস্তুত ক'জন ছিল শেষ অবধি ? আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু তুমি ক্লান্ত হওনি কখনও! আমরা নিরাশ হয়ে পড়ি, কিন্তু তুমি জানতে যে জনশক্তি অবিনশ্বর। হাঁ, আজও আমার মনে আছে, যখন মোদিনে তুমি মাট্টাথিয়াসের ভাঙা ঘরে ফিরে এলে, অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে আমার ও জোনাথানের সঙ্গে তুমি ঘর তোলার কাজে লেগে যাও। নিকানর জঁাকজমকে এসে তোমাকে, ম্যাকাবিকে, কোহান আর মন্দিরের পুরোহিতকে লাঙল হাতে মাঠের মধ্যে দেখতে পায়। আমার বেশ মনে আছে, সেদিন রাজাধিরাজের মুখ্য সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলার সময় বার বার নীচু হয়ে তুমি জুদিয়ার সরস মাটির ঢেলা তুলে নিচ্ছিলে, ভাঙছিলে আর সোনার মাটি গড়িয়ে পড়ছিল তোমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে!

তবু তার আগে আপনাদের এলিজারের মৃত্যু-কাহিনী বলব। বৃদ্ধ আমি, অতীতের গর্ভে খোঁজাখুঁজি করে আমি ইহুদির ইহুদিত্ব বোঝবার চেষ্টা করছি। আমার এই অসংলগ্ন খোঁজাখুঁজির অপরাধ মার্জনীয়।

মন্দির পবিত্র করার পর আমরা কিছুটা বিশ্রাম পাই। আরও ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অর্থের ক্ষুধায় এবং আরও অর্থলোভে পাগলা আন্তিয়কাস পূর্ব-দিকে পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে এক অভিযান করে। এই অভিযানে সে মারা যায়। কিন্তু তার পুত্র এবং রাজপ্রতিনিধিদের দুর্নিবার অর্থলোভ তার চাইতে কম ছিল

না। পশ্চিমে যাবার উপায় নেই। কারণ রোমের প্রবল প্রতাপ পথ রোধ করে বলছে, ব্যস, ঐ পর্যন্ত যেতে পারো, আর নয়! পূব দিকে মরুভূমি, আর মরুভূমির ওপাশে পার্থিয়ানদের অব্যর্থ তীর! কিন্তু দক্ষিণে জুদিয়ার ধনভাণ্ডার তো রয়েছে। ইহুদিদের সুন্দর সমৃদ্ধ পাহাড়ে দেশের অফুরন্ত উর্বরতা মাসিডোনিয়ার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু তার আগে ম্যাক্কাবিকে ধ্বংস করতে হবে।

আবার চারবার আমাদের জুদিয়ার পাহাড়ে সেনাবাহিনী পাঠানো হয় এবং চারবারই আমরা তাদের ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত করে দিলাম। আমাদের গিরিপথ ভরে উঠল শরবিদ্ধ শক্রর মৃতদেহে। কিন্তু একটা জাতি কত যুদ্ধ সইতে পারে? এখন আর আমরা এফ্রায়েমের বনভূমিতে নেই, নিজের নিজের গ্রামে ও খামারে ফিরে কাজকর্ম করছি। প্রতিটি আক্রমণের সময় জুদাস স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আহ্বান পাঠাত। কিন্তু আক্রমণের দুঃখ-দুর্ভোগ ও বিভীষিকাময় একঘেয়েমির বার বার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসে। প্রতি অভিযানে সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। দীর্ঘ সংগ্রামের ছুরিকা বেশ গভীরভাবে বসেছে। আন্তিয়কাসের মতো আমরা অগুনতি ভাড়াটে সৈনিক জড়ো করতে পারি না। জুদিয়ায় যত ইহুদি আছে তারাই আমাদের সম্বল। ব্যস, তার বেশী নয়!

তারপর নতুন শাসক লাইসিয়াস আবার হাতি নিয়ে আসে। হাতির কথাও বলব আপনাদের। জীবনে আমরা এই বিশালকায় মারাত্মক জন্তুটি দেখিনি। কিন্তু কেন আমাদের মাত্র তিনহাজার লোক নিয়ে তাদের সম্মুখীন হতে হয়, তার আগে সেই কথাই বলছি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মোদিন ও গৌমদের ঝানু লড়িয়ে সহ আমাদের সেরা দু'হাজার যোদ্ধাকে মন্দিরে রেখে আসতে হয় কেল্লা পাহারা দেবার জন্য। মাসের পর মাস ইহুদি বিশ্বাসঘাতক আর গ্রীকরা সেই দুর্গের আশ্রয়ে থেকে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। জন আর জোনাথান দলের নেতৃত্ব করার জন্য সেখানেই থেকে যায়। আর এক হাজার মোতায়েন করতে হয় বেথ হুর কেল্লায়। কারণ ভাড়াটে সৈনিকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় বেদুইনরা সাহস পেয়ে উটে চড়ে বার বার আমাদের গ্রামে হানা দিতে আসত। তাছাড়া জুদিয়ার সীমান্তে সতর্ক পাহারার প্রয়োজন ছিল। কেন না প্রভুবদলের ফাঁকে অসংখ্য ভাড়াটে সৈন্যদল আসত ইহুদিদের মধ্যে লুঠতরাজের আশায়। পশ্চিমে ছিল বেজন্মা চরিত্রহীন ফিলিস্তিনরা। আন্তিয়কাসের মৃত্যুর পর বহু ছোটখাটো গ্রীক সামন্ত অধীনতা বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিনিয়ত জুদিয়ার ধনভাণ্ডারের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিতে হাত বাড়াতে চাইত। সবদিকে সামলে দেবার জন্য অতিরিক্ত লোক সংগ্রহ করা এক প্রাণান্তকর প্রাত্যহিক সমস্যা হয়ে ওঠে। কারণ গ্রীকরা বিধ্বস্ত হবার পর জনসাধারণকে ঘর-সংসার ক্ষেত-খামার থেকে ছাড়িয়ে আনা বড়

সহজ কাজ নয়। এই অসুবিধার মধ্যেও চার-চারটি আলাদা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জুদাসকে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হয়। তা সে করেও ছিল। কিন্তু যখন ওরা হাতি নিয়ে আসে, নতুন আর এক বিভীষিকা দেখা দেয়।

মৃত আন্তিয়কাসের রাজসভায় যে ক্ষমতার লড়াই চলছিল, আমরা শুধু তার গুজবই শুনেছি। মৃত পাগলা লোকটি একটি গবেট ছেলে রেখে যায়। নেশা করিয়ে, স্ত্রীলোক জুটিয়ে, এমন কি জানোয়ার যুগিয়ে তার রুচিবিকার ঘটানো হয়। আন্তিয়কাস বা দামস্কাসে এসব রীতি খুবই স্বাভাবিক ছিল। ইতিমধ্যে রাজ-প্রতিনিধি ফিলিপ্পাস গ্রীক লাইসিয়াসের বিরুদ্ধে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চালায়। নগণ্য গ্রীক নাবিক লাইসিয়াস, তবু কূটবুদ্ধি মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং পাইকারী খুন করে সে সিরিয়ায় উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়। জুদিয়া জয় করতে পারলে তার পাল্লা ভারী হবে, একথা জেনেই সে গজরূঢ় বাহিনীর ফন্দি বাতলায়। সোনা মণি-মাণিক্য দিয়ে সে সুদূর উপত্যকা অবধি দূত পাঠায় এবং সেখান থেকে মাহুত আর হাওদার উপরের ধানুকীসহ দু'শো বিরাটকায় জন্তু ভাড়া করে নিয়ে আসে। গ্রীকটি ভেবেছে, পাহাড় যদি আমাদের কেল্লা হয় তো নতুন এক ধরনের কেল্লা নিয়ে সে তাই আক্রমণ করবে এবং চিরকালের মতো ম্যাকাবি আর তার অনুগামীদের ক্ষমতা চূর্ণ করে দেবে। কাজেই গজবাহিনী আর তাদের সাহায্যার্থে দশহাজার ভাড়াটে সৈনিক নিয়ে সে সমুদ্র সৈকতের পথ ধরে এগিয়ে আসে। তারপর দক্ষিণাঞ্চলের প্রশস্ত গিরিপথ ধরে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য এশকল উপত্যকা দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মোড় ফেরে।

তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হবার সময় জীবন্ত দুর্গের মতো এই অতিকায় নতুন কদাকার জন্তুটি সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর পাই। প্রতিটি জন্তুর পিঠের হাওদায় তীর মারার ফুটো ছিল। জুদিয়ায় যতই গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ততই এই হাতি-গুলোর আকার ও বিভীষিকা বেড়ে যায়। ভূতের ভয়ের মতো অজানার ভয় আমাদের পেয়ে বসে। এত বছর যুদ্ধের মধ্যে প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যারা জীবনের পরোয়া করেনি, তারাও এই চলমান পর্বতের ভয়ে কাঁপতে থাকে।

হাতিগুলো কোন পথ ধরবে বুঝতে না পেরে জুদাস প্রথম বেথেলহামে সংগৃহীত শক্তি জমায়েত করে এবং সেখান থেকে সন্ধানী দল পাঠায়। প্রথম গুজব রটে যে, বেথ জুরের উপরেই প্রধান আক্রমণ হবে। অমনিই দু'হাজার যোদ্ধা নিয়ে জুদাস ও এলিজার সেদিকে চলে যায়। আমার অধীনস্থ বাকী হাজার খানেক সৈন্য বেথ জারিয়াকের কাছাকাছি এক গভীর গিরিপথের দিকে রওনা হয়। আমরা ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক মার্চ করার পরেই গজবাহিনীর বিভীষিকাময় শব্দ কানে আসে! আমার জানা কোনো শব্দের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। লোকগুলো কান খাড়া করে এবং বিবর্ণ হয়ে যায়! বেশ বুঝতে

পারলাম যে, ঠাণ্ডা জলপ্রবাহের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও ভয় সেনাদলকে অভিভূত করে ফেলেছে। কর্মকার রুবেন ছিল আমার সঙ্গে। যোদিনের এই রুবেন শ'খানেক যুদ্ধেও কোনো সময় ইতস্তত করেনি কিংবা ভয় পায়নি। কিন্তু এখন এই নতুন অপরিচিত শব্দ শুনে তার মুখের রক্তও শুকিয়ে যায়, পা-ফেলা স্তব্ধ হয়ে আসে। বললাম, 'জন্তু ওগুলি, ভগবানই ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ ওদের হত্যা করতে পারে।' 'কিন্তু যদি জন্তু না হয়?' 'তাহলে বলব তুমি মূর্খ —ভীরু!'

খপ করে আমার হাত সাপটে ধরে সে তারস্বরে বলে, 'কোনোদিন কেউ আমায় ভীরু বলেনি সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস!' 'কিন্তু আমি বলছি, জাহান্নামে যাও!' 'কেন আমায় গালাগাল দিচ্ছ সাইমন?' 'কারণ এত যুদ্ধ আমরা লড়েছি যে এখন আর ভয় করা সাজে না। আমার ইচ্ছা, অর্ধেক লোক নিয়ে তুমি গিরিপথ রক্ষা করবে। অনেকবার যেভাবে প্রতিরোধ করেছ, সেইভাবেই করতে হবে। জুদাস না-আসা পর্যন্ত নরক সৃষ্টি হলেও রুখতে হবে। কিন্তু ম্যাক্কাবি আসার আগেই যদি তুমি হটে যাও তো ভগবানও তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না।'

'আমি রক্ষা করব সাইমন······'। সব চাইতে দ্রুতগামী লোককে আমি তখন জুদাস ও এলিজারের কাছে পাঠালাম।

চটপট এগিয়ে আমি আমার হাজার যোদ্ধাকে উপত্যকার মুখে নিয়ে গেলাম। উত্তর প্রান্তের এই পথটি বিশগজের বেশী চওড়া নয়। রুবেন আর তার লোকজন পাথর ও ভাঙা গাছের গুঁড়ি দিয়ে কোনোমতে একটা ব্যারিকেড তৈরী করে। সুবিধাজনক স্থান থেকে যাতে তীর ছোঁড়া যায় সেজন্য আমি আমার পাঁচশো লোককে ঢালু বেয়ে উপরে নিয়ে এলাম। সময় বেশী ছিল না; আমরা উপরে ওঠবার সময়েই প্রথম অতিকায় জন্তুটি দেখা যায়। ধীর মন্থরে সুনিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছিল উপত্যকা দিয়ে। মন্থরতার জন্যই তারা আরও মারাত্মক বিভীষিকাময়। পাশাপাশি তিনটি করে হাতি চলছে। মনে হয়, এদের বুঝি শেষ নেই। প্রত্যেকটির মাথার উপর মাহুত বসা, আর তার পেছনে সর্বত্র ফুটোওলা পুরু কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে ধনুকধারী যোদ্ধা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ এই শীর্ণকায় রঙ-ময়লা মাহুতেরা। পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে। তাদের হাতে লম্বা মাথা-ছুঁচলো হুক লাগানো একখানা লাঠি। মাঝে মাঝে অঙ্কুশ দিয়ে বাহনটিকে তাড়না করছিল। আদন বেন লাজার সেখানে আমার সহকারী ছিল। আমি প্রথমে তাকে মাহুতকে বধ করতে বললাম, কিন্তু ঠিক অনুমান করতে পারলাম না যে জন্তুগুলি তাতে থেমে যাবে কিংবা বিপথচালিত হবে। তখন প্রায় শ'খানেক হাতি দেখা যাচ্ছিল। তাদের পেছনে আগুয়ান ভাড়াটে সৈনিকদের বর্শাফলক আর শিরস্ত্রাণের ঝিকিমিকিও নজরে পড়ল। হাতির

বিভীষিকাময় পদশব্দে গোটা উপত্যকা কাঁপছে আর তার সঙ্গে মিশেছে মাহুতদের তীক্ষ্ণ চীৎকার। আর তার পেছন থেকে ভেসে আসছে জয়োল্লাসমত্ত ভাড়াটে সৈনিকদের কর্কশ চেঁচামেচি।

যা যেমন যেমন ঘটেছে, সেইভাবে তা-ই বলবার চেষ্টা করছি। সব কিছুই বলতে হবে আমাকে, তা সে যত বেদনাদায়কই হোক না কেন। রুবেনকে আমি দোষ দিই না। কেমন করে তোমায় দোষ দেব রুবেন? তুমি যে আমার সাথী! সমস্ত মানুষের সম্পদ সেই অতীত দিনে আমার মহিমময় ভাইদের সঙ্গেই সে চিরবিশ্রাম করছে। জানা কোনো জিনিসকেই রুবেন ভয় করত না। সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের সিডার কাঠের ছোট্ট শর-বর্ষণ জন্তুগুলোকে যেন আরও ক্রুদ্ধ করে তোলে। মাহুতদের আমরা হত্যা করলাম কিন্তু জন্তুগুলি এগিয়ে আসে। তাদের পিঠের কাঠের হাওদাও আমরা শরবিদ্ধ করলাম, তবু তারা এগিয়ে আসে ব্যারিকেডের উপর। পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে দেয় ব্যারিকেড। রুবেন আর তার লোকজন তখন পেছন ফিরে দৌড় দিলো। বহু বছর যুদ্ধের মধ্যে গ্রীকরা এই প্রথম যুদ্ধরত ইহুদিদের পৃষ্ঠদেশ দেখল।

আমি তাদের সাহায্যার্থে দৌড় দিলাম। যার যত ভয়ই করুক না কেন, সঙ্গীরাও আমার অনুসরণ করে। শৈলশিরা দিয়ে দৌড়ে লাফিয়ে নীচে পড়ে আমরা দ্রুত এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যারা পালিয়েছিল, আমি তাদের থামাতে পারিনি। তাদের থামায় আমার ভাইয়েরা আর তাদের দু'হাজার অনুগামী। এলিজারের নেতৃত্বে সেই সময়ে তারা উপত্যকায় এসে পড়ে। একটিমাত্র লোক যাকে জীবনে আমি ভয়, শঙ্কা বা উপহাস করতে দেখিনি, সে সরল অকুতোভয় অদ্ভুত অমিতবিক্রম এলিজার আসছিল আগে আগে বিশাল হাতুড়ি নিয়ে। তার পেছনে ছিল আটজন কালো আফ্রিকাবাসী। আগেকার বারোজনের মধ্যে এখন মাত্র আটজন আছে। এই মৃদুভাষী লোককটি প্রাণাধিক ভালোবাসত আমার ভাইকে, তারই পাশাপাশি থেকে লড়েছে এ কয় বছর।

আমি তখন এত কাছাকাছি এসে পড়েছি যে শুনলাম এলিজার চেঁচিয়ে বলছে, ভয় পেয়েছে? কিসের ভয়? জন্তুরা কি অমর?

হস্তীযূথের সেই প্রমত্ত অগ্রগতির সম্মুখে জুদাসের পেছনের লোকজন ভয়ে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু এলিজার লাফিয়ে এগিয়ে দলছাড়া আগুয়ান একটা হাতির সম্মুখীন হয়। আগে কি পরে এমন দৃশ্য আমি দেখিনি। এলিজারের দেহ বেঁকে ওঠে, বিশাল হাতুড়িটা উঁচু হয় মাথার উপরে, তারপর সমস্ত কোলাহল ও চেঁচামেচি ছাপিয়ে ঠকাস করে নেমে আসে হাতিটার উপর, মাথার খুলি গুঁড়িয়ে যায়। হাঁটু ভেঙে হাতিটি নীচু হয় এবং গড়িয়ে পড়ে মারা যায়। কিন্তু এলিজার ও তার কৃষ্ণকায় সঙ্গীরা তখন বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। তারা বল্লম নিয়ে লড়াই করে আর এলিজার যোঝে তার হাতুড়ি নিয়ে। শেষ অবধি গজদন্তের

আঘাতে হাতুড়িটা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায়। বলতে যতটুকু সময় লাগছে এতটুকু সময়ও লাগেনি। আমি আর জুদাস তার কাছে ছুটে যাবার আগেই সে মারা যায়। হাওদার মধ্য থেকে শত্রুপক্ষ তীর ছুঁড়ছিল। দুটি তীর তার দেহে বিঁধে বসে। তবু সে ধরাশায়ী এক আফ্রিকাবাসীর বল্লম তুলে নেয় এবং দৌড়ে একটা হাতির পেটের তলায় গিয়ে গোটা বল্লমটা তার পেটের মধ্যে বসিয়ে দেয়। উন্মত্ত হস্তীযূথ তখন হুড়মুড় করে এগিয়ে আসে। তখন কিছুই তাদের পথরোধ করতে পারত না। তারপর সেই উপত্যকার তলদেশে শত শত হাতির পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে আমার ভাই এলিজার আর তার কৃষ্ণকায় সাথীরা পড়ে থাকে।

আমরা তখন ছড়িয়ে পড়লাম। উপরে উঠতে লাগলাম ঢালু পাহাড় খামচে। সবসময় আমি জুদাসের কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করেছি। জুদাসের মতো আমিও হয়ত কেঁদেছিলাম। মনে নেই। শুধু একটি কথাই জানতাম যে এলিজার মারা গেছে···

রাত্রিবেলা আমাদের পক্ষের আঠারোশো লোক জড়ো করলাম। তারপর হটে গেলাম উত্তর দিকে। এই সর্বপ্রথম ম্যাক্কাবি যুদ্ধে পরাভূত হলো।

রাত্রেই হাঁটতে লাগলাম। কখনও চলেছি একাকী, আর কখনও বা সঙ্গীদের সঙ্গে। এমন হতজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম যে কোনো কিছুই পরোয়া করিনি। প্রথমে জুদাসের কাছাকাছি থাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই মেঘাচ্ছন্ন বিষণ্ণ রাত্রে নিঃসঙ্গতায়, ক্ষোভে, শোকে আমি আত্মসমাহিত হয়ে রইলাম, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলাম জুদাসের কাছ থেকে। তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিয়ে সরে পড়লাম। ক্রোধের চাইতে জ্বলন্ত ক্ষয়িষ্ণু হতাশা ও ভয় আমায় অভিভূত করে ফেলে। মানুষ শত হলেও মানুষ, কিন্তু জুদাস এ রীতির ব্যতিক্রম। তার অশ্রু অলীক, তার শোক শোকই নয়। নিজের প্রাণ সে হারিয়ে ফেলেছে। তরোয়ালের মতো তার সমগ্র জীবন। একটি মাত্র উদ্দেশ্য আর একটি মাত্র লক্ষ্যই সে-জীবনের আছে।

সেই অশুভ হতাশ রাত্রে পা টেনে টেনে চলতে থাকি। কোনো আশা, কোনো ভবিষ্যৎ কিংবা কোনো কিছুরই পরোয়া নেই। মনে হয় মৃত্যু ও ধ্বংসের গহ্বরে ডুবে যাচ্ছি যেন। মোদিনে ফিরে এসে জুদাস যেদিন আমার প্রেমময়ী মহীয়সী প্রণয়িনীর মৃতদেহের পাশে দাঁড়ায়, মনে পড়ে সেদিনের কথা। কোনো কথা না বলে, শোকের কোনো চিহ্ন বা ব্যঞ্জনা প্রকাশ না করে প্রথমে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর সে শুধু প্রতিশোধ গ্রহণের কথাই বলে।

'কে হত্যা করেছে?' সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

কিন্তু জুদাসের হাত ইতিমধ্যেই রক্তে রাঙা হয়ে গেছে—ভিজে গেছে রাঙা রক্তে। তবু সে-আরও বেশী করে রাঙাবার কথাই ভাবে। প্রতিশোধ গ্রহণই

তার পণ। সে প্রতিশোধ ভগবান নেবেন না, জনসাধারণও নেবার অধিকারী নয়—শোধ নেবে সে নিজে!

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর নড়ছিলাম না। চলে কি লাভ? কোথায় চলেছি আমরা? বৃদ্ধ মারা গেছেন, এলিজারও মৃত, বাকী আর সকলেরই বা আর কত দিন বাকী? কেন চলব? কেন পালাব? মাটিতে বসে পড়লাম। এখানে-সেখানে আশেপাশে লোকজন পালানো বন্ধ করছে, লক্ষ্য ত্যাগ করেছে। এতকাল যে-প্রেরণায় আমরা ছুটে চলেছি, নিভে যাচ্ছে সে-প্রেরণা। এমনি সময় রাত্রে আমার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনলাম।

দরকার হয় আমায় খুঁজে বার করুক। আর তার পরোয়া করি না। হাতের উপর মুখ রেখে আমি মাটিতেই শুয়ে পড়লাম। তার ডাক কানে এল, 'সাইমন! সাইমন!'

ভূত যেন মানুষকে ডাকছে।

'সাইমন!'

এ ডাকের যেন শেষ নেই। কারণ সে ম্যাকাবি।

'সাইমন!'

'তোমার উপর ভগবানের অভিসম্পাত পড়ুক। দাও, আমায় রেহাই দাও।'

'সাইমন!'

আমি মুখ তুললাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মেরে দেখছে জুদাস, জিজ্ঞাসা করে, 'সাইমন কি?'

'কি চাই তোমার?'

বলে, 'ওঠো, ওঠো সাইমন বেন মাত্তাথিয়াস!'

উঠে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

'তুমি কি আহত যে রাত্রে শুয়ে আছ?' শান্তভাবে সে জিজ্ঞাসা করে।

'না ভয় পেয়েছ! যে-ভয় তোমার মনে বাসা বেঁধে আছে, তাই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কি?'

আমার একহাতে ছোরা আর অপর হাত তার গলায়, তবু সে নড়ল না—স্থিরভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে। তখন ছোরাখানা আমি অন্ধকারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম—মুখ ঢাকলাম দুই হাতে।

'বধ করলে না কেন?' জুদাস জানতে চায়। 'তোমার ঐ জঘন্য কুৎসিত ঘৃণার জন্য, না?'

'আমায় একলা থাকতে দাও।'

'কিছুতেই তোমায় একলা থাকতে দেবো না। তোমার লোকজন কোথায়?'

'এলিজার কোথায়?'

'মারা গেছে।' সংযতকণ্ঠে জুদাস বলে। 'সে বলবান ছিল, কিন্তু তুমি আরও বলবান সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস। শুধু তোমার হৃদয়টাই তার মতো নয়। বিজয়ের জন্য, তুমি বিজয়ের জন্য! কিন্তু পরাজয়ে যদি তোমার উপর নির্ভর করতে হয় তো ইস্রায়েলের বরাত মন্দ।'

'মুখ সামলে কথা কও!'

'কেন? সত্যকথা সইতে পারো না বলে? এলিজার যখন মারা যায়, কোথায় ছিল সাইমনের তরোয়াল? কোথায় ছিল?'

ক্রমে অনেকক্ষণ চলে যায়। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশেষে অনেক পরে ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করতে হবে? বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ প্রকাশ না করে সে বলে, তোমার লোকজন জড়ো কর। এলিজার মৃত, শোকে মুহ্যমান আমরা। কিন্তু শত্রুপক্ষ শোক করছে না। তোমার লোকজন জড়ো কর সাইমন!

সকালবেলা আমরা একটা আগুনের পাশে বসি। আমার একপাশে জুদাস, অপর পাশে রুবেন। আমাদের ঘিরে লোকজন বসে আছে। কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ জেগে আছে, আর কেউ বা গোটা ব্যাপারটা ঠাহর করবার চেষ্টা করছে। শিশুর মতো কাঁদছে রুবেন। বলে, 'ও তোমাদের ভাই, কিন্তু আমার সন্তান, আমার সন্তান! আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। সে যখন ফিরে দাঁড়ায়, আমি পালিয়ে গেছি। সে যখন শত্রুর সম্মুখীন হয়, আমি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে দৌড়েছি। সে উপত্যকায় মরে পড়ে আছে, আর আমি কেন বাঁচলাম?'

'শান্ত হও!' তাকে বললাম। 'দোহাই ভগবানের, থামো!' আমার মনে হচ্ছিল যে রুবেনের খেদ আর বেশীক্ষণ শুনলে আমি পাগল হয়ে যাব। কিন্তু জুদাস ধীরে ধীরে মৃদুভাবে বলে, ওকে বাধা দিও না সাইমন, মনের খেদ প্রকাশ করতে দাও! না হলে এই শোক জমা হয়ে বিষক্ষতের মতো ওকে দগ্ধে মারবে।

রুবেন তখন কেঁদে বলে, আমি তাকে কামারের কাজ শিখিয়েছি। আমিই শিখিয়েছি তাকে ধাতুর সুপ্রাচীন রহস্য। লোহা যেমন আগুনে পুড়ে নীলচে হয়ে যায়, সেও তেমনি পুড়ে খাঁটি লোহা হয়ে উঠেছিল। ভগবান আমায় কোনো সন্তান দেননি, কিন্তু এলিজারকে দিয়েছিলেন। আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমিই হত্যা করেছি তাকে! হায়, হায়, আমার হাত পচে খসে পড়ুক, সীসা হয়ে যাক প্রাণটা! চিরতরে যেন আমি অভিশপ্ত হই! আলখাল্লা দিয়ে সে মুখ ঢাকে এবং সামনে-পেছনে দুলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

একদিক থেকে এইখানেই শেষ। খানিকটা সময় অবশ্য পাওয়া যায়; তাহলেও ইস্রায়েলের কাছে পুরাকালের বীরের মর্যাদা যারা পেয়েছে, মাট্টাথিয়াসের পুত্র,

আমার সেই মহিমময় ভাইদের কথা একপক্ষে এইখানেই শেষ। এই প্রথমে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারলাম না। সাবেক দিনে পঁচিশজন লোক নিয়ে জুদাস শত্রুর সম্মুখীন হতো, তাদের সংখ্যা অগ্রাহ্য করত, কেটে কুচি কুচি করত তাদের, তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেত—প্রতিটি উপত্যকা হতো নরক, প্রতিটি গিরিপথ হতো কসাইখানা। কিন্তু এখন যে সব লোক আমাদের আছে, কিছুতেই তারা হাতির সম্মুখীন হবে না। কাজেই জেরুজালেমে ফিরে গিয়ে ভাইয়েদের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মন্দিরের পাহাড় রক্ষার জন্য জুদাস সেখানে প্রাচীর তুলেছে।

এলিজারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জুদাসের মধ্যেও কি যেন হয়েছে, কি যেন ভেঙে গেছে তার অন্তরে। আমি যখন বললাম, 'প্রাচীরের পেছন থেকে লড়াই করে কি হবে?' সে বলে, 'ভাইরা রয়েছে সেখানে।' 'আমরাও যাচ্ছি সেখানে, লাইসিয়াসের আর আমাদের খুঁজতে হবে না!' 'আবারও আমায় লড়াই করতে হবে?' হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করে জুদাস। 'লোকজন গাঁয়ে ফিরে গেছে। আবারও তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে এফ্রায়েমে যেতে বলব? আবার বললেও আমার কথা শুনবে কি?' 'তুমি ম্যাক্কাবি!' আমি বললাম। 'ভাই জুদাস, আমার কথা শোনো। ম্যাক্কাবি তুমি, নিশ্চয় লোকে শুনবে তোমার কথা।'

অনেকক্ষণ সে চুপ করে থাকে, তারপর মাথা ঝাঁকায়। 'না সাইমন, না! আমি তোমার মতো নয়। তুমি বাবার মতো—আদনের মতো। কিন্তু আমি তাঁর মতোও নই, আর তোমার মতোও নই। জেরুজালেমে ভাইদের কাছেই আমি যাব। জঙ্গল থেকে যদি লড়াই করতে চাও তো লোকজন নিয়ে নাও, আমি একাকীই জেরুজালেমে যাব এবং সেখানে থেকে ভাইদের সঙ্গে একসাথে লড়ব।'

'তুমি ম্যাক্কাবি, যা বলো তাই হবে।' আমি বললাম।

পরদিন মন্দিরে আমরা জন ও জোনাথানের সঙ্গে মিলিত হলাম এবং এলিজারের মৃত্যু কাহিনী জানালাম।

জুদাস এক বৈঠক ডাকে। রাগেশ, সামুয়েল বেন জেবলুন আর আলেকজান্দ্রিয়ার এনখ বেন সামুয়েল আসেন। তাছাড়া বিশজন আদন ও রাব্বি বৈঠকে যোগ দেন। খুব বেশীদিন আগের কথা নয়, এদের কিছু লোক আমাদের প্রথম বৈঠকেও যোগ দিয়েছে। আমরা যখন বৈঠকে বসেছি, গজবাহিত সৈন্যদল তখন শহরে প্রবেশ করছে। গম্ভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত একদল বৃদ্ধ আমাদের চারজনের মুখোমুখি বসে জুদাসের সংক্ষিপ্ত বেদনাদায়ক পরাজয়ের কাহিনী শোনেন।

পরিশেষে সে বলে, 'এই-ই সব। আমার ভাই এলিজার মারা গেছে, মরেছে বহু ইহুদি। কাজেই আমি মন্দির রক্ষার জন্য ফিরে এসেছি। মন্দিরের প্রাচীর

বেশ পোক্ত, আপনারা চান তো এখানে আমি প্রাণ দেবো। আর না হয় এফ্রায়েমে ফিরে গিয়ে পুরনো কায়দায় লড়াই চালাব। হাতিকে আমি অপরাজেয় বলে মনে করি না। হাতুড়ির একঘায়ে আমার ভাই এলিজার একটাকে খতম করেছে। ভগবানই এসব জন্তু সৃষ্টি করেছেন, এবং মানুষ তাকে বধ করতে পারে। কি করে করতে হয় তাই আমাদের শিখতে হবে।' সে বর্ণনা শেষ করে। মন্দিরের নীচে শহরের পথেঘাটে তখন ভাড়াটে সৈনিকদের চেঁচামেচি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। শহর জনশূন্য ভাঙা-চুরা। ভেঙে-চুরে যার অবস্থা সমাধিক্ষেত্রের মতো হয়েছে, তার আর কত ক্ষতি করা যায় ?

সামুয়েল বেন জেবলুন বলেন, 'সাইমন কি বলে ?' উৎসুক দৃষ্টিতে দক্ষিণের গর্বিত ক্রোধী বৃদ্ধের দিকে তাকালাম।

বললাম, 'মাট্টাথিয়াসের পুত্রকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি ?'

'তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি সাইমন !'

'আমি তো ম্যাক্কাবি নই !' তাদের বললাম। 'রাব্বি বা আদনও নই। আমি সাইমন, মাট্টাথিয়াসের ছেলেদের মধ্যে সব চাইতে ওঁচা। এফ্রায়েমে আমি বিচার করেছি বটে। কিন্তু এতো জঙ্গল নয়, এ যে জেরুজালেম !'

'কি করতে চাও তুমি ?' শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করেন রাগেশ।

'ভাই জুদাসের পথ অনুসরণ করব।'

কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে রাগেশ বলেন, 'তার মানে যুদ্ধ, আরও যুদ্ধ —ক্ষান্তিহীন যুদ্ধ !'

বললাম, 'আর কিছুই আমার জানা নেই। তাহলেও নতজানু হয়নি কোনোদিন।'

'গর্বিত লোক তুমি।' রাগেশ বলেন। 'ইস্রায়েলেব চাইতে নিজের দিক বড় করে দেখবে কি ?'

জোনাথান ক্ষুব্ধভাবে তাঁর জবাব দেয়, প্রায় ক্ষেপে যায়।

'আমার ভাই এলিজার ইস্রায়েলের চাইতে নিজের দিক বড় করে দেখেছে কি ? বাবা করেছেন কি ? আমরাও কি সিল্কের পোশাক আর সোনা হীরা জহরত পরে বেড়িয়েছি ?' জুদাস তার হাত চেপে ধরে। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে বালকটির গাল বেয়ে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে থাকে।

'ঢের হয়েছে !' রাগেশ গর্জে ওঠেন।

'ঢের হয়েছে ! শান্ত হও জোনাথান, শান্ত হও !' জুদাস বলে।

আলেকজান্দ্রিয়ার এনখ তখন উঠে দাঁড়ান। দীর্ঘকায় শান্ত সৌম্যদৃষ্টি সাদা দাড়িওলা এই সত্তর বছরের বৃদ্ধ ! সাবেক কোহানিমদের একজন তিনি। জীবনের বাকী বছরকটা যাতে মন্দিরে কাটিয়ে দিতে পারেন, তার জন্যই এসেছেন মিশর থেকে। নীরব হবার জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দেন।

'তাই হোক, শান্ত হও। আমি বৃদ্ধ, জুদাস ম্যাকাবিয়াস। তবু আমি তোমায় সম্মান করি। আমার দৃষ্টিতে তোমার স্থান ইস্রায়েলে সর্বাগ্রগণ্য। মরবার আগে দুটি জিনিস আমি দেখতে চেয়েছিলাম —পবিত্র মন্দির আর ম্যাকাবির মুখ। সে সাধ আমার পূর্ণ হয়েছে। কোনোটাতে আমি নিরাশ হইনি। তাহলেও আমি ইহুদি!' এই কথা বলে থেমে বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। 'আমি ইহুদি, পুত্র! আমাদের রীতিনীতি নোকরিদের মতো নয়। অনন্তকাল আমরা হত্যা করে যাব কি? তাহলে আমরা তো জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুর দূত হয়ে পড়ব। গ্রামের মধ্য দিয়ে আসবার সময় দেখেছি, লোকজন শান্তিতে বসবাস করছে, আবার ঘর-বাড়ি তুলছে। আঙুর ক্ষেতে থলো থলো ভারী আঙুর ঝুলছে। মানুষ ন্যায়পথে থাক আর চুক্তি মেনে চলুক, এছাড়া ভগবান আর কি চান মানুষের কাছে? আমার কথা শোনো, অহমিকা টেঁকে না। ভালো করেই আমরা গ্রীকদের সমঝে দিয়েছি যে ইহুদিরা এমন ভীরু নগণ্য জীব নয় যে তাদের নিয়ে তারা যা খুশি করতে পারে। আর আজ আন্তিয়কে বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলেছে। একথা আমি জানি পুত্র! রাজারাজড়া আর তাদের দরবারের হালও আমার জানা। হৃদয় কঠোর না করে নম্রভাবে যদি আজ আমরা লাইসিয়াসের কাছে যাই তো নিশ্চয় সে আমাদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করবে। এখানে জেরুজালেমে যুদ্ধ না করে আন্তিয়ক আর দামস্কাসে যুদ্ধ করাই শ্রেয় মনে করবে। সে যদি কর চায় তো তার বদলে আমরা শান্তি এবং আমাদের ধর্মাচারণ, শাস্ত্রবিধিপালন আর ভগবানের সঙ্গে চুক্তিশর্ত পালনের অবাধ অধিকার দাবী করব। এইটেই সর্বোত্তম পন্থা পুত্র! তোমাকে আমরা অগ্রাহ্য করছি না। বরঞ্চ তোমাকে আমরা সারা ইস্রায়েলের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান মন্দিরের পৌরোহিত্য দান করছি!'

সবাই তখন জুদাসের দিকে তাকায়। তখনও সে জোনাথানকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে সে কোনো কথা বলেনি, কিংবা তার প্রিয়দর্শন কটা দাড়িওলা মুখেও কোনো ভাবাবেগের লক্ষণ প্রকাশ পেল না। সদ্য যুদ্ধ-প্রত্যাগত দীর্ঘকায় ক্লান্ত জুদাসের গায়ে তখনও রক্তের দাগ ও ময়লা লেগে আছে। ডোরাকাটা আলখাল্লাটা ঝুলছে প্রশস্ত কাঁধ থেকে। আপোলোনিয়াসের তরোয়ালখানা তার কোমরে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার মিল নেই। খানিকটা অতিমানবীয়, কতকটা অমানবীয় সে চেহারা। জুদাসের কত স্মৃতিই যে মনে পড়ে! তবু সে-স্মৃতির কতটুকুই বা মনে পড়ে! কতটুকুই বা চিনি, কতটুকুই বা জানি তাকে!

ইহুদিত্বই তার জীবনের সার বস্তু। তাই দিয়েই সে গঠিত, আর তার জন্যই তার মৃত্যু। এলিজারের কথা ভেবে, এলিজারকে ভালোবেসে, শতাধিক রণক্ষেত্রে এলিজার যেভাবে তার পাশে থেকে সংগ্রাম করেছে তার কথা স্মরণ করে যে-

ভাবে সে বৃদ্ধদের কথা শোনে, তা একমাত্র ইহুদিদের পক্ষেই সম্ভব। একবার সে আমায় বলে, 'একপাশে হাতুড়ি আর একপাশে তোমার তরোয়াল থাকতে কে আমার অনিষ্ট করবে সাইমন?' হাঁ, একমাত্র ইহুদিরাই এভাবে শুনতে পারে। অবশেষে ব্যথাতুর চাপা গলায় সে বলে, 'আমাদের এতদিনকার সংগ্রাম, এত দুঃখ-কষ্ট, এত চেষ্টা শেষ অবধি তাহলে গ্রীকদের করুণার কাছেই সমর্পণ করতে চান?'

এসময়ে তার প্রতি রাগেশেরও করুণা হয়। তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য ধীরে ধীরে তিনি বলেন, 'গ্রীকদের করুণার কাছে সমর্পণ করছি না পুত্র! এখন একটা রাজনৈতিক শক্তি-সাম্য দেখা দিয়েছে। আগে এ অবস্থা ছিল না। গজবাহিত সৈন্যদলের হাতে এই সামান্য পরাজয়ে সে শক্তি-সাম্য পালটিয়ে যায়নি। আমাদের অস্ত্র আছে, হাজার হাজার সুশিক্ষিত যোদ্ধা আছে। গ্রীকদের আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি যে ইহুদিরা উপহাসের পাত্র নয়। কাজেই দরকষাকষি করবার অবস্থা আমাদের আছে। তাছাড়া আন্তিয়কাসের মৃত্যুর ফলে যে জটিল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, আমরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারব। চটপট কিংবা সাত তাড়াতাড়ি এ সিদ্ধান্ত করা হয়নি জুদাস!'

জুদাস তখন অনুনয়ের স্বরে বলে, 'আমি যদি গজবাহিনী হটিয়ে দিতে পারতাম তাহলেও আপনারা এভাবে কথা বলতেন কি? আমাকে আপনারা ম্যাক্কাবি বলে ডাকেন, এই কি আমার প্রথম যুদ্ধ? যখন কেউ কোনো আশার আলো দেখেনি, আমাদের সামনে যখন শুধু মৃত্যু ও ধ্বংস বই আর কিছু ছিল না, এই মন্দির পর্যন্ত যখন অপবিত্র ছিল, সেই সময় বাবা ও ভাইদের সঙ্গে নিয়ে আমি ইস্রায়েলের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিনি কি? আমরা কি জয়ী হইনি? একটা পরাজয়েই কি সব জয় মুছে গেলো? আমার উপরে নির্ভর করছেন কেন? কেন তাকাচ্ছেন আমার দিকে? আপনারা আমায় প্রধান পুরোহিতের মর্যাদা দিচ্ছেন, সে পদ কি আমি চেয়েছি? পুরস্কারের লোভে আমি সংগ্রাম করেছি কি? এ-ই তো আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার দিকে তাকান। যা দেখেছেন, এই আমার যথাসর্বস্ব —কাঁধের আলখাল্লা আর কোমরের এই তরোয়াল। এছাড়া কোনো সম্পদ আমার নেই। কেউ কি বলতে পারবে যে মাট্টাথিয়াসের কোনো ছেলে মৃতের সম্পদ লুঠ করেছে? আমাকে উচ্চাভিলাষী বলে মনে হয় কি? শত হস্তীর পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে আমার যে ভাই পড়ে আছে, সেই এলিজারের কাছে জিজ্ঞাসা করুন গে! কোনো পুরস্কার আমি চাই না! আমি চাই দেশের স্বাধীনতা! আর আপনারা বলছেন. সে স্বাধীনতা বিকিয়ে একটা গ্রীকের কথার উপর নির্ভর করে প্রাণ বাঁচাতে হবে!'

রাগেশ তখন ধৈর্য সহকারে বলেন, 'জুদাস, জুদাস বেন মাট্টাথিয়াস, এ একটা জয় বা একটা পরাজয়ের কথা নয়! যুদ্ধের পূর্বেও আমরা মিলিত

হয়েছি এবং লাইসিয়াসের কাছে যে সব শর্ত চাওয়া হবে, তাই নিয়ে আলোচনা করেছি।'

'যুদ্ধের আগেই!' জুদাস বলে। 'আমি এবং আমরা ভাইরা যখন যুদ্ধ করেছি, আমাদের অজ্ঞাতে আপনারা ওদের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালিয়েছেন! ভগবান আপনাকে ক্ষমা করুন রাগেশ, আমাকে আপনি বিকিয়ে দিয়েছেন, বিকিয়ে দিয়েছেন আমার জাতিকে।'

আমি ভাবলাম রাগেশ রাগে জ্বলে উঠবেন। কিন্তু আমার ভাইয়ের কথার চাবুক কশাঘাতের মতো তাঁর মুখের উপর পড়ে। হেঁটমাথায় দাঁড়িয়ে গর্বিত বেঁটে লোকটি নীরবে ঠোঁট নাড়েন।

জুদাস বলে যায়, 'যা ভালো মনে করেন করুন! যা মন চায় করুন বৃদ্ধ! প্রথম আপনি যখন আমায় ম্যাক্কাবি বলে ডেকেছিলেন, আমি বলেছিলাম যে আপনার আহ্বানে যে কোনো সময় অস্ত্রত্যাগ করব। আজকে করলাম। তারপর সে আমার জনের ও জোনাথানের দিকে ফিরে শান্তভাবে চাপাগলায় বলে, চলে এস ভাই, এখান থেকে আমরা চলে যাব। আর এখানে কিছুই করবার নেই আমাদের।'

আমরা তখন বৈঠকের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যত আদন ও রাব্বি পেছনে ফেলে এলাম, তাদের মধ্যে একাধিক বৃদ্ধ হাতে মুখ চেপে কেঁদেছে।

অতএব প্রবীণদের পরিষদই গ্রীক লাইসিয়াসের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে। করের পরিমাণ নগণ্য। বছরে দশ তেলেন্ত মাত্র। সাবেক দিনে জুদিয়াকে নিঙড়ে শত শত তেলেন্ত আদায় করা হয়েছে, সে তুলনায় কম বই কি! বিনিময়ে ইহুদিরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার পায় এবং দুর্গের মধ্যে যে সব হেলেনিস্ট তখনও লাইসিয়াস কিংবা প্রাচীনদের পরিষদের কাছে নতিস্বীকার করেনি, তাদের বিরুদ্ধে মন্দির রক্ষার অধিকারও পাওয়া যায়। লাইসিয়াস আরও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, বেথ হুর ছাড়া জুদিয়ার আর কোথাও ভাড়াটে সৈন্য মোতায়েন করা হবে না, আর ইহুদি স্বেচ্ছাসেবকদের সীমান্ত কি পথঘাট পাহারা দেবার অধিকার থাকবে।

ব্যস, ঝঞ্ঝাট চুকে গেলো! দু'দিনের মধ্যেই লাইসিয়াস আর তার গজারূঢ় সেনাদল জেরুজালেম ছেড়ে আন্তিয়কের দিকে রওনা হয়। বিধ্বস্ত শহরের অপর একটি তোরণ দিয়ে জুদাস, জোনাথান, জন আর আমি শহর ছেড়ে গেলাম। গোটা সংসারে তখন যুদ্ধে-মলিন পোশাক, তরোয়াল, ধনুক আর ছোরা কখানাই আমাদের একমাত্র সম্বল। মোদিনে ফিরে এলাম আমরা। জনের স্ত্রী এবং তার দুইটি সন্তান সেখানেই বসবাস করছিল। সে-রাত্রে আমি, জুদাস আর জোনাথান মাট্টাথিয়াসের বাড়ির পেছনে পাহাড়ের কোলে ঘাসে-ভরা জমির উপরেই ঘুমোলাম।

পরের দিন সকালবেলা আমরা ঘরের কাজে লেগে গেলাম। আগুনে পোড়া কালো কাঠগুলো সরিয়ে ফেললাম এবং কাদা দিয়ে নতুন ইট তৈরী করে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে শুকোতে দিলাম। মানুষের সহজ সরল গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনধারা এমনি যে কিছুদিন যেতে না যেতেই শহরের লোকে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেলো যে, কাদা বা নোংরায় হাত-মুখ কালি করে ঘর্মাক্ত ম্যাক্কাবি ঘরের চালের কাজ করছেন। নিতান্ত সহজভাবেই তারা জিনিসটি গ্রহণ করে নেয়। কেমন চটপট আবার মোদিনে নতুন জীবন ফিরে এল। লাঠি হাতে নিয়ে প্রতিটি ছাত্রের পাশে পায়চারি করে এবং প্রতিটি উচ্চারণ ও ব্যাখ্যার ত্রুটির প্রতি ঝুঁকে সতর্ক কান রেখে আবার লেবেল গুরুমশাই সিনাগগের ঠাণ্ডা পাথুরে দেয়ালের মধ্যে পড়াতে আরম্ভ করেন। আবার কামারশালা লাল ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, কৌতূহলী বিস্ময়াবিষ্ট মুখ হাঁ-করা শিশুদের গায়ে ছিটিয়ে দেয় অপূর্ব আগুনের ফুলঝুরি। জলপাইয়ের তেলে আবার ভরে যায় চৌবাচ্চা, ক্ষেত ভরে যায় ভারী গমের শীষে। থলো থলো আঙুর ফেটে পড়ে রোদের তাতে। আবার গ্রামপথের ধুলোবালির মধ্যে মোরগছানা ছুটোছুটি করে, দোর গোড়ায় বসে মায়েরা স্তন্যপান করায় সন্তানদের আর গালগল্প করে ঠাণ্ডা নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যাবেলায়।

এরই এক সন্ধ্যাবেলা চর্মকার জেকব বেন গিদিয়নের মেয়ে রাচেলকে নিয়ে জলপাই বনে বেড়াতে যায় জোনাথান। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের বক্ষে সূর্যাস্ত দেখার আশায় আর তরুণ-তরুণীর পক্ষে বেঁচে থাকার আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য তারা অনেক উঁচুর পশুচারণভূমি ও ক্ষেত-খামারে চড়ে।

জুদাস আর আমি এসময় খুব সরল নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপন করেছি। আলো দেখা দিলেই আমরা কাজ শুরু করতাম। কাজ ছাড়া জীবনে যাদের আর কোনো লক্ষ্য নেই, তাদের মতোই একাগ্রচিত্তে কাজ করেছি আমরা। সামান্য কিছু রুটি আর মদ, একটা পেঁয়াজ, একটা মূলো কি কখনো-সখনো এক টুকরো মাংস হলেই আমাদের খাওয়া চলে যেত। সকাল করে ঘুমোতাম আর উঠতামও সকাল সকাল। নিজেদের যৎসামান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য যা করা দরকার, তার বেশী কিছু করতাম না। গ্রামের প্রায় প্রতিটি লোক আমাদের সহযোদ্ধা হলেও কিসের জন্য তারা যেন ম্যাক্কাবির কাছ থেকে খানিকটা দূরে থাকত, খোলাখুলি মিশতে পারত না। যদিও জুদাস তাদের মতো একই কাজ করে, তাহলেও সে ম্যাক্কাবি এবং চিরদিনই ম্যাক্কাবি থাকবে। সুতরাং অবশ্যই সে আলাদা কিছু। গ্রামান্তরের যে সব ইহুদি মোদিনের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করত, তাদের আচরণও একই ধরনের। তারা ম্যাক্কাবির কাছে আসত, তাকে অভিবাদন করত, সময় সময় তার হাতে কি গালে চুমু খেত। তাদের ধারণা, কিছুই জুদাসকে কোনোদিন বদলাতে পারে না, কিছুই খাটো কি ছোট করতে পারে না তাকে।

কিন্তু নিজে সে বদলে যায়। আগেও সে শান্ত ছিল, কিন্তু এখন আরও শান্ত হয়ে পড়ে। মনে হতো পবিত্রতা যেন তার আভরণ। আর কোনো লোক এমনি অচেতন নিঃস্বার্থ মর্যাদাভরে তেমন পবিত্রতার আভরণ পরতে পারত না। নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে বসবাস করেছি আমরা। জেকব বেন গিদিয়নের বাড়িতেও জোনাথানের খোঁজ পাওয়া যেত না বলে এই অন্তরঙ্গতা আরও বেড়ে যায়। তবু সামান্যই কথা হতো আমাদের। আর যখন হয়েছে, তখনও আমরা ভবিষ্যতের বদলে অতীত নিয়ে কথা বলেছি।

একদিন সন্ধ্যায় রুবেন আমাদের বাড়িতে আসে। রুটি ও মদ নিয়ে আমরা বসেছি, এমনি সময়ে সে ইতস্তত করে সন্তর্পণে ঘরে ঢোকে। কালো মোটা ভুরু টান করে আমাদের দিকে চেয়ে আঙুলের ওপর ভর করে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে আসে। তার বেঁটে শক্তিশালী চেহারা এমন বিরাট ভারী যে নেহাত বেখাপ্পা দেখায়; ছেলেরা কোনো অন্যায় করলে যেমনভাবে দাঁড়ায়, তেমনি-ভাবে কালো শনের মতো দাড়ির মধ্যে আঙুল গলিয়ে সে বিচলিতভাবে ঠোঁট চুষতে থাকে।

'স্বস্তি!' জুদাস বলে। 'স্বস্তি বন্ধু রুবেন!'

'আলাইকুম সালাম। আপনার শান্তি হোক!' সবিনয়ে বলে রুবেন।

'ভেতরে এস!' হেসে জুদাস ডাকে। তারপর উঠে গিয়ে রুবেনের হাত ধরে সে টেবিলের কাছে নিয়ে আসে। আমি তার জন্য রুটি ভাঙলাম এবং মদ ঢেলে দিলাম। তারপর সে আমাদের সঙ্গেই খায় এবং খাবার সময় একবার হাসে আবার কাঁদে। সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে বসে আমরা গল্প করলাম পুরনো দিনের, পুরনো গৌরবের আর পুরনো যুদ্ধের। আমার ধমনীর রক্ত প্রায় ঠাণ্ডা ও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। এই গল্প আবার তাকে উষ্ণ সতেজ ও গর্বিত করে তোলে।

আলেকজান্দ্রিয়ার রাব্বি বৃদ্ধ এনখের নেতৃত্বে খালি পায়ে লেভিটের প্রতিনিধি দল যেদিন আসে, এ তার পরের দিনের ঘটনা। তারা জানিয়ে যায় যে, মন্দিরে রাগেশের সভাপতিত্বে পরিষদের অধিবেশনে জুদাসকে সারা ইস্রায়েলের প্রধান পুরোহিত নিয়োগ করা হয়েছে।

ধীরভাবে সে এই সংবাদ গ্রহণ করে, হাতের কাজ থামিয়ে তাদের ধন্যবাদ দেয় এবং আবার মন দেয় কাজে। অস্বস্তিভরে তারা চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। খানিক বাদে জুদাস বলে, 'বাবার মতো আমিও এই মোদিনেই বাস করব এবং জমি-জমার কাজ করে যাব। আপনাদের দরকার পড়লেই আমরা হাজির হব।'

ঠিক সেইদিনই আমরা উত্তরের খবর শুনি। বিস্ময়কর যোগাযোগ। রাজাধি-রাজ আন্তিয়কাসের ভাই সিংহাসনের দাবিদার দিমিত্রিয়াস অতর্কিত আক্রমণ করে লাইসিয়াসকে হত্যা করে এবং তার চামড়া ছাড়ানো লাশ আন্তিয়কের তোরণে ঝুলিয়ে রাখে। লাইসিয়াসের দল বিধ্বস্ত খানখান হয়ে গেছে।

যা বলেছি তাই হলো। নতুন রাজাধিরাজ দিমিত্রিয়াস আমার ভাই ম্যাক্কাবির খোঁজে তার প্রধান সেনাধ্যক্ষ ও শাসক নিকানরকে পাঠায়। আন্তিয়কাস ছিল উন্মাদ নিষ্ঠুর আর বিকারগ্রস্ত। তার পুত্র আন্তিয়কাস ছিল গবেট। কিন্তু তার ভাই দিমিত্রিয়াস পশ্চিমে ছিল। রোমে লালিত সে এবং রোমেই সে শিখেছে যে, কোনো জাতিকে দাসত্ব বন্ধনে আটকাতে হলে তাকে ধ্বংস করার প্রয়োজন হয় না। তার শাসকেরাও নতুন ধাঁচের—সততা এবং সাধুতার খানিকটা বহিরাবরণও আছে। তবু সবকিছু মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, নিকানর কার্যক্ষেত্রে পেরিক্লিস কি আপেলেস কি আপোলোনিয়াস থেকে আলাদা নয়। শেষ অবধি জুদাস নিজ হাতে তাকে হত্যা করে। সে কথা পরে বলব।

যাই হোক. অন্যান্যের তুলনায় নিকানর আমাদের ভালোভাবে বুঝতে পারে। দাস না নিয়ে শিবিকার বদলে পায়ে হেঁটে সে আসে। শুধু তার বর্মবাহীই ছিল সঙ্গে। জুদাস আর আমি এক উঁচু পাহাড়ে জমিতে কাজ করছিলাম। পাঁচ বছর সে-জমি অনাবাদী পড়ে আছে, সেখানকার মাটি ভাঙবার জন্য লাঙল টানছিল একটা গাধা। বর্মবাহীকে নিয়ে নিকানর এই সময় হাজির হয়। লেবেল পণ্ডিত মশাই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন। রুবেন, আদন বেন এবিনেজার, জোনাথান আর জনও ছিল পেছনে। কৌতূহল ও শংকাবশে আর আধ ডজন খানেক লোকও আসে। কারণ আমরা নিরস্ত্র। কে জানে, গ্রীকরা যদি মাঠে কর্মরত ম্যাক্কাবিকে হত্যা করার জন্য লোক পাঠায়? এদের সঙ্গে ছিল এক দঙ্গল শিশু। যুদ্ধ, নির্বাসন ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে লালিত হলেও তার স্পর্শমুক্ত এই অপূর্ব বুদ্ধিমান ছেলের দল। যতটা কেঁদেছে তার চাইতে তখনও তারা বেশী হাসে। মিছিলের মতো তারা উঁচু পাহাড়ে জমি অবধি এগিয়ে আসে এবং সভ্য জগতের সীমান্ত অবধি যে নায়কের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে, সেই ম্যাক্কাবি ও প্রধান পুরোহিতের সামনে এসে নীচু হয়ে জুদাসকে অভিবাদন করে নিকানর। আমাদের ছোট্ট দেশের সীমান্ত পার হয়ে জুদাস জীবনে কখনও দশ-বারো মাইলের বেশী যায়নি। সসম্ভ্রমে সে প্রত্যাভিবাদন জানায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় তার ভুরুতে। লম্বা চুল মাথার পেছনে গেরো দিয়ে বাঁধা, খালি পা, নতুন চষা জমির মাটিতে পায়ের গাঁট অবধি ডুবে গেছে, তবু এই শ্রম-মলিন লোকটিই ম্যাক্কাবি —আর সবারই চাইতে উন্নত তার শির, তার দেহের বিরাট উচ্চতা আর বিশাল কাঁধ তার বিনয়ী মধুর আচরণের মতোই আকর্ষণীয়। হাজার জায়গায় হাজারো অবস্থায় তার স্মৃতি আমার মনে জাগরূক। তবু সেদিন সেই গ্রীষ্মের রোদে উঁচু জমিতে যেমনটি তাকে দেখেছিলাম, সেই কথা ভাবতেই সব চাইতে ভালো লাগে। তার ছোট করে ছাঁটা দাড়ি লাল সোনার মতো ঝিকমিক করছিল, রঙ কটা হয়েছিল রোদে পুড়ে। যেখানে কাটার দাগ কি ভাঁজ পড়েছিল, সেখানটা আরও গাঢ় কটা দেখাচ্ছিল। লম্বা আঙুলওলা হাতে

একটা মাটির ঢেলা গুঁড়োচ্ছিল সে। তখনও তার বয়স ত্রিশ বছর হয়নি, অনেক কম ছিল। যৌবনের পূর্ব বিকাশসমৃদ্ধ সেই শীর্ণকায় খাড়া অনিন্দ্যসুন্দর রূপ অন্যান্য লোকের কাছে যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, গ্রীক নিকানরও তাঁকে সে-সম্মান না দেখিয়ে পারেনি।

পরে মোদিনের বহু লোক সেদিনের কথা বলেছে। আমার মতো তাদেরও সেদিনকার জুদাসকে সব চাইতে ভালো স্মরণে আছে। পরে যখন তারা গল্প করত, তাদের চোখের জল বলে দিয়েছে যে সব মানুষের চাইতে আলাদা এই মানুষটির স্বজাতির লোক বলে তারা কত গর্ব অনুভব করে।

নিকানর নিজে সুগঠিত মাঝারি-চেহারার বৈষয়িক-বুদ্ধিসম্পন্ন পেশাদার সৈনিক। তবে আপেলেসের মতো অধঃপতিত কিংবা আপোলোনিয়াসের মতো হিংস্র পশু সে নয়, বরং অর্থ ও ক্ষমতালুব্ধ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন হিসেবী ভাগ্যান্বেষী পারিষদ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনো কাজ করতেই সে ইতস্তত করে না। সে আর তার প্রভু দিমিত্রিয়াস ভালো করেই জানে যে, আমাদের জুদিয়ার উপত্যকায় যে হাজার হাজার ভাড়াটে সৈনিকের অস্থি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তা যে কোনো রাজশক্তির পরম সম্পদ। এও তারা জানে যে, ম্যাকাবি যতদিন বিরুদ্ধতা করবে, ততদিন ইস্রায়েলে তাদের আধিপত্য নিরাপদ হতে পারবে না। তাবপর নিকানর খুব ভালোভাবে আলোচনা শুরু করেনি। বলে বসে, 'রাজাধিরাজের অধীনে স্বভাবতই বহু রাজা আছে, তাহলে মাত্তাথিয়াসের এক পুত্রেরই বা ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসতে বাধা কি?'

মৃদু হাসে জুদাস, হাতের গুঁড়ানো মাটির দিকে চেয়ে ঘাড় ঝাঁকানি দেয়। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'রাজা হব কেন?' সেই সহজ জিজ্ঞাসার মধ্যেই সবকিছু রয়েছে। আমার বিশ্বাস, নিকানর তার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে পারলেই খুশি হতো। তবু সে জানত যে জুদাস সে-প্রস্তাবে রাজী হবে না। মোদিনের এইসব লোকের ভিড়ের মধ্যেই যা হোক করতে হবে, না-হয় আর কোনো সময় হবে না।

'সব মানুষই গৌরব চায়।' নিকানর বলে।

'যথেষ্ট গৌরব কি আমি পাইনি?' ধীরে ধীরে জবাব দেয় জুদাস।

'ক্ষমতা —ধন-সম্পদ?' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রীকটি, করতলে চিবুক ঘষছিল আর বিস্ময়াবিষ্ট রহস্যময় দৃষ্টিতে চেয়েছিল এই দীর্ঘকায় ইহুদিটির দিকে। আমার ধারণা, কখন, কেমন করে এই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে হবে তা তার জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত।

'ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ দিয়ে কি করব আমি?' জুদাস জিজ্ঞাসা করে।

'অনেক কিছু জুদাস!' অকপটে জবাব দেয় নিকানর। 'অনমনীয় জাতি আপনারা, কিন্তু লাঙল আর একখণ্ড জমি ছাড়া জীবনে অনেক কিছু আছে। গ্রীক ও গ্রীকদের সবকিছু ঘৃণা করা আপনাদের ধর্ম হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুনিয়ায়

যত সৌন্দর্য আর জ্ঞান আমরা দান করেছি, আর কে করেছে অতটা ? সেই জ্ঞান ও সৌন্দর্য পেতে, তার রস গ্রহণ করতে…'

'জুদিয়ায় যেমনভাবে আমরা করেছি সেইভাবে ?'

'এই সিরিয় শুয়োরদের কথা ছেড়ে দিন। যে স্বাধীনতার স্বপ্নের জন্য আপনারা লড়াই করেছেন, তিনশো বছর আগে আমাদের গ্রীকদেশেই সে-স্বপ্ন জন্মলাভ করে। সে-কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না !'

'কিন্তু ক্ষমতা ধনসম্পদ আর জয়লাভ করে কতদিন সে স্বপ্ন রইল ?' চিন্তিত-ভাবে জুদাস বলে। 'তখন কি দাসহীন ভাড়াটে সৈনিকহীন আমাদের মতো অবস্থা আপনাদের ছিল ? তা যদি হয় তো গ্রীসের মৃত গৌরবকে আমি সেলাম করি। কিন্তু আজ কোনো গৌরবই আমি দেখছি না, তার কোনো অবদানই আমি চাই না। কেমন করে তা ব্যবহার করতে হবে তা জানবারও কোনো আগ্রহ নেই।' গ্রীকটি তখন রাগছে। বলে, 'বোকা হতে এখানে আমি আসিনি।' 'আমি ঠিক বুঝি না।' জুদাস বলে। গ্রীকটি বুঝতে পারে যে সে সত্যি কথাই বলেছে। সত্যিই সে বুঝতে পারেনি। নিকানরকে লক্ষ্য করছিলাম। এককালে জুদাস যা ছিল, তার এক ক্ষণস্থায়ী কাল্পনিক ছায়া খেলে গেলো তার চোখে। খানিকটা ক্ষোভ, যাকে ধরা যায় না তাকে ধরবার একটা আকুতি প্রকাশ পেল তার দৃষ্টিতে। তারপর আমার ভাইকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি পড়ল জুদিয়ার গড়ানে মনোরম শৈলশ্রেণী, সবুজ ক্ষেত-খামার আর তারও ওধারের চিত্র-বিচিত্র মেঘের দাগ-কাটা সুনীল আকাশের দিকে।

'আপনি কি বিবাহিত ?' সহসা সে জিজ্ঞাসা করে।

মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ে জুদাস।

'বিয়ে করা উচিত।' ধীরে ধীরে বলে গ্রীকটি। 'না হলে আপনি যখন মারা যাবেন, আর কেউ থাকবে না আপনার মতো।'

জুদাস মাথা ঝাঁকায়। আমার বিশ্বাস, সে খানিকটা বিস্মিত ও অস্থির হয়ে পড়েছিল।

নিকানর তখন বলে যায়, 'জানি না আপনি কি হবেন। হয়ত আপনি রাজা হলে ভালো হতো, আবার নাও হতে পারত। আমার বিশ্বাস, আপনার সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক।'

'জুদিয়ায় আমাদের রাজা নেই !' জুদাস বলে। 'এককালে রাজা ছিল, তারা আমাদের জন্য দুঃখই এনেছে। আজও সিনাগগে বসে আমরা সে দুঃখের জন্য কাঁদি।'

এরপর খানিকটা চুপ করে থাকে নিকানর। আবার যখন সে মুখ খোলে, তখন ছাড়া ছাড়াভাবেই বলে, 'আন্তিয়ক ও দামস্কাসে লোকে বলে যে ম্যাক্কাবি মারা গেলে শান্তি হতো।'

'তারা বোঝে না।' মৃদুস্বরে বলে জুদাস। 'ম্যাক্কাবি কিছুই নয়। জনসাধারণের মধ্য থেকেই তার উৎপত্তি। যা কিছু সে করে, জনতা চায় বলে করে। আর যখন তার প্রয়োজন থাকে না, অপর কোনো লোক থেকেই সে আলাদা নয়। হাত থেকে ধুলো ঝেড়ে চিন্তামগ্নভাবে সে বলে, 'মিশরে আমরা দাস ছিলাম ; আমার ধারণা, সেইজন্যই অত্যাচারীর প্রতিশোধ করা আমাদের কাছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আনুগত্যের সামিল। মোদিনের মধ্য দিয়ে যদি যান তো সিনাগগের কোণের পাথরে কথাটি লেখা আছে দেখতে পাবেন। প্রাচীন হিব্রুভাষা জানলে পড়তেও পারবেন। সিনাগগটি অতি প্রাচীনস্থান। ভগবানের অনুগত ছিলাম আমি।' সে বলে। 'ব্যস। এই পর্যন্ত! আমি যদি নিহত হই তো লোকে নতুন ম্যাক্কাবি খুঁজে নেবে। তাতে এমন কোনো ইতর-বিশেষ হবে না।'

'আমার বিশ্বাস, অনেক প্রভেদ হবে!' নিকানর বলে। 'আমার এও বিশ্বাস যে আবার আমাদের দেখা হবে।'

'হতে পারে।' সায় দিয়ে বলে জুদাস।

তারপর গ্রীকটি চলে যায়। আমি আর জুদাস তখন আবার জমিতে লাঙল দিতে থাকি।

ক্রমে ক্রমে সামান্য কিছু লোক আবার বিধ্বস্ত জেরুজালেম শহরে বসবাস আরম্ভ করে। আগুনে-পোড়া শূন্য ঘরের খাঁচার মধ্যে গিয়ে আবার তারা সেখানে ঘর সংসার পাততে চায়। এদের অধিকাংশই কাছাকাছির দেশের কোনো না কোনো শহরে জীবন কাটিয়েছে। পাগলা রাজাধিরাজ আন্তিয়কাসের উন্মাদ আদেশে তারা গৃহ থেকে বিতাড়িত। মুশা বেন দানিয়েল এদের একজন। শেষ জীবিত আত্মীয় কন্যাটিকে নিয়ে সে শহরের উপরের দিকে বাসা বাঁধে। প্রিয়দর্শিনী দেবোরা তখনও এলিজারের মৃত্যুর আঘাত সামলাতে পারেনি। দীর্ঘস্থায়ী শোক তাকে দগ্ধে মারছে। একবার জোনাথান আর আমি তাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলাম, কিন্তু তারপর অনেক সপ্তাহ কেটে গেছে।

প্রায়শ্চিত্তের পরম পবিত্র দিন এগিয়ে আসছে। জুদাস সেদিন মন্দিরে যাবে এবং উৎসবের সময় সবার আগে দাঁড়াবে। কাজেই জেরুজালেম যাত্রা আমরা স্থগিত রাখলাম। কিন্তু মুশা বেন দানিয়েলকে হঠাৎ একদিন ধুলো বালি মেখে হন্তদন্ত হয়ে মোদিনে আসতে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বরাবরের মতো তাকে দেখে আমরা খুশিই হলাম কারণ তার বৈষয়িক জ্ঞান ও শান্ত বুদ্ধির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল, আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামে যা নিতান্ত বিরল। কিন্তু এবারে তার হালচালে সামান্য বুদ্ধি ও খুশির ভাব প্রকাশ পায়। আমায় বলে, 'তোমার ভাইদের ডাকো।' আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'তার আগে

কিছু মদ রুটি হোক্। আসুন আপনার পা ধুইয়ে দিই মুশা। পোশাকটা বদলে নিন! পুরানো সাথী আপনি, খেতে খেতে সাবেক দিনের কথা স্মরণ করা যাবে।

'তার সময় নেই। এখুনি ওদের ডাকো।'

তার মুখের চেহারা এমন উসকো-খুসকো চিন্তাকুল ছিল, কণ্ঠস্বর এমন ব্যথাতুর ছিল যে আমি তার কথা অনুযায়ী কাজ করলাম। খানিক বাদে জন, জোনাথান, জুদাস সহ আমি মাট্টাথিয়াসের ভবনে বসলাম আর সওদাগরের মুখ থেকে দুঃসংবাদ বেরুতে লাগল। প্রারম্ভেই সে তার কথা আমাদের বিশ্বাস করতে অনুরোধ করে।

'আপনাকে অবিশ্বাস করব মুশা?' সান্ত্বনা দিয়ে জুদাস বলে। 'আপনি আশ্বস্ত হন বন্ধু, মাট্টাথিয়াসের সুপ্রাচীন পৈতৃক বাস্তুভিটা এটা, এখানে কোনো ভয় নেই। দেবোরা সম্পর্কে কিছু বলতে চান কি?'

'ভগবানকে ধন্যবাদ, সে ভালোই আছে।' সওদাগর বলে।

'এখানে সবাই আপনার আত্মীয়।' হেসে বলে জুদাস। 'আমরা আপনার সন্তানের মতো, তাই না? কারণ এলিজার যা ছিল, আমরাও তাই। সামান্য একটু ইতর-বিশেষ এই যা! মদটুকু খেয়ে সুস্থ হন!'

'শান্তি নেই?' বিষণ্ণভাবে সে বলে। 'যে-কথা তোমাদের বলতে যাচ্ছি, তা দুঃখ-সাগর আরাবার পারের বিষাক্ত তিক্ত লতাপাতার সামিল। তাহলে বলছি শোনো। ভগবান আমায় এবং আর সবাইকে ক্ষমা করুন। নতুন রাজাধিরাজ দিমিত্রিয়াসের নতুন মুখ্য-শাসক নিকানর নামে এক গ্রীক...'

'এই নিকানরের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের।' আমি বললাম।

সওদাগর তখন বলে যায়, 'তাহলে তো তাকে চেন। মনে রেখ, সে আপোলোনিয়াস নয়। দারুণ ধূর্ত দ্বিধাহীন লোক। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনো কাজ করতেই সে পিছ-পা হবে না। জেরুজালেমে এসেছিল সে। একটি বর্মবাহী ছাড়া কোনো বাহিনী, কোনো ভাড়াটে সৈনিক ছিল না সঙ্গে। সুগঠিত ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, কথাও বলে সরলভাবে সোজাসুজি। হালচাল নিতান্ত সাধাসিধে আর বেশবাসও সেই ধরনের। তাছাড়া দিমিত্রিয়াসও আন্তিয়কাস নয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। কিন্তু আমি তোমাদের বলে রাখছি পুত্রগণ, অবস্থা আগের মতোই আছে—ঠিক আগের মতো। মধুচক্রের মধুর মতো নিকানরের মুখে শান্তির বাণী। কিন্তু প্রয়োজন মতো সে হুল বার করতে দ্বিধা করেনি, ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে। প্রবীণদের পরিষদের সম্মুখে সে হাজির হয়। আমিও সে পরিষদের একজন। জুদাস, পুত্র আমার ম্যাকাবি, আমিও তার একজন; কারণ এককালে দামস্কাসে আমি আদনের মতোই ছিলাম। হাঁ, আমিও ছিলাম সেখানে। রাগেশও ছিলেন। আর সকলেও ছিল।' সে বলে, 'শান্তি হওয়া আবশ্যক। শান্তিতে ইহুদিরা জমি চাষ করবে, শান্তিতে

আরাধনা করবে সিনাগগে ও মন্দিরে। কিন্তু দিমিত্রিয়াসের সার্বভৌমত্ব তাদের মেনে নিতে হবে। বর্তমান বাৎসরিক কর বাড়িয়ে পঞ্চাশটি সোনার তেলেন্ত ও দশটি রূপার তেলেন্ত করতে হবে। গ্রীকপন্থীরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আবার যাতে জেরুজালেমে তাদের সাবেক গৃহে বসবাস করতে পারে, তার সুযোগও দিতে হবে। জেরুজালেম ও বেথ হুরের কেল্লায় পাঁচ হাজার ভাড়াটে সৈন্য মোতায়েন করাও মেনে নিতে হবে। আর সব শেষে বললে, আমার জিভ পচে যাক জুদাস, সে বললে যে, ম্যাক্কাবিকে ধরে দিমিত্রিয়াসের কাছে সমর্পণ করতে হবে!'

সবাই নীরব। মুশা বেন দানিয়েল তখন প্রত্যেকের মুখের দিকে চায়। কি কারণে সে এমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছে, এতক্ষণে তাই বুঝতে পেরে ক্রোধের জ্বালায় আমার ও জোনাথানের অন্তর টগবগ করে ফুটতে লাগল। জুদাস কিন্তু অবিচলিত ভাব বজায় রাখে। তার মুখ বদলায়নি। আর এক গ্লাশ মদ ঢেলে সওদাগরকে সে বলে, 'পান করুন পিতা, তারপর বাকী কথা বলুন। আপনার কোনো কথাই অবিশ্বাস করব না! কারণ আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন আছে, আর সে-বন্ধন আজ আরও দৃঢ় হয়েছে।'

রাগেশ তখন মুখ খোলেন। নিকানরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ম্যাক্কাবিকে আপনাদের চাই কেন? ইস্রায়েলে এখন কোনো যুদ্ধ নেই আর মোদিনে সে নিজের জমি চাষ করছে। রাগেশ এই কথা বলবার পর নিকানর অনায়াসে জবাব দেয়, সত্য বটে ম্যাক্কাবি এখন শান্তিতে নিজের জমি চাষ করছে, কিন্তু জুদাস ম্যাক্কাবিয়াসের পতাকা যতদিন তোলা যায় ততদিন শান্তির নিশ্চয়তা কি? ধরুন এই ম্যাক্কাবি যদি রাজা হতে চায় তো হাজার হাজার ইহুদি তার পতাকাতলে সমবেত হবে না কি? উচ্চাশা কি মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য? আপনারা কি বলতে চান যে জুদাস উচ্চাভিলাষী নয়? এই দীর্ঘ যুদ্ধের মধ্যে সব সময় একমাত্র জুদাসই কি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করেনি? এই জুদাসই না কোনোরকম শান্তি, কোনোরকম আপস-নিষ্পত্তি মেনে নিতে অসম্মত ছিল? এই জুদাসই না নিজের ও ভাইদের জন্য সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব চেয়েছিল? সে-ই না বলেছিল যে সেনাদল বিভক্ত হয়ে পড়লেও মাট্টাথিয়াসের এক এক পুত্র তার প্রতিটি অংশের নেতৃত্ব করবে? একথা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন?'

'আলেকজান্দ্রিয়ার এনখ তখন জানান যে জুদাস প্রধান পুরোহিত।' এই মন্তব্যে বাধা দিয়ে নিকানর বলে, 'এও কি উচ্চাশা নয়? 'পুত্রগণ, তাদের বিরুদ্ধে হৃদয় কঠোর কোরো না। ওরা বৃদ্ধ। যুদ্ধ বা দুঃখ-কষ্টের তেমন বেশী কিছু তাঁরা দেখেননি। তাঁরা চান শান্তি।'

'শান্তি!' জোনাথান খেঁকিয়ে ওঠে। 'এমন জঘন্য কথা যারা বলে, তাদের মাথায় ভগবানের অভিশাপ নেমে আসুক।'

'বলে যান মুশা !' চাপাগলায় বলে জুদাস। 'রাগেশ কি বলেছেন বলুন।'

'রাগেশ —রাগেশ—'। ক্লান্তভাবে মাথা নাড়ে সওদাগর। 'আর সবারই চাইতে অনেক বেশী প্রতিবাদ করেছেন রাগেশ। হাঁ নিশ্চয়, অনেক বেশী করেছেন। বললেন, ম্যাক্কাবিকে মৃত্যুমুখে পাঠাবার বদলে তিনি নিজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু নিকানর ক্রুদ্ধভাবে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে। বলে, ম্যাক্কাবিকে হত্যা করার কোনো পরিকল্পনাই দিমিত্রিয়াসের নেই। ম্যাক্কাবি চিরতরে যদি জুদিয়া ত্যাগ করেন তো আন্তিয়কে বসবাসের জন্য তাঁকে এক প্রাসাদ ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সম্মানিত অতিথির মতো ব্যবহার করা হবে তাঁর সঙ্গে। কিংবা ইচ্ছে করলে দাস-দাসী পরিবৃত হয়ে দামস্কাসেও তিনি প্রাসাদে যদৃচ্ছভাবে বসবাস করতে পারেন। রাগেশ তখন জানতে চান, নিশ্চয়তা কি ? নিকানর তখন তার পবিত্র বাক্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।'

'গ্রীকদের প্রতিশ্রুতি !' আমি হেসে বললাম। 'নোকরির পবিত্র কথা !'

'কিন্তু ওরা তা মেনে নিয়েছেন।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জুদাস বলে। তার মুখখানা সহসা যেন বুড়িয়ে যায় —ক্লান্ত দেখায়। 'গ্রীকের কথা হোক আর নোকরির কথা হোক, তা মেনে নিয়েই ওরা নিকানরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছেন। তাছাড়া, আমার বিশ্বাস, দাম সস্তাই হয়েছে ! আমিই নিকানরকে বলেছি যে সংগ্রাম শেষ হলে সাধারণ লোকের চাইতে ম্যাক্কাবির কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকে না।'

'যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি জুদাস !' আমি বললাম !

'আমার পক্ষে হয়ে গেছে ভাই সাইমন !'

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং সম্পূর্ণ ক্রোধের বশে টেবিলের উপর দড়াম করে এক ঘুষো মারলাম। 'না, ইস্রায়েলের ভগবানের দোহাই, কি ভাবছ জুদাস ? আত্মসমর্পণ করবে ?'

সে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'আমি বেঁচে থাকতে হবে না।' তারস্বরে বললাম।

'আমি থাকতেও না।' জোনাথান বলে।

ভাইয়ের হাত ধরে বললাম. 'জুদাস —জুদাস, আমার কথা শোনো। এত বছর আমি তোমার অনুসরণ করেছি, তোমার আদেশ পালন করেছি, কেননা তুমি ম্যাক্কাবি এবং ঠিক পথে চলেছ। এখন তুমি ভুল করছ। তারা তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, কিছুতেই করতে পারে না এই ভীত বৃদ্ধের দল। নিজেদের তারা আদন বলে অভিহিত করেন। ইস্রায়েলে আমি একজন আদনকেই চিনতাম। তিনি আমার পিতা মাট্টাথিয়াস —তিনি চিরশান্তি লাভ করুন। কিন্তু জুদাস, তুমি যদি নিজের প্রতি, ভাইদের প্রতি এবং জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর তো তিনি শান্তি পাবেন না ! মরবার সময় কি বলে

গিয়েছিলেন সেই বৃদ্ধ ? মনে পড়ে জুদাস ? যুদ্ধে তুমিই নেতা, কিন্তু বোঝা তিনি আমার উপরেই চাপিয়ে যান। বলেছিলেন, সাইমন, ভাইদের রক্ষক তুমি, আর কেউ নয় ! আমার কথা শুনছ জুদাস ?'

'শুনছি।' করুণভাবে সে বলে। 'কিন্তু আমরা কি করতে পারি ? কি করতে পারি আমরা ?'

'আগে যা করেছি — বনে চলে যাব। গ্রীকদের কথা তুমি বিশ্বাস কর ?'

'একাকী যাবে ?'

'একাকী শুধু তুমি আর আমি — যে পর্যন্ত ব্যাপারটা চরমে না ওঠে। কোনো শাসককে কোনোদিন সন্তুষ্ট হতে দেখেছ ? দেখেছ কোনোদিন তাদের লোভ নিবৃত্ত হতে ?'

'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।' জোনাথান বলে।

'না। জেরুজালেমে চলে যাও জোনাথান। রাগেশের কাছে গিয়ে বল যে ম্যাক্কাবি এফ্রায়েমে গেছে —ম্যাক্কাবি আর তার ভাই সাইমন। তাকে বল যে এই দুটি লোক এফ্রায়েমে গেছে এবং যতদিন দুটি লোকে স্বাধীনভাবে জুদিয়ার মাটিতে চলাফেরা করবে ততদিন যুদ্ধ চলবে। তাকে বল, যতদিন সারা দুনিয়ার লোক না জানবে যে জুদিয়ায় এমন একটি জাতি আছে যারা কারও কাছে, এমন কি ভগবানের কাছেও নতজানু হয় না, ততদিন যুদ্ধ চলবে। মিশরে এককালে আমরা দাস ছিলাম, কিন্তু আর দাস হব না। কথাটা রাগেশকে বল !'

জন যেতে চায় আমাদের সঙ্গে। পণ্ডিত মানুষ সে। ঘৃণা করবার প্রবৃত্তি কিংবা আঘাত করার দৃঢ়তা তার নেই। তবু তার আনুগত্য বরাবর অটুট ছিল, সাহসের অভাব ঘটেনি কোনোদিন। জন্মের দরুন সে এমন অদ্ভুত পাঁচ ভাইয়ের একজন হয়ে পড়েছে, সারা ইস্রায়েলের বিগত ইতিহাসে যাদের একতা অতুলনীয়। অদম্য মানসিক বল তাকে যুদ্ধ করতে, নেতৃত্ব করতে আর নিজের চরিত্রের বহির্ভূত বহু জিনিস করতে শিখিয়েছে। আজকেও যখন আমরা একাকী, যখন সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে আমরা চারজন মাত্র দণ্ডায়মান, তখনও তার প্রাণ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। আমি কি জুদাস যদি একটি মাত্র কথা বলতাম তো স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ি, তার সিনাগগ আর মহামূল্য পুঁথি ছেড়ে আমাদের সঙ্গে সে চলে আসত, আশা কি ভবিষ্যৎহীন পলাতক বিদ্রোহী হতো আমাদেরই মতো।

এ কাজ অন্তত আমরা করলাম না। মুশা বেন দানিয়েলকে ধন্যবাদ দিয়ে, পিতার মতো তাকে চুম্বন করে অস্ত্রশস্ত্র এবং যতটা খাদ্য বহন করা যায় তাই সঙ্গে নিয়ে আমরা মোদিন ছেড়ে চলে গেলাম। রাত্রিবেলা গ্রাম ছেড়ে আমরা

এফ্রায়েমের দিকে রওনা হলাম। কারও কাছে বিদায় নিলাম না। কেননা যারা টের পেল না, জবাবের জন্য তাদের অন্তরে খোঁজাখুঁজি করার আবশ্যক হবে না। গ্রামের মধ্য দিয়ে না গিয়ে রাতের বেলাই আমরা চলতে লাগলাম, এগিয়ে চললাম সুপরিচিত পুরনো পথ ধরে পাহাড়ের উপর দিয়ে। এ পথের প্রতিপদ আমাদের কোনো না কোনো গৌরবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

এফ্রায়েম পৌঁছবার মুখে কোনো ঘটনাই ঘটল না। সেখানে আমি আর জুদাস এক গুহায় বাসা বাঁধলাম। এককালে বহু ইহুদি পরিবার আশ্রয় পেয়েছে এখানে। জন আর জোনাথান সেই স্থানটি ভালোভাবে চিনত! সময় হলে তাদের যে-কেউ আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে। কখন কিভাবে সে সময় আসবে, আমরা জানতাম না। ততদিন এখানে অপেক্ষা করতে হবে। বস্তুত এ চিন্তা বড় সুখকর নয়। অনেক কিছুর মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও অনেক কিছু ঘটবে, তবু এফ্রায়েমে এই নির্জন নির্বাসনের মতো কোনো স্মৃতিই এত বিভীষিকাময় মর্মান্তিক নয়। কোনোকালে আমাদের মনোবল এত হ্রাস পায়নি, কোনোদিন ভবিষ্যৎ এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন হতাশাময় বলে মনে হয়নি। এত হতাশ আমরা হয়ে পড়েছিলাম যে জুদাস বলত, সত্যিই শেষ পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। মুখে না বললেও মনে মনে আমিও হামেশা অনুভব করতাম।

কিন্তু ভাইয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা আমার পক্ষে সব চাইতে বেদনাদায়ক হয়ে পড়ে। চোখের সামনে দেখছিলাম যে তার মহিমময় তেজ, তার অন্তরের অগ্নিশিখা নিভে আসছে, চওড়া হয়ে আসছে তার রাঙাটে কটা চুলের সাদা দাগ, গভীরতর হচ্ছে তার তরুণ মুখমণ্ডলের চিন্তারেখা। বেশ বুঝতে পারতাম যে রাগেশের বিশ্বাসঘাতকতায় তার অন্তর পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। রাগেশ বলেই ব্যাপারটা তার পক্ষে অত মর্মান্তিক হয়েছে। যে-রাগেশ প্রথমাবধি তার সঙ্গে আছে—ভয়ের বালাই যার ছিল না—মৃত্যুকে যে এত তুচ্ছ জ্ঞান করত যে মানসিক কৌতূহলবশে তাকে আলিঙ্গন করতেও সে প্রস্তুত ছিল—যে-কোনো প্রতিকূলতার মধ্যে যার বুদ্ধি অনায়াসে জয়ী হয়েছে—শুধু মাট্টাথিয়াসের পুত্রেরা নয়, হাজার হাজার ইহুদি যাকে পিতৃজ্ঞানে সম্মান করেছে, সেই রাগেশ বিশ্বাস-ঘাতকতা করল বলেই এমন মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছে জুদাস। তবু কোনো সময় এ নিয়ে সে আলোচনা করেনি; কিংবা কথায় কি কার্যে কখনও নিজের অন্তরের ব্যথার আভাস দেয়নি।

কি করে চিনব আমার ভাই জুদাসকে? সে আমায় নবজন্ম দিয়েছে। জীবনে নতুন অবলম্বন যে দিয়েছে কেমন করে সেই মানুষকে চিনি? উভয়ই অভিন্ন। জুদাসের আত্মা জীবনের অস্তিত্বের মতো, জীবনের সুষমামাখা অপরাজেয় শক্তির মতো।

জীবনের মতোই সে সয়ে যায়। আমার চাইতে অনেক অনেক বেশী শক্তিমান সে।

এ সময়কার নির্বাসনে খুব বেশী কিছু আমরা করতাম না। মজুদ খাদ্যের তহবিলে নতুন যোগান দেবার জন্য মাঝে মাঝে ছোটখাটো শিকারের খোঁজে বেরোনো হতো। এফ্রায়েমে নতুন যে-কটি পল্লী গড়ে উঠেছে, সেখানে না যাওয়াও আমরা সমীচীন বলে সিদ্ধান্ত করলাম। দু'জনের মধ্যে সামান্য কথাবার্তা হতো। সকাল সকাল শুতাম আর উঠতামও ভোরে। অন্যান্য ইহুদিদের মতো আমরা প্রার্থনা করতাম, কারণ আমরাও তো ইহুদি। জীবন যেমন ত্যাগ করা যায় না, তেমনি আমাদের ভগবানকেও তো ত্যাগ করতে পারি না। উভয়ের অন্তরঙ্গতা বেড়ে যায়। সে অন্তরঙ্গতা শুধু ভাইয়ে ভাইয়ে থাকে! কেমন করে বোঝাই তার কথা। এমন ঘনিষ্ঠতা তো আর কোনো সম্পর্কে গড়ে উঠে না। এ যেন বিভিন্ন দেহে একই আত্মা বাস করার মতো। নির্বাসনকালে মধুরভাষী নবী যেমন বলেছিলেন যে, ইহুদি ও নোকরি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এককালে এক সঙ্গে শোবে এবং একই সাথে উঠবে, এ যেন অনাগত সেই ভাবীকালের আভাস।

এর বেশী আর বলতে কি জানতে পারি কি? একদিন ব্যথা ভুলে, আমরা রুথের কথা আলোচনা করি। কিন্তু মৃতেরা বড় নিশ্চিন্তে, বড় সহজে ঘুমোয়……

বত্রিশ দিন জঙ্গলে কাটাবার পর একদিন সকালবেলা জোনাথান হাজির হয়। আমরা তখন গুহার মুখে বসেছিলাম। তাকে জড়িয়ে ধরে দু'জনেই চুমু খেলাম। দু'হাতে এক পাতলা গড়নের কোমল ছেলেটিকে ধরে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে অনেকদিন পরে জুদাসের মুখে হাসি ফোটে। বেঞ্জামিনদের মতো জোনাথান আমাদের যৌবনের প্রতীক, আমাদের পরম সম্পদ।

'কি হয়েছে বলো!' আমি বললাম। 'তার আগে খেয়ে বিশ্রাম করে নাও।'

'অনেক কিছুই হয়েছে।' জোনাথান বলে। বালক ছিল সে, এখন পুরো সাবালক। মাথা নেড়ে সে বলে, 'জেরুজালেম থেকে আসছি আমি! অনেক বীভৎস দৃশ্য দেখেছি। রাগেশ মারা গেছেন। মুশা বেন দানিয়েলও মরেছেন। সামুয়েল বেন জেবুলুন, আলেকজান্দ্রিয়ার গোষ্ঠীপতি এনখ এবং আরও অনেকে মারা গেছেন।' বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল জোনাথান। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে প্রথমে আমরা তা লক্ষ্য করিনি। কিন্তু এখন কথা বলবার সময় সে মাথা বাঁকাচ্ছে, বেদনায় তার মুখ কুঞ্চিত হচ্ছে। ফিসফিস করে বলে, 'আরও অনেকে। বড্ড সস্তা দরে তারা শান্তি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বেচবার বেলা বেশ চড়া দাম দিতে হয়েছে।' তার গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। 'বড্ড চড়া দাম…'

'জোনাথান!' তীক্ষ্মস্বরে ডাক দেয় জুদাস। 'জোনাথান!'

'আমি ঠিক আছি।' বালকটি বলে। 'এখানে আমি ম্যাক্কাবির সঙ্গে আছি, কাজেই ভালোই আছি। কিন্তু জুদিয়ায় লোকে বলাবলি করছে, ম্যাক্কাবি মারা গেছেন। আমি ঠিকই আছি, কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে আর ঘুমও হয়নি।'

জুদাস তাকে খাবার এনে দেয় আর আমি তার পা ধুইয়ে মলম মাখিয়ে দিলাম।

'সব কথা খুলে বলো।' জুদাস বলে।

'বলবার বেশী কিছু নেই। তোমার কথা মতো আমি রাগেশের কাছে গেলাম সাইমন। এবং তোমার কথা জানালাম তাকে। সাইমন, সাইমন, কি বলব, যে কষ্টে রাগেশ ভুগেছেন, ভগবান যেন চিরকাল তা থেকে সবাইকে দূরে রাখেন। তারপর নিকানর তার কাছে এসে বলে, জুদাসকে দাও আমাকে। রাগেশ তখন বললেন, জুদাস চলে গেছে, জঙ্গলে চলে গেছে জুদাস। কেউ জানে না ম্যাক্কাবি কোথায় থাকেন। রাগেশ এই কথা বলবার পর নিকানর চটে ওঠে। এক ইহুদি আর এক ইহুদির কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে নাকি? সে জানতে চায়। বৃদ্ধকে সে বিশ্বাসঘাতক দুশমন বলে গালাগাল দেয় এবং তার ভগবানের নামে শপথ করে বলে যে জুদাসকে না দিলে তাদের সমস্ত ফলভোগ করতে হবে। রাগেশ তখন আমার কাছে এসে বলেন, 'ভাই কোথায় আছে জানো? আমি বললাম, জানি। তিনি বললেন, তার কাছে যাবে? আমি বললাম, হাঁ, সময় হলেই যাব। রাগেশ তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার দূত হয়ো জোনাথান! পুত্রের সমান তুমি, জুদাস ম্যাক্কাবিয়াস যেখানেই থাক, আমার দূত হয়ে সেখানে যেও এবং তার হাত ধরে আমার হয়ে চুমু খেও। আর আমার কথা বলে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরো। এই কথাই বললেন রাগেশ।

জোনাথান দম নেয়। তারপর বলে, 'জুদাস, তিনি কি বললেন শোনো। বললেন, আমি শুধু তার ক্ষমা চাই, ভগবানের ক্ষমা নয়! অভিশপ্ত আমি, চিরদিনই নিন্দিত হব। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবার মতো উদার হৃদয় নিশ্চয়ই জুদাস ম্যাক্কাবিয়াসের আছে।' এই কটি কথাই তিনি বললেন জুদাস—

অশ্রুভরা চোখে জুদাস তখন ফিস ফিস করে বলে, 'তারপর?'

'তারপর বিষ খেয়ে রাগেশ আত্মহত্যা করেন। এই সংবাদ শুনে নিকানর উন্মাদ হয়ে যায় এবং বদ্ধ উন্মাদের মতো ভাড়াটে সৈনিকদের লেলিয়ে দিয়ে প্রবীণদের হত্যা করে এবং শহর ধ্বংস করে দেয়। তারা মুশা বেন দানিয়েলকে হত্যা করে, তার কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার করে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে রাস্তায় ফেলে যায়। রাত্রে দুটি লেভিটসহ সেখানে গিয়ে আমি দেবোরাকে মন্দিরে নিয়ে এলাম। মন্দিরটি এখনও ওরা লুঠতরাজ করেনি। সেখানে আমারই হাতের উপর সে প্রাণত্যাগ করে। যেভাবেই হোক তার মনে হয় যে,

এলিজার আবার তার কাছে ফিরে এসেছে ! তারপর আমি এখানে এসেছি। মোটামুটি এইটুকুই খবর জুদাস। এখন আমি ম্যাক্কাবির সঙ্গে আছি। বড় ক্লান্ত, ঘুমোতে পারলে ভালো হতো !'

পরদিন ভোরে আকাশ ফর্সা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এফ্রায়েম ত্যাগ করলাম। এবারে আর পাহাড়ের উপর দিয়ে যাইনি, চললাম পথ ধরে। প্রথমে গেলাম লেবোনা, তারপর শিলো, সেখান থেকে গিলগল। তারপর মোদিন উপত্যকা বরাবর একে একে দান লেভিন, হোরাল ও গৌমদ গ্রামে গেলাম। এবারে আমরা যাচ্ছি দিনের বেলা —রাত্রে নয়। এবং যেখানেই যাচ্ছি, সেইখানেই জুদাস ম্যাক্কাবিয়াসের পতাকা উত্তোলন করছি।

যেখানেই গেলাম সেইখানেই লোকজনের ভিড় জমে যায়। সাশ্রুনেত্রে তারা জুদাসকে চুম্বন করে এবং বল্লম, ধনুক ও ছোরা নিয়ে আমাদের দলে যোগ দেয়। শিলো ও গিলগলে ভাড়াটে সৈনিক ছিল। নিষ্প্রাণ প্রচণ্ড ক্রোধে আমরা তাদের হত্যা করলাম। কিন্তু অন্যান্য গ্রামে এ সংবাদ আগে আগে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভাড়াটে সৈনিকেরা পালিয়ে যায়।

ভোরবেলা আমরা রওনা হয়েছি, রাত দুপুরে মোদিনে পৌঁছোলাম। তখন প্রায় ন'শো লোক জুটেছে। তাছাড়া ম্যাক্কাবি বেঁচে আছে এই সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাতভর লোক আসতে থাকে।

প্রথম রাতে আমাদের কারও ঘুম হলো না। জুদাসের আত্মগোপন এবং জেরুজালেমের মর্মান্তিক সংবাদে মোদিন হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। সহসা আবার সারা ইস্রায়েলের মধ্যে সব চাইতে আনন্দমুখর বিশৃংখল স্থান হয়ে পড়ে। প্রতিটি ঘর, এমন কি প্রাচীন সিনাগগ পর্যন্ত সেনানিবাসে পরিণত হয়। তবু স্থান সঙ্কুলান হলো না বলে পাহাড়ের পাশে কি ক্ষেত খামারে ছড়িয়ে পড়ে লোকজন বিশ্রাম করে। কর্মকার রুবেন, আনন্দে আত্মহারা পাগলের মতো রুবেন অস্ত্রশস্ত্রের দোকান খুলে দেয় গ্রামের স্কোয়ারে। প্রতিটি শান দেবার পাথর জড়ো করা হয় এবং রাতভর স্কোয়ার ঘূর্ণায়মান পাথর আর তীক্ষ্ণ ধাতুর ঘর্ষণে উৎপন্ন ফুলকির আভায় উদ্ভাসিত হয়। আর আমাদের দশ-বিশ কি একশো জনের দলের সেনাধ্যক্ষরা সাবেক ঝুনো সঙ্গীদের খোঁজে রাতভর চেঁচামেচি করে। এক রাতের মধ্যে একটা বাহিনী গড়ে তোলবার প্রয়াসে তাদের চীৎকার চেঁচামেচি আর হুকুমের চোটে বেশী করে গণ্ডগোলের জট পাকায়।

খুব সামান্য সময়ই আছে। কারণ শৈলশ্রেণীর ওপাশেই জেরুজালেম। নিকানর ও তার ভাড়াটে সৈনিকেরা রয়েছে সেখানে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে গেছে এবং নেহাত মূর্খ না হলে এ বিদ্রোহ খাঁটি শক্তি, অর্জন করার পূর্বেই সে দমন করার চেষ্টা করবে। এইটেই আমাদের অনুমান

এবং অনুমান সত্য প্রতিপন্ন হলো। তবে নিকানরের অনিচ্ছার দরুন মূল্যবান যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় আমরা পেয়ে গেলাম, তাই আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। রাত্রিবেলা জুদিয়ার গিরিপথে ভারী বর্মপরা সৈন্য প্রেরণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে নিকানর অবশ্য বিবেচকের কাজই করেছে, কেননা জুদাস ইতিমধ্যেই তীরন্দাজ দল পাঠাতে শুরু করেছিল।

মাট্টাথিয়াসের প্রাচীন বাসভবনে আমরা সদর ঘাঁটি স্থাপন করলাম। সেখানে আমি আর জুদাস লম্প জ্বেলে রাতভর মেহনত করলাম, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে নতুন এক বাহিনী গড়ে তুললাম বলতে গেলে। জন জোনাথান আর আদম বেন লাজার অনবরত আমাদের সংবাদ এনে দিয়েছে। সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছে আদম বেন লাজার। প্রশস্ত একখণ্ড চামড়ার কাগজে আমরা সংগঠন ও সৈনাপত্যের ছক তৈরী করলাম। বিশজনের একটি দল গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অফিসার নিয়োগ করে তালিকাটি আমরা লেবেল পণ্ডিত মশাইএর হাতে দিয়ে দিতাম, আর তিনি বিভিন্ন আস্তানা ও গোলাবাড়িতে ঘোরাঘুরি করে প্রত্যেকটি নাম ডেকে সংগঠিত দলটিকে রুবেনের কাছে দিতেন অস্ত্রশস্ত্র আর রসদ পরখ করার জন্য। পরিস্থিতিকে আরও গোলমেলে করার জন্য গ্রাম খালি করে মোদিন ও গৌমদের সমস্ত শিশু এখানে হাজির হয় এবং বয়স্কদের যাবতীয় কাজকর্ম অনুকরণ করতে থাকে। তাদের হৈ হুল্লোড়ে গোটা রাত বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে।

কিন্তু জুদাসের পরিবর্তনই সব চাইতে বিস্ময়কর। আবার যেন সে প্রাণ পেল। আবার সেই সাবেক দিনের ধৈর্যশীল শান্ত তেজমণ্ডিত সহনশীল কঠোর জুদাস বেঁচে উঠল যেন। এখন সে ম্যাক্কাবি। লোকেও ডাকত তাই বলে। রাতভর শুধু শোনা গেছে: 'ম্যাক্কাবি কোথায়?' 'ম্যাক্কাবির জন্য খবর এনেছি।' 'হ্যামোয়াল থেকে ম্যাক্কাবির জন্য বিশজনের দল নিয়ে এসেছি।' 'পাঁচ বছর ম্যাক্কাবির সঙ্গে লড়েছি—আমায় তার দরকার আছে।'

সত্যিই প্রয়োজন আছে এদের। সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করলাম। সে রাতে কতবার যে মদ্যপান করতে হলো! কারণ সেনাধ্যক্ষের পর সেনাধ্যক্ষ মাট্টাথিয়াস ভবনে এসে ম্যাক্কাবির নিকট আনুগত্যের শপথ করে যায়। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে, জোনাথান এফ্রায়েমে সংবাদ নিয়ে আসবার দ্বিতীয় প্রভাতে মোদিনে আমাদের এক বাহিনী গড়ে ওঠে; আর নিকানর যদি রাত্রেই অগ্রসর হতে আরম্ভ করে এই শঙ্কায় আরও দুশো অতিরিক্ত ধানুকী পাহাড়ে পাহাড়ে প্রস্তুত থাকে তার অভ্যর্থনার জন্য। মোদিনে আমাদের বাহিনীর সংখ্যাও দু' হাজার তিনশো ছাড়িয়ে যায়। শত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্ষতমণ্ডিত কঠোর খুনো যোদ্ধা এরা।

জুদাসকে আমি ঘুমোতে বাধ্য করলাম। এবং যাতে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারে সেজন্য কপাট বন্ধ করে দরজায় দু'জন প্রহরী মোতায়েন করলাম। মহাশূন্যে ক্রমে প্রভাতের প্রথম মধুর গোলাপী আভা দেখা দেয়. পূব আকাশে ফুটে ওঠে এক গুচ্ছ গোলাপী আলোর উদ্ভাস। পূব দিকেই আমাদের পবিত্র শহর। আকাশের এ আলো যেন আমাদের উঁচু উর্বর ক্ষেতের গোলাপী রঙের পালটা জবাব। এক-কালে, যে ছোট্ট জলপাই বীথিকায় আমি আর রুথ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে শুয়ে থাকতাম, শিশির-ভেজা ঘাসের মধ্য দিয়ে হেঁটে আমি সেখানে গেলাম এবং আলখাল্লা ছড়িয়ে তার উপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে মাটির পরশ অনুভব করলাম।

আমি তখন পরম সুখ অনুভব করলাম। লোকে বলে. কঠোর হস্ত লৌহ হৃদয় সাইমনের। আমার মহিমময় ভাইদের মধ্যে আমিই সব চাইতে নিকৃষ্ট —মাট্টাথিয়াস নন্দনদের মধ্যে নির্বোধ বৈচিত্র্যহীন একমাত্র আমিই এখনও পা টেনে চলেছি। তবু সেদিন এতটা সুখী হলাম যে জীবনে আবার কখনও অতটা সুখী হতে পারব বলে কল্পনাও করিনি। বহু বছরের মধ্যে সেই প্রথম আমার হৃদয় শান্তি পেল, মন থেকে ধুয়ে মুছে গেলো তিক্ত বিষজালা। ভালো ভালো বহু স্মৃতির কথাই মনে পড়ছে। সেখানে শোয়া অবস্থায় জীবিত ও মৃত উভয়েই আমার কাছাকাছি ছিল এবং তারা আমায় সান্ত্বনা দেয়। কোনো শয়তান আমায় উত্যক্ত করেনি, কোনো ঘৃণাও অন্তর দগ্ধে মারেনি। প্রভুত্বব্যঞ্জক ক্রোধী বৃদ্ধ আদন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন, আর ঘুমোচ্ছে লম্বা কোমল এক নারী। এমনভাবে এ নারী আমার হৃদয় হরণ করেছিল যে আর কোনো নারীই তেমন পারেনি কিংবা পারবেও না। আমার ঠোঁটে সে চুমু খেয়েছে আর আমায় বিকিয়ে দিয়েছিল তার প্রাণ। মনে হয়, ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে আমার ঝিম এসেছিল। কারণ বহু কথা যেমন স্মরণ করেছি তেমনি স্বপ্নও দেখেছি। ইহুদিদের মতো এক অদ্ভুত জাতিকে যে লালন করেছে, স্বপ্নের বিষয়বস্তু সেই সুপ্রাচীন ইস্রায়েল-ভূমি। আশীর্বাদের মতো প্রভাতী প্রার্থনার বাণী আমার অন্তরে গুঞ্জরিত হচ্ছিল : 'কি অপূর্ব তোমার তাঁবু হে জেকব, কি অপরূপ তোমার বাসভূমি হে ইস্রায়েল! বার বার ঘুরে ফিরে কথাকটি আমার মনে উদয় হচ্ছিল। শেষ অবধি ঝিম আরও গাঢ় হয়, কিংবা ঘুমিয়েই পড়েছিলাম হয়ত। যখন জাগলাম, তপ্ত প্রভাতী রোদ আমার চোখে মুখে।

সরাসরি উপত্যকার মধ্য দিয়ে মোদিন লক্ষ্য করে ন'হাজার ভারী বর্মপরিহিত সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসে নিকানর। ছেলেবেলায় আদনের সঙ্গে মন্দিরে যাবার সময় ঠিক এই পথ ধরেই গিয়েছি। ভোরেই জেরুজালেম থেকে রওনা হয়েছে তারা। প্রতিটি গিরিসঙ্কটে আমাদের বিশজনের দলগুলি তাদের বাধা দিলেও লাগোয়া-ভাবে ঢাল উত্তোলন করে তারা এগিয়ে আসে। জেরুজালেম থেকে গিদিয়ন-

এবং সেখান থেকে বেথ হরন অবধি লিকলিকে মারাত্মক সিডার কাঠের তীরবৃষ্টির মধ্যে চলতে হয়েছে তাদের। গ্রীকরা যখন মারাত্মক সর্পতুল্য 'জুদিয় বৃষ্টি'র কথা বলে, তার অর্থ যে কি, নিকানর নিজেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। এই গোটা পথ মৃতদের তারা রোদের মধ্যে ফেলে আসে। তবু পথ বদলাবার পাত্র নিকানর নয়। পথের প্রতিটি গ্রাম জালিয়ে দিয়ে তারা এগিয়ে আসে। রাত কাটাবার জন্য তারা বেথ হরনে ছাউনি ফেলে। কিন্তু রাতভর আমাদের তীর তাঁবুর উপর বৃষ্টিধারার মতো টুপটাপ বর্ষিত হয়। ছাউনি ফেললেও তাদের ঘুমোতে হয়নি। সকালবেলা তিরিক্ষি মেজাজে গভীর ঘৃণা নিয়ে তারা উপত্যকা ধরে মোদিনের দিকে আসে। মোদিন থেকে মাইল তিনেক দূরে রাস্তা বরাবর উপত্যকার তলদেশে শান্ত একটি নদী প্রবাহিত। পাহাড় ও ক্ষেতগুলো এখানে খাড়া। কোঁকড়ানো ঝোপ-ঝাড় ছাড়া কোনো জঙ্গলও নেই। এইখানেই ব্যারিকেড তৈরী করে আমরা তাদের পথরোধ করলাম।

আমাদের কৌশলের মধ্যে কোনো অভিনবত্ব ছিল না, তবে এ কৌশল নিকানরের অজানা। জুদিয়ার প্রতিটি গিরিসঙ্কট মৃত্যুর ফাঁদ। ভাড়াটে সৈনিকের গোটা এক পুরুষ জুদিয়ার মাটির তলায় সমাধিস্থ। তবু নিকানর গিরিসঙ্কটের মধ্যে, ফাঁদের মধ্যে এগিয়ে আসে। অবশ্য তাছাড়া আর কিছু করবারও ছিল না। আমরা পথে দণ্ডায়মান। হয় আমাদের উড়িয়ে দিতে হবে, না হয় পিছু হটে জেরুজালেম যেতে হবে। সেখানে পৌঁছানো যদি অবশ্য সম্ভব হয়। সে আমাদের উড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্তই করে।

ব্যারিকেডের পেছনে বল্লম, তরোয়াল ও হাতুড়ি হাতে আমাদের আটশো সেরা যোদ্ধা মোতায়েন করা হলো। বাকী আর সবাইকে তীর ধনুক ছোরা আর হাজার হাজার বাণ্ডিল খাটো সরল সূচীতীক্ষ্ণ তীরসহ পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পাথর, জঞ্জাল ও গাছ-গাছালি দিয়ে আট ফুট উঁচু এবং বিশ ফুট চওড়া ব্যারিকেড গড়া হয়েছে। প্রাচীরের মতো আশ্রয় এ নয়, ফ্যালাংস ব্যূহের অগ্রগতির বাধা মাত্র। আমাদের পক্ষের লোকজন এখানে পাহারা দিচ্ছে। কয়েকগজ সামনে দাঁড়িয়ে আমি জুদাস আর রুবেন ভাড়াটে সৈনিকদের যন্ত্রবৎ অগ্রগতি লক্ষ্য করছি। লাগোয়া ঢালের আড়ালে দীর্ঘ ভারী চকচকে বল্লম উঁচিয়ে পথ দিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে তারা। আশী ফুট চওড়া উপত্যকা জুড়ে চলছে সৈন্যদল। হেঁটে তারা নদীর মধ্যে নামে। পাহাড়ের পাশে ঠাসাঠাসি ভিড় জমে যায়। বারবার তাদের এক একজন ফ্যালাংস ব্যূহ থেকে খানিকটা এগিয়ে আসে আর গালে চোখে কি মাথায় আমাদের পক্ষের শরবিদ্ধ হয়ে অন্যান্যের সাঁজোয়াপরা পায়ের তলায় মাটিতে এলিয়ে পড়ে।

এত কাছে তারা এসে পড়ে যে আমরা তাদের ক্রুদ্ধ নোংরা ঘামে-চকচক মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম যে আশী পাউণ্ড উত্তপ্ত ধাতু নিয়ে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা জুদিয়ার তপ্ত রোদের মধ্যে হাঁটার মানে কি। এত কাছে তারা এসে পড়ে যে ভোরের বাতাসে তাদের অস্নাত তপ্তদেহের বোঁটকা গন্ধ এবং ঘোড়ার সাজের চামড়ার গন্ধ পর্যন্ত আমাদের নাকে আসছিল প্রায়। তাদের ধাতুর দ্রব্যের ঝনঝন শব্দে গিরিসঙ্কট মুখরিত হয়ে ওঠে। এই শব্দ মিশে যায় আমাদের ধানুকীদের উন্মত্ত চীৎকার, উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার ভারী আওয়াজ, আহতের আর্তনাদ, মুমূর্ষুর ককানি আর ভাড়াটে সৈনিকদের মুখের দ্রুত উচ্চারিত জঘন্য দেহাতি আরেমিক গালাগালের সঙ্গে।

তারপর আমাদের পেছন থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে তারা থেমে দাঁড়ায়। পাঁচটি লোক তাদের নেতৃত্ব করছে। নিকানর তাদের একজন। হাত তুলে সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল চেঁচামেচি থেমে যায়, আমাদের পক্ষের শরবর্ষণও থামে।

'তুমি কথা বলবে ম্যাক্কাবি?' হেঁকে বলে নিকানর।

'কিছুই নেই বলবার।' জুদাস জবাব দেয়। তার কণ্ঠস্বর তীব্র, নিষ্প্রাণ।

'আপোলোনিয়াসকে তুমি হত্যা করেছ ম্যাক্কাবি। সে আমার বন্ধু ছিল। জঘন্য চালাকি করে ফাঁদ পেতে তোমরা তাকে খুন করেছ। একথা অস্বীকার কর ম্যাক্কাবি?'

'হাঁ, আমি খুন করেছি তাকে।' জুদাস বলে।

'তাহলে আমার পণ শোনো ইহুদি! আমি শপথ করছি যে নিজের হাতে তোমায় খুন করে আমি এই গিরিপথ উন্মুক্ত করব—নিশ্চিহ্ন করে দেবো ইহুদি জঞ্জাল। জুদিয়ার প্রত্যেকটি জলপাই গাছে ইহুদি ঝুলবে, আর প্রতিটি সিনাগগে এক একটি শুয়োর বলি দেওয়া হবে।'

কথা বলতে বলতে সে এগিয়ে আসে। জুদাসও এগিয়ে যায় তার দিকে। নিকানরের হাতে ঢাল, কিন্তু তরোয়ালখানা খাপের মধ্যে। কোনো ঢাল বা বর্ম জুদাসের ছিল না, শুধু আপোলোনিয়াসের তরোয়ালখানা কাঁধে ঝোলানো ছিল। সাদা সুতীর পাজামা আর স্যাণ্ডাল পরে কোমর অবধি খালিগায়ে নরম পেশীগুলো নাচিয়ে বাঘের মতো হেঁটে এগোয় জুদাস। বাঘের মতোই গুটিগুটি এগিয়ে সে লাফিয়ে পড়ে। তার শক্তির পরিচয় আমি যতটা জানতাম, খুব সামান্য লোকই ততটা জানত। নিকানর ঢাল দিয়ে তাকে আটকে খাপ থেকে তরোয়াল বার করবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাত মুচড়ে জুদাস ঢালটা একপাশে সরিয়ে দেয়। আকস্মিক কলরোলের মধ্যে আমরা শুনলাম যে নিকানরের হাতের হাড় মট করে ভেঙে গেলো। খালি হাতেই দুটো প্রচণ্ড ঘুষোয় গ্রীকটিকে খতম করে দেয় জুদাস। তারপর তার দেহটা তুলে মাথার উপর কয়েকটা পাক দিয়ে ব্যূহের উদ্যত বল্লমের উপর ছুঁড়ে মারে।

কলরোল কোলাহল তখন সব কিছু ছাপিয়ে যায়। দৌড়ে পিছু হটে আসে

জুদাস এবং তাকে আমাদের ব্যারিকেডের উপর তোলবার জন্য শ'খানেক হাত প্রসারিত হয়। ফ্যালাংস ব্যূহটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে. আমাদের মুখোমুখি হয় এবং ব্যারিকেডের বাধা পেয়ে হাতড়াতে থাকে। তখন দেখলাম যে আমাদের ধানুকীরা পাথর উপড়ে উপত্যকার মধ্যে ফেলছে আর পাথর ও ছোরা নিয়ে. এমন কি খালি হাতেও উন্মাদ বন্য জিঘাংসার উন্মাদনায় হিংস্রের মতো যুদ্ধ করছে। দশ বছরের নিষ্ঠুর উন্মাদ আক্রমণের সঞ্চিত বেদনা, অগুনতি হত্যা. বলাৎকার, গৃহদাহ ও ধ্বংসের স্মৃতি তাদের উন্মাদ করেছে। স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই চায়নি তারা, তাই স্বাধীন মানুষের ক্রোধ তাদের অন্তরে—পবিত্রস্থান অপবিত্রকরণ. অপমান ও লাঞ্ছনার বহ্নিজ্বালা তাদের প্রাণে।

তখন ভাড়াটে সৈনিকদের যদি নেতা থাকত, যদি তারা প্রতিরোধ করত, উপত্যকার তলদেশে তারা যদি অত ঠাসাঠাসি না হতো তো তারা উদ্দেশ্য সাধন করতে পারত। কিন্তু নিকানরের মৃত্যু এবং হিংস্র আক্রমণের উগ্রতা তাদের মনোবল ভেঙে দেয়। তাদের সম্মুখের দল ব্যারিকেডের সামনে থেকে হটে যাবার চেষ্টা করে —পেছনের দল ব্যারিকেড ভেঙে পার হয়ে যাবার জন্য সামনের দলকে চাপ দেয় আর ব্যারিকেড থেকে আমাদের বর্শাধারীরা এই হুড়োহুড়ির সুযোগ নিয়ে তাদের সাবাড় করে।

ন'হাজার ছিল ওদের দলে; ইহুদিদের সংখ্যা তিন হাজারেরও কম। দীর্ঘ বিভীষিকাময় পাঁচ ঘণ্টা সেই উপত্যকার তলদেশে আমরা লড়াই করি। এই বিভীষিকাময় নারকীয় কসাইখানায় জুদাস আর জোনাথান ছিল আমার পাশে।

যুদ্ধের অনেক কথাই ভুলে গেছি। অনেক কিছুই ধরে রাখতে পারিনি মনে। কারণ তেমন যুদ্ধ কোনোদিন হয়নি, এমন কি যখন সব শেষ হয়ে যায় তখনও না। তবু কিছুটা স্মরণ আছে। মনে পড়ে একটা বিরতির কথা। কেননা যুদ্ধ করার সময়েও মানুষ বিরাম ও বিশ্রাম না করে পারে না। নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শোণিতধারা ছুটছে পায়ের চারপাশ দিয়ে, গাঢ় জমাট বাঁধা রক্তের পরিমাণ জলের চাইতেও বেশী। একটার উপর একটা পড়ে-থাকা পাঁচ পাঁচটা লাশের উপর দিয়ে হেঁটেছি মনে পড়ে। একবার এমন একটা ভিড়ের চাপে আটকা পড়েছিলাম যে সেই ঠাসাঠাসির মধ্যে ইহুদি বা ভাড়াটে সৈনিক কেউই হাত পর্যন্ত তুলতে পারছিল না —মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। মনে পড়ে একবার অনেকক্ষণ আমরা পাঁচ ফুট উঁচু মরা মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দশ গজের মধ্যে লাশ ছাড়া কোনো জীবিত মানুষ ছিল না।

শেষ অবধি যুদ্ধও শেষ হয়ে যায়, খতম হয়ে যায় সব কিছু। আমরা জয়ী হয়েছি। হাতাহাতি মুখোমুখি সংগ্রামে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি এক বিরাট

ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী। বিনিময়ে কি মূল্য দিতে হয়েছে! সেই মারাত্মক উপত্যকার বধ্যভূমিতে মাত্র হাজার ইহুদি মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছিল। সবারই আপাদমস্তক রক্তাপ্লুত, সবাই উলঙ্গপ্রায়। কারও কাঁধ থেকে, কারও বা কোমর থেকে এক একখানা রক্তমাখা ন্যাকড়ার টুকরো ঝুলছে। প্রতিটি দেহ রক্তস্রাবী আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। তাদের গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে মিশে যাচ্ছে পায়ের তলার রক্তে ভেজা নরম মাটির সঙ্গে।

আমি তখন ভাইদের খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু সেই বিভীষিকাময় স্থানে সবাইকেই প্রায় সমান দেখায়। অবসাদ ও আতঙ্কে কেঁদে ফুঁপিয়ে নাম ধরে তাদের ডাকলাম। সবাই আমার কাছে আসে। জুদাস, জোনাথান, এমন কি জনও এল। কিন্তু জন এমন ভীষণভাবে আহত হয়েছিল যে লাশের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাকে আসতে হয়। তবু সে আমাদের একজন হবার জন্য কোনোমতে পায়ে ভর করে দাঁড়ায়……।

এইভাবেই আমরা জয়লাভ করি। জয়োল্লাসহীন নিরানন্দময় এ বিজয়। অবসন্ন ব্যথাজর্জর দেহ টেনে এবং ককানো আহতদের নিয়ে আমরা জেরুজালেমের দিকে রওনা হই। মোদিনে আগের রাত্রিই আমাদের আনন্দোল্লাসের শেষ দিন। আজকে মোদিনে গৌমদে শিলোতে কে পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন কিংবা স্বামীহারা নয়? আরও বহু মানুষ আছে ইস্রায়েলে, কিন্তু মোদিনে সেই জিঘাংসাভরা বধ্যভূমিতে আমাদের বাহিনীর সেরা যোদ্ধা, প্রথমাবধি আমাদের দলের একান্ত অনুগত ঝুনো লড়িয়েরা ধরাশায়ী হয়। সেই প্রচণ্ড সংগ্রামের পর গৌমদের যোদ্ধাদের মধ্যে মাত্র বিশজন বেঁচেছিল, আর মোদিনের লোকের মধ্যে আমি এবং আমার ভাইরা ছাড়া ছিল বারোজন। কিন্তু শেষ ভাড়াটে সৈনিকটি পর্যন্ত নিহত হয়েছে। এমন কি বর্ম খুলে ফেলে যারা লড়াই করতে করতে উপত্যকা ছেড়ে যায়, আমাদের পক্ষের ধানুকী এবং কাছাকাছির গিবিয়ন ও গেজার গ্রামের ছেলেদের হাতে পর্যন্ত তাদের সবাই নিহত হয়েছে। কিন্তু তাতে আমাদের সান্ত্বনার কি আছে? প্রথমদিকেও বার বার এমনি হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটে সৈনিকের কি অন্ত আছে? সারা দুনিয়া যোগান দিচ্ছে তাদের। আবারও এমনি হবে। আমাদের এই ছোট্ট দেশে অন্তহীন বিভীষিকাময় ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গোটা জীবনই কি চলবে এমনি করে? কোনো বিশ্রাম, কোনো সমাপ্তি, কোনো অবসানই কি নেই? যখন দেখছি, লেবেল পণ্ডিত মশাই মারা গেছেন, তেরো বছর বয়সে আমাদের প্রথম সংগ্রামে যে যোগ দিয়েছিল সেই নাথান বেন বোরাকের অস্থিও যখন সেই উপত্যকায় পড়ে রইল, তখন সান্ত্বনার আর কি আছে? আজীবন যাদের চিনতাম, ছেলেবেলায় যাদের সঙ্গে খেলেছি সেই মেলেক, দানিয়েল, এজরা, সামুয়েল, দাভিদ, গিদিয়ন, আহবও তো রয়ে গেলো সেখানে! বহু ছেলের বাপের অস্থিও তো ভাড়াটে

সৈনিকদের অস্থির সঙ্গে সেখানে পচছে! সান্ত্বনা কোথায়? কখন এর শেষ হবে? কেমন করেই বা হবে?

জেরুজালেমে পৌঁছোলাম আমরা। দুর্গের ইহুদি ও গ্রীকরা আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ পাবার পূর্বে তিনদিন বিশ্রামের সুযোগ জোটে। বড্ড বেশী অপেক্ষা করেছে তারা। কেননা তিনদিনের পর দক্ষিণের দুর্গে রঙ-ময়লা ভয়ঙ্কর ইহুদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কাজেই বিত্তবান ইহুদিরা যখন ভাড়াটে সৈনিক নিয়ে দুর্গের বাইরে আসে, পথে পথে তাদের সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করি এবং নির্মম আঘাত হেনে আবারও তাদের আশ্রয়ে তাড়িয়ে দিলাম। এতে আবার আমাদের পক্ষের প্রাণহানি হয়। আমি নিজে তখন ক্লান্তিতে অবসন্নপ্রায়। মনে হয়, আমার আঘাত আর সারবে না। রুবেন বেন তুবেলের এক হাতের অর্ধেক আঙুল পড়ে যায় এবং শত পট্টি বাঁধা সত্ত্বেও সে ক্ষত পচে ওঠে। আমার ভাই জন মোদিনে বেহুঁস জ্বরে শয্যাশায়ী, তার ঘা বিষাক্ত হয়ে গেছে এবং পুঁজ জন্মেছে। জোনাথানের মধ্য থেকেও যৌবনের উন্মাদনার স্ফুলিঙ্গ নিভে গেছে। আর তা ফিরবে না। বড্ড বেশী নীরব হয়ে যায় সে। তার সদ্য গজান কচি দাড়িতেও সাদা ছোপ লাগে।

একমাত্র জুদাসই পরাজয় ও হতাশার অতীত। এককালে হতাশা তাকে পেয়ে বসেছিল, কিন্তু তাকে কবলিত করতে পারেনি। একবার নয়, বহুবার সে আমায় বলেছে, সাইমন, স্বাধীন জাতিকে জয় করা বা হত্যা করা যায় না। আমাদের পক্ষে প্রতিবারেই নতুন সূচনা—চিরদিন নতুন আরম্ভ।

এবারে জেরুজালেমে জুদাস পুরোপুরি ম্যাক্কাবি হয়ে বসে। সেই বৃদ্ধদের মৃতদেহ সংগ্রহ করে সেগুলো সমাধির ব্যবস্থা করে। আবারও সে-ই মন্দির সাফ করে এবং ধবধবে সাদা প্রধান পুরোহিতের পরিচ্ছদ পরে প্রার্থনা পরিচালনা করে। সে-ই সান্ত্বনা দেয় বিধবাদের এবং যে কেউ তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ, দাবী বা অনুনয় করে তাকেই সাহস দেয়। আমাদের আঘাতের ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই আবার সংবাদ এল যে নতুন এক ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী জুদিয়ার সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন জুদাসই বুঝিয়ে দেয় যে আবার লড়াই করার দরকার আছে।

ইতিপূর্বে এমন চটপট আর কখনও সবকিছু ঘটে যায়নি। মুশা বেন দানিয়েলের মতো বন্ধু এখন আর নেই যে আগাম এসে জানিয়ে যাবে, রাজাধি-রাজের দরবারে কি ঘটছে। ভগবান তার আত্মার শান্তিবিধান করুন! এককালে নয় হাজার সৈন্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে পাগলা রাজা আন্তিয়কাসের এক কি দু'বছর লাগত। কিন্তু এবারে সেই বিভীষিকাময় উপত্যকার মর্মান্তিক হট্টগোলের ধ্বনি কান থেকে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আগুয়ান ভাড়াটে সৈন্য বাহিনীর সম্মুখের পলায়নপর ইহুদিদের কাছ থেকে সংবাদ শুনতে পেলাম। এ থেকে

নতুন রাজাধিরাজ দিমিত্রিয়াস আমাদের কাছে দানবরূপে প্রতিভাত হলো। আমাদের দলের কেউ তাকে দেখেনি কিন্তু তার সম্পর্কে গুজব রটেছিল অঢেল। সে কি শূন্য থেকে ভাড়াটে সৈন্য তৈরী করতে পারে? এই রকমই বলাবলি হতো। আরও অনেক কথাই চালু ছিল। শত্রু বাহিনী যদি অগণিত হয় তো প্রতিরোধ করে কি হবে? ইস্রায়েলে তখন এক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়।

জুদিয়ার বাইরে থেকে, অন্যান্য দেশের ইহুদিদের কাছ থেকেও কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। মনে হয় ফেলিস্তিনের এই অশান্তি তারা বোধ হয় ক্লান্তিকর মনে করছে। ভাবছে, এক বারের রক্তপাত শুধু অধিকতর রক্তপাতের সূচনা করে। একদিক থেকে এ জিনিস দুর্বোধ্য নয়। কারণ, যে স্বাধীনতার আদর্শ কয়েক পুরুষ আগে ত্যাগ করে এখনও তারা টিঁকে আছে, আমরা আজও সেই আদর্শের মরীচিকার পেছনে ঘুরে মরছি। দীর্ঘকায় রাঙাটে কটা চুল যে যুবকটি শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেছে এবং সরল শান্তিবাদী চাষীদের মধ্য থেকে তার বাহিনী গড়ে তুলেছে, প্রথম দিকে তার অদ্ভুত অপূর্ব একক গৌরবের একটা মোহ ছিল। কিন্তু সে গৌরবও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বাক্কাইদিস নামে এক নতুন শাসকের অধীনে নতুন এক বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে শুনে জুদাসকে বললাম, এখন আমাদের বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করাই হয়ত ভালো।

'বাক্কাইদিস কি করবে?' মৃদু হেসে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে জুদাস। 'সে কি আমাদের ক্লান্তি কেটে যাওয়া অবধি কিংবা আমাদের আঘাত না-শুকোনো অবধি অপেক্ষা করবে? আপোলোনিয়াসের বন্ধু ছিল নিকানর। এবারে শুনছি বাক্কাইদিস নিকানরের বন্ধু। নিকানর আর তার ন'হাজার ভাড়াটে সৈন্যের মৃতদেহ যেখানে পড়ে আছে, সে হয়ত যাবে সেই উপত্যকায়। কিন্তু তাতে সে আমাদের আরও ভালো ঠেকবে কি? না সাইমন, বিশ্বাস কর, লড়াই আমাদের করতেই হবে এবং যতদিন লড়াই করব ততদিনই আমরা বেঁচে থাকব, আর যখনই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করব, তখন জানবে সব শেষ হয়ে গেছে। ওদের সামনে কোনোদিনই আমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করব না।

মোদিনে শয্যাশায়ী জন লোক মারফত সংবাদ পাঠিয়ে অনুরোধ করে যে বাক্কাইদিসের বিরুদ্ধে এগিয়ে না গিয়ে আমরা যেন মন্দিরের প্রাচীরের আড়াল থেকে মন্দির রক্ষা করি এবং গ্রীকদের কাছ থেকে সন্ধিশর্ত মুচড়ে আদায় করার চেষ্টা করি। এমন শর্ত আদায় করতে হবে যাতে শক্তি সংহত করে একটা নতুন বাহিনী গড়ে তোলার সময় পাওয়া যায়। রুবেন আমি আর আদম বেন লাজার এই প্রস্তাবে রাজী হলাম। জুদাসের সঙ্গে এ নিয়ে দীর্ঘ উত্তেজিত আলোচনাও হয়। কিন্তু সে অনড়, এমন কি রেগে যায়। চেঁচিয়ে বলে, 'না না! আমি শুনব না। প্রাচীর দিয়ে কি হবে আমার? যে মূর্খ দেয়ালের উপর নির্ভর করে, প্রাচীর তাদের পক্ষে ফাঁদের মতো।'

'কিন্তু আমরা লোক পাচ্ছি কোথায় ?' আদম জানতে চায়। 'মৃতদের বাঁচাতে পারব না তো !'

'কিন্তু জীবিতদের জাগাতে পারি।' জুদাস বলে।

আমি তখন অনুনয়ের সুরে বললাম, 'জুদাস —জুদাস ! কি বলছ তুমি ? জেরুজালেম থেকে বাক্কাইদিস মাত্র দিন খানেকের পথ দূরে আছে। কিন্তু এখানে আমাদের এগারোশো লোকের বেশী নেই। একদিন কি দু'দিনের মধ্যে কোথায় লোক পাবে তুমি ? মোদিনে যাবে ? কোনো লোক সেখানে নেই। গৌমদ যেতে চাও ? শিলোয় যাবে ?'

'না !' খেঁকিয়ে ওঠে জুদাস। 'এখানে ফাঁদের মধ্যে আমি ধরা পড়ব না। আগে হলে আমি প্রাচীনদের পরিষদের কাছে যেতাম হয়ত। গিয়েছিও। আজকে তাঁরা মৃত, কেন না তাঁরা সস্তায় স্বাধীনতা কিনেছিলেন। অর্থের বিনিময়ে, সোনা ও লুঠের লোভে যারা লড়াই করে তাদের সঙ্গে আমি কোনো দর কষাকষি করব না। নেকড়ের মতো যে সব নোকরি আমাদের উপর চড়াও হচ্ছে, কোনো কথা নেই তাদের সঙ্গে। যতদিন লোকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, ততদিন লড়ব। যুদ্ধই করব আমি, কারণ আমি জানি কেমন করে প্রকাশ্যে, পাহাড়ে পাহাড়ে এবং গিরিসঙ্কটে ইহুদিদের মতো লড়তে হয় !'

'জুদাস, আমার কথা শোনো……'

'না। এখন আমার কথা শোনো সাইমন। বৃদ্ধ কি বলেছিলেন মনে পড়ে ? তোমার কথা খাটবে শান্তির সময়, আর আমারটা যুদ্ধের সময়। মনে পড়ে রাগেশকে বলবার জন্য জোনাথানকে কি বলেছিলে তুমি ? বলনি যে যতদিন মাত্র দু'জন লোকও জুদিয়ায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে ততদিন সংগ্রাম চলবে ? সে কি শুধু কথার কথা ?'

'সে কথার কথাই বটে।' বিড়বিড় করে আমি বললাম।

'বেশ তাহলে তুমি, রুবেন, আদম বেন লাজার, এমন কি দক্ষিণের দুশো লোকেও যদি নিজেদের পথে চলতে চাও তো চলো। কোনো বাধা দেবো না। সস্তাদরে যদি অপর কেউ স্বাধীনতা কিনতে চায় তো তারাও যেতে পারে। কিন্তু জোনাথান থাকবে আমার সঙ্গে।' জিজ্ঞাসু সন্ধানী চোখে সে জোনাথানের দিকে ফেরে। বিষণ্ণ হাসি হেসে মাথা নাড়ে বালকটি।

'শেষ অবধি আমি ইহুদি থাকব জুদাস !'

'তাহলে চলে এস, ওদের সলাপরামর্শ করতে দাও !' জোনাথানের ঘাড়ে হাত দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় !

দীর্ঘ থমথমে নীরবতার মধ্যে আমরা তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তারপর মাথা ঝোঁকে একে একে বেরিয়ে পড়লাম।

সেদিন সন্ধ্যায় মন্দিরের চত্বরে লোকজন জমায়েৎ করে জুদাস। এমন বক্তৃতা

সে করে যে ইতিপূর্বে কোনোদিন তেমনভাবে বলতে পারেনি। আমাদের সম্মুখের জিনিসকে লঘুও করেনি কিংবা ফেনিয়েও তোলেনি। দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে যথাযথভাবেই সে বাস্তব পরিস্থিতি নিবেদন করে। আমি বুঝতাম না। তবে সে বিশদভাবে খাঁটি খাঁটিই বুঝেছে।

সে বলে, আবারও লড়াই করতে হবে আমাদের। জানি না এটাই শেষ লড়াই কি না। আমার ধারণা বার বার ওরা আসবে। কিন্তু লড়াই আমাদের করতেই হবে এবং একদিন আমরা স্বাধীন হব। যদি সময় থাকত তো দেশের মধ্যে ঘুরে আগের মতোই আমরা লোক-সংগ্রহ করতে পারতাম। কিন্তু সে সময় নেই। আবার আগেকার মতো জঙ্গলের মধ্যেও আমরা লুকিয়ে থাকতে পারি না। কেননা গোটা দেশ পাকা ফলের মতো তাহলে ভাড়াটে সৈনিকদের কবলিত হবে। আর জনসাধারণের কাছে আমার কিছু ধার আছে। আমাদের প্রতি তাদের আস্থা আছে বলেই তারা ঘরে ক্ষেতে চলে গেছে। কাজেই বাক্কাইদিসকে আমরা নেকড়ের মতো পালের মধ্যে পড়তে দিতে পারি না। সংখ্যায় আমরা নগণ্য বটে, তবু আমরা লড়াই করব। এখানে এই মন্দিরের প্রাচীরের পেছনে থেকে নয়। বরাবর যেভাবে লড়ে এসেছি, সেইভাবে পাহাড় থেকেই আমরা যুদ্ধ করব। এইখানে থেমে সে অপেক্ষা করে কিন্তু জনতার মধ্য থেকে টুঁ শব্দও হলো না। সাবেক যোদ্ধা এরা—এফ্রায়েমের ফেরৎ মুষ্টিমেয় কিছু লোক। মোদিন, গোফনা, হাদিদ আর বেথ হরনের অধিবাসী। এদের অধিকাংশই প্রথমে বৃদ্ধ আদনের অধীনে লড়েছে, আর এখন লড়েছে যুবক ম্যাক্কাবির অধীনে। মন্দিরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল জুদাস। শেষ রোদ্দুরে উঁচু সাদা পাথুরে দেয়ালটি উদ্ভাসিত। তার চুল, তার কটা সুন্দর দেহাবয়ব ঝলমল করছে অস্তরাগে। তার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য একবার তারা শুধু জুদাসের দিকে চায়। বরাবরের মতো সে তখন শান্তভাবে বলে, যার ঋণ শোধ হয়নি তাকে আমি চাই না। যার নতুন বৌ আছে, নতুন ঘর আছে, নতুন জমি আর নবজাত সন্তান আছে সে বাড়ি চলে যাক। এ চলে যাওয়ার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই। পরে তারা লড়বে। ইহুদির দলের ইহুদি আমরা। আমাদের অন্তরে কোনো লজ্জা থাকা উচিত নয়।

কাঁদতে কাঁদতে কিছু লোক চলে যায়। দল আরও কমে আসে কিন্তু আরও সংহত হয়। যারা রইল, নীরবে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। কিন্তু রইল মাত্র আটশো। জুদাস তখন তাদের মধ্যে যায়, নাম ধরে ডাকে, তাদের চুমু খায়, আলিঙ্গন করে। তারা তাকে স্পর্শ করে এবং এমন গভীর ভালোবাসা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে যে কোনো মানুষকে অত ভালোবাসতে আমি দেখিনি। ম্যাক্কাবি তাদেরই একজন এবং তারা তার রক্তের স্বাক্ষরে লেখা হবে এ বন্ধনের পরিণতি। তবু আমার ধারণা, একথা তখন তারা যদি জানত তাহলেও অন্যকিছু ঘটত না।

তারপর অন্ধকার হলে আলখাল্লা দিয়ে তারা মাথা ঢাকে এবং প্রাচীন হিব্রুতে জুদাস তখন আস্তে আস্তে অথচ শোনা যায় এমনিভাবে বলে,

'বিধর্মীরা ক্রুদ্ধ হয় কেন? কেন মানুষ বৃথা কল্পনা করে? দুনিয়ার রাজন্য বর্গ এবং শাসকগণ একত্রে পরামর্শ করে ভগবান এবং তাঁর অভিষিক্ত পুরুষের বিরুদ্ধাচরণে ব্রতী হয়। এস, আমরা তাদের বন্ধন ছিন্ন করি এবং তাদের বন্ধন-রজ্জু আমাদের দেহ থেকে দূরে নিক্ষেপ করি। স্বর্গে যিনি বসে আছেন, তিনি হাসবেন। ভগবান ওদের বিদ্রূপ করবেন। তারপর তিনি ক্রুদ্ধভাবে তাদের সঙ্গে আলাপ করবেন এবং পরম বিরক্তিভরে তাদের উত্যক্ত করবেন।'

ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ানো লোকগুলো বলে ওঠে, 'তথাস্তু তাই হোক।'

সেই রাত্রেই জেরুজালেম ছেড়ে আমরা যথারীতি পশ্চিম দিকে চললাম। কারণ খবর পাওয়া গেছে, গ্রীকরা উত্তর-পশ্চিম দিয়ে আসছে। জুদাস পরিকল্পনা করে যে আমরা তাদের হয় পেছন থেকে, না হয় পার্শ্বদেশের কোনো স্থান থেকে আঘাত করব। মুখোমুখি কোনো উপত্যকায় তাদের সম্মুখীন হবার এবং পথ রোধ করে পাহাড় থেকে উত্যক্ত করার মতো সৈন্যবল আমাদের ছিল না। কিন্তু জুদাসের ধারণা, ভাগ্য খানিকটা সুপ্রসন্ন হলে আমরা শত্রু বাহিনীর একটা অংশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সমর্থ হব এবং এমনভাবে তাদের আঘাত হানতে পারব যাতে গোটা বাহিনীর অগ্রগতি হয়ত ব্যাহত হবে, চাই কি তারা পশ্চাদপসরণও করতে পারে। কাজেই অতি দ্রুত আমরা এগিয়ে চললাম এবং রাত দুপুরের মধ্যেই মাইল বিশেক পথ অতিক্রম করে এলাম। বাক্কাইদিসের অনেক পেছনে আমরা চলে এসেছি, এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হয়ে আমরা শান্ত্রী মোতায়েন করলাম। এবং বেথ সোমেশের প্রান্তে এক বিস্তীর্ণ পশুচারণ ক্ষেত্রে ছাউনি ফেলে অবস্থান করতে লাগলাম। সে রাত্রে আমরা মরা মানুষের মতো ঘুমোই। ভোরে যখন ঘুম ভাঙে তখন ক্লান্তি কেটে গেছে। তখন আবার রওনা হই পশ্চিমমুখো।

যে কারণেই হোক লোকজনের মনোবল অটুট ছিল। তার খানিকটা কারণ রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন, সুনীল আকাশ, ভূমধ্যসাগরের ফুরফুরে হাওয়া আর পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম সবুজ ক্ষেতের শোভা। আর খানিকটা কারণ যে, তারা ম্যাক্কাবির সঙ্গে মার্চ করে চলেছে এবং বদ্ধমূল বিশ্বাস আছে, তার সঙ্গে থাকলে কোনো স্থায়ী অমঙ্গল হতে পারে না। বেলাভূমির প্রান্তে এসে গ্রীকদের পার্শ্বদেশে যাবার জন্য যেই আমরা পাহাড়ের দিকে উত্তরমুখো মোড় ফিরলাম, অমনিই তারা গলা ছেড়ে প্রাচীন এক জুদিয়ান রণ-সঙ্গীত গাইতে শুরু করে। কিন্তু সে সমবেত সঙ্গীত আচম্বিতে থেমে যায়। কারণ বেলাভূমির প্রশস্ত উপত্যকায় হাজার হাজার ভাড়াটে সৈনিক সামনে ছিল, আর তাদেরই একটি বর্ধিত দীর্ঘ সার অবরোধ করে ছিল আমাদের পাহাড়ে যাবার পথ।

আমার ধারণা, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে এইবার সব শেষ হয়ে যাবে। সকলেই বুঝতে পারে কথাটা —এমন কি জুদাসও। তবু তার তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। আমাদের সে অনুসরণ করতে আহ্বান জানায় এবং দৌড়ে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে পার্শ্বদেশের বর্ধিত সৈন্যব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বিস্ময়কে আমরা অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করলাম। জানি না বিশ্বাসঘাতক কি গুপ্তচরের দরুন হয়েছে কিনা, কিন্তু যে কারণেই ঘটে থাক, বাক্কাইদিস আমাদের কৌশল আগাম টের পায় এবং এই প্রথম গ্রীকরা ইহুদিদের জন্য ফাঁদ পাতে। তবু আমরা মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমরা তখন বেপরোয়াভাবেই ব্যূহের দুর্বলতম স্থানে প্রচণ্ড আঘাত হেনে, বর্মহীন দেহ নিয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট বল্লমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের আলাদা করে ফেলি। প্রথমে একটা ছোট ফাঁক হয় —পরে ফাঁক প্রশস্ত হয় এবং সেই ফাঁক দিয়ে আমরা হুড়মুড় করে এগিয়ে যাই। আমাদের বেপরোয়া হিংস্র আক্রমণের দাপটে ভাড়াটে সৈনিকেরা পালাতে শুরু করে। পলকের জন্য এ সাফল্য জয় বলে মনে হয়। আমরা তখন পেছন থেকে তাদের কাটছি, তাদের ধরাশায়ী করছি আর জয়োল্লাসে চীৎকার করছি। তারপর সেই কলরোলের মধ্যে জুদাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে আমাদের আসতে বলে। পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে দেখি, দীর্ঘ পার্শ্বদেশের দুই প্রান্ত তখন আবার সুগঠিত হয়ে আমাদের দিকে এগোচ্ছে আর পেছন থেকে আসছে মূল-বাহিনীর ঘনসন্নিবিষ্ট অগণিত সৈন্যদল।

আমরা তখন উঁচু প্রস্তরাময় সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের এলাকায় পিছিয়ে এলাম। ফ্যালাংস ব্যূহ এখন আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলবে না। পিছু হটা পাছে বিশৃঙ্খল পলায়নে পরিণত হয়, এই শঙ্কায় জুদাস পশ্চাদপসরণের হুকুম দিতে ভরসা পায়নি।

একটু আগেই আমরা পেছন থেকে যেভাবে তাদের ধরাশায়ী করেছি, এতে তারাও তেমনিভাবে আমাদের ধরাশায়ী করার সুযোগ পাবে। ইতিমধ্যেই ওরা আমাদের পার্শ্বদেশ ঘিরে ফেলে এবং চারদিক থেকে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। তখন একমাত্র যা করা সম্ভব তাই করল জুদাস। প্রস্তরাকীর্ণ এলাকায় আমাদের সে বৃত্তাকারে সংহত করে এবং সেইভাবেই যুদ্ধ করলাম।

পলায়ন বা পশ্চাদপসরণের পথহীন স্থানে ইহুদি বাহিনীকে শেষ অবধি বাগে পেয়ে ভাড়াটে সৈন্যদলে যে বীভৎস হিংস্র পাশবিক উল্লাসধ্বনি উত্থিত হয়, জীবনে তার কথা ভুলতে পারব না। বহু বৎসর এজন্য তারা অপেক্ষা করেছে। এই আশাতেই জুদিয়ার মাটিতে মৃতের কার্পেট পেতেছে। এইজন্য তারা পরিকল্পনা করেছে —এই স্বপ্নই দেখেছে! অবশেষে এইখানে সে সুযোগ মিলেছে!

কিন্তু আমরা বেশ ভালোভাবেই হুল ফোটালাম। আমরা ভেড়া নই যে সহজে ঘায়েল করা যাবে। জুদিয়ার প্রবীণতম, কঠোরতম সেরা সৈনিক আমরা।

মহীয়ান সামান্য কিছু গৌরব অর্জন না করে সেদিন তাদের রেহাই দিইনি। না জুদাস, তুমি তোমার ছাপ রেখে গেছ, তোমার কীর্তি রেখে গেছ।

আগুয়ান শত্রু-ব্যূহের প্রতি প্রথমে আমরা শরবর্ষণ করলাম। গিরিসঙ্কটে যেভাবে শরবর্ষণে আমরা অভ্যস্ত, সেভাবে নয়। শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন করে বৃষ্টির মতো বর্ষণ করিনি। ধীরে ধীরে সযত্নে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি সিডার কাঠির জন্য এক একটি লক্ষ্য স্থির করে মারা হয়েছে। কারণ আমরা জানি, প্রত্যেকের কাছের দুই কুড়ি তীর মারা হয়ে গেলে আর নতুন তীর পাওয়া যাবে না। শত্রুর বর্মের প্রতিটি ফাঁক আমরা শরবিদ্ধ করলাম। তাদের চোখ ভুরু এবং বাহু বিদ্ধ করলাম শরাঘাতে। এবং প্রথম আক্রমণের জন্য তাদের বহু মূল্য দিতে হয়। তখন তাদের চীৎকারও কমে আসে। ধীরপদে এগিয়ে আসে তারা—তবু আসে।

দুপুর অবধি আমরা বল্লম নিয়ে লড়াই করি। বল্লম ভেঙে গেলে যুঝি তরোয়াল ছোরা ও হাতুড়ি নিয়ে। এই সময় আমরা আক্রমণের পর আক্রমণ রুখেছি। কতটা যে রুখেছি বলতে পারব না। তবে সে বড় কম নয়। এত বেশী যে বেদনা ও ক্লান্তিতে স্মৃতি অসহনীয় হয়ে ওঠে। তারপর তারা বিশ্রামের জন্য পিছিয়ে যায়, হটে যায় সৈন্যদল পুনর্গঠন করতে—আমাদের চারপাশে প্রাচীরের মতো ছড়ানো মৃতের হিসাব করতে।

যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে তাদের। মূল্য আমাদেরও বড় কম দিতে হয়নি। আমাদের আটশোর মধ্যে তখন মাত্র অর্ধেক আছে। পুরনো ক্ষত আবার হাঁ করেছে, তার সঙ্গে জুটেছে নতুন আঘাত। আমি যখন তরোয়াল ফেলে দিলাম। মনে হলো, শত চেষ্টা করলেও তরোয়াল আবার তুলতে পারব না। আমার মুখ শুকিয়ে শুকনো চামড়ার মতো হয়ে গেছে। যখন কথা বলবার চেষ্টা করলাম, গলা দিয়ে শুধু কর্কশ একটা কটকট আওয়াজ বেরুল। আমাদের চারপাশে আহত। সবাই জল জল বলে চীৎকার করছে। একমাত্র মৃতরাই নীরব। তাদের কাকুতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি তখন জুদাস ও জোনাথানের খোঁজ করলাম। তারা জীবিত এবং খাড়া আছে দেখে বুকের ঢিপঢিপানি কমল। রুবেন আর আদম বেন লাজারও বেঁচে ছিল, কিন্তু জুদাসের বুকের একটা কাটা থেকে রক্ত ঝরছে আর দক্ষিণের সেই ভয়ঙ্কর জিঘাংসু লোকটির মুখ চুরিয়ে গেছে—গোটা মুখে তাজা হাঁ-করা একটা ক্ষত।

মড়ার উপর দিয়ে হেঁটে জুদাস আমার কাছে আসে। তার হাতে একপাত্র জল।

অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'আহতদের দাও।'

'না সাইমন, অক্ষতদের খাওয়াই ভালো। না হলে আজ রাতে আর কেউ আহত থাকবে না।'

আমি ঠোঁট ভেজালাম। তার বেশী কিছু করার সামর্থ্য ছিল না। রুবেন

তখন এগিয়ে এসে আমায় চুমু খায়। 'বিদায় বন্ধু সাইমন।' আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'না, বিদায়!' আবারও সে বলে। 'তুমি শান্তি লাভ কর। আমি সুখী। এই তো আমি চেয়েছিলাম। তোমাদের সঙ্গে বেঁচে আনন্দ আছে। মাট্টাথিয়াসের পুত্রদের সঙ্গে মরা কঠিন নয়!'

মৃতের কথা ভাবতে পারছিলাম না। ভাবতে পারছিলাম না পরিণাম, অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কথা। তখন শুধু প্রতিটি শান্তিময় বিশ্রামের মুহূর্তের কথাই মনে জাগছে এবং একটি ইচ্ছাই তখন হচ্ছিল যে আবার তারা আক্রমণ করার পূর্বে আর এক মুহূর্ত যেন বিশ্রামের অবসর পাই।

আবার তারা আসে। আমাদের বৃত্ত তখন আগের চাইতে ছোট। বার বার রুখে আসে তারা। তখন আমি ভাইদের কাছ থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে। আগে তারা ছিল বৃত্তের বিপরীত দিকে। আমরা ওদের মেরে ভাগিয়ে দিলাম। তবু আবারও তারা রুখে এগোয়। স্থানচ্যুত গড়ানে শিলাখণ্ডের মতো বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধব্যূহ তখন অর্ধবৃত্তে পরিণত হয়েছে। তবু এইখানেই আমরা থাকব —এইখানেই প্রাণ দেবো।

প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে দুঃসহ বেদনাবোধ হয়। এখন আর আঘাতের ব্যথা-বোধ নেই। এখন আর আমি কিছুই অনুভব করতে পাচ্ছি না —কানেও শুনছি না কিছু। শুধু একটি জিনিসই টের পাচ্ছি, সে আমার তরোয়ালের মারাত্মক দুর্বহ ভার। তবুও যে করেই হোক বারে বারে তা তুলছি আর কোপাচ্ছি। আমার ভাইরাও একটানা কুপিয়ে যাচ্ছে। বহু পূর্বে আপোলোনিয়াসের কাছ থেকে যে দীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ তরোয়ালখানা জুদাস নিয়েছিল তাই দিয়েই সে যুদ্ধ করছে। তবুও তারা এগিয়ে আসে। জানতাম, চিরকাল আসবে। যতদিন আমি না মরি, প্রতিটি ইহুদি না মরে, ততদিনই আসবে। সময় যেন থেমে দাঁড়ায় —মৃতদেহের টালের উপর দিয়ে আমাদের দিকে আগুয়ান ভাড়াটে সৈনিকদের অগ্রগতি ছাড়া আর সব কিছুই যেন থেমে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে বিরতি হতো; কিন্তু সে মুহূর্তের অপূর্ব মধুরতা পরক্ষণেই মিলিয়ে যেত —আবার এগিয়ে আসত তারা।

তারপর সহসা এক বিরতি আসে যার শেষ হলো না। আচম্বিতে আমার হুঁশ হলো যে, রাত হয়েছে। এ গোধূলি নয়, সন্ধ্যার দিকে দিনের মন্থর অগ্রগতি নয়। খাঁটি রাত্রি আমাদের গ্রাস করছে আর টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে মুখে। পলকের জন্য আমি একলা সেই বিভীষিকাময় বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বৃষ্টির ফোঁটায় ঠোঁট ভিজিয়ে চীৎকার করে উঠলাম। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ ফুটল না, কেবল এক উদ্‌ভ্রান্ত ককানি। এ ককানি থামাইনি। শেষে দেখি, হাত দিয়ে মুখ চেপে আছি। তারপর মাটিতে পড়েছিলাম এইটুকুই জানি। সহসা কানের কাছে আমার ভাই জোনাথানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। সে আমায় জিজ্ঞাসা করছে, ভাইদের রক্ষককে জিজ্ঞাসা করছে, 'সাইমন —সাইমন, জুদাস কোথায়?'

'জানি না —আমি জানি না।'

দু'জনে মিলে হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিটি মৃতদেহের কাছে গেলাম। আর কেউ জীবিত ছিল না, জীবন্ত কেউ ছিল না সেখানে। হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিটি মৃতদেহ আমরা খোঁজ করি। জুদাসকে পাওয়া গেলো। পীচের মতো কালো রাত্রি, তবু হাত দিয়ে অনুভব করেই আমরা তাকে চিনতে পারলাম। যে করেই হোক, তাকে তুলে দু'জনে ধরাধরি করে এই নারকীয় স্থান থেকে সরিয়ে নেবার শক্তির অভাব আমাদের হলো না।

খুব আস্তে চলেছি আমরা —অতি ধীরে। প্রতি পদে অসহ্য বেদনা অনুভূত হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাড়াটে সৈনিকদের এতো কাছাকাছি এসে পড়ছিলাম যে তাদের কণ্ঠস্বর পষ্ট কানে আসছিল। পরে আর তাদের আওয়াজ শুনিনি। তবুও আমরা চলতে থাকি. কত সময় চলেছি বলতে পারব না। সে রাত্রির যেন কোনো আরম্ভ কোনো শেষ ছিল না। এক সময় পাহাড়ের মধ্যে একটা ফাঁক পাওয়া গেলো। সেখানেই ভাইয়ের সঙ্গে আমরা শুয়ে পড়লাম। এবং প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও চরম অবসাদে অমনিই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

পরদিন কোন সময় ঘুম ভাঙে বলতে পারব না। মেঘলা আকাশ থেকে তখনও বৃষ্টি ঝরছে। ভাড়াটে সৈন্য কিংবা রণক্ষেত্র কিছুই দেখা যায় না এখান থেকে।

বলবার মতো ভাষা নেই —কাঁদবার মতো জলও নেই চোখে। সব শেষ! জুদাস, আমাদের ভাই জুদাস, অতুলনীয় নিষ্কলঙ্ক ম্যাক্কাবি আজ মৃত। সযত্নে সন্তর্পণে আমরা হাতে করে মৃতদেহটি বয়ে নিয়ে চললাম। সব শেষ হয়ে গেছে, সবকিছু খতম হয়ে গেছে, তবু আমরা চলেছি, তবু এগিয়ে যাচ্ছি দেশের অভ্যন্তরে মোদিনের দিকে —মাট্টাথিয়াসের সাবেক বাস্তুভিটায়।

আমার তখনকার অনুভূতি, তখনকার চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া জোনাথান আর আমার মধ্যেও কোনো বাক্যবিনিময় হলো না। জুদাস মৃত······

তাই আজ লিখলাম এ কাহিনী। বৃদ্ধ হয়েছি তবু অতীতের গর্ভে সন্ধান করে, স্মৃতির বিচিত্র অংশগুলোকে খোঁজাখুঁজি করে লিখলাম। কিন্তু যতটুকু লিখেছি তার বেশী আর লিখতে পারব না। কারণ আজকে মনে হয়, এ কাহিনী বলার মধ্যে তেমন সার্থকতা নেই —জ্ঞাতব্যও নেই তেমন কিছু।

আজকাল রাত বড় তমসাচ্ছন্ন। যদিও সারা দেশে শান্তি বিরাজমান, তবু আমার মহিমময় ভাইদের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট আমার মনে কোনো শান্তি নেই।

পঞ্চম পর্ব

দূত লেন্তেলাস সিলেনাসের রিপোর্ট

জেরুজালেম—জুদিয়া

মহান্ সেনেট শুনে সুখী হবেন, আমার দৌত্য সমাপ্ত হয়েছে। নির্দেশ অনুসারে আমি ইহুদিদের দেশে গিয়েছিলাম। এবং কর্তব্যের অনুরোধে তিনমাস সেখানে কাটিয়েছি। তারা এ দেশকে ইহুদিম বলে থাকে। ম্যাকাবি নরমে এবং এথনারক নামে অভিহিত তাদের প্রধান সাইমনের সঙ্গে আমার বারকয়েক আলোচনা হয়েছে। জুদিয়া ও রোমের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সহ বহু বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়। রিপোর্ট-প্রসঙ্গে এবং সবিনয়ে যে কটি সুপারিশ আমি নিবেদন করেছি, সেই প্রসঙ্গে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করব। বাকী সময় কেটেছে ওদের দেশ ও রীতিনীতি পর্যবেক্ষণে এবং এই রিপোর্টের প্রস্তুতিতে।

নির্দেশ অনুযায়ী জাহাজযোগে আমি টায়ার পর্যন্ত যাই এবং সেখানে জাহাজ থেকে নামি। ইহুদিদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকায় এবং টায়ারে আসার পূর্ব পর্যন্ত কোনো ইহুদির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায় এই শহরে দিনকয়েক অতিবাহিত করে আমি জুদিয়া যাত্রার মনস্থ করলাম। তারপর আমি ইহুদি মহল্লায় যাই। টায়ারে ইহুদিদের সংখ্যা কম নয়। এইখানে সর্বপ্রথম এই বিচিত্র জাতির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

সৌভাগ্যবশত ভাষার জন্য কোনো অসুবিধা আমার হয়নি। আরেমিক এ অঞ্চলের সমস্ত জাতির কথ্য ভাষা। এ ভাষার সঙ্গে কার্থেজের অধিবাসীদের ভাষার ঘনিষ্ঠ মিল আছে এবং পিউনিক যুদ্ধের সময় সে ভাষা আমি আয়ত্ত করেছিলাম বলে কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় লোকের মতো এ ভাষা আমি বলতে শিখে গেলাম। আমার মতে, এ অঞ্চলে প্রেরিত সমস্ত রাষ্ট্রদূতেরই আরেমিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার; তাতে রোমের স্বার্থ এবং ভাব-বিনিময় উভয়েরই সুবিধা হবে।

ইহুদি, ফিনিশীয় সামারিয়, সিরিয়, ফিলিস্তাইন এবং এতদঞ্চলের সমস্ত জাতির কথ্যভাষা আরেমিক। এমন কি, গ্রীকরাও এই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু ইহুদিরা কোনো কোনো উপলক্ষে হিব্রু ভাষা ব্যবহার করে। এ নাকি ওদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রাচীন ভাষা। ভাষাটি আরেমিকের সগোত্র, কিন্তু আমার পক্ষে দুর্বোধ্য। শিশুরা পর্যন্ত দুটি ভাষাই জানে। কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যবহারের পক্ষে আরেমিকেই আমার কাজ চলে গেছে।

স্থানীয় সামন্তদের সঙ্গে যতটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার চাইতে

টায়ারের ইহুদিদের সঙ্গে আমায় কম অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। শেষোক্তরা প্রথমে আমার চলাফেরা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছে। তারপর রাজা মালথাসের কাছে গিয়ে আমি সরাসরি জানালাম, আমার প্রতি যে-ব্যবহারই করা হোক না কেন, সেনেটের কাছে আমার রিপোর্টে তার বিস্তারিত বিবরণ পৌঁছবে। তারপর হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়।

পক্ষান্তরে বিদেশীর প্রতি আচরণে ইহুদিদের একটা নির্দিষ্ট রীতি আছে, এবং যদিও তাদের অধিকাংশ লোকেই শুধু রোমের নাম শুনেছে —তার কোনো নাগরিক ইতিপূর্বে দেখেনি, তবু তারা পরম সৌজন্যে আমায় সংবর্ধনা করে, তাদের ছোট্ট সম্প্রদায়ের কোথাও যাতায়াতে বাধা দেয়নি —এমন কি তাদের পবিত্র স্থান সিনাগগে প্রবেশেও না। এতে আমি পরম বিস্ময় বোধ করি, কেননা টায়ারে কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের মধ্যেই আমি টের পাই যে শহরের অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীরা তাদের প্রতি চরম ঘৃণা, সন্দেহ ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে। এ ঘৃণা শুধু টায়ারেরই বৈশিষ্ট্য নয়। জুদিয়া অবধি স্থলপথে যাবার সময় সর্বত্রই এ মনোভাব লক্ষ্য করেছি। নিজেদের অবস্থা বর্ণানাতীত হলেও ক্রীতদাসরা পর্যন্ত ইহুদিদের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশের সময় ও প্রেরণা পায়। সর্বত্র একই মনোভাবের অভিব্যক্তি আমাকে অতিমাত্রায় বিভ্রান্ত করে তোলে এবং আমার ধারণা, এর বহু কারণ আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। তার কিছুটা রিপোর্ট প্রসঙ্গে সবিস্তারে উল্লেখ করব।

টায়ারের ইহুদিদের সম্পর্কে সামান্য কিছু বলতে চাই। কেন না জুদিয়ায় নিজ দেশে তাদের দেখে আমার প্রথম যে ধারণা হয়েছে, তার গুরুত্ব আছে বলেই আমার বিশ্বাস। তাহলেও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, সর্ববিষয়ে তারা নিজেদের অন্যান্য অধিবাসীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এক খাদ্যও খায় না, এমন কি এক মদ্যও পান করে না। অথচ তাদের মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা জুদিয়ার সমস্ত অধিবাসীর মধ্যেই লক্ষণীয়। আমি তাদের তীব্র অনমনীয় দম্ভ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের কথাই বলছি। এগুলি তাদের অবিশ্বাস্য বিনয়ের সঙ্গে যে করেই হোক মিশে গিয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে তাদের প্রতি ক্রোধ ও আকর্ষণ উভয়ই জাগ্রত হয়। ফলে তাদের সৌজন্য সত্ত্বেও প্রথমাবধি আমাকে তাদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশের মনোভাব দমন করে চলতে হয়েছে।

তাদের মধ্যে থেকে আরন বেন লেভি নামে এক বৃদ্ধ ইহুদিকে আমি ভাড়া করতে পেরেছিলাম। আমাদের ভাষায় তার পরিচয় লেভির পুত্র আরন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইহুদিদের কোনো ডাকনাম নেই। তথাপি তাদের মধ্যে নগণ্যতম ব্যক্তিও সযত্নে সুনির্দিষ্টভাবে পাঁচ-দশ এমন কি পনেরো পুরুষ পর্যন্ত বংশলতার পরিচয় দেয়। তারা যে সুপ্রাচীন জাতি একথা অস্বীকার করা

অর্থহীন। সম্ভবত তারাই এ অঞ্চলের প্রাচীনতম জাতি এবং অতীত সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা বিস্ময়কর, বিরক্তিকরও বটে।

পথপ্রদর্শক ও সংবাদদাতা হিসাবে আরন বেন লেভি চমৎকার। কারণ আজীবন সে উটচালক ও ক্যারাভানের লোক হিসাবে কাজ করেছে। মাঝে অবশ্য ম্যাক্কাবির পতাকাতলে যুদ্ধ করার জন্য বৃত্তি ছেড়ে দেয়। সে শুধু যে ফেলিস্তিনের পথঘাট অলিগলিই চেনে তা নয়, তার ইহুদি যুদ্ধের স্মৃতিও পরম উপকারে লেগেছে। সতেরোটি সেকেলে মুদ্রা দিয়ে আমি একটি ঘোড়া ও জিন কিনেছিলাম। এতদসংশ্লিষ্ট সাধারণ হিসাবপত্রের সঙ্গে তার স্বাক্ষরিত হিসাব দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধের জন্য কিনেছিলাম একটি গাধা। তারপর জুদিয়া যাবার বেলাভূমির প্রধান সড়ক দিয়ে আমরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলাম।

এইবার আমরা উটচালক পথপ্রদর্শকের সম্পর্কে দু'-চার কথা বলব। তার চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্য সাচ্চা ইহুদিদের মতো। কাজেই এই বর্ণনা ইহুদি জাতির সুপ্তশক্তির সম্ভাবনা এবং তাদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে যে সম্ভাব্য গুরুতর বিপদের শঙ্কা আছে, তা অনুধাবন করার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। লোকটির বয়স ষাটের কোঠার শেষের দিকে। তবু সে শুষ্ক কঠোর বাদামের মতো পোক্ত। তার নাক সরু এবং খাড়া, দাঁত প্রায় সবকটাই আছে আর কটা চোখ জোড়ায় উজ্জ্বল উদ্ধত দৃষ্টি। এ অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের চাইতে অধিকাংশ ইহুদিই লম্বা —এমন কি রোমানদের চাইতেও। কিন্তু এই লোকটি বেঁটে এবং কুঁজো। তথাপি তার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং চালচলন খোলাখুলি অভিজাতদের মতো। আমি তাকে কাজে নিয়োগ করার পূর্বে লোকটি বছরখানেক কর্মহীন ছিল। সোজাকথায়, সমাজের ভারস্বরূপ ভিক্ষুক ছিল বলা যায়। তবু কাজ নিয়ে সব সময় হাবভাবে সে আমায় বুঝিয়ে দিত যে, আমার খাদ্য ও অর্থ গ্রহণ করে সে আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করছে। অবশ্য কথায় বা চোখের ভাবে কখনও সে আমায় অপমান করেনি; তথাপি তার প্রতি কথায় প্রতিটি ভঙ্গীর সঙ্গে এমন এক কুৎসিত করুণা মেশানো ঘৃণার আভাস ছিল যাতে পষ্টই বোঝা যেত যে আমি জঞ্জালের চাইতে নিকৃষ্ট হলেও আমার এ অবস্থার জন্য জন্মই দায়ী, কাজেই সেজন্য আমাকে পুরোপুরি দায়ী করা চলে না।

স্বীকার করি, রোমের এক নাগরিক এবং সেনেটের দূতের পক্ষে এসব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা নিরর্থক বলে প্রতিভাত হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, লোকবিশেষে প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য থাকলেও এগুলি গোটা জাতির চরিত্রের এমন বিশিষ্ট অঙ্গ যে তার উল্লেখ না করে পারা যায় না।

প্রথমে ভেবেছিলাম লোকটিকে আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সমঝে দেবো এবং সাময়িক এক পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত তেমনি ব্যবহারই করব। কিন্তু অবিলম্বেই এ অভিপ্রায়ের ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পারলাম। এ

অঞ্চলে বহুল প্রচারিত এক প্রবাদবাক্যের তাৎপর্যও ক্রমে আমি উপলব্ধি করি। কথাটি এই : ইহুদিকে দাস মনে কর তো অচিরেই দেখবে সে তোমার প্রভু হয়ে বসেছে। সেনেট অবশ্যই স্বীকার করবেন, এসব ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ নই। এবং শত সেনার নায়ক হিসাবে মানুষ চালাবার এবং তাদের শ্রদ্ধা অর্জনের শিক্ষা আমার আছে। কিন্তু এসব লোকের কাছে সে শিক্ষা অচল। এই আরন বেন লেভি জুদিয়ার কোনো বিষয়ে আমায় উপদেশ দিতে কখনও ভুল করেনি। এবং তার উপদেশের মধ্যে সব সময় একটা অভিভাবকত্বের ভান থাকত, আর কোনো সময় তার প্রতিবাদও করা চলত না। ক্রমাগত সে ওদের কঠিন, কতকটা বিরক্তিকর, গর্বিত ও বিনম্রী ইহুদি দর্শনশাস্ত্র আউড়ে যেত। এই দর্শন আবার তাদের ইতিহাস, তাদের বর্বর এবং কতকটা জঘন্য ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত এবং তাদের 'পবিত্র স্ক্রল' নামে অভিহিত পুঁথিতে লিপিবদ্ধ। এদের ভাষায় এ পুঁথির নাম তুরা। উদাহরণ দিচ্ছি। একবার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাদের জাতের আর সকলের মতো সে লম্বা পশমী আপাদমস্তক-ঢাকা সাদা-কালো-ডোরা কাটা আলখাল্লা পরে দেহের বোঝা বাড়ায় কেন? আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে আমায় পালটা প্রশ্ন করে : আমাদের দেশের রোদ্দুরে যা অত তেতে যায় সেই বক্ষস্ত্রাণ আপনারা কেন পরেন রোমান? বিশ্বাস, আপনাদের চামড়াও পুড়ে যায়।

'এর সঙ্গে তোমাদের আলখাল্লার সম্পর্ক নেই।'

'অপরপক্ষে সমস্ত সম্পর্কই আছে।'

'কি রকম?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলে, 'অলীক মমতাকে ভগবান ঘৃণা করেন, কিন্তু সাচ্চা ওজন তাঁকে প্রীত করে।'

'তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'সব সম্পর্কই আছে, আবার কিছুই নেই। যে যেভাবে বিচার করে!' কতকটা বিষণ্ণভাবেই সে বলে। ব্যস, এইখানেই এ আলোচনা শেষ। আমি হয় তাকে খুন করতে পারতাম, না হয় তাড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এর কোনোটাতেই আমার জুদিয়া যাওয়া এবং ম্যাক্কাবির সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। কাজেই ক্রোধ হজম করে নীরবতার আশ্রয় নিলাম। আর একবার আমি ম্যাক্কাবি, মাট্টাথিয়াসের পুত্র জুদাস নামে প্রথম ম্যাক্কাবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। গ্রীকদের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধে সে নিহত হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ধরনের লোক ছিল সে?'

এই বৃদ্ধ অতি নগণ্য হতভাগ্য উটচালক তখন আমার দিকে করুণামাখা অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, 'সবিস্তারে বললেও আপনি বুঝবেন না।'

'তবু না হয় বললেই!'

'জীবন ক্ষণস্থায়ী আর মৃত্যু চিরন্তন।' হেসে বলে সে। 'নিরর্থক কাজের চেষ্টা করা কি মানুষের উচিত?'

সেই সময় আমি সর্বপ্রথম এমন একটি শব্দ ব্যবহার করলাম যা কিছুদিন আগে কি পরে, এভাবে কি সেভাবে এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো লোকের মুখে এসে যায়। বললাম, 'দুত্তোর জঘন্য ইহুদি!'

যা ভেবেছিলাম লোকটির মধ্যে তার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিক্রিয়া হলো। সোজা হয়ে দাঁড়ায় বৃদ্ধ। তাঁর চোখ থেকে এমন ঘৃণা ও ক্রোধ ফুটে বেরুচ্ছিল যে জীবনে কখনও তেমনটি দেখিনি। তবু সে নম্র গলায় বলে, 'ভগবান এক রোমান! আমি বুড়ো হয়েছি, তাহলেও ম্যাক্কাবির অধীনে বিশজনের দলের নেতৃত্ব করেছি এককালে। আমার কাছে ছোরা আছে, আর আপনার আছে তরোয়াল। ম্যাক্কাবি স্বয়ং কেমন ছিলেন সে কথা আপনাকে বলতে না পারলেও, আসুন না, একবার পরীক্ষা হয়ে যাক, মাক্ক্যাবির লোকের মুরদ কত!'

তাঁকে খুন না করেই আমি মতভেদ মিটিয়ে ফেললাম। কেননা এই বৃদ্ধ শীর্ণকায় উটচালককে খুন করলে রোমের কোনো স্বার্থ সিদ্ধ হবে বলে আমার মনে হলো না। তবু এ থেকে এই জাতির প্রকৃতি সম্পর্কে আমার এক শিক্ষা হলো। বুঝলাম, কেমন করে এদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। ওদের সঙ্গে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। আমরা যাকে পবিত্র জ্ঞান করি, ওদের চক্ষে তা অপবিত্র। আমরা যাকে সুন্দর বলি, ওদের কাছে তা ঘৃণার্হ। আমাদের সমস্ত কাম্য জিনিস ওদের চক্ষে ঘৃণ্য। অন্যের রীতি-নীতি ও ভগবানের প্রতি আমাদের যে সহনশীলতা আছে, ওরা তাকে তীব্র অসহনশীলতায় পরিণত করেছে। এদিকে ওরা যেমন আমাদের সম্ভোগকে নিন্দা করে, ঠিক তেমনিভাবে কলঙ্ক রটায় আমাদের দেবদেবীর। শুধু আমাদের কেন, সমস্ত জাতির ভগবানের। এদের যেমন নীতিজ্ঞান নেই, তেমনি কোনো ভগবানও নেই। অস্তিত্বহীনের পূজা করে এরা। এদের সিনাগগে কিংবা জেরুজালেমের পবিত্র মন্দিরে কোনো মূর্তি কিংবা কোনো প্রতীক নেই। যদি প্রকৃতই এরা কোনো ভগবানের পূজা করে তো সে ভগবান অস্তিত্বহীন। এমন কি তার নাম লিখিত আছে বটে, তবু কোনো লোকের পক্ষে সে নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ। এই নাম 'যিহভা'। কিন্তু গোপনেও কেউ কখনও এ নাম উচ্চারণ করে না। তার বদলে এই দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তিকে এরা 'আদনাই' নামে সম্বোধন করে। তার অর্থ, 'আমার প্রভু'। আবার কখনও বা 'মেলেক হাওলম' নামে ডাকে। তার অর্থ, 'সমস্ত দেশের রাজা'। এ ছাড়া আরও ডজন খানেক এমনি নাম আছে।

এর মূলে আছে একটি জিনিস যাকে ওরা 'ব্রিট' বলে। মোটামুটিভাবে

এই শব্দটিকে ওদের ও যিহভার মধ্যে এক চুক্তি বলে তর্জমা করা যায়। একদিক থেকে ভগবানের চাইতে এই চুক্তিকেই এরা বেশী পূজা করে। এই চুক্তি কার্যকরী করার জন্য সাতাত্তরটি নিয়মের এক বিধান আছে যাকে ওরা 'শাস্ত্রবিধি' বলে। আমরা যাকে বিচার বিভাগীয় আইন বলি, তার সঙ্গে এই কানুনের পার্থক্য আছে। বরং এই বিধি ওদের ত্রিটের ভিত্তি। এর অধিকাংশ বিধানই ভয়ঙ্কর এবং চরম বিরক্তিকর। যেমন, সমস্ত পুরুষের সুন্নত করার বিধি। অপরগুলি অর্থহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সপ্তম দিবসে বিশ্রামের, সপ্তম বৎসরে জমি অনাবাদী রাখার এবং সাত বৎসর দাসত্বের পর ক্রীতদাসদের মুক্তিদানের বিধির উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যান্য বিধি স্নান ও ধৌতকরণ সম্পর্কিত। ফলে অনন্তকাল ধরে ওরা নিজেদের পরিচ্ছন্ন করে আসছে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে কামানো নিষিদ্ধ। ফলে দেশের সমস্ত লোকের লম্বা চুল আর ছোট করে ছাঁটা দাড়ি।

এসব জিনিস এবং রিপোর্ট প্রসঙ্গে অন্যান্য একই ধরনের যে সব জিনিসের উল্লেখ করেছি, তা আমি চটপট জানতে পারিনি। তবু উটচালক ও তার কার্যাবলী সম্পর্কে এইখানেই সেগুলি উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। কেননা, পূর্বেই বলেছি যে তার ধ্যান-ধারণা যে-জাতির সঙ্গে আমি দেখা করতে চলেছি, তাদের চরিত্রের অতিরঞ্জিত নক্সা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে যে, তার বেশভূষা জুদিয়ার পুরুষদের মতো। পায়ে স্যাণ্ডাল, পরনে সাদা সুতীর পাজামা, খাটো কোর্তা, কটিবন্ধ এবং তার উপর লম্বা ভারী পশমী আলখাল্লা। সিনাগগ কি মন্দিরে ঢুকবার সময় এই আলখাল্লা ওরা মাথার উপর টেনে দেয়। দেহ সুগঠিত হলেও নগ্নতাকে এরা ঘৃণা করে। পুরুষের দৈহিক বল অসীম—মেয়েদের সৌন্দর্যের আকর্ষণ বিস্ময়কর। এই মেয়েরা এমনভাবে সমাজের কাজে অংশ গ্রহণ করে যা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। পুরুষের প্রতি তেমন বিশেষ শ্রদ্ধা বা আনুগত্য তারা দেখায় না। বরং ইহুদি চরিত্রের আপত্তিকর ঔদ্ধত্য এদের মধ্যে আরও প্রবল। মেয়েদের বেশবাস মাত্র খাটো হাতার পা অবধি লম্বা একটা জামা—কোমরে উজ্জ্বল রঙিন মেখলা। পুরুষের মতো এরাও প্রায়শ লম্বা পশমী আলখাল্লা পরে। কিন্তু তাদের আলখাল্লা ডোরাকাটা নয়। তাদের কেশ দীর্ঘ, সাধারণত দুটি মোটা বেণীতে বিন্যস্ত।

দুটি কারণে আমি এই সব এবং অন্যান্য বিষয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ জানাচ্ছি। প্রথমত, আমার বিশ্বাস, ইহুদি জাতি সম্পর্কে এইটাই সেনেটের কাছে প্রথম সরকারী রিপোর্ট, কাজেই সাধারণ ও নির্দিষ্ট বিষয়ে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। দ্বিতীয়ত, এই ইহুদিদের মধ্যে একটা গুরুতর বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি। রোমকে অবশ্যই তার সম্মুখীন হতে হবে। সেজন্যও আমি যতটা সম্ভব বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টা

করব এবং এই জাতি সম্পর্কে ক্রমে আমি যে গভীর বিরক্তির ভাব পোষণ করেছি, তা অতিক্রম করার চেষ্টা করব।

টায়ার থেকে জুদিয়া যাবার পথে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কারণ বেলাভূমির গোটা পথ এথনারক সাইমনের কঠোর শাসনাধীন। দস্যুবৃত্তি বা হস্তক্ষেপ কিছুই তিনি সহ্য করেন না। আপোলোনিয়ার ঠিক বিপরীত দিকে শারন সমভূমিতে আমি প্রথম ইহুদি সামরিক টহলদার দেখলাম। দশজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। দেশটি ছোট্ট ও পর্বতাকীর্ণ বলে এইটেই তাদের স্বাভাবিক চলার ধরন। তাছাড়া, এটি ইহুদিদের সমরসজ্জা ও যুদ্ধরীতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তও বটে। সমস্ত সভ্য জাতির সৈনিকদের মতো এদের সৈনিকেরা পেশাদার কিংবা ভাড়াটে সৈনিক নয়। স্বেচ্ছাসেবী কৃষক এরা। কোনো বর্মও পরে না। অন্যান্য বিষয়ের মতো এ ব্যাপারেও তারা দুটি যুক্তি দেখায়। প্রথমত, তাদের অপরাপর পরস্পর-বিরোধী উক্তির মতো তারা বলে যে, তাদের যিহভার অপার করুণার উপর নির্ভর না করে ধাতুর উপর আস্থা স্থাপন করা তাঁকে অপমান করার সামিল। দ্বিতীয়ত বলে, এতে পাহাড়িয়া পথে তাদের চলাচলের গতি ব্যাহত হবে, ফলে সুবিধার চাইতে অসুবিধাই হবে বেশী।

তরোয়ালের পরিবর্তে এরা লম্বা ভারী ফলার বাঁকা ধরনের কৃপাণ ব্যবহার করে এবং মুখোমুখি সংগ্রামে অতি মারাত্মকভাবে এই অস্ত্র চালনা করে। এদের সেনাধ্যক্ষেরা অবশ্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বিজয় চিহ্ন স্বরূপ এবং প্রথম ম্যাক্কাবি জুদাস বেন মাট্টাথিয়াসের অনুকরণে গ্রীক তরোয়াল ব্যবহারের পক্ষপাতী। সংগ্রামের প্রথমাবধি জুদাস তরোয়ালকেই একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। এদের প্রধান অস্ত্র অবশ্য ইহুদি ধনুক — ভাঁজে ভাঁজে সাজানো ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী খাটো মারাত্মক অস্ত্র। শিঙ গালাবার একটা গোপন পদ্ধতি এদের জানা আছে। পরে এগুলো পাতলা ফালি করে কেটে ইপ্সিত আকারে জোড়া দেওয়া হয়। এদের তীর সাতাশ ইঞ্চি লম্বা সরু সিডার কাঠে তৈরী। মাথায় লোহার ফলা। এই তীর বর্ষণে এরা এত পারদর্শী যে একটার পর একটা অতি দ্রুত তীর ছুঁড়ে এরা তীরবৃষ্টি করতে পারে এবং এদের দেশের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে পষ্টতই এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো রক্ষাব্যবস্থা নেই।

সৈন্য বাহিনীকে এরা দশ বিশ একশো ও হাজার জনের দলে সংগঠিত করে। কিন্তু সৈনাপত্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কেননা দলের সংখ্যা নির্বিশেষে প্রতি সেনাধ্যক্ষই 'শালিশ' নামে পরিচিত। সামরিক শৃঙ্খলা বলতে রোমানরা যা বোঝে, তেমন কোনো শৃঙ্খলা নেই এদের মধ্যে। প্রতিটি কাজ সবাই মিলে আলোচনা করে করা হয় এবং সমস্ত সৈন্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত আক্রমণ বা প্রতিরোধের কোনো প্রচেষ্টা করা হয় না। যদি কেউ নির্দিষ্ট কোনো কৌশলের সঙ্গে দ্বিমত হয় তো দলত্যাগ করে তাকে বাড়ি যেতে দেওয়া হয়।

মনে হয়, এ কাজ করবার কোনো সুনির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতাও নেই। এই অবস্থায় কোনো সামরিক কাজ করা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। তবু এরা যে সাতশো বছর ব্যাপী একটানা কঠোর সংগ্রাম থেকে সদ্য উত্তীর্ণ হয়েছে এ নজীরও আছে।

এদের রীতিনীতি যুদ্ধ করার মতো নয় এবং বস্তুত এরা শান্তিকামী জাতি। এ থেকে সেনেট যেন এদের লঘু করে না দেখেন। কারণ এই রিপোর্ট থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে এই ইহুদিদের মতো বিপজ্জনক কপট জাতি সারা দুনিয়ায় নেই।

টহলদার দল আমাদের থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের আচরণে কোনো শত্রুভাব ছিল না। তবু আমার পথপ্রদর্শক আরন বেন লেভি এই থামানোকে ব্যক্তিগত অপমান বলে গণ্য করে। তারা যখন আমাদের গন্তব্যস্থান জানতে চায়, সে বলে, আমি কি দাস যে ইচ্ছামতো চলাফেরা করবার অধিকারী নই?

'নোকরি নিয়ে?' ইহুদি ছাড়া আর সকলের সম্পর্কেই কথাটি এরা প্রয়োগ করে।

'ইচ্ছে হয়তো দশজন নোকরি নিয়ে যাব, মূর্খ ছোকরা কোথাকার। ম্যাক্কাবির সঙ্গে আমি যখন যুদ্ধ করেছি তখন তুমি মায়ের মাই চুষছিলে, বুঝলে হে!'

এমনি উদ্ধতভাবেই কথাবার্তা চলে। নিজেদের মধ্যেও ইহুদিরা এসব কথা ব্যবহার না করে পারে না। অবশেষে আমায় তল্লাস করে প্রহরীদল আমাদের জুদিয়ার সীমান্ত অবধি পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সারা পথ অনবরত তারা রোম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে সূক্ষ্ম খোঁচা ছিল এবং এমন-ভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে যাতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়।

দেশ হিসাবে জুদিয়াকে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারি না। ফিনিশিয়ার নিম্নভূমি থেকে এদেশে আসা যেন মরুভূমি থেকে বাগিচায় প্রবেশের মতো। পাহাড়ে ঢুকলেই দেখা যায় যেন মন্ত্রমুগ্ধ শূন্যে-ঝোলানো আজব দেশের মতো সর্বত্র পাহাড়ে জমি বিছানো। উত্তর দিকটা সব চাইতে কম আবাদী হলেও দেশটিকে দেখে সযত্নে লালিত বাগিচার মতো মনে হয়। সারা দেশে একটি মাত্র শহর—জেরুজালেম। অধিবাসীদের বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। ঢালু জমিতে কিংবা পাহাড়ের কোলে গুচ্ছের মতো বিন্যস্ত গ্রামগুলি। প্রতি গ্রামে বিশ থেকে একশোটি পরিবারের বাস। গাঁয়ের একটি মাত্র রাস্তার উভয় পার্শ্বে ঘরের সার এবং এই নাতিশীতোষ্ণ মনোরম আবহাওয়ায় ইট পুরুষের পর পুরুষ টেঁকে। প্রায়শই প্রতি গ্রামে একটি করে পাথরের বাড়ি আছে। এক ধরনের জমায়েতের স্থান এগুলি -- নাম সিনাগগ। এগুলি বিদ্যালয় ও প্রার্থনা গৃহ এই উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। অক্ষরজ্ঞানকে এরা প্রায় সব জিনিসের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। লিখতে ও পড়তে জানে না এমন একজন ইহুদির সঙ্গেও আমার দেখা হয়নি। খুব সম্ভবত এই কারণেই এদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুষ্টিমেয়-বিদ্যানসম্বল বহির্বিশ্বের প্রতি এদের ঘৃণার এটি অন্যতম সুনিশ্চিত কারণ।

সর্বত্র জলপাই বাগানের ছড়াছড়ি। পাহাড়ের এখানে সেখানে সযত্ন-লালিত সিডার হেমলক বনও আছে। বহু হাজার বছরের প্রচেষ্টায় পাহাড়ে জমি তৈরী করা হয়েছে। নীচু থেকে ঝুড়ি ভরতি মাটি বয়ে এনে এগুলো ভরতি করা হয়। শক্তির জমি তিরিশ-চল্লিশ ফুট নীচে। পাহাড়ের সর্বত্রই চৌবাচ্চা আছে। বৃষ্টির জলধারার জন্য তার সঙ্গে পাথরের আচ্ছাদন সংযুক্ত। এদেশ তৈরী করতে কি বিপুল শ্রম যে ব্যয়িত হয়েছে, ভেবে অবাক হতে হয়। এ বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পায় যখন শোনা যায়, দুনিয়ার সমস্ত দেশের মধ্যে দাসের সংখ্যা এখানে সব চাইতে কম। পক্ষান্তরে আমাদের গত লোকগণনায় জানা গেছে যে, প্রতিটি স্বাধীন নাগরিক পিছু তেইশ জন ক্রীতদাস আছে। কিন্তু জুদিয়ার অবস্থা ঠিক বিপরীত। প্রতি বিশ কি ত্রিশজন নাগরিকে একজন ক্রীতদাস থাকতে পারে। এর মধ্যে যে বিপদ নিহিত তাকে অবশ্যই উপেক্ষা করা যায় না; কারণ বিধান অনুযায়ী একটা সময়ের পর এরা ক্রীতদাসদের মুক্তি দেয় এবং ক্রীতদাসদের মারা কি অঙ্গ রাখা অপরাধ বলে গণ্য হয়। যখন মনে হয়, যথেচ্ছ ক্রীতদাস রাখা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি এবং এই দৃঢ় ভিত্তির উপরেই রোমক সাধারণতন্ত্রের ইমারত সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন বেশ বোঝা যায় যে, ইহুদি সমস্যা শুধু আঞ্চলিক জঞ্জালই নয়।

বিচ্ছিরি একটা রাস্তা ধরে আমরা দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হলাম। আমাদের কোনো রাস্তার সঙ্গেই এদের পথঘাটের তুলনা হয় না। মনোরম একটি শীর্ণ পাহাড়ে নদীর সমান্তরালে চলে গেছে পথটি। পাথরে হোঁচট খেয়ে কলকল খলখল শব্দে মোদিন গ্রাম অবধি এগিয়ে এসেছে পাহাড়ে নদীটি। গ্রামটি সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কারণ এইখানেই ম্যাক্কাবির পৈতৃক বাড়ি আর গোটা বিদ্রোহের সময় এইটাই ছিল তাদের সেনা সমাবেশের ঘাঁটি। স্থানটির প্রতি ইহুদিদের অদ্ভুত শ্রদ্ধা। আমার পথপ্রদর্শক খানিকটা ভয়ে ভয়েই গ্রামটির কথা বলে। যুদ্ধের সময় এত লোক মারা গেছে যে এখন সামান্য জন কয়েক মানুষই জীবিত আছে, তবু এখানে যারা জন্মায়, তাদের সবাই আদনের সম্মানের অধিকারী। আদন অর্থে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে বোঝায়। আমরা যখন মোদিনে পৌঁছলাম, পথপ্রদর্শক সিনাগগে প্রার্থনা করতে যায় এবং এই সময় আমি একাকী গ্রামটির মধ্যে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে দেখলাম। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, গ্রামটি অস্বাভাবিক সুন্দর এবং সযত্ন-রক্ষিত; তাছাড়া গড়ানে পাহাড়ের পাদদেশে এই পল্লীটির অবস্থানও অপূর্ব। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলে অসংখ্য জুদিয়ার গ্রাম থেকে এটির তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়ল না। গাঁয়ের মানুষগুলো স্বাস্থ্যবান এবং সুগঠিত, তাছাড়া ব্যবহারও মধুর। জুদিয়া দেশটাই মদের দেশ। কিন্তু এই গ্রামটি সেরা আঙুর ক্ষেতের কেন্দ্রে অবস্থিত। অনবরত আমায় পাত্রভরা মদ দেওয়া হয় এবং এজন্য এরা গর্ব

অনুভব করে। জুদিয়ায় আমার অবস্থানকালে কোনো সময় কাকেও মাতলামি করতে না দেখলেও লোকগুলো জলের মতোই স্বচ্ছন্দে মদ্যপান করে আর তাছাড়া আঙুর সম্পর্কে সকলেরই অদ্ভুত জ্ঞান। অন্যান্য জিনিসের মতো মদ্যপানও অসংখ্য ক্রিয়া কাণ্ড ও প্রার্থনার সঙ্গে জড়িত। আমি তাদের মদের প্রশংসা করায় তারা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করে।

মোদিন থেকে পথ ধরে আমরা জেরুজালেমের দিকে চললাম। এই অঞ্চলটি ঘন বসতি-পূর্ণ। মোদিন থেকে জেরুজালেম যাবার একদিনের পথে আমি একুশটি গ্রাম গুণেছি। প্রতি ইঞ্চি জমিতে চাষ-আবাদ কি বাগিচা করা হয়েছে। গোয়ালের গামলা শস্যভরা, ভেড়া ছাগল চরছে ফসলকাটা জমিতে, প্রতি দরজায় পনীর ঝুলছে আর চৌবাচ্চায় উপচে পড়ছে জলপাইয়ের তেল। রুটি সেঁকবার সাধারণ জায়গা আছে। বহু গাঁয়ে পাহাড়ের মতো টাল দেওয়া সদ্য সেঁকা রুটির মিঠে গন্ধ আমাদের সংবর্ধনা করেছে। মোরগের মাংস এদের প্রধান খাদ্য এবং এ দেশের প্রিয় খাদ্য। প্রতি ঘরে মোরগ পোষা হয় আর পথে-মাঠে-ঘাটে এবং ঘরের আনাচে-কানাচে মোরগের ছড়াছড়ি। কদাচিৎ এরা দরজায় খিল দেয় এবং রোমের অভিশাপ চুরি এখানে নেই বললেই চলে। অসংখ্য শিশু জুদিয়ায়, আর তাদের চেহারাও বেশ গোলগাল এবং হাসিখুশি। এথনারক সাইমনের অধীনে গোটা দেশে এমন স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সন্তোষের ছবি ফুটে উঠেছে যে তিনটি মহাদেশ ঘুরে শ'খানেক শহর দেখলেও কোথাও এমন সফল জীবনের চিত্র দেখিনি! তাছাড়া, আমাদের দেশের মতো নিষ্কর্মা এবং সম্পন্নদের-রক্ত-চোষা-ছাড়া-গত্যন্তরহীন স্বাধীন লোকের গাঁজলা এখানে নেই। ইতর জনের অভিশাপও নেই এদের সমাজে। বস্তুত যুদ্ধের প্রারম্ভে ব্যাপক ধন ও পদমর্যাদার পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও গোটা জাতি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে সে বৈষম্য কার্যত লোপ পায়। অতি-ধনীরা আক্রমণকারীদের পক্ষ নেয়। তারা নির্বাসিত কি নিহত হয়েছে। এবং যুদ্ধে এত লোক নিহত হয়েছে যে, যুদ্ধান্তে জমির চাইতে লোকের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে।

দেশের চিত্র পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য এসব গুণপনার উল্লেখ করলাম। তবু একথা আমাকে বলতেই হবে যে, অন্য লোককে যে সব গুণপনার জন্য প্রশংসা করা যায় তা থাকা সত্ত্বেও কোনো ইহুদিকে পছন্দ করা যায় না। নিজেদের কৃতিত্ব সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন এরা। সৌজন্য, সদাচরণ কি ধার্মিকতা, কোনোটাকেই এরা নিশ্চিত বলে গণ্য করে না, বরং বারংবার একথাই বোঝাতে চায় যে, এসব গুণপনা তাদের ইহুদি হবার ফল। শান্তির পূজারী এরা, তবু কোনো সময় আপনাকে ভুলতে দেবে না যে কি মূল্য দিয়ে তাদের এ জিনিস অর্জন করতে হয়েছে। পরিবার তাদের মাথার উপর পাথরের তোরণের মতো। এ কথা তারা বেশ জানে। তবু নোকরিদের মধ্যে এ গুণপনার অভাবের

দক্ষুন তাদের ঘৃণা করে। ক্ষমতা এবং ক্ষমতাধিকারীদের তারা ঘৃণা করে, তাদের কুৎসা রটনা করে, নিজেদের ছাড়া অন্যের দেবতা, নিজেদের ছাড়া সমস্ত সংস্কৃতিই তাদের কাছে অবজ্ঞেয়। কাজেই তাদের এত সব সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও অন্তরে তাদের প্রতি ধূমায়িত ঘৃণার ভাব পোষণ করতে হয়। এর সঙ্গে আরও এক বাস্তব সত্য জড়িত আছে যে মহৎ চরিত্রের মানুষ হবার পক্ষে যে স্বাভাবিক গুণ ও সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এদের চরিত্রে তার একান্ত অভাব।

সন্ধ্যার দিকে আমরা জেরুজালেম পৌঁছলাম। মহান্ সুন্দর শহর। গোটা ইহুদি জাতির পবিত্রতম মন্দির এই শহরে। মন্দির, তার সংলগ্ন পাকা বাড়ি, চত্বর, চলাচলের পথ আর চতুর্দিকের বিশাল প্রাচীর শহরটির অর্ধেক এলাকা জুড়ে আছে। শহরের প্রাকারের মতোই বিশাল মন্দিরের প্রাচীর। আয়তন কিংবা স্থাপত্যের উৎকর্ষ শহরটিকে সৌন্দর্য দান করেনি বরং তার অবস্থান এবং নির্মাণ-শৈলী এমন চমৎকার যে গোটা দেশের লোক পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। পথপ্রদর্শককে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে আমি শহরে প্রবেশ করি। মন্দির, প্রতিটি প্রাসাদ ও প্রাচীর তখন অস্তরাগের সিঁদুরে আভায় অবগাহন করছে। তোরণ-দ্বার অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে গেলাম। যাবার পথেই পুরোহিত ও লেভিটদের গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠে মন্ত্রপাঠের ধ্বনি কানে এল। এই প্রার্থনা মন্ত্র পাঠের সময় এক অপরূপ গভীর প্রশান্তি এখানকার অধিবাসীদের অভিভূত করে। নিজের মনে এদের সম্পর্কে যে বিদ্বেষ-ভাব দানা বেঁধে উঠেছিল, তা সত্ত্বেও, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সঙ্গীতের সৌন্দর্যে আমি বিচলিত ও অভিভূত না হয়ে পারলাম না। পরস্পরের প্রতি এবং আমার প্রতিও এদের ব্যবহার এত সরল শিশুসুলভ যে তাতে বিচলিত হয়ে আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। হেঁয়ালিভাবে এরা জবাব দেয়, মিশর দেশে এককালে আমরা দাস ছিলাম।

এই প্রথম আমি কথাটি শুনলাম। কিন্তু কথাটি এদের মনে চির-জাগরূক। পরে এ সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিতভাবে ম্যাকাবি সাইমনের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়।

সামান্য কিছু সৈনিক তোরণদ্বার পাহারা দেয়। নিতান্ত গতানুগতিক পাহারার ব্যবস্থা। আমরা শহরে ঢুকে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হবার সময় তারা আমাদের অনুসরণ করে, কিন্তু কোনো বাধা দেয়নি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, প্রার্থনাগানও থেমে গেছে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে। ঘর-বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম, পরিবারের লোকজন একত্রে সান্ধ্য-ভোজনে বসেছে। রাস্তা পরিচ্ছন্ন ও নতুন। পাথরের কিংবা কাদামাটির ইট দিয়ে তৈরী অধিকাংশ ঘর-বাড়িও নতুন। সব কটিই রঙ করা কিংবা চুনের প্রলেপ দেওয়া। আমাদের পশ্চিমের

শহরের তুলনায় একমাত্র মন্দির ছাড়া জেরুজালেম বিস্ময়কর পরিচ্ছন্ন। শহর বলতে আমরা যা বুঝি, সে দিক থেকে মন্দিরকে কতকগুলি পল্লীর সমষ্টি বলা ভালো। অধিবাসীদের মধ্যে সহজ অবাধ প্রতিবেশীত্ব বিদ্যমান। কোনো সময় তাদের কপাট বন্ধ থাকে না—পরস্পরের কান্না-হাসির ভাগীদার।

মন্দিরের বহির্দ্বারে পৌঁছলে আমাদের থামানো হয়। তবে আমাদের বাহন দুটিকে শ'খানেক গজ নীচের আস্তাবলে রেখে আসতে হয়েছে।

লেভিট নামে অভিহিত দুটি সাদা পোশাক-পরা মন্দিরের সেবক সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাবে আমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। লেভির সুপ্রাচীন গোষ্ঠীর বংশধর বলে এরা গর্বিত। আমায় উপেক্ষা করে তারা আমার পথপ্রদর্শককে জানায় যে, বিদেশীর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া নিষিদ্ধ।

আরন বেন লেভি তখন নীরব ঘৃণায় বিরক্তিকর সুরে সায় দিয়ে বলে, 'খুবই স্বাভাবিক, কারণ উনি রোমান। তবু রাষ্ট্রদূত হিসাবে উনি ম্যাক্কাবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ম্যাক্কাবি এখানে যদি ওর সঙ্গে দেখা না করেন তো কোথায় যাবেন উনি?'

তারা তখন আমাদের সাইমনের প্রাসাদে নিয়ে যায়। মন্দিরের কাছাকাছি পাহাড়ের কোলে সদ্য-নির্মিত এবং দরি দ্বারা মন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন এই পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পাথুরে বাড়িটিকে আমাদের দেশে কোনোক্রমেই প্রাসাদ বলবে না। ঘরের সামান্য সাধাসিধা আসবাবপত্রগুলি সিডার কাঠের তৈরী, ঝুলানো পর্দাগুলি খাপি ঝকমকে-রঙ-করা পশমের। মধ্য বয়সী স্বাস্থ্যবতী প্রিয়দর্শিনী এক মহিলা, এথনারকের স্ত্রী এখানে আমাদের সংবর্ধনা করেন। কালো-কেশ কালো-চোখ আর আমাদের সামনে সবসময় গম্ভীর এই মহিলাটিকে ঠিক ইহুদি মেয়ের মতো দেখায় না। কিছুদিন পরে একখানা পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনুমান করতে পারলাম। পাণ্ডুলিপিখানি আমি রিপোর্টের সঙ্গে পাঠালাম। পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁদের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই বললেই চলে। এথনারকের চার ছেলে, লম্বা সুগঠিত যুবক। এত সরল জীবন এরা যাপন করে যে তাকে কঠোর বলা চলে। বছর কয়েক আগে তাঁর মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।

জুদাস নামে সাইমনের এক ছেলে আমায় আমার প্রকোষ্ঠে নিয়ে যায়। খানিকটা বাদেই একটি ক্রীতদাস গরম নোনা জল-ভরতি স্নানপাত্র নিয়ে আসে। পথের ময়লা সাফ করে সকৃতজ্ঞচিত্তে আমি শুয়ে পড়লাম। আমি শোয়া থাকতেই মদ ও টাটকা ফল এনে আমার পাশে একখানা নীচু টেবিলে রেখে দেওয়া হলো। তারপর ঘণ্টাখানেক আর কেউ এ ঘরে আসেনি। এই নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

দোষ ও গুণ কেমনভাবে এই অদ্ভুত জাতির চরিত্রে মিশ্রিত তাই বোঝাবার

জন্যই আবারও এইসব খুঁটিনাটি জিনিসের উল্লেখ করছি। রোমে আলেকজান্দ্রিয়ায় কি আন্তিয়কে কোনো বিদেশীর পক্ষে এত সহজে 'প্রথম নাগরিকের' সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া তার অভ্যর্থনাও এত অকপট কি প্রীতিকর হতো না। কেউ জিজ্ঞাসা করল না, কি করেছি, কি চাই ম্যাক্কাবির কাছে, এমন কি আমার নামই বা কি। কেউ আমার দলিলপত্র, ছাড়পত্র কি সনন্দ দেখতে চায়নি। তারা আমায় শুধু ক্লান্ত আগন্তুক বলে গ্রহণ করেছে এবং সুনির্দিষ্ট দেশাচার অনুযায়ী যে রকম আপ্যায়ন আগন্তুকদের প্রাপ্য, সেইভাবেই আপ্যায়িত করেছে আমাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে ম্যাক্কাবি বা এথনারক স্বয়ং উপস্থিত হলেন। এই ঐতিহাসিক ব্যক্তির সঙ্গে এ-ই আমার প্রথম দেখা। পঞ্চ ম্যাক্কাবি-ভ্রাতার মধ্যে একমাত্র মাট্টাথিয়াস-নন্দন সাইমনই জীবিত আছেন। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, সেনেট যে-কার্যক্রমই স্থির করুন না কেন, তা এই লোকটির মাধ্যমে চালু করতে হবে; কাজেই আমি তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিবরণ দেবার চেষ্টা করব।

অতি দীর্ঘ মানুষ সাইমন, কমপক্ষে ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। সুঠাম সুগঠিত দেহ, ভারিক্কি হাবভাব আর শক্তিও রাখেন প্রচুর। বয়স ষাটের কিছু নীচে। মাথায় টাক পড়েছে, তবু পারিবারিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চুল-দাড়িতে এখনও রাঙাটে ভাব আছে। লেভির গোত্রের যে গোষ্ঠী কোহানিম নামে পরিচিত এটা তাদেরও বৈশিষ্ট্য। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন প্রশস্ত ও বলিষ্ঠ, নাকটা টিকলো —অনেকটা বাজপাখীর ঠোঁটের মতো। মোটা লোমশ ভুরুর নীচে ফিকে নীল তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ। মুখের ব্যঞ্জনা দৃঢ়তাব্যঞ্জক —ঠোঁট পুরু। দাড়ি সম্পূর্ণ পেকে গেছে। এদের জাতের অধিকাংশ লোক দুই এক ইঞ্চি লম্বা রেখে দাড়ি ছেঁটে ফেলে, কিন্তু সাইমনের দাড়ি বুকের উপর প্রলম্বিত। দাড়ি তিনি ছাঁটেন না। পাখার মতো বুকের ওপর প্রলম্বিত এই বিরাট দাড়ি তাঁকে এক অদ্ভুত মহত্ত্ব ও মর্যাদা দান করেছে। তাঁর সুগঠিত লম্বা বাহুও দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর তাঁর কাঁধের প্রশস্ততাও বিস্ময়কর। সবদিক বিচার করলে, যত চিত্তাকর্ষক হৃদয়গ্রাহী লোক আমি দেখেছি, সাইমন তাদের অন্যতম। তাঁকে দেখলেই তাঁর প্রতি ইহুদিদের অবিশ্বাস্য ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণ বোঝা যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম যখন তাঁকে দেখলাম, তখন তাঁর পরনে সাদাসিধে সাদা পোশাক, পায়ে স্যাণ্ডাল আর মাথায় ছোট্ট নীল টুপি। যে পশমী পর্দাটা গোটা বাড়ি থেকে আমার প্রকোষ্ঠটি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, ঢুকবার সময় সেটি তিনি সরিয়ে দেন। আগাম কোনো সংবাদ না দিয়ে কিংবা কোনো প্রহরী না নিয়ে ইতস্ততভাবে তিনি সসঙ্কোচে আমার ঘরে ঢুকে পড়েন। যেন আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করা তাঁর পক্ষে চরম নিন্দনীয় কাজ। সেই মুহূর্তে লোকটিকে দেখে

তাঁর রাজনৈতিক মর্যাদা এবং দৈহিক চেহারার কথা স্মরণ করে, চট করে আমায় এমন এক কর্মপন্থা স্থির করতে হয় যাতে আমার উদ্দেশ্য এবং রোমের স্বার্থসিদ্ধ হতে পারে। সাধারণত রোম সম্পর্কে এ জাতির লোকের সামান্য জ্ঞানই আছে। সিরিয়া বা মিশরে শুধু মাত্র পবিত্র সেনেটের নামোচ্চারণ করে যে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের আভাস পাওয়া যায়, এদের মধ্যে তা পাবার উপায় নেই। তাছাড়া আমি একাকী এসেছি, সঙ্গে কোনো সেবক বা রক্ষী নেই। এ সিদ্ধান্ত আমি অবশ্য নিজেই পছন্দ করে করেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সৈন্যসামন্ত বা বল্লম পরিবেষ্টিত না হয়ে শুধুমাত্র প্রতাপশালী সেনেটের দীর্ঘ অনমনীয় বাহুর রক্ষণাধীনে রোমের দূতগণ যেভাবে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং তাতে বিভিন্ন শহরে রোমের মর্যাদা যত বৃদ্ধি পায়, অন্য কোনোভাবেই অতটা বৃদ্ধি পেত না। তথাপি এমন একটি লোকের কাছে আমায় জিনিসটি প্রতিপন্ন করতে হয়েছে সে সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এবং সেইত প্রয়োজন সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে আমি সেই বিরাট ব্যক্তিকে খোঁচা মারলাম—নিষ্প্রাণ কঠোরভাবে তাকে চ্যালেঞ্জ জানালাম।

তাঁকে জানালাম, ম্যাক্কাবির সঙ্গে দেখা করার জন্য সেনেট আমায় পাঠিয়েছেন, এবং তিনি যদি কামনা করেন তো তাঁর হাতে হাত মেলাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার এ হাত রোমেরই হাত—সেনেটেরই হাত। খুব মোলায়েমভাবে কথাটা বলিনি। বরং আমার কণ্ঠস্বরে খানিকটা ক্ষমতার দম্ভ ফুটে বেরিয়েছিল। আমি তাঁকে একথাও জানালাম, কার্থেজ, গ্রীস এবং আরও কয়েকটি জাতি উপলব্ধি করেছে যে রোমের সঙ্গে যুদ্ধ করার চাইতে শান্তি স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়।

এ রকম লোকের কাছে নিঃসন্দেহে এইরূপ মনোভাব অবলম্বন করা যুক্তি-যুক্ত। তাহলেও সত্য কথা বলতে গেলে আমায় জানাতে হচ্ছে যে, তাঁকে তেমন বিচলিত দেখাল না। বরং আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের চাইতে জুদিয়ায় অবস্থানকালে আমার প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিবরণ জানার জন্যই তাঁকে বেশী উৎসুক মনে হলো। আমি যখন আমার উটচালক পথপ্রদর্শকের ঔদ্ধত্যের উল্লেখ করলাম, হেসে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, 'আরন বেন লেভি লোকটাকে আমি চিনি। ওর মুখখানা বড় বেয়াড়া। আমার বিশ্বাস, আপনি ওকে মার্জনা করবেন, কারণ লোকটা বুড়ো আর ওর বর্তমানের চাইতে অতীত অনেক বেশী মহীয়ান। বয়সকালে লোকটা মস্ত বড় ধানুকী ছিল।'

'তবু আপনারা তাকে পুরস্কৃত করেছেন দারিদ্র্য দিয়ে আর সমাজের অজ্ঞাত-পরিচয় কোণে ঠেলে ফেলে, কেমন তো?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ম্যাক্কাবি ভুরু টান করেন, যেন আমি দুর্বোধ্য একটা কিছু বলেছি। তবু লোকটা এমন অকপট যে তিনি আমায় বুঝিয়ে দেন যে সত্যই আমি অর্থহীন কথা বলছিলাম।

'পুরস্কার দেবো ? আমি কেন পুরস্কার দেবো !'

'কারণ সে মস্ত বড় যোদ্ধা ছিল।'

'তাই বলে আমি পুরস্কার দিতে যাব কেন ? আমার জন্য সে লড়াই করেনি। অন্যান্য সব ইহুদির মতো সে যুদ্ধ করেছে চুক্তির জন্য, জুদিয়ার জন্য। তাকে আলাদা করে দেখার কি আছে ?'

অযৌক্তিক কথা শুনতে আমি তখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে বিতর্ক বা আলোচনা করলে সব সময় অযৌক্তিক কথা শুনতে হয়। তাছাড়া আমি তখন বেজায় ক্লান্ত। আমার ক্লান্তি লক্ষ্য করে ম্যাক্কাবি বিদায় নেন এবং পরদিন বিচার সভায় গিয়ে বিচার দেখবার আমন্ত্রণ জানান, কেননা সেইভাবে আমি চটপট এদেশের রীতিনীতি ও সমস্যা বুঝতে পারব।

এখন সাইমন বেন মাট্টাথিয়াসের উপাধি ও মর্যাদা সম্পর্কে দু'-চার কথা নিবেদন করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ পরদিন বিচার সভায় যে ঘটনাটি ঘটে, এতে তার তাৎপর্য আরও বোধগম্য হবে। খুব পষ্টভাবে বোঝাতে আমি পারব না, কারণ এদের পরস্পরের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমাদের চিন্তা ও জীবনধারার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু বিষয়টির কয়েকটি দিক আমি পেশ করতে পারি।

সাইমন ম্যাক্কাবি। তার মানে, তাঁর ছোট ভাই জুদাসকে প্রথম যে উপাধি দেওয়া হয়, তিনি সেই অভিনব রহস্যময় উপাধির উত্তরাধিকারী। আজকে সে উপাধি যে করেই হোক পারিবারিক উপাধিতে দাঁড়িয়েছে। ফলে এদের পিতা মাট্টাথিয়াস এবং তাঁর পাঁচ ছেলে 'ম্যাক্কাবিয়ান' বলে সুবিদিত। উপাধিটির প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তবে সাইমন বলেন যে জনতার মধ্য থেকে উত্থিত এবং তাদের প্রতি বিশ্বস্ত নেতাকেই এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তার মানে, ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে বিশ্বস্ত—অর্থাৎ শৃংখলাকে যারা অবজ্ঞা করে, কর্তৃত্বকে যারা ঘৃণা করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে। যাই হোক, অন্যান্য যে সব ইহুদির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, তারা ভিন্নমত প্রকাশ করে। ফলে শব্দটি এমন কতগুলি ব্যাখ্যার সঙ্গে সংযুক্ত যা প্রায় অর্থহীন। তাতে একথা বোঝায় না যে শব্দটি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। শুধু একজন ম্যাক্কাবিই আছেন—তিনি এথনারক সাইমন। কিন্তু রাস্তার দীনতম ভিখারীও তাঁকে থামিয়ে তাঁর সঙ্গে সমপর্যায়ে তর্ক ও আলোচনা করতে পারে। নিজের চোখে এসব আমি দেখেছি, কাজেই সাক্ষী দিতে পারি। এদেশে সব লোক পড়তে, বকবক করতে আর দর্শন আওড়াতে জানে বলে বিত্ত ও গৌরবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রোমের অভিজাতদের মতো কোনো সংস্কৃতিবান উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি হতে পারে না। তবু এই অদ্ভুত ইহুদি গণতন্ত্রের ঘোর এমন ঐকান্তিক ও জুর যে তাকে রোগ বলেই মনে হবে। দেশের কোনো লোক এ রোগমুক্ত নয়।

সাইমনের অধীনস্থ গভর্নমেণ্ট এত শিথিল যে তাকে অস্তিত্বহীন বলেই মনে হয়। তিনিই সর্বোচ্চ কর্তা, কারণ ছোট বড় মামলা তাঁর সম্মুখেই বিচারের জন্ম পেশ করা হয়। তথাপি তিনি আরন ও রাব্বি নামে অভিহিত প্রাচীনদের এক পরিষদের নিকট সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল এবং তাদের অধীন। এদের নিয়েই 'বৃহৎ পরিষদ' গঠিত। মহান্ সেনেট সভার মতো এই পরিষদ আইন প্রণয়ন করতে পারে না। কারণ আইন-কানুনকে যিহভা ও মানুষের মধ্যে চুক্তির অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়। এ পরিষদ যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারে না। বস্তুত হাজার হাজার লোকের জমায়েতের সম্মুখে সরাসরি প্রশ্নটি পেশ করে যুদ্ধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পদ্ধতিটা অযৌক্তিক বলে মনে হলেও হামেশা এ রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

পরদিন সাইমন বিচারাসনে বসেন। ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আমি সবকিছু লক্ষ্য করলাম, এবং যা ঘটে সবই সযত্নে টুকে নিলাম। একে আমি দূতের কর্তব্য বলেই গণ্য করি, কারণ কোনো জাতি সম্পর্কে সেনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে মূল্যবান রিপোর্ট তৈরী করতে হলে সে দলিলে বহু পরস্পর-বিরোধী বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ থাকা আবশ্যক। ইহুদিদের মতো এত চতুর জটিল জাতি সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই দিনের বিচারে এমন একটি ঘটনা ঘটে এবং তাঁর গুরুত্ব এত বেশী যে, পুনরায় তার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। ম্যাক্কাবির সামনে এক চামার আসে। তার সঙ্গে একটি ভীত বেদুইন বালক। দক্ষিণের মরু অঞ্চলে যত বর্বর উপজাতি ঘুরে বেড়ায়, বালকটি তাদেরই এক উপজাতির লোক। পাঁচবার ছেলেটি পালিয়ে গেছে এবং প্রতিবারেই চামার তার আইন-সম্মত সম্পত্তির অধিকার ফিরিয়ে পেয়েছে। বারকয়েক এজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়েছে। এ অবস্থায় স্বভাবতই সে ক্ষুব্ধ হয়। তথাপি রোমে সাধারণ সম্মতিক্রমে যা অতি স্বাভাবিক কাজ বলে গণ্য হতো, এখানকার আইনে তা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ অপরাপর সম্পত্তিকে সমাধান করে দেবার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ পলায়িত দাসের চামড়া খুলে সে-চামড়া প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে রাখা আইনত নিষিদ্ধ।

তার বদলে এথনারকের কাছে এসে চামার ছেলেটিকে ছাপ মেরে দেবার অনুমতি চায়, যাতে দাসত্বের মেয়াদ শেষ হবার পরেও আজীবন তাকে দাসত্বের চিহ্ন বয়ে বেড়াতে হয়। এ আবেদন আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত এবং অকিঞ্চিতকর মনে হলো। ভাবলাম, সাইমন সহজেই রাজী হয়ে যাবেন। কিন্তু ম্যাক্কাবি এই অতি সহজ সিদ্ধান্তটুকুও করতে পারলেন না। দাসটির সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি নিজেকে অবমাননা করেন। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন সে পালিয়েছিল।'

'মুক্তির জন্য।' ছেলেটি জানায়।

অনেকক্ষণ ম্যাক্কাবি চুপ করে থাকেন, যেন ঐ কথা দুটির এক গূঢ় রহস্যময় তাৎপর্য আছে। অবশেষে রায় দেবার জন্য আবার যখন তিনি মুখ খুললেন, তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর তখন গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত। তিনি যা বলেন, আমি টুকে রেখেছি। 'আইনের বিধানমতে দু'বছর পরেও মুক্তি পাবে। আর ছাপ মেরো না।'

এই কথা শুনে চামার ক্রুদ্ধভাবে জানতে চায়, আমি যে অর্থ ব্যয় করেছি তার কি হবে? যে উদ্ধত ভঙ্গীতে চামার কথা বলে, জন্ম বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে অপরের সঙ্গে সেভাবে কথা বলার অবাধ অধিকার সকলেরই আছে বলে ইহুদিরা মনে করে।

'নিজের স্বাধীনতার মূল্য বলে ধরে নাও চামার!' অবিচলিতভাবে বলেন ম্যাক্কাবি।

ম্যাক্কাবির নিজের নাম সাইমন বেন মাট্টাথিয়াস বলে তাঁকে সম্বোধন করে চামার প্রতিবাদ জানায়। সাইমন তখন সহসা লাফ দিয়ে ওঠেন এবং একখানা বিশাল হাত বাড়িয়ে করতলে কিল মেরে তারস্বরে বলেন, 'তোমার বিচার হয়ে গেছে চামার! কতদিন আগে নিজে নোংরা ভেড়ার চামড়ার তাঁবুতে ঘুমিয়েছ? স্মৃতিশক্তি অত কম কেন? স্বাধীনতা কি কোর্তার মতো একবার পরিয়ে দেবার পর আবার খুলে নেবার জিনিস?'

সেই একবারই এথনারককে ক্ষুব্ধ দেখেছিলাম। ঐ একবারই দেখেছি তাঁর মধ্যে গভীর জ্বালাময় ক্ষোভ উথলে উঠতে। তবু এই উপলক্ষেই আমি সাচ্চা সাইমন বেন মাট্টাথিয়াসের আসল রূপ চিনতে পারলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় এক সঙ্গেই আমরা খাওয়া-দাওয়া করি। ইতিপূর্বে যে অদ্ভুত আদিম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি, তার কথা উঠতেই খাবার টেবিলে বসে আমি হাসি সামলাতে পারলাম না।

'এ জিনিস আপনার কাছে খুব কৌতুককর বলে মনে হয়েছে, না?' ম্যাক্কাবি জিজ্ঞাসা করেন। তখনও তাঁর অন্তরে কি যেন টগবগ করে ফুটছে। সেই ঝাঁঝ চাপা দেবার জন্য অতি সহজভাবে আমি কিছুক্ষণ গল্প করলাম—দাসপ্রথা এবং তাদের অদ্ভুত ধর্ম সম্পর্কে নানাকথা জিজ্ঞাসা করলাম। ছেলেরা শুতে চলে যায়, মাথা ধরার নাম করে তাঁর স্ত্রী অলিন্দে হাওয়া খেতে যান। এই সময় আমরা দু'জনেই যখন ছিলাম, তাঁর মেজাজ খানিকটা ঠাণ্ডা হলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চামারকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে স্বাধীনতা কোর্তার মতো পরিয়ে দেবার বা খুলে নেবার জিনিস কিনা, তখন কি আপনি বোঝাতে চেয়েছেন ম্যাক্কাবি সাইমন?'

বৃদ্ধ তখন জুদিয়ার অপূর্ব রসাল এক থলো আঙুর নাড়াচাড়া করছিলেন। সেটা রেখে দিয়ে পলকের জন্য তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকান যেন আমি সদ্য তাঁর ঘুম ভাঙিয়েছি।

'একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?' অবশেষে তিনি বলেন।

'জিজ্ঞাসা করা, জানা আর বোঝাই তো আমার কাজ, সাইমন বেন মাট্রাথিয়াস। না হলে রোমের প্রতি আমার কর্তব্যচ্যুত হব —আমার নিজের প্রতিও।'

'আপনাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার অর্থ কি রোমান ?' অবাকভাবে ম্যাক্কাবি জিজ্ঞাসা করেন।

'আচ্ছা, এ কেমন রীতি যে কোনো ইহুদিকে কোনো প্রশ্ন করলেই তার পালটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ?'

'হয়ত ইহুদিদের সন্দেহ আপনাদের পক্ষে প্রযোজ্য রোমান!' বিষণ্ণভাবে হেসে ম্যাক্কাবি জবাব দেন।

'ইহুদিদের কোনো সংশয় নেই। আপনি নিজেই তো আমায় বলছেন যে ইহুদিরা ভগবানের নির্বাচিত জাতি।'

'নির্বাচিত ? তা বটে —কিন্তু কিসের জন্য ? আমাদের পবিত্র পুঁথি আপনারা নিশ্চয়ই ঘৃণা করেন রোমান। কিন্তু তাতে বলে, অ-ইহুদিদের পথ দেখাবার জন্য আমি তোমাদের আলো দেবো।

আমি আর না বলে পারলাম না : 'কি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য আত্মম্ভরিতা !'

'হয়ত তাই। আপনি আমার স্বাধীনতার কথা জিজ্ঞাসা করছেন রোমান, অন্যের তুলনায় আমাদের কাছে তার অর্থ আলাদা, কারণ এককালে মিশরে আমরা দাস ছিলাম।'

'আগেও বলেছেন একথা!' তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। 'অনেকটা যাদু মন্ত্রের মতো। একি যাদুমন্ত্র না ইন্দ্রজাল ?'

বৃদ্ধ তখন ঘৃণাভরে বলেন, 'যাদুমন্ত্র বা ইন্দ্রজাল নিয়ে আমরা কারবার করি না। যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। এককালে মিশরে আমরা দাস ছিলাম। অনেক অনেক আগের কথা, নোকরিদের মতে বহু প্রাচীন কালের কথা। কিন্তু আমাদের জীবনে অতীত বেঁচে থাকে, আমরা তাকে ধ্বংস করি না। যখন দাস ছিলাম, দিনরাত খাটতে হয়েছে আমাদের —সকাল, দুপুর, রাত্রি সবসময়। তদারককার চাবুক মেরে খাটিয়েছে। খড় বাদে আমাদের ইট বানাতে হতো। আমাদের শিশুদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হতো, স্বামীকে আলাদা করে রাখা হতো স্ত্রীর কাছ থেকে। দুঃখের দহনে গোটা জাত তখন কেঁদে ভগবানের কাছে মিনতি জানায়। এইভাবেই দুঃখের বহ্নিজ্বালা আমাদের শিখিয়েছে যে স্বাধীনতা অপূর্ব সম্পদ এবং জীবনের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সব জিনিসেরই মূল্য আছে, কিন্তু স্বাধীনতার মূল্য নিরূপিত হয় বীরের রক্তে।'

'বড় করুণ কাহিনী !' বলতে বাধা নেই, খানিকটা শুষ্ককণ্ঠেই আমি জবাব দিলাম। 'কিন্তু যে প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এতে তার জবাব হয় না। স্বাধীনতা কি আপনাদের ভগবান ?'

সাইমন তখন হতাশভাবে মাথা ঝাঁকান। এই বারে তিনি সাচ্চা ইহুদি হয়ে পড়েন, পুরোপুরি ইহুদি হয়ে পড়েন আমার শুষ্ক ঘৃণ্য উটচালক পথপ্রদর্শকের মতো। ধৈর্যচ্যুত না হলেও পাহাড়ে দেশের এই কঠোর অধিপতি তখন আমায় করুণা করছেন।

'সবকিছুই আমাদের ভগবান।' গম্ভীরভাবে তিনি বলেন। ভগবান সর্বময়, অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য। এর চাইতে আর ভালো করে আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না রোমান।'

'আর অন্যান্য সব ভগবান?' হেসে বললাম।

'আর কোনো ভগবান আছেন নাকি রোমান?'

'আপনার কি মনে হয় ইহুদি?' তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। ইচ্ছে করেই অপমানের খোঁচাটা দিলাম এবং বেশ খানিকটা ঢুকিয়ে দিলাম কথার হুল। কেননা ওঁর সবিনয় ঔদ্ধত্য আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

'আমি শুধু ইস্রায়েলের ভগবানকে, আমার পিতৃ-পিতামহের ভগবানকে চিনি।' অবিচলিতভাবে ম্যাক্কাবি জবাব দেন।

'তার সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'কোনোদিনও বলিনি।' ধৈর্যচ্যুত না হয়েই জবাব দেন বৃদ্ধ।

'দেখেনওনি?

'না।'

'কোনো প্রমাণ আছে?'

'শুধুমাত্র আমাদের দেশের পাহাড়ে আর জমিতে।'

'সেখানে তিনি চলাফেরা করেন?'

'অন্যান্য স্থানের মতো সেখানেও তিনি বাস করেন।' হেসে বলেন বৃদ্ধ।

'তবু আপনি জানেন যে অন্য কোনো ভগবান নেই?'

'তা জানি।' ম্যাক্কাবি বলেন।

আমি তখন বললাম, 'আমার ধারণা, অন্যের ভগবানের প্রতি, নিদেন তাদের মনোভাবের প্রতি ভব্য শ্রদ্ধা থাকলে এমন সরাসরি সবকিছু অস্বীকার করা যায় না।'

'সত্য সর্বাবস্থায় সত্য।' অকপট বিস্ময়ে তিনি বলেন।

'সত্য কি এমন অভ্রান্তভাবেই আপনারা জেনেছেন ইহুদি? সমস্ত প্রশ্ন, সব শঙ্কা, সব দ্বিধা সব বিস্ময়ের জবাব দিতে পারেন? এই বিপুল অসীম সভ্য জগতের মধ্যে নির্বাচন করবার সময় ভগবান কি শুধু আপনাদের মতো মুষ্টিমেয় পাহাড়ে চাষীর কাছেই সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন?'

ভাবলাম তিনি ক্রুদ্ধ হবেন, কিন্তু তাঁর নিষ্প্রভ বিমূঢ় দৃষ্টিতে ক্রোধের বিন্দুমাত্র লক্ষণ ছিল না। অনেক সময় তিনি আমার দিকে চেয়ে থাকেন, যেন নিজের

বিস্ময়ের সমাধান হতে পারে এমন একটা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আমার মুখে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'মাফ করবেন, আমি বড ক্লান্ত।' আমায় একলা রেখে তিনি চলে যান।

তিনি চলে গেলে খানিকক্ষণ আমি একলাই বসে রইলাম। তাঁর অলিন্দে গেলাম। এইটেই সেরা জায়গা তাঁর এ বাড়ির। সঙ্কীর্ণ গভীর এক খাদেব উপর প্রশস্ত এই বারান্দায় কৌচ সাজানো। গোটা শহর এবং জুদিয়ার গড়ানে শৈলশ্রেণী এর নীচে। স্থাপত্যের দিক থেকে বাড়িটির যে ত্রুটি আছে, তা মানিয়ে গেছে অবস্থানের গুণে।

তাঁর স্ত্রী তখনও ছাদে বসেছিলেন। তাঁকে দেখে আমি সরেই আসতাম যদি তিনি নিজেই না ডাকতেন।

'এথনারকের সঙ্গে কথা বলে যদি খুব ক্লান্ত হয়ে না পড়ে থাকেন তো যাবেন না রোমান।'

'স্থানটির রূপ দেখছিলাম। তবু আপনাব সঙ্গে এখানে একলা থাকা উচিত হবে না।'

'কেন? রোমে কি এটা অন্যায়?'

'রীতিমতো অন্যায়।'

'কিন্তু জুদিয়ায় আমাদের রীতি আলাদা। আমার নাম এসথার, তাছাড়া আমি বৃদ্ধা, কাজেই আপনি বসতে পারেন লেন্তেলাস সিলেনাস। কেউ কিছু বলবে না। আপনি আমায় রোমের গল্প বলতে পারেন, যদি অবশ্য বুড়ীর সঙ্গে গল্প করতে বিরক্তি না লাগে। আর না হলে, আমিও জুদিয়া সম্পর্কে দু'-চার কথা বলতে পারি।'

'কিংবা—'

'কিংবা ম্যাক্কাবি সাইমনের কথা, কেমন তো?'

মাথা নেড়ে আমি সায় দিলাম।

'সাইমন ম্যাক্কাবিয়াসের কথা আপনি হয়ত আমার চাইতে বেশী জানেন রোমান। শুনেছেন হয়ত, অদ্ভুত খামখেয়ালি লোক তিনি। তাঁর ভাই জুদাস ছাড়া, সারা দুনিয়ায় এমন লোক আর দুটি আছে বলে আমার জানা নেই। লৌহ কঠোর সাইমন বলে লোকে ডাকে তাঁকে; কিন্তু ভেতরে সামান্য লোহাই আছে।'

নীরবে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই সময় ইহুদিদের যতটা চিনেছি, তাতে যথোচিত মন্তব্য করার পক্ষে নিজের ক্ষমতার প্রতি আমার সন্দেহ জেগেছে। অন্যে যাতে খুশি হয়, এরা তাতে অসন্তুষ্ট হয়। আর অন্যের অসন্তোষের ব্যাপারে এরা খুশি হয়। যতকাল জুদিয়ায় আছি, আমি রোমের প্রতীক, আর রোম সর্বদাই উৎসুক, সর্বদাই কৌতুহলী, সর্বদা জিজ্ঞাসু। আলাপ করার লোক

প্রয়োজন মহিলাটির, চাইছেনও কথা বলতে ; তাছাড়া রোমানের সঙ্গে আলাপ করার মধ্যে খানিকটা রহস্যময় সন্তোষ আছে বলে কৌচের উপর এলিয়ে আমি মহিলাটিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম —শুনতে লাগলাম তাঁর কথা।

'উনি আমার স্বামী লেন্তেলাস সিলেনাস। আজকের ইস্রায়েলে তাঁর মতো দ্বিতীয় লোক নেই। একি অদ্ভুত কিছু ? না এ দেশ এত ছোট, এত গুরুত্বহীন অসভ্য যে আমার কথা শুনে আপনি কৌতুক বোধ করছেন ? জানি, অনেক কিছুতেই আপনার মজা লাগে, আবার নাও লাগতে পারে। আপনার মুখের ঐ কপট দাম্ভিক হাসি রাষ্ট্রদূতের উর্দির সামিল। বেশ লক্ষ্য করেছি আমি। আবার এও হতে পারে, আমি আপনার প্রতি অবিচার করছি। সত্যিই হয়ত এই অদ্ভুত গেঁয়ো ইহুদিদের প্রতি আপনি প্রসন্ন হয়েছেন। কেন এসেছেন এখানে ? কেন পাঠিয়েছে আপনাকে ? বুড়ো হয়েছি বলে বকবক করা অভ্যাস হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। হাঁ, সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস সম্পর্কে যা বলছিলাম। জানেন হয়ত, পাঁচ ভাই ওঁরা। ওঁদের পাঁচজনকেই আমরা 'ম্যাক্কাবিয়ান' বলে ডাকি। কিন্তু চার ভাই মারা গেছে, আর ওঁর মধ্যেও একটা কিছু মরে গেছে। ঐ ভাইয়েরাই ছিল ওঁর প্রাণ। কোনোদিন যদি কাউকে ভালোবেসে থাকেন তো বেসেছেন ঐ ভাইদের আর জুদাস নামে এক ভাইকে। জুদাসের মৃত্যুর পরেই তিনি আমায় বিয়ে করেন। ভালোবাসতেন বলে নয়! হায়, ওঁর সঙ্গে মোদিনেই বড় হয়েছি। বাল্যকাল থেকে প্রতিদিন আমায় দেখে আসছেন, তবু ভালোবাসতে পারেননি —কোনো স্ত্রীলোককেই পারেন না ভালোবাসতে, এমন কি রুথ নামে মেয়েটিকেও না। মোদিনের সেরা সুন্দরী ছিল সে। আমার এই আবোল-তাবোল কথা আপনাকে উত্যক্ত করছে। আমার কথা তো আপনি শুনতে চাননি, চেয়েছেন তাঁর কথা শুনতে।'

'নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনব।' ভরসা করে বলে ফেললাম। 'কারণ আপনি তাঁরই অংশ।'

'কথাগুলো শুনতে মিঠে বটে!' হেসে বলেন তিনি। এ-ই প্রথম তিনি হাসলেন। 'তাহলেও সত্যি নয় লেন্তেলাস সিলেনাস। কেউই ম্যাক্কাবির অঙ্গ নয় —জগতের কোনো নারীই না। নিঃসঙ্গ দুঃখী উনি। বরাবরই এমনি ছিলেন। এ দুঃখু হারানো জীবনের জন্য। আর সবাই জীবনের স্বাদ পেয়েছে, কিন্তু ম্যাক্কাবিদের ভাগ্যে জোটেনি। ভেবে দেখুন রোমান, নিজেকে অস্বীকার করে, নিজের অন্তরকে অস্বীকার করে শুধু বাইরের একটা কিছুর জন্য বেঁচে থাকা কি মর্মান্তিক। এই পাঁচ ভাইয়ের কথা ভাবুন, জেরুজালেম কি সারা জুদিয়ায় ঘুরে জিজ্ঞাসা করুন, কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না। কোনো পাপ তাঁদের কলঙ্কিত করেনি। এদের সবাই অতুলনীয়, সবাই নিষ্কলঙ্ক……'

সহসা থমকে গিয়ে তিনি জ্যোৎস্না-স্নাত মনোরম উপত্যকার দিকে তাকান।

তারপর আবার বলেন, 'কিন্তু কিসের বিনিময়ে? কত মূল্য দিতে হয়েছে তার জন্য!'

'তবু তো তারা জয়ী হয়েছেন!'

চিন্তাকুল গভীর চোখদুটি তিনি তখন আমার দিকে ফেরান। খানিকটা ক্ষোভের ছোঁয়াচ ছিল তার মধ্যে। তবু সে ক্ষোভ এতটা অনুশোচনা দুঃখ ও হতাশার সঙ্গে মিশে চাপা পড়ে গিয়েছিল যে অপব কারও চোখে অমন দৃশ্য আমি দেখিনি। খানিক বাদে সে-ভাব কেটে যায়, তখন শুধু দুঃখই পড়ে থাকে।

মাথা নেড়ে তিনি বলেন, 'বিজয়ী হয়েছিলেন বটে! ঠিক বলেছেন রোমান, জয়ী তারা হয়েছিলেন। পুরো ত্রিশ বছর যুদ্ধ আর মৃত্যু ছাড়া আমার স্বামী কিছু জানতেন না। কিসের জন্য আপনারা যুদ্ধ করেন রোমান? রাজ্যের জন্য? লুঠের জন্য? নারীর লোভে? তবু আপনি আমায় এমন একটি লোকের কথা বলতে বলেছেন, যিনি শুধু ভগবান ও মানব জাতির মধ্যে এক পবিত্র চুক্তির জন্য লড়েছেন, আর সে চুক্তি বলে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে অবাধে মাথা খাড়া করে চলবে।'

জানি এ কথার কোনো জবাব নেই, তাই তার কথা শুনে যাচ্ছিলাম আর বোঝবার চেষ্টা করছিলাম সেই অদ্ভুত জাতিকে যারা শ্রেয় এবং কাম্য সবকিছু পরিহার করে শূন্যতার বেদী গড়ে তুলেছে।

'তাঁর জীবন গৌরবহীন। সাইমন বেন মাট্টাথিয়াসের গৌরব কোথায়? গৌরব ছিল তাঁর ভাইদের। তাঁর নগণ্যতম ভাইয়েরও ছিল। জুদাসের বিরুদ্ধে একটা কথা বলে দেখুন লেন্তেলাস সিলেনাস, আতিথেয়তার সমস্ত পবিত্র রীতি তুচ্ছ করে নিজের হাতে তিনি আপনাকে খতম করবেন। কিংবা জোনাথান, জন বা এলিজারের সম্পর্কে বলে দেখুন না। জুদাসের প্রতি তাঁর ভালোবাসার মধ্যে এমন আর একটা কিছু ছিল, যা ওঁর হৃদয় দীর্ণ করেছে। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না, কিন্তু সে-আঘাত প্রতিনিয়ত ওঁকে দুঃসহ ব্যথা দেয়। আর সারা দুনিয়ায় যাদের তুলনা ছিল না, সেই ভাইদেরই শুধু উনি ভালোবাসতে পেরেছেন।'

কাঠ হয়ে আমি কাত হয়ে রইলাম। মহিলাটির গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। উঠে দাঁড়িয়ে চটপট বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলে আমি যেন বাঁচলাম।

তারপর তিন সপ্তাহ ধরে এথনারক বা তাঁর স্ত্রীর কিছুই আমি দেখতে পাইনি। এই সময় দেশটা আর দেশের মানুষের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে লিখে রাখবার কাজে মন দিলাম। আরন বেন লেভির তত্ত্বাবধানে তিনবার আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। একবার গেলাম মরু সাগরে। দেখে মনে হলো, অসুরেরা বুঝি অসুরদের জন্য নিশ্চল গভীর আর বিদাহী এই জলাধার সৃষ্টি করেছে। একবার

গিয়েছিলাম মনোরম এফ্রায়েম পর্বতে, আর একবার গেছি দক্ষিণে। দু'বারকার ভ্রমণে ম্যাক্কাবির প্রিয়দর্শন অমায়িক তরুণ পুত্র জুদাস আমার সঙ্গী হয়।

তাছাড়া, প্রবীণদের মহান্ পরিষদের এক অধিবেশনেও আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে যে দীর্ঘ বিরক্তিকর আলোচনা শুনেছি, আমার বিশ্বাস, তার উল্লেখ করে কোনো লাভ হবে না। এইসব ভ্রমণের সময় আমি বহু গ্রামে থেকেছি এবং ইহুদিদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছু দেখেছি। শত্রুতাচরণের একটি দৃষ্টান্তও উল্লেখ করতে না পেরে কেন আমি এদের এতটা ঘৃণা করতে পারলাম, আর কেনই বা পুরোপুরি না বুঝলেও ধরে নিলাম যে, অন্যান্য জাতির কাছেও কেন কিভাবে এরা ঘৃণিত, মহান্ সেনেটের কাছে তার ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কঠিন।

এই সময়ের শেষে সাইমন সহসা একদিন খাবার টেবিলে উপস্থিত হন। এই কয়সপ্তাহ কেন যে তিনি আমায় এড়িয়ে চলেছেন তার কোনো কারণই দেখালেন না। এই সময় তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন বুড়িয়ে গেছেন; যেন এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ভোজনান্তিক প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করে জলের পাত্রে রীতি অনুযায়ী হাত না ধোওয়া অবধি এ সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। তিনি তখন আমায় বারান্দায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করার আমন্ত্রণ জানান। খুশি হয়ে সাগ্রহে রাজী হলাম। কারণ আমার বিবেচনায় তখন উভয় দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাজনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার সময় উপস্থিত হয়েছে। এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, লোকটির ব্যক্তিত্ব আমার উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। সবসময় ওঁকে ঘৃণা করব বলে নিজের মনে একটা বদ্ধ ধারণা সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু তাঁর সামনে গেলেই এ ধারণা উধাও হয়ে যেত, আবার তিনি চলে গেলেই সবসময় ফিরে আসত।

নক্ষত্র ছিটানো নির্মল জুদিয়ার আকাশের তলায় আমরা যখন বারান্দায় পুরু গদির উপর আরাম করে বসলাম, সহসা তিনি একটা অদ্ভুত মন্তব্য করে বসেন। 'এই প্রাসাদে বাস করে যে অন্যায় করেছি, এই বারান্দাটাই সে অপরাধ খানিকটা স্খালন করেছে। এখানে তবু কতকটা শান্তি পাই। কথাটা খুব অদ্ভুত লাগছে লেন্তেলাস সিলেনাস?'

'অদ্ভুত? আমার ধারণা, আপনার অপরাধবোধ আরও অদ্ভুত।'

'সে কি? অন্যের চাইতে নিজেকে উচ্চজ্ঞান করে প্রাসাদ তৈরী করা ভালো কি?'

'সে যদি ম্যাক্কাবি হয় তো নিশ্চয়!'

সাইমন মাথা ঝাঁকান। 'ম্যাক্কাবি হলে আরও বেশী অন্যায়। আচ্ছা সে-কথা থাক। জুদিয়ায় এতোদিন তো রইলেন, ভালো লাগল দেশটা?'

'দেশ ভালো লাগা না লাগা আসল কথা নয়। জুদিয়া সম্পর্কে সেনেটের কাছে আমায় রিপোর্ট পেশ করতে হবে। যেদিন এলাম, তার পরদিনই যদি চলে যাই তো কেমন করে তা হবে? তাছাড়া, তাঁরা হয়ত ম্যাক্কাবির খবর জিজ্ঞাসা করবেন।'

'কি বলবেন আপনি?' হেসে বলেন সাইমন।

'জানি না কতটুকুই বা চিনেছি আপনাকে। আমার মনে হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ আপনি ইচ্ছে করে আমায় এড়িয়ে চলেছেন।'

'অন্যকে যতটা এড়িয়ে চলেছি তার চাইতে বেশী নয়।' সাইমন বলেন। 'অতীতের ঘটনা আমায় অস্থির করে তোলে। তাই স্মৃতির উপর নির্ভর করে সে কাহিনী লিখলাম আর তার অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করলাম।'

'লেখা হয়ে গেছে!'

চিন্তাকুল দৃষ্টিতে বৃদ্ধ আমায় নিরীক্ষণ করেন। তাঁর ম্রিয়মাণ চোখ দুটো ক্রোধের বদলে কৌতূহলে ছুরির মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। আবার তাঁর মধ্যে সেই বিনয় মেশানো চাপা করুণাভরা শ্রেষ্ঠত্বের অদ্ভুত বিরক্তিকর আভাস টের পেলাম। আমি যেন কুকুর আর তিনি আমার প্রভু না হলেও যেন তার হাতের লোক। খানিকবাদে এভাব কেটে যায়। তখন মাথা ঝেঁকে তিনি আমার কথায় সায় দেন।

'অনেক স্মৃতি আছে আপনার, না?'

'অনেক। কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে এ-তো থাকবেই, তাই না?'

'হাঁ-ও বলতে পারেন, আবার না-ও বলতে পারেন।' ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে আমি বললাম। 'রোমে আমরা সেভাবে বিচার করি না। আনন্দের কথা মনে রাখা ভালো। আমার বিশ্বাস, ভালোবাসার কথাও রাখা যায়। তাছাড়া, সুসম্পন্ন কাজ, সফল অভিযান, সর্বোপরি শক্তি আর ক্ষমতার কথাও স্মরণ রাখা যেতে পারে।'

'যা সব শুনলাম, তাতে রোমকে বিশেষ শক্তিশালী বলেই মনে হয়।' আস্তে আস্তে তিনি বলেন।

'সকল জাতির রাণী—অর্ধেক দুনিয়ার মালিক!'

'বাকী অর্ধেকেরও মালিক শিগগিরই হবে কি?' শান্তভাবে প্রশ্ন করেন এথনারক।

'সে সিদ্ধান্তের ভার আমার উপর নয়। আমি দূত মাত্র—বিভিন্ন জাতির কাছে বার্তাবহ মাত্র। নীরবে, আমার বিশ্বাস, অনুযোগ না করে যারা সাধারণ-তন্ত্রের সেবা করে, আমি তাদেরই একজন মাত্র—সাধ্যমতো সভ্যতা ও শান্তি প্রসারে সামান্য সাহায্য করে যাচ্ছি এই যা!'

'গ্রীকরা যেমনভাবে করেছিল সেইভাবে?' এথনারক মন্তব্য করেন।

'আমার বিশ্বাস, তার চাইতে ভালোভাবে। সেকথা যাক, কি লিখেছেন বলুন না সাইমন?'

'আমার ভাইদের কাহিনী।'

'তাদের দেখা পেলাম না, এ দুঃখু আমার চিরকাল থাকবে। মহামানব ছিলেন তারা।'

'কি করে জানলেন?' সাইমন জিজ্ঞাসা করেন।

'একমাস জুদিয়ায় থাকলে একথা কারও অজানা থাকে?'

তিনি হাসেন। 'ইতিমধ্যেই আপনি ইহুদিদের কথা বলার ধরন রপ্ত করেছেন দেখছি। তাহলেও আমার বিশ্বাস, মৃতদের জন্য শোক করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। জীবনের অধিকার জীবিতদের।'

'আপনার মুখে একথা অদ্ভুত শোনায়। ইহুদিদের মতো অতীত সম্পর্কে মোহগ্রস্ত জাতি আমি জীবনে দেখিনি।'

'কারণ আমাদের চুক্তি অতীতের সম্পদ। এককালে মিশরে আমরা দাস ছিলাম। সে কথা কি ভোলা যায়?'

'আমার ধারণা, আপনারা ভুলতেও চান না। কোন সম্পর্কে আপনি লিখেছেন সাইমন? আমি পড়তে পারি কি?'

'আরেমিক পড়তে জানলে পারেন বইকি!' ছাড়াছাড়াভাবে তিনি জবাব দেন।

'আপনি একে বিশেষ মূল্যবান মনে করেন না?'

'মোটেই না।' কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে তিনি বলেন। 'যা চেয়েছিলাম, করতে পারিনি। লেখা শেষ করে মনে হলো, যা লিখেছি তাকে হারানো যৌবনের জন্য এক বৃদ্ধের অন্ধ আকুতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যাই হোক, যদি পড়তে চান তো পড়তে পারেন। আমার নিজের চাইতে পরের জন্যই তো লিখেছি।'

একটার পর একটা বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম। তারপর সে রাত্রে বিদায় নেবার আগেই তিনি আমায় একখানা গোল করে মোড়া চামড়ার কাগজ দিয়ে যান। এতেই তিনি তাঁর মহিমময় ভাইদের কাহিনী লিখেছেন। সে রাত্রে আমি ঘুমোইনি। সারারাত জেগে ধোঁয়ান প্রদীপটি কাছে টেনে শুয়ে শুয়ে পড়েছি এই নিঃসঙ্গ দাম্ভিক বৃদ্ধের লেখা।

পাণ্ডুলিপিটি রিপোর্টের সঙ্গেই পাঠালাম। আমার বিশ্বাস, আমার যে কোনো ব্যক্তিগত মন্তব্যের চাইতেই এ দলিল নির্ভরযোগ্য। কারণ এর মধ্যে ইহুদি মনের, ওরা যাকে ইহুদির আত্মা বা 'নাশামা' বলেন, যে-আত্মা ওদের মধ্যে বাস করে এবং যা ওদের মতে পরজীবনেও ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই ইহুদি আত্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। এইখানাই মূল পাণ্ডুলিপি। আমাকে এখানা

দিয়ে ম্যাক্কাবি সাইমন বলেন, 'ইচ্ছে হয় আপনি নিতেও পারেন লেস্তেলাস সিলেনাস। যদি আপনার সেনেটের কোনো কাজে লাগে! কোনো মূল্য নেই এর, আমি এর কোনো মূল্যই দিই না।'

এ বিষয়ে তাঁর মতামত ভ্রান্ত বলেই মনে করি। আমার মতে, জুদিয়া বা ইহুদিদের সঙ্গে যাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে, তাদের প্রত্যেকেই যাতে পড়তে পারে সেজন্য উপযুক্ত অনুবাদক দিয়ে মহান্ সেনেটরদের উচিত এ জিনিস লাতিন ভাষায় তর্জমা করানো। এতে যে শুধু সামরিক কৌশলের বিস্তারিত বর্ণনা আছে তা-ই নয়, যে ভাবধারা এদের পাশ্চাত্য আদর্শ ও সভ্যতার এমন বিপজ্জনক, এমন কপট, এমন চির-বৈরী করে তুলেছে, সেই ভাবাদর্শেরও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে।

এমন কি ভাবপ্রবণ জমকালো লিখন ভঙ্গীটিও বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ আপাত কঠোর আপাত নিষ্প্রাণ যে মানুষটিকে ওরা লৌহ কঠোর সাইমন বলে অভিহিত করে, এই লেখার মধ্যে তাঁর চরিত্রের অন্যান্য বহুগুণের আভাস সু-পরিস্ফুট। তাছাড়া ইহুদিদের বহু ধর্মীয় রীতির পরিচয়ও রয়েছে এর মধ্যে।

পরদিন এথনারকের সঙ্গে দেখা হলো না। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অবশ্য খানিকটা সময় কাটিয়েছিলাম। কিন্তু তার পরদিন সকালের খাবার সময় একলা আমি আর তিনিই ছিলাম। খাবার আয়োজন অতি সাধারণ : ফল, রুটি আর মদ। ছাদে বসেই তিনি প্রাতরাশ খেতেন। পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোনো কথাই তিনি বললেন না। বরং রোমের আয়তন, বৈভব, তার স্থল-সেনা ও নৌবাহিনীর অবস্থা ও প্রকৃতি, বিশেষ করে যে সামরিক কৌশলের ফলে হ্যানিবল আর তার কার্থেজিয়ানদের পরাজয় ঘটে, সেই সম্পর্কে আমায় বহু প্রশ্ন করেন। তাঁর প্রতিটি প্রশ্ন সুচতুর এবং ধারাল। আভাসে-ইঙ্গিতে বরাবর তিনি এই কথার উপরেই জোর দিয়েছেন যে রোমানদের শত চাপ সত্ত্বেও হ্যানিবল ষোলো বছর ইতালীতে তার কার্থেজীয় বাহিনী বহাল রেখেছে তো!

চিন্তামগ্নভাবে তিনি বলেন, 'আপনাদের দেশের লোকের, এই ইতালিয়ানদের অবস্থাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

'কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'জনসাধারণ তো জমির সঙ্গে বাঁধা অজ্ঞ দাস। কার্থেজ বা রোম কারা শাসন করে তাতে তাদের কি এসে যায়?'

চিন্তিতভাবে সাইমন বলেন, 'তাদের কি এসে যায় বলতে পারব না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, সারাজীবনে কোনোদিন জুদিয়ার সীমান্ত ছেড়ে কয়েক কুড়ি মাইলের বেশী যাইনি। তাহলেও শেষ অবধি কার্থেজের পতন হয় তো!'

'রোমের শক্তি ও ঐকান্তিকতার জন্যই হয়েছে।' গর্বভরে আমি বললাম। 'কারণ আমাদের শহরে এটা প্রবাদবাক্য হয়ে পড়ে যে কার্থেজকে ধ্বংস করতেই হবে—যেমন আছে সেইভাবে।'

'আন্তিয়কও পণ করেছিল যে জুদিয়া ধ্বংস করতে হবে, কিন্তু আমরা হইনি।'

হেসে বললাম, 'আন্তিয়ক রোম নয়! সে যাই হোক সাইমন, আপনাকে একটা ঋণ শোধ করতে হবে। আপনার লেখার জন্য একরাত আমার ঘুম হয়নি। কিন্তু শেষ অবধি আমি কতগুলি জিজ্ঞাসাই পেলাম, তার জবাব পেলাম না। জুদাস ম্যাকাবিয়াসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আপনি লেখা শেষ করেছেন। যেন ঐ পর্যন্তই গুরুত্ব আছে। কিন্তু সে আজ বিশ বছর আগের কথা। জুদিয়া আজকে স্বাধীন, এমন কি সুদূর রোমেও ম্যাকাবিকে সম্মান করা হয়।'

ম্যাকাবি তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'তাহলেও ঐটুকুর গুরুত্ব আছে। হয়ত আমার সব লেখাই অর্থহীন, তবু ভাইয়ের মৃত্যু-কাহিনী শেষ করে আর লিখতে পারলাম না।'

'তবু আরও অনেক কিছুই ছিল তো! অনেক কিছু।'

'তা ছিল বটে।'

'এও আমি শুনেছি জুদাসের মৃত্যুর পর আপনি এবং আপনার দুই ভাই বাকী মহাপ্রাণ লোকজন জড়ো করে আবারও যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু জর্দন নদীর ওধারে মরু অঞ্চলে বিতাড়িত হন। সেখানে এতকাল কি করে টিঁকে ছিলেন?'

'তা বটে!' বৃদ্ধ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলেন। 'সমস্ত আশা, সমস্ত ভবিষ্যৎ ডুবে গেছে মনে করে আমরা মরু-ভূমিতে গেলাম। তবু মাট্টাথিয়াসের পুত্রদের মধ্যে এক চুক্তি ছিল যে সারা ইস্রায়েলে একা যুদ্ধ করতে হলেও আমরা লড়ব। জর্দন নদীর তীরে আমরা কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিনি। মৃত বই আর কেউ যখন রইল না, আমরা তিনজনে জর্দন সাঁতরে মরু অঞ্চলে গেলাম। বহুকাল আগেও আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এমনিভাবে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু কোনো মানুষের কাছে নতজানু হননি। তারপর ঘর-বাড়ি আর আশ্রয়হীন অবস্থায় বেঁচে রইলাম। যে করেই হোক, প্রাণে বাঁচলাম। কিছুদিন পরে ভাই জনকে আবার জুদিয়া পাঠালাম। কিন্তু অসভ্য বেদুইনরা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। নিতান্ত নিরীহ স্নেহ-প্রবণ মানুষ ছিল জন। জীবনে কাকেও ঘৃণা করত না, কোনো অন্যায় করেনি কোনোদিন কিংবা কারও উপর ক্রোধ প্রকাশ করেনি। তবু মাট্টাথিয়াসের পুত্র বলে প্রিয়তম পবিত্র পুঁথি ছেড়ে, সিনাগগ ও সংসারের মধুর শান্তি ত্যাগ করে, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে সে লম্বা তরোয়াল তুলে নেয়। আমরা ভাড়াটে সৈনিক নই রোমান, জীবনের সব কিছুকেই আমরা ভগবানের প্রকাশ বলে মনে করি। জীবনের সব কিছুই আমাদের কাছে পবিত্র। রক্তপাত করা আমাদের কাছে মহাপাপ। মানুষের জীবন নেওয়া চরম পাপ কাজ বলে গণ্য হয়। কাজেই আপনি হয়ত বুঝতে নাও পারতে পারেন, জনের মত সাচ্চা ইহুদির পক্ষে যুদ্ধ ও খুনোখুনির জীবনযাপন

করা কি মর্মান্তিক। তবু সে সে-কাজ করেছে। স্বেচ্ছায়ই করেছে। যত বছর যুদ্ধ হয়েছে, বরাবর সে আমার পাশে ছিল, কিন্তু কোনোদিন তার মুখ থেকে কোনো অনুযোগ, কোনো অনুশোচনার কথা, কোনো ভয়ের কথা শুনতে পাইনি। তার চেহারা অন্যান্য ভাইদের মতো ছিল না। শীর্ণ, খানিকটা দুর্বল ছিল সে। কিন্তু তার অন্তরে চিরকাল এক পবিত্র বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত ছিল। এমন কি গুরুতর আহত হয়ে যখন সে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রবল জ্বরে ভোগে, তখনও সে অনুযোগ করেনি, কখনও অনুশোচনা করেনি। সেই জনকেই বেদুইনরা হত্যা করে—একাকী মরুভূমির মধ্যে তার প্রাণ যায়। তখন শুধু আমি আর জোনাথান রইলাম। একবার জোনাথানকে আমি রাব্বি রাগেশের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ইস্রায়েলের লোক তাঁকে জাতির পিতা বলে ডাকত। সেই রাগেশকে বলতে বলে দিয়েছিলাম ভাইকে যে, যতদিন দু'জন লোকও জুদিয়ায় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবে, ততদিন দেশ পদানত হবে না। শেষ অবধি তাই হলো—জোনাথান আর আমি বেঁচে রইলাম নির্মম মরুভূমিতে।'

দরি পার হয়ে, জুদিয়ার নীল শৈলশ্রেণী পেরিয়ে দূর-দুরান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি চুপ করলেন! এক একবার তাঁর বিশাল হাত মুঠো করছিলেন, আবার খুলছিলেন। তাঁর মুখের ভাঁজ আরও কুঞ্চিত হয়। এসব কথা তিনি আমায় বলছিলেন না, নিজের অন্তর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন কথাগুলো।

তারপর তিনি বলে যান, 'হাঁ, তখন দুইটি মাত্র মুক্ত মানুষ রইলাম। কিন্তু হতাশা ও পরাজয়ের অন্ধকারের গহ্বর থেকে ইস্রায়েলকে জাগ্রত করতে আমরা পারিনি। জুদাসের আত্মা—ম্যাক্কাবি সে কাজ করে। কোনোদিন তার মতো লোক ছিল না, আর ভবিষ্যতে হবেও না। ক্রমে ক্রমে দেশ নিজেই জাগ্রত হয়। স্বাধীনতাকে যারা ভালোবাসে, জর্দন পার হয়ে তারা আমাদের কাছে আসে, আমাদের আলিঙ্গন করে এবং জনগণের জন্য মাট্টাথিয়াসের যে সব পুত্র প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মরণে আর মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের চুম্বন করে। কাজেই আমাদের শক্তি বাড়ে—সংখ্যাও বাড়ে। একদিন নদী পার হয়ে আবার আমরা দেশে ফিরলাম। তখন অতীতের পুনরাবৃত্তি হয়। যেখানেই আমরা গেলাম, সেইখানেই জনগণ বিদ্রোহ করে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আবার আমরা গ্রীকদের বুঝিয়ে দিলাম যে ইহুদিরা যুদ্ধ করতে জানে। চট করে কিছু হলো না। গরু বা জমি কেনার মতো স্বাধীনতা কেনা যায় না। বছরের পর বছর আমরা মূল্য দিয়েছি, কিন্তু শেষে আমরা জয়ী হলাম। আজ জুদিয়ার কোনো অধিপতি নেই—শুধু এক স্বাধীন জাতি শান্তিতে বসবাস করছে……

'যা লিখেছি যদি পড়েন তো সাল তামামি পড়তে পারবেন।' আমায় স্মরণ করিয়ে দেয় ইহুদি। 'জুদাস যা বুনে গেছে আমরা তার ফসল কেটেছি। পুরো-পুরি আমরা যা বুঝতাম না, জুদাস তাই আমাদের শিখিয়ে গেছে যে মানব

স্বাধীনতার সংগ্রামে কোনোদিন কোনো প্রাণদান ব্যর্থ বা নিরর্থক হয় না। এ সত্য সে শিখিয়ে গেছে আমাদের, আর কি আমায় বলতে বলেন ? যুদ্ধ করা অন্যায়, খুনোখুনি করাও পাপ। আর তরোয়াল যে তুলে নেয়, অস্ত্রেই তার শেষ। আমাদের পবিত্র পুঁথিতে এই কথাই লেখা আছে। স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়াই করেছি, ভগবান করলে অপর কোনো আদর্শের জন্যই আবার আমরা লড়াই করব না। যুদ্ধের রীতি শেখাবার জন্য আমরা নির্বাচিত হইনি। আমরা নির্বাচিত হয়েছি শান্তির পথ, ভালোবাসার পথ দেখাতে। মৃতেরা শান্তিতে বিশ্রাম করুক। কেমন করে, কিসের জন্য আমরা লড়েছি যদি জানতে চান তো দেশের মধ্যে ঘুরে জনসাধারণের জীবনধারা লক্ষ্য করে আসুন লেন্তেলাস সিলেনাস। নিজের স্মৃতিকে বহু উত্যক্ত করেছি।'

'তবু বড় অদ্ভুতভাবে উত্যক্ত করেছেন সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস। কারণ সবটা আপনি দেখতে পাননি, দেখেছেন তার অংশ মাত্র। আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন আপনাদের এই ছোট্ট রাষ্ট্র একলা সিরিয়ার সাম্রাজ্য ভাঙতে পারত ?'

'তবু ভেঙেছি তো !'

এই সময় তাঁর কণ্ঠে প্রত্যয়ের ভাব ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারাই ভেঙেছেন কি ? গ্রীসের শক্তি চূর্ণ করে রোমই কি সিরিয়ার প্রসার রোধ করেনি ? এক রোমান দূতই না মিশরের সীমান্তে দাঁড়িয়ে সিরিয় বাহিনীকে বলেছিল, ব্যস এই পর্যন্ত, আর এক পা'ও না। রোমের কোনো খবরই আপনারা জানতেন না ; কিন্তু রোম জুদিয়ার খবর রেখেছে। সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে আপনারা বাঁচতে পারেন কি সাইমন ? সে শুধু স্বপ্ন, শুধুই স্বপ্ন সাইমন। বললেন, স্বাধীনতার জন্য আপনারা লড়েছেন, আর কোনো কারণেই কখনও যুদ্ধ করবেন না। এ অর্থহীন বড়াই সাইমন। কারণ, একথা আমি বিশ্বাস করব না সাইমন, ইহুদিরা অন্য জাতির চাইতে খুব বেশী আলাদা। দুনিয়ার চৌরাস্তায় আপনাদের দেশ অবস্থিত, এবং এ চৌরাস্তা খোলা রাখতে হবে সাইমন। এ আপনারা জানুন বা না জানুন, রোম আপনাদের পক্ষে লড়াই করেছে সাইমন। কাল রোম কোথায় লড়াই করবে ? ভেবে দেখুন সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস।'

ম্রিয়মাণ বিষণ্ণ চোখে অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে ইহুদি, পষ্টতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ভয়ে নয়, গভীর অনিশ্চয়তায়। তারপর তিনি আমায় বিদায় করে দেবার ভাব দেখান।

পীড়াপীড়ি করে আমি বললাম, 'ম্যাক্কাবি যদি অনুমতি দেন তো আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।'

'বলুন লেন্তেলাস সিলেনাস।'

'জোনাথানের কি হলো ?'

'কেন ? তার এমন কি গুরুত্ব ? আমার মহিমময় ভাইদের সবাই মৃত, তারা কি শান্তিতে বিশ্রামও করতে পারে না ?' তারপর হাত বাড়িয়ে তিনি আমার কাঁধ ধরেন। 'আমায় মাফ করবেন লেন্তেলাস সিলেনাস। আপনি আমার অতিথি, আপনি ব্যথা পেতে পারেন এমন কথা বললে আমার জিভ যেন পচে যায়। তবে কোনো কোনো জিনিস অন্য জিনিসের চাইতে সহজে বলা যায় কিনা !'

'ওকথা ছেড়ে দিন !' আশ্বাস দিয়ে বললাম।

'না, আগেই বলেছেন আপনি দূত। যা শুনবেন, সবই আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে যাবে। জোনাথান সম্পর্কে বলবার বিশেষ কিছুই নেই। মাকে ছাড়াই সে বড় হয়। আমাদের সন্তানের মতো ছিল—সকলের প্রিয়। প্রথম কয়েক বছরে সে নাবালক হিসাবেই যুদ্ধ করে। আমরা যা পেয়েছি, কোনোদিনই সে তা পায়নি। আমাদের মতো, বালক হিসাবে সেদিনের মধুর আনন্দময় জীবন তার বরাতে জোটেনি। কারণ নাবালক বয়সেই সে হাতে ধনুক তুলে নেয়। একমাত্র যুদ্ধই সে জানত, আর যুদ্ধ, নির্বাসন ও সংগ্রামের স্মৃতি ছাড়া অপর কোনো স্মৃতিই তার ছিল না। তবু এরই মধ্যে সে জীবন কাটিয়েছে—দেখেছে জুদাসের মৃত্যুর দিনের বীভৎস খুনোখুনি। মরু অঞ্চলে নির্বাসনের অভিজ্ঞতাও তার হয়েছে। আমি যেমন আমার ভাইদের জন্য শোক করেছি, সেও শোক করেছে তেমনিভাবে। বছরের পর বছর একত্রে আমরা জুদিয়ার জন্য, ইস্রায়েলের জন্য যুদ্ধ করেছি, তারপর প্রায় শেষের দিকে, প্রায় আমাদের বিজয়ের মুখে গ্রীকরা তাকে ধরে···।' বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়। মাথা হেঁট করে তিনি উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকেন।

'ওকে বন্দী করে ?' ধীরে ধীরে বললাম।

'হাঁ, বন্দী করে।' আবার বলেন ম্যাকাবি। তাঁর কণ্ঠে এবারে একটা কঠোর ক্ষোভের আভাস ফুটে বেরোয়। 'বন্দী করে তাকে মুক্তিপণের জন্য আটকে রাখে। তারা যা চেয়েছে, কোষাগার শূন্য করে আমি তাই দিয়েছি। জনসাধারণের কাছে যে সামান্য সোনা ও মণিমুক্তা ছিল, তাও তারা দিয়ে দেয়। মাট্টাথিয়াসের এক ছেলের জীবনের জন্য দেশের লোক স্বেচ্ছায় সমস্ত সোনা রুপা জড়ো করে গ্রীকদের হাতে তুলে দেয়। তারপর তারা আমার ভাইকে হত্যা করে···'

যতটা স্মরণ হয়, সাইমন ম্যাকাবিয়াসের সঙ্গে উপরোক্ত এইটুকু আলোচনাই আমার হয়েছে। এর সঙ্গে গুটিকয়েক খুঁটিনাটি বিষয় যোগ করা আবশ্যক। যেমন, জুদাস ম্যাকাবিয়াসের মৃত্যুর পর যে বিশ বছর এরা স্বাধীনতা সংগ্রাম

চালিয়েছে, যতটা জানতে পেরেছি, তাতে সেইসময় গ্রীকদের সঙ্গে এদের বারোটি বড়রকম যুদ্ধ এবং তিনশো চল্লিশটি ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছে। একে আমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, কারণ এর মধ্যেই এদের বিজয়ের গূঢ়রহস্য নিহিত। আপাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাহীন এই ছোট্ট দেশে একটি মাত্র প্রাকার বেষ্টিত শহর আছে, কোনো স্থায়ী সৈন্য বাহিনী নেই আর শাসন ব্যবস্থাও নেহাত ঢিলে, তবু গ্রীকদের সিরিয় সাম্রাজ্যকে আঘাতের পর আঘাত হেনে রক্তপাত করিয়ে এরা ঘায়েল করেছে। গিরিসঙ্কট ও উপত্যকায় যত ভাড়াটে সৈন্য এরা হত্যা করেছে, দলিলপত্র থেকে তার সংখ্যা নিয়ে যদি দামের হিসাব করা যায় তো অঙ্ক এত বড় হবে যে কল্পনাও হার মেনে যাবে। তাহলেও বোঝা যাবে গত তিন দশকে ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই চালাবার জন্য সিরিয়ার রাজারা উন্মাদের মতো হন্যে হয়ে কেন অর্থের সন্ধান করেছে, কেন নিজেদের সাম্রাজ্যের শহরগুলো লুঠপাট করেছে, আর কেনই বা অর্থের লোভে নিজেদের স্বাধীন নাগরিকদের পর্যন্ত দাস হিসাবে বেচে দিয়েছে। তাহলে স্বভাবতই এই সরল স্বাভাবিক প্রশ্ন এসে পড়ে এই উদ্যম ছেড়ে দিয়ে কেন তারা ইহুদিদের শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি? তার জবাব বড় জটিল। তার গুটিকয়েক সেনেটের ভালো লাগবে বলেই আমি আলোচনা করছি।

একটা কথা, এদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের কথা অবশ্যই হিসেব করতে হবে। স্বাধীনতা সম্পর্কে এদের গোটা দৃষ্টিভঙ্গী স্বাধীন মানুষের পক্ষে এবং আমাদের গোটা দাস-প্রথার পক্ষে বিপজ্জনক। আমাদের দেশের লোকে স্বীকার করে যে দাসপ্রথা স্বাধীনতার ভিত্তি, কেননা দাস-প্রথার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের স্বাধীন মানুষেরাই পারে সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু দাসসহ সমস্ত মানুষ সম্পর্কে প্রযোজ্য ইহুদিদের স্বাধীনতার ধারণা একবার যদি ছড়িয়ে পড়ে তো বিষম বিপদ দেখা দেবে। তাছাড়া, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহিতাকে এরা তারিফ করে। মানুষ বা এদের ভগবান যিহভার কাছে নতজানু না হবার অপরিবর্তনীয় একগুঁয়ে অনিচ্ছা থেকেই এ মনোবৃত্তির উদ্ভব। কাজেই এই বিষয় দুটি যদি যুক্তভাবে বিবেচনা করা যায় তো এরা আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। নিঃসন্দেহে এরা এক সময় দাস ছিল এবং এক মুশা এদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে। সেই থেকে স্বাভাবিক আনুগত্য ও পরাধীনতা সম্পর্কে এদের এমন গভীর অপরিবর্তনীয় ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সভ্য মানুষ বলে এদের গণ্য করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, এদের মধ্যে কতগুলি প্রশংসনীয় গুণপনা আছে। আমি আগেই বলেছি, এই গুণাবলীরও একটা বিশিষ্ট ইহুদীয় প্রয়োগ-রীতি আছে। এদের প্রতি অপরের বিদ্বেষ প্রসঙ্গে এদের শান্তিপ্রিয়তার কথাও স্মরণ রাখা দরকার। এদের শান্তি ও ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা শঙ্কারজনক। যুদ্ধ যে সভ্যতার একটা অঙ্গ, একথা মেনে নিতে এরা

সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং পৌরুষ ও শক্তির কোনো কার্যকে এরা নৃশংসতা বলে নিন্দা করে। অন্যান্য জাতির মতো এরা ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করে না, বরং এদের স্বাধীন নাগরিকদের যুদ্ধে নিয়োগ করে থাকে। এ জিনিস ওদের বিশ্বাসের বিরোধী। কিন্তু আমার মতে, বৈপরীত্য ইহুদি চরিত্রের মূল ভিত্তিস্বরূপ। ত্রিশ বছরের ইহুদি প্রতিরোধ-সংগ্রামে যত প্রাণ বলি হয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও তেমন রক্তক্ষয়ী মারাত্মক সংগ্রামের নজীর নেই। এবং প্রতিরোধের অযৌক্তিকতাই গ্রীকদের দৃঢ়তা ও ঘৃণা বৃদ্ধি করেছে। প্রশ্নটা একবার আমি এথনারকের কাছে তুলেছিলাম। বললাম, 'যুদ্ধের কোনো একসময় আইন ও শৃঙ্খলা আর সাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনি ও আপনার ভাইয়েরা শান্তি-চুক্তি করলেই ভালো করতেন নাকি?'

'স্বাধীনতার বিনিময়ে?' তিনি জানতে চান।

'কিন্তু স্বাধীনতাকে তো আপনারা নিছক ভাবাদর্শ বলে গণ্য করেন।' তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। 'আপনারা যা বলেন, তাই যদি হয় স্বাধীনতা যদি নিছক একটা গুণই শুধু হয়, তাহলে দাসদের আমরা কি বলতে পারি?'

এই যুক্তি তাকে সুস্পষ্ট বিব্রত করে তোলে। বলেন, 'জানি না!'

কিন্তু আমি চেপে ধরলাম, 'নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে দাসত্বই স্বাধীনতার ভিত্তি।'

'সে কথা কি করে স্বীকার করি?'

'তবু, দাস আপনাদের আছে তো!'

'তা বটে, তবে যুদ্ধের সময় দাস লোপ পেয়ে গেছে।'

'সে কি রকম?'

'তারা যাতে আমাদের পাশাপাশি লড়তে পারে সেজন্য আমরা তাদের স্বাধীনতা দিয়েছিলাম।'

'লড়েছিল তারা?'

'নিশ্চয় —আমাদের পাশে থেকে প্রাণও দিয়েছে।'

কাজেই মহান্ সেনেট অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবেন, এদের জীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে কি বিপদ নিহিত। গ্রীকদের আক্রমণের পক্ষে নিশ্চিতই এটা অন্যতম কারণ। তবে অন্যান্য কারণও উল্লেখ করা আবশ্যক। ম্যাকাবি বিদ্রোহের প্রথম কয়েক বছরে সিরিয় সাম্রাজ্য এমন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে জুদিয়াকে পুরোপুরি জয় করে এবং লুণ্ঠন করেই সে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব ছিল। এবং সেই সঙ্গে আবার বিত্তবান ইহুদিদের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সংখ্যাল্প সংস্কৃতিবান এই শ্রেণীর অধিকাংশই জেরুজালেমে বাস করে। অন্যান্য ইহুদিদের চোখে এরা অভিশপ্ত। কারণ ইহুদিয়ানার অবশ্য বর্বর চিহ্ন বর্জন করে এরা গ্রীক জীবনধারা, গ্রীক বেশবাস গ্রহণ করেছে। তাছাড়া হিব্রু বা আরেমিকের বদলে

এরা গ্রীক ভাষায় কথা বলে। এই জন্যই ইহুদিরা এদের চরম ঘৃণা করে। বিদ্রোহের প্রথম এই ইহুদিরা বুদ্ধিমানের মতো গ্রীকদের সঙ্গে চুক্তি করে এবং ভাড়াটে সৈন্য প্রয়োগ করে জেরুজালেম শহরের অন্তর্গত বিশাল পাথুরে দুর্গের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে। বিশ বছরের বেশী এই দুর্গে তারা আত্মরক্ষা করে। পরিশেষে সাইমন দুর্গটি অবরোধ করে দখল করেন এবং একে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেন।

যখনই গ্রীকদের উৎসাহ ঝিমিয়ে এসেছে এবং জুদিয়া থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে চলে যাবার কথা চিন্তা করেছে, এই হেলেনীয়ভাবাপন্ন ইহুদিরা তখন সর্বপ্রকার চেষ্টা ও কৌশল প্রয়োগ করে তাদের চলে-যাওয়া বন্ধ করেছে এবং নতুন করে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই হেলেনীয়ভাবাপন্ন ইহুদি আর গ্রাম্য ইহুদিদের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বৈরিতা গ্রীক ও ইহুদিদের বৈরভাবের চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক রূপ ধারণ করে। একমাত্র ম্যাকাবি-পন্থী ইহুদির বিলোপের পথেই দুর্গের ইহুদিদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব ছিল। কাজেই এদের বিপদ স্বভাবতই সহানুভূতি উদ্রেক করে। এও উল্লেখ করা প্রয়োজন, দুর্গের পতনের পর সাইমন দুর্গবাসী ইহুদিদের হত্যা করেননি, বরং তাদের জুদিয়া ছেড়ে আন্তিয়ক, দামস্কাসে চলে যেতে দিয়েছেন। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, সেনেট যেন ঐ সব শহরে এদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এদের বাঁচিয়ে রাখেন। রোমের উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে এদের সাহায্য ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লাগতে পারে।

যুদ্ধটি এত দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার তৃতীয় কারণ প্রতিহিংসা-বৃত্তি। জুদাস ম্যাকাবিয়াস নিজ হাতে আপোলোনিয়াস ও নিকানর নামে দুটি জনপ্রিয় বিশিষ্ট সেনাধ্যক্ষকে হত্যা করে। অন্যান্য হেতুও অবশ্যই আছে, তথাপি বিদ্বেষ, অর্থের লোভ আর প্রতিহিংসাই যুদ্ধটি এত দীর্ঘস্থায়ী হবার প্রধান কারণ। এবং এই যুদ্ধের ফলে সিরিয়-গ্রীক সাম্রাজ্য রক্তমোক্ষণে থায়েল হয়ে যায়।

জুদিয়ার মতো ছোট দেশের মুষ্টিমেয় ইহুদিদের পক্ষে এত দিন যুদ্ধ চালানো বিস্ময়কর লাগে। তবে ইহুদিরা যদি অন্যান্য জাতির মতো শহরে দাসত্ব প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্য জীবনযাপন করত তো তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল।

কিন্তু কৃষিজীবী জাতি বলে নিজ হাতে চষা জমির সঙ্গেই এদের জীবন গ্রথিত, আর সেইজন্যই এদের পক্ষে এমন বিস্ময়কর স্থির-প্রতিজ্ঞ নিষ্ঠা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এর সঙ্গে যখন এদের বর্বর যুদ্ধরীতি, মুখোমুখি সংগ্রামে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হবার অনিচ্ছা, এদের ফাঁদ ও পালটা ফাঁদ পাতার কৌশল এবং সর্বোপরি এদের পাহাড়িয়া দেশের ভূগোলের কথা চিন্তা করা যায়, তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, ভেতর থেকে থাকা ছাড়া এদের পরাভূত করার অপর কোনো সম্ভাব্য পন্থা নেই।

এই সুপারিশ নিবেদন করেই আমি রিপোর্ট শেষ করেছি। এই রিপোর্ট তৈরী করতে খুঁটিনাটি বিষয়েও আমি পুরোপুরি বাস্তবানুগ হবার চেষ্টা করেছি। কারণ, বস্তুনিষ্ঠা আমি সেনেটের দূতের পরম কর্তব্য বলে জ্ঞান করি। এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের জন্য আমি যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করেছি এবং এদের সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। কৃষক, আঙুর চাষী, মিস্ত্রী, পুরোহিত এবং এদের মধ্যে সামান্য যে কয়জন ব্যবসায়ী আছে, তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি।

এদের ঘৃণা করার চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু সফল হইনি। এদের দৃষ্টিতেই দেখবার চেষ্টা করেছি দুনিয়াকে। কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি, রোমানের পক্ষে তা অসম্ভব।

এদের অপমান ও কলঙ্ক আমি উপেক্ষা করেছি, কেননা আমার কর্তব্যকে আমি এসব সাংসারিক রীতিনীতির উর্ধ্বে স্থান দিই। এমন কি, এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার চেষ্টাও করেছি।

এই সবকিছুর জন্যই আমি উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তার অধিকাংশই রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মোটামুটিভাবে তাকে এইভাবে বলা যায়: ইহুদিদের বিশ্বাস করা চলে না, কেননা আমাদের পশ্চিমী ভাবধারার সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার কোনো ভিত্তি নেই। স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ওদের কাছে অভিনব।

ইহুদিরা স্বভাবতই নিকৃষ্ট জীব। কারণ, সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান তারা উপেক্ষা করে এবং উন্নততর জীবন আয়ত্ত করতে অক্ষম।

ইহুদিরা মানব জাতির শত্রু। কেননা, মানবজাতির মূল্যবান ঐতিহ্য, তাদের ভগবান, তাদের বিশ্বাস এবং তাদের রীতিনীতিকে এরা উপেক্ষা করে, তার কুৎসা রটনা করে।

ইহুদিরা রোমের পক্ষেও প্রচণ্ড বিপদস্বরূপ, কারণ তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলভিত্তি অবাধ দাসত্বের বিরোধী।

ইহুদিরা সমস্ত শৃঙ্খলার শত্রু, কেননা বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতাকে তারা পবিত্র জ্ঞান করে এবং প্রতিরোধকে পূজা করে।

উপরোক্ত কারণে এবং রিপোর্টে উল্লেখিত অন্যান্য কারণ অনুযায়ী মহান্ সেনেটের কাছে আমি জোরাল সুপারিশ জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন এই জাতিকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করার এবং পরে বিলোপ করার পন্থা চিন্তা করেন। সংখ্যায় এরা অল্প এবং ছোট্ট এক দেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বিপদজ্ঞানে এদের সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। নগণ্য দূত হিসাবে আমি বলতে পারি যে, আমার মতে একই দুনিয়ায় রোম ও জুদিয়ার পাশাপাশি অবস্থান চরম বিপজ্জনক। এমন পরস্পর বিরোধী, মৈত্রী বা বন্ধুতার পক্ষে সাধারণ ভিত্তিহীন এমন দুটি ব্যবস্থা আর কখনও ছিল না।

তথাপি আমি রোম ও জুদিয়ার মৈত্রী-বিরোধী নই। মিশর ও পারস্যের অন্তর্গত দুনিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে একথা মানতেই হবে যে, তেরোটি হীনবীর্য রাজ্য আর দুটি মুমূর্ষু সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত মণিসদৃশ জুদিয়া শক্তি সাম্যের পক্ষে চরম গুরুত্বপূর্ণ দেশ। জুদিয়ার সঙ্গে সাময়িক মৈত্রীস্থাপন আমাদের হাতে শক্তি-সাম্যের চাবিকাঠি তুলে দেবে। এবং এই চুক্তির ফলে সামান্য ব্যয়ে যে-লাভ আমাদের হবে, অন্যভাবে সে-লাভ করতে গেলে অগণিত সেনাবল ক্ষয় করতে হবে। তাছাড়া. এখন কোনো যুদ্ধও কোনোক্রমে চূড়ান্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস নয়। জুদিয়ার সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে আমাদের ভারী শস্ত্রবাহী সেনাদলের অগ্রগতির কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। তাছাড়া ম্যাক্কাবি এখন ক্ষমতা ও গৌরবের শীর্ষে অধিষ্ঠিত। এক আহ্বানে রাতারাতি তিনি বহু বৎসরের সংগ্রামে অভিজ্ঞ পঞ্চাশ থেকে সত্তর হাজার ঝুনো যোদ্ধা সমাবেশ করতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তাদের দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখে দুনিয়ার কোনো শক্তি জুদিয়ায় অনুপ্রবেশ করতে পারে না।

তাছাড়া আমি যতটা বুঝেছি, তাতে এথনারককেও আমি মৈত্রী-বিরোধী বলে গণ্য করি না। দিন তিনেক আগে সরাসরি জবাবের জন্য আমি তাকে চেপে ধরেছিলাম।

বললাম, 'আমার দৌত্য চিরকাল চলতে পারে না। জুদিয়া খুব ভালো লাগলেও রোমে আমাকে ফিরতেই হবে।'

'আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আপনাকে রাখতে চাই না লেন্তেলাস সিলেনাস। অবশ্য অতিথি সবসময়েই আদরণীয়। তাছাড়া, এতদিন আপনার সঙ্গে অনেক ভালো ভালো আলোচনাও হয়েছে। আপনি অবশ্য তাকে অতিভাষী বৃদ্ধের বিরক্তিকর বক-বকানি বলে মনে করতে পারেন। কি আমি করতে পারি বলুন ?'

'মৈত্রী-স্থাপনের জন্য আমার সঙ্গে রোমে দূত পাঠান।'

'এ যদি তেমন সহজ……'

'সহজই বটে!' আমি ভরসা দিয়ে বললাম। 'এ আপনি গ্রীকদের সঙ্গে কারবার করছেন না, এ রোমান। আমি যদি আপনার হাতে হাত দিই তো তাকে সেনেটের পবিত্র বন্ধন বলেই ধরে নিতে পারেন—তার নড়চড় হয় না। আর তারপর রোমের সঙ্গে পবিত্র চুক্তিবদ্ধ দেশে ভাড়াটে সৈনিক পাঠাবার সাহস কারও হবে না, সে ছোটখাটো রাজা-সামন্ত হোক কিংবা রাজাধিরাজ কি সম্রাট হোক।'

'এতে রোমের কি লাভ ?'

'শান্তির সময় আমরা এক দৃঢ় মিত্র এবং শক্তিশালী সুহৃদ পাব, আর যুদ্ধের সময় পাব তীক্ষ্ণ তরোয়াল। কার্থেজ ব্যাবিলন আর সাবেক কালের বহু সাম্রাজ্যের

মতো গ্রীসের তারকা অস্ত যাচ্ছে, দিগন্তে ফুটে উঠছে এক নতুন তারা —সে তারা রোমের তরুণ পরাক্রান্ত শক্তি। এ শক্তি এত প্রবল, এমন ধ্রুব, এমন অচল অটল যে চিরকাল তা বেঁচে থাকবে।'

'চিরকাল কিছুই বেঁচে থাকে না।' ম্যাকাবি চিন্তিতভাবে বলেন।

'সে যাই হোক সাইমন, আপনি রাষ্ট্রদূত পাঠাবেন কিনা বলুন?'

'যদি একান্তই আপনি চান তো আপনার সেনেটের সঙ্গে কথা বলতে দু'জন লোক পাঠাতে পারি।'

'আপনি নিজে গেলে আরও ভালো হয়।'

'না, না, লেন্তেলাস সিলেনাস। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর চিনি শুধু জুদিয়া আর ইহুদিদের। রোমে গিয়ে আমি কি করব? সেখানে আমার দশা হবে গ্রাম্য মূর্খের মতো।'

আমি যদিও তাঁকে যাবার জন্য আরও পীড়াপীড়ি করলাম, তবু রাজী করানো গেলো না। তবে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে দূত পাঠাতে তিনি সম্মত হয়েছেন।

রিপোর্ট করা আর পরামর্শ দেওয়াই আমার কর্তব্য। এইসব আমি মহান্ সেনেটের সম্মুখে পেশ করলাম। আপনারা দীর্ঘজীবী হউন —আপনাদের আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমার অভিবাদন নেবেন।

দূত লেন্তেলাস সিলেনাস

'শেষ কথা

আমি সাইমন এখানে এক স্বপ্নের বিবরণ দিচ্ছি

এরপর লেন্তেলাস সিলেনাস চলে যায়। রোমের সেনেটের সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্য দু'জন জুদিয়াবাসীও যায় তার সঙ্গে। তবু আমার মনে শান্তি নেই। বরং অন্তরে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য অনুভব করছি। মধুময় আশীর্বাদের মতো সারা দেশের উপর সোনালী সূর্য হাসছে। ডোরাকাটা আলখাল্লা পরে পাহাড় বেয়ে নেমে উপত্যকার পথ ধরে যখন মোদিনের দিকে রওনা হলাম, সারা দেশটাকে আশিসধন্য শান্তিময় বাগিচার মতো, ভগবানের চরণে অর্পিত সত্যিকারের সুবাস-মাখা নৈবেদ্যের মতো মনে হলো। ভগবানের জয় হোক! তাঁর প্রেরণা চিরজীবী হোক।

ইস্রায়েলে এমন অবস্থা কোনো কালে দেখা দেয়নি। শিশুরা নির্ভয়ে খেলে বেড়ায়, ঘাসের মধ্যে দিয়ে কিংবা নদীর মধ্যে খিলখিল করে হেসে ছুটাছুটি করে। পাহাড়ের কোলে মেষ-শাবকেরা ডাকে মেষ-জননীকে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে লাল-সাদা ফুল ফোটে। আবাদী জমির কোথাও ছেদ নেই, থাকে থাকে ক্ষেত পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উঠেছে। ফসলের দিকে তাকালেও চোখ জুড়িয়ে যায়, এমনি তাজা, এমন অপূর্ব ফলন। এইসব দেখে কে বলবে এদেশ দুধ-মধুভরা নয়? মধু—মধু—সব মধুময়।

তবু আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত।

ভালো ভালো জিনিসের খোশবায় আসছে, রুটি সেঁকা, পনীর তৈরী করা আর চৌবাচ্চায় নতুন মদের গন্ধ। মুরগির ছাল ছাড়িয়ে উনুনে চড়াবার জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জলপাইয়ের তেলের গন্ধও ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় থেকে পাইনের মধুর গন্ধ নেমে আসে। এই মধুর সোনার দেশের জন্যই তো মানুষ প্রাণ দিয়েছে—ভাইয়ের জন্য প্রাণ দিয়েছে ভাই।

তবু আমি আনন্দ করিনি। অন্তর আমার ভারাক্রান্ত।

পল্লীপথ দিয়ে হেঁটে গেলাম। যেখানেই গেলাম সেখানকার লোকই আমায় চিনতে পেরে সম্মান দেখায়—সম্মান দেখায় আমার মহিমময় ভাইদের জন্য। সব কিছুরই সেরা জিনিস আমার প্রাপ্য এবং অনেক কিছুই আমাকে চেখে দেখতে হয়। এমনি সম্পদভরা দেশ!

সর্বত্রই লোকে বলে, 'সালাম আলাইকুম সাইমন ম্যাকাবিয়াস।'

এ সংবর্ধনার জবাবে আমি বললাম, 'আপনাদের শান্তি হোক। তবু যে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলাম তা ব্যর্থ হলো। বিগতদিনের মৃদু বেদনার অশান্তির

কতটা নিবৃত্তি হবে মনে করে মোদিনে গেলাম। মাট্রাথিয়াসের ঘর শূন্য। পাহাড় বেয়ে উঠলাম। বহুদিন আগে কতবারই তো উঠেছি। প্রথম চড়েছি বালক হিসেবে, তারপর চড়েছি মেষ নিয়ে, আর যৌবনে উঠেছি এক কুমারীকে নিয়ে। আকাশের দিকে মুখ করে জুদিয়ার ঠাণ্ডা নীল আকাশের পানে চেয়ে নরম ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। পশমের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া খণ্ড খণ্ড মেঘ ভূমধ্যসাগর থেকে আকাশ পথে ধীর মন্থরে গড়িয়ে আসছে। ছোট্ট এই পবিত্র দেশ পাছে চটপট পার হয়ে যেতে হয়, এইজন্যই আসছে অত ধীরে ধীরে। খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম। পিতা-পিতামহের চরণধূলি মাখা স্থানে কে-ই বা শান্তি না পায়? তবু সেই প্রাচীন শক্ত জলপাই গাছের বাগানেও আমার মনে চঞ্চলতা ও অস্বস্তি ছিল —বেদনা ছিল গভীর আর তীক্ষ্ণ।

ধীরে সবকিছু কেমন যেন বদলে যায়! মোদিনে আমি ছিলাম সাইমন বেন মাট্রাথিয়াস। হেঁটে যখন উপত্যকার তলদেশে পল্লীতে নামলাম, আমি তখন বাড়ি এসেছি। সান্ধ্য প্রার্থনার জন্য সিনাগগ-যাত্রী লোকজনের সঙ্গে আমিও মিশে গেলাম এবং আলখাল্লা মাথায় দিয়ে উপাসকদের মধ্যে দাঁড়ালাম। কারণ এথনারক আর প্রধান পুরোহিতও ইস্রায়েলের অপর যে কোনো লোকের মতো মানুষ।

সামুয়েল বেন নোয়ার সঙ্গে খেলাম। মদ তৈরী করে সামুয়েল। আর যে বাড়িতে সে থাকে, তাও আমার অপরিচিত নয়। চার রকম মদ সে টেবিলে রাখে, আর ইহুদিদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আমরা মদের গুণ-কীর্তন করলাম। শিশুরা মুখ হাঁ-করে শোনে। তারপর তার প্রতিবেশীরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। গ্রাম্য আলোচনার আসর তখন আরও জমে ওঠে। আমিও সানন্দে যোগ দিলাম। কারণ মোদিনে আমার বাড়ি। এখানে আমি ম্যাক্কাবি বা এথনারক নই, শুধু মাট্রাথিয়াসের ছেলে।

অবশেষে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুরনো ঘরে মাদুরের উপর শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম এল না।

পরদিন শহরে ফেরবার সময় আরন বেন লেভি নামে বেঁটে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়। রোমানের পথ-প্রদর্শক ছিল লোকটি। কিছুক্ষণ দু'জনে পাশাপাশি চললাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে আবার জুদিয়ায় ফিরে এল কেন?'

'নোকরির উপর বিরক্ত ধরে গেছে সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস। বিশেষ করে রোমানটা আমায় ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। ঘুরে বেড়ানো ছেলেদের কাজ, আমার বুড়ো হাড়ে সইবে কেন? আজকাল যখন ঘুমোতে যাই, শঙ্কা হয় মৃত্যু-দূত এসে ভোরের আগেই হয়ত জাগিয়ে তুলবে। গৌমদের লোক আমি। বাপ পিতামহের বাড়িও ওখানেই। বাবা লেভিট ছিলেন।' আমার দিকে চেয়ে সে হাঁদার মতো খানিকটা উদ্ধতভাবে আর কতকটা সানুনয়ে হাসে। 'তাই আজ

জেরুজালেম চলেছি। সেখানে মন্দিরে কুলির কাজ করার অনুমতি পাব না কি?'

'কেন পাবে না?'

'না হয় গল্প বলার কাজ! এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি।'

'কাজ করতে না হলেই হলো তো!'

'একথার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস। কিন্তু অতীতের জন্য আমি লজ্জিত হব কি?' আস্তিন গুটিয়ে একটা মস্ত কাটা-চিহ্ন দেখিয়ে বৃদ্ধ বলে, 'আমার হাতের এইখানটায় একটা মস্ত কাটার জন্য বেলাভূমির শেষ যুদ্ধে আপনার সঙ্গে থাকতে পারিনি। সে-যুদ্ধে আপনি আর জোনাথানই শুধু বেঁচে ছিলেন। সর্বনিয়ন্তার করুণাতেই সে-যাত্রা বেঁচে গেছি, এখন ধার করা যে আয়ুটুকু আছে, তা কি মাঠে খেটে কাটাব?'

'আমি ভেবেছিলাম, রোমান তোমাকে এত দিয়ে গেছে যে অনেকদিন কিছু না করে পারবে।'

'এই আপনি ভুল করলেন সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস। রোমানটি বেশ চাপা হুশিয়ার লোক। প্রতিটি সেকেল সে করতলে তিনবার ওজন করে দেখে।'

'তোমার ভালো লাগেনি ওকে?'

'তাকে ঘৃণা করতুম বলুন সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস। ইস্রায়েলে যদি সে অতিথি না হতো তো খুনই করে ফেলতাম হয়ত বা।'

'কেন?' কৌতূহল বশে জিজ্ঞাসা করলাম। 'কেন, আরন বেন লেভি?'

'কারণ লোকটা দুশমন।'

হেসে আমি মাথা ঝাঁকালাম। বললাম, 'তিনমাস সে আমার ঘরে থেকে গেছে। তার হালচাল নোকরির মতো বটে। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। খানিকটা কঠোর আর চাপা মতো, কিন্তু সেইভাবেই তো ওরা শিক্ষিত।'

'আপনি সত্যিই তাই বিশ্বাস করেন নাকি সাইমন ম্যাক্কাবিয়াস?' শ্লেষের ভঙ্গীতে আমায় জিজ্ঞাসা করে পথ-প্রদর্শক।

আমি মাথা ঝাঁকালাম কিন্তু কিছুই বললাম না। অবাক হয়ে ভাবলাম, দাড়ি চুলকে এই যে বেঁটে লোকটা চিন্তিতভাবে আমার পাশ দিয়ে হাঁটছে, কি আছে এর মনে? বার কয়েক সে ঢোক গেলে, যেন প্রতিবারেই মুখের কথা গিলে ফেলছে। অবশেষে নির্লিপ্তভাবে বলে, 'ম্যাক্কাবিকে উপদেশ দেবার আমি কে?'

'আমার যতদূর মনে পড়ে, উপদেশ দিতে কোনোদিনই তুমি পেছপা নও।' ধীরে ধীরে বললাম আমি।

সে তখন গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি গরীব বটে, কিন্তু ইহুদি বরাবরই ইহুদি।'

'তোমার যা বলবার আছে, বলে ফেল আরন বেন লেভি।'

'লেন্তেনাস সিলেনাস আপনাকে ঘৃণা করত —ব্যক্তিগতভাবে নয়, রোমের প্রতিনিধি হিসাবে। ইহুদি আর রোমের মধ্যে কোনো শান্তি, কোনো আপস হতে পারে না। বুড়ো হাঁদা লোকটা কথাটা বলল সাইমন ম্যাকাবিয়াস। ইচ্ছে হয় গ্রাহ্য করবেন, না হয় পায়ের তলার ঐ ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।'

তারপর আমরা নীরবে হাঁটতে লাগলাম। আমি রুষ্ট হয়েছি এই শঙ্কায় বৃদ্ধ ঘাবড়ে যায় এবং নীরবে চলতে থাকে।

সে রাত্রে জেরুজালেমে শুয়ে স্বপ্ন দেখি। ঘুম ভেঙে ভয়ে শিউরে উঠলাম। স্বপ্ন দেখলাম যেন লিজিয়ন এসেছে জুদিয়ায়। রোমের এই সেনাদল আমি জীবনে দেখিনি, কিন্তু তাদের কথা এত শুনেছি যে, মনে মনে তাদের লম্বা পুরু কাঠের ঢাল, লোহা আর কাঠ দিয়ে তৈরী বর্শা এবং ঘনসন্নিবিষ্ট লাইনে সারি সারি ধাতব শিরস্ত্রাণের ছবি আঁকতে কষ্ট হলো না। এই স্বপ্নই দেখেছি। দেখলাম, রোমান লিজিয়ন যেন জুদিয়ায় এসেছে আর গিরিসঙ্কটের মধ্যে আমরা তাদের সাবাড় করে দিয়েছি। তবু বার বার এগিয়ে আসছে তারা —শেষ অবধি রোমের শবে সারা দেশে পচা দুর্গন্ধ বেরোয়। তবু তাদের আসার বিরাম নেই —বার বার আবার এগিয়ে আসে নতুন রোমান সেনা। সবসময়েই আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি, তাদের কেটে কুচি কুচি করি, তবু তাদের যেন শেষ নেই। আমাদের কিন্তু শেষ আছে। একে একে আমরা মরে যাই। সারা দেশে শেষ অবধি একজন ইহুদিও থাকে না —ইহুদি-শূন্য হয়ে যায় জুদিয়া। তারপর দেখি, জুদিয়ায় এক গভীর মর্মান্তিক স্তব্ধতা বিরাজ করছে। তাই দেখেই ভয়ে দুঃখে ডুকরে কেঁদে উঠি।

এসথারেরও ঘুম ভাঙে। আমার গায়ে গরম হাতখানা রেখে সে বলে, 'সাইমন, কি হয়েছে তোমার?'

'স্বপ্ন দেখেছি……'

'স্বপ্ন সবাই দেখে, স্বপ্ন কিছুই না —শূন্যতার ছায়া মাত্র।'

'স্বপ্ন দেখলাম যেন গোটা দেশ শূন্য —প্রাণহীন —পরিত্যক্ত।'

'ও বাজে স্বপ্ন সাইমন। মাটি যেখানে সরস সেইখানেই লোকের বাস সাইমন। মাটি থেকে তারা ফসল তুলবে, গম ভাঙবে আর রুটি বানাবে। চিরকাল এ নিয়ম চলবে সাইমন —চিরকাল চলবে।'

'না, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা সত্যি।'

'তুমি যা দেখেছ তা নিছক স্বপ্ন সাইমন। বোকার মতো অবুঝ হয়ো না— নিছক স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়।'

'ইহুদির কোনো চিহ্ন ছিল না। আমি যেন উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে গোটা দেশ দেখছিলাম। যেদিকে তাকাচ্ছিলাম, কোথাও ইহুদি ছিল না। বহু কণ্ঠে যেন এক চাপা ধ্বনি উঠছিল, নিপাত করেছি —ওদের নিপাত করেছি।'

'কবে নোকরিরা বলেনি, ওদের নিপাত করতেই হবে। অধীর হয়ো না সাইমন।'

'সে-ধ্বনি এখনও আমার কানে বাজছে।'

'সে কি অপরে ঠিক করবে? প্রাচীন ওক গাছের মতো আমরা যখন মাটির গভীরে শিকড় গেড়েছি, তখন আমরা থাকব কি না, সে কি অপর লোকে ঠিক করবে? পুরুষের ভয় শঙ্কা বরাবরই থাকে, কিন্তু মেয়েরা জানে সাইমন......'

'এই সবকিছুর মধ্যে রোমানটির মুখ সবসময় দেখছিলাম। সেই মসৃণ ময়লা বিক্ষোচিত মুখখানা সবসময় ভাসছিল। পাতলা ঠোঁট ফাঁক করে যেমনভাবে সে হাসে, ঠিক সেইভাবেই। দুষ্ট......'

'লেন্তেলাস সিলেনাসও আর দশজন লোকের মতো সাইমন।'

'না —না!'

'অধীর হয়ো না স্বামী! শান্ত হও —চুপ করে বিশ্রাম কর। অতীতের কথা তোমার বুকে বড় বেশী চেপে আছে সাইমন! শান্ত হও......'

সে তখন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। সান্ত্বনা আমিও চাইছিলাম। খানিক বাদে আমি নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী রহস্যলোকে ডুবে গেলাম। যত সম্মান, যত সততা পেয়েছি, জেগে উঠে তার কথা ভাবতে লাগলাম। আমি নিজে অতি সামান্য জনকয়েককে ভালোবাসলেও —কত লোকই যে ভালোবেসেছে আমাকে!

মনে পড়ল মহিমময় ভাইদের কথা। সত্যিই আমরা প্রাচীন ওকগাছের মতো। আর সেইজন্য জুদাস ম্যাক্কাবিয়াস, এলিজার, জন আর জোনাথানের মতো বিরাট দৃঢ় শাখা বেরিয়েছে এ গাছ থেকে। ধন্য তারা! শান্তিময় নির্বিঘ্ন হোক তাদের চির বিশ্রাম। জীবন ক্ষণিকের, আবার জীবন চিরন্তনও বটে! শিগগিরই মহিমময় ভাইদের সব চাইতে নিকৃষ্ট আমি সাইমনও তাদের পথের যাত্রী হব। কিন্তু ইস্রায়েলের মানুষ, এমন কি নোকরিরাও সহজে ভুলতে পারবে না যে বৃদ্ধ আদন মাট্টাথিয়াসের পাঁচ ছেলে ছিল।

★